২৮৮৯

শ্রেষ্ঠ [illegible]

- শিশির ভাদুড়ী

ক্ষা' নামে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায়
ন্তু বইখানির আভিজাত্য এবং পরিচয়
া "গ্রেট হাঙ্গার" নাম বজায় রাখা সমীচীন

বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক জোহন বয়ারের নূতন
বার কিছু নেই। নিজের অসাধারণ লেখনী নৈপুণ্যে
সীর অন্তর জয় করেছেন। এই বইখানি বাংলায় অনুবাদ
অনুমতি দিয়ে তিনি আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন।

'দেশ' সম্পাদকমহাশয় বইখানি তাঁদের পত্রিকায় ছাপিয়ে আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন এবং যে সকল বন্ধুবান্ধব আমাদের নানা ভাবে সাহায্য করে ঋণী করেছেন তাঁদেরও আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

২৫শে অগ্রহায়ণ,
১৩৪৬

শ্রীশিশির চন্দ্র সেনগুপ্ত
শ্রীজয়ন্ত কুমার ভাদুড়ী

শ্রীশ্রীশচন্দ্র সেন প্রণীত সামাজিক নাটক

গ্রহমুক্তি

বহু সংবাদপত্রে উচ্চ প্রশংসিত

"নাট্যকার উপযুক্ত ঘটনার সমাবেশে বাঙ্গালী গৃহস্থের শোচনীয় দারিদ্র্য, চাকুরীজীবীর একান্ত অসহায় অবস্থা এবং কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার অপরিসীম লাঞ্ছনার ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নাটকখানি পড়িতে গেলে মাঝে মাঝে অশ্রু সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।" মূল্য—৸০ আনা।

এউ হাঙ্গার

(১)

পশ্চিমে হাওয়ার মত প্রলয় সৃষ্টি করবার এমন ক্ষমতা কারুর নেই। যখন সেই বাতাস শীতের দীর্ঘ সন্ধ্যায় সগর্জ্জনে বহিতে থাকে হু-হু করে—কাটা সূতার ছিন্ন অংশগুলি fjordএর ধারে পাহাড়ের দেওয়ালের গায়ে উড়িয়ে নিয়ে এসে ফেলে—নদীর জল গাঁজিয়ে চলমান তরঙ্গের ফেনায় আবিল করে তোলে—তীরে বাঁধা নৌকাগুলিকে জেলেদের ধূসর কুঁড়ে ঘরের দ্বারে নিয়ে এসে আছড়ে ফেলে—আর গোলা-বাড়ীর চালগুলিকে ঠিক যেন অসহায় পাখীর মত ছিঁড়ে উড়িয়ে দেয় মাঠের মধ্যে। "রক্ষা কর, রক্ষা কর, হে দয়াল প্রভু"—গ্রামের মেয়েদের কাতর কণ্ঠ শোনা যায়। এখন দুধ দুহিবার সময়—তাদের হামাগুড়ি দিয়ে গোয়াল-ঘরে ঢুকতে হবে—হাতে একটা লণ্ঠন নেবে, তাও তখনি নিভে যাবে—আর দুগ্ধ দোহনের পাত্র এই দুর্য্যোগে সামলে রাখাও অসম্ভব। ঘরের মধ্যে তখন ষ্টোভের চার ধারে ঘিরে বসে বৃদ্ধারা সকাতর প্রার্থনা জানায়—'দয়াময় রক্ষা কর'। হয়ত আজকের এই দুর্য্যোগের রাত্রিতে তাদের মন চলে গেছে সুদূর উত্তরে Lofoten এর সমুদ্রে তাদের সন্ধানে, এই দারুণ দৈব বিপর্য্যয়ে—যারা মাছ ধরতে গেছে।

কিন্তু বসন্তের শান্ত দীর্ঘ দিনে fjord আবার লঘু নৃত্যের ছন্দে ব'য়ে

চলে, রূপালী আভায় ঝিক্‌মিক্‌ করে তার জল। এর অগভীর জ... আর এক স্বপ্নের রাজ্য—বালির তীর, আগাছা-শোভিত উঁচুনীচু পাহাড়, পাহাড়-ঘেরা জলাশয়, স্বচ্ছ তার জল। ছোট ছোট থালার মত চ্যাপ্টা মাছগুলি সেখানে শুধু লাফিয়ে বেড়ায়। আতপ্ত বাতাস ভেসে আসা সমুদ্রের লবণজলের গন্ধে ভারী। Seapie পাখী জলের মধ্যে একটা বড় পাথরের পাশে ঘুরে বেড়ায়—মাঝে মাঝে তার দীর্ঘ লাল ঠোঁট সূর্য্যের দিকে ফিরিয়ে মনের আনন্দে চেঁচায় "—ক্লীপ, ক্লীপ, আবার এসেছে বসন্ত।" আকাশ ও পৃথিবী হাস্‌ছে আলোয়।

এমনি এক দিনে দুটি ছেলে—বছর চৌদ্দ বয়স তাদের, কিংবা কিছু বেশী—জেলেদের কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে তীরের দিকে রওনা হল। ছোট ছেলের যখন একটা গোপন কাজের জন্য তৈরী হয়—তখনকার মত ব্যস্ততা আর সচরাচর তাদের মধ্যে দেখা যায় না। এদের হাতেও এখন সেই রকম একটা বিশেষ জরুরী কাজ। পীয়ার ট্রয়েন—মুখ চ্যাপ্টা, মাথায় সোনালী চুলের গুচ্ছ, একটা মাল-টানা ঠেলা গাড়ী টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। আর তার বন্ধু মার্টিন—গায়ের রং তার শ্যামল, মুখে তিল; সে একটা বালতি হাতে তার পিছনে পিছনে আস্‌ছিল। তারা খুব গভীর রহস্যে কানাকানি করছিল, আর মাঝে মাঝে নদীর দিকে ব্যাকুল চোখে চাইছিল।

পীয়ার অবশ্য এখানকার দলপতি এবং বরাবর সে এ কাজ করে এসেছে। গেল বছর দাবাগ্নি ত তাদেরই বাড়ীর দ্বারে এসে পৌঁছেছিল; বড়দের মত ছোটদেরও যে গভীর সমুদ্রে যাবার অধিকার আছে—এই কথাটা আজ সে তার কয়েকজন বন্ধুকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছে। সমস্ত শীতকাল ধরে তারা বড়দের কাজ করে এসেছে—ঘাস কেটেছে—কাঠ বয়েছে। কিন্তু ছোট বলে তারা কি কেবল সমুদ্রতীরের মাছই

ধরবে আর বাড়ীতে আনবে—coal fish, flounder, অথবা কড্ মাছের বাচ্চা! দূরের গভীর 'সী লাইন' স্পর্শ করবার ক্ষমতা তাদের নেই, তাতে কি?—লফটেন সমুদ্রের ধীবরেরা এখন দারুণ ব্যস্ত, সেখানকার কাজ শেষ না হলে তারা ত আর এদিকে ফিরতে পারবে না! সেই সব কারণে ছেলের দল 'বোট-হাউস'এর পাশ দিয়ে তাদের 'লাইন' টাঙিয়েছে—আর Fjordএর গভীর জলে সেই 'লাইন' ভাসিয়ে রেখেছে।

গভীর সমুদ্রের মধ্যে মাছ ধরবার বিপদ হচ্ছে যে প্রকাণ্ড ও ভয়ঙ্কর মাছ এক এক সময় উঠে আসে—যা আগে কখনও হয়ত দেখা যায় নি। কালকে অবশ্য অন্য ধরণের বিপদ হয়েছিল। দেখা গেল তীরের দিকের 'লাইনটা' ডুবিয়ে রাখার মত ভার ওদিকে নেই। তবে কি সব আয়োজন ব্যর্থ হবে? কিন্তু পীয়ারের বুদ্ধি সমুজ্জ্বল, মস্তিষ্কে অমনি একটা মতলব এসে উপস্থিত। সে তীরের এক কোণে একটা ছোট্ট ফার-গাছের সঙ্গে সেটা বেঁধে রাখলে আর সমস্তটা জলে ডুবে রইল। আর এক প্রান্তে একটা পাথর,......সমস্তটা সবুজ জলে অদৃশ্য হয়ে যায়। তীরের দিকে বাতাসে দুটা হুক্ ঝুলছে—হয়ত কোন হাঁস কিংবা ঐ রকমের অপর কোন প্রাণী আটকে যেতে পারে। কিংবা কোন লোক হয়ত রাত্রিবেলা নৌকা বাইতে বাইতে ওতে আট্‌কে পড়বে। কি মজা, মানুষ ধরা যাবে অতি সহজেই। তারা এই গোপন পরামর্শ কানাকানি করতে করতে তীরের দিকে দ্রুতপদক্ষেপে ছুটতে লাগল।

"ঐ যে পীয়ার রনিনজেন আসছে"—হঠাৎ মার্টিন বল্‌ল। তাদের দলের তৃতীয় সদস্য এ—লম্বা ছিপ্‌ছিপে ছেলেটি, বোকা বোকা ভাব—শাদা ভ্রূ তার চোখের ওপর। এ একটু তোৎলা, হাস্‌লে এর গলা দিয়ে এক প্রকার অদ্ভুত শব্দ বের হয় "চী-ই-চী"। দুবার একে কন্‌ফরমেশান

ক্লাসে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বই পড়ে কি লাভ, যখন তার তোৎলামি শোনবার মত ধৈর্য্য কারুর নেই ?

তারা তিনজনে নৌকাটাকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে জলে ভাসাল, তালি দেওয়া ট্রাউজারের পা চেপে ধরে হুড়োহুড়ি করতে লাগল। "হী"—তীর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল।—"এই—আমি যাব।"

"এই যে ক্লস"—মার্টিন জিজ্ঞাসা করল—"ওকে কি সঙ্গে নেওয়া হবে ?"

—"না না"—পীটার বাধা দিল।

—"না-না-আসতে দাও"—পীয়ার বল্‌ল। ক্লস ব্রক জেলার একজন ডাক্তারের ছেলে। নীলাভ-চোখ তার, পরণে নাবিকের পোষাক। অবশ্য সে স্কুল-পালান ছেলে—বাড়ীতে একজন প্রাইভেট টিউটার এসে পড়িয়ে যায়। তার বাবা বাড়ী এলে আজ সে বেশ দু'এক ঘা নিশ্চয়ই খাবে।

"শীগগির"—পীয়ার একটা হাল বাড়িয়ে দিলে—সেইটা ধরে ক্লস ব্রক সন্তর্পণে এসে নৌকাতে চেপে বস্‌ল। তারপর চার দাঁড় একসঙ্গে তেড়ে ওঠে—দাঁড়টানার সঙ্গে সঙ্গে নৌকাটার আপাদমস্তক শিউরে উঠল। মার্টিন হাল ধরেছিল—পীয়ারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ। পীয়ার গলুইএর দিকে বসেছিল—তার চোখ দুটা নাচছিল—অনাগত বিরাট সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। মার্টিন এর মধ্যেই বেশ ভয় পেয়ে গেছে। পীয়ার বড় হয়ে ধর্ম্মযাজক হবে, কিন্তু কেন তবু সে এমন মতলব করে যা ভগবানের কাছে পাপপূর্ণ! এ প্রশ্নের উত্তর মার্টিনের ছোট মাথায় আসে না।

পীয়ার শহুরে ছেলে—ভাগ্য-দুর্ব্বিপাকে গ্রামের একজন জেলের সঙ্গে থাকতে বাধ্য হয়েছে। তার মা তাঁর পক্ষে যা হওয়া উচিত ছিল তা হতে পারেন নি। কিন্তু আজ আর তিনি বেঁচে নেই! তার বাবার

নিশ্চয়ই খুব টাকা আছে, কারণ তিনি প্রতি ক্রীষ্টমাসে পীয়ারকে ১০ ক্রাউন করে পাঠান. কাজেই পীয়ারেরও পকেট সব সময় টাকায় ভরা থাক্‌ত। অন্যান্য বালকেরা তাকে বেশ সমীহ করে চলত – সেও যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের উপর সর্দ্দারী করত।

ধূসর পাহাড়শ্রেণী অতিক্রম করে নৌকা নক্ষত্রবেগে ছুটে চলেছে—দূরের কুঁড়েঘর, বালির তীর সব নীলাভ হ'তে হ'তে মিলিয়ে যেতে লাগল। কেবল দূরের পাহাড়ে শুধু একখানি শাদা ধবধবে কাঠের তৈরী গোলাবাড়ীর মূর্ত্তি সুস্পষ্ট হয়ে রইল।

এই ত সেই অন্তরীপ—ঐ ত দাঁড়িয়ে আছে ফার বৃক্ষের সারি। পীয়ার ওপারে পৌঁছে—বঁড়শীর দড়ির শেষ ভাগ একটু ঢিলা করে দিল—আর দু'জন বালক যেখানে কড্‌ মাছগুলি মাথা ভাসিয়ে গভীর জলে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তাদের দিকে চেয়ে রইল। কে জানে কি ধরা পড়বে? "বেয়ে চল" পীয়ার আদেশ দিল এবং তারা জোরে দাঁড় নিতে লাগল।

নৌকাখানি সোজা ছুটে চলেছে—বঁড়শী সাজান দড়ি মাঝে মাঝে গুটিয়ে যাচ্ছে—আর হুকগুলি দুল্‌ছে—অবশেষে প্রথম টান পড়ল। পীয়ারের বুক কাঁপছে অনিশ্চিত উত্তেজনায়। বোধ হয় কোন গভীর জলের মাছ। দুর, একটা বড় রকমের কড মাত্র—পীয়ার অন্যমনস্কভাবে সেটাকে টেনে তুল্‌ল। তারপর আবার একটা টান—আবার একটা—আবার। যখন ছেলেরা কিংবা বয়স্কেরা এই সব মাছ নিয়ে গ্রামে ফেরে মেয়েদের জিহ্বাতে জল এসে পড়ে, তারা মুখ বন্ধ করে চেয়ে দেখে। এইবার দড়িটা রীতিমত কাঁপতে সুরু করেছে – কি ব্যাপার? একটা ধূসর মূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে। "বর্শাটা কই?"—পীয়ার চীৎকার করে উঠল। পীটার বর্শাটা তার দিকে ছুঁড়ে দিলে। "কি—কি"—বাকী তিনজন

একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে। "সামলে, নৌকাটা উল্টে যেন যায় না—catfishরে" মাছটার ডান পাশে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে তার ধূসর বিশ্রী দেহটা নৌকার উপর ঠেলে উঠল। কাঠের তক্তাগুলা সে কামড়াতে চেষ্টা করছে—নৌকাটার কাঠগুলি মড় মড় করতে থাকে তার দেহের আঘাতে। "সাবধান, সাবধান, উঃ"- ক্লস ভয় পেয়ে বল্‌ল—জলের ওপর তার মত ভীতু ছেলে আর নেই।

কিন্তু পীয়ার ঠিক হয়ে বসেছে। তারা এতক্ষণে fjordএর মাঝামাঝি এসে পড়েছে। এবার টান পড়েছে অগাধ জল থেকে—একটা নূতন ধরণের শব্দ হচ্ছে। কী এ? পীয়ারের হাতে দস্তুরমত জোর লাগছে—তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে দৃঢ়তা—আর বাকি ক'জন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তার মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে। "খুব জোর পড়ছে, নারে"—ক্লসের কণ্ঠ শোনা গেল। "চুপ কর না, কি চেঁচাচ্ছিস"—মার্টিন রেগে বললে—তার চোখ গভীর জলে ঐ লাইনটার দিকে নিবদ্ধ। পীয়ার এখনও টান্‌ছে। কোনও রহস্য যেন তাকে গভীর জলের দিকে আকর্ষণ করছে। কী ভয়ানক জোর লাগছে তার হাতে! এ খুব ভারী কোন জানোয়ারের আকর্ষণ নয়; কোন সাধারণ মাছের মত টানও হয়; কিন্তু তবু তার মনে হচ্ছে যেন কোন অদৃশ্য বিপুল শক্তি তাকে ধীরভাবে আকর্ষণ করছে, তাকে নৌকা থেকে টেনে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে—ওই নীচে যেখানে জলের গভীরতা আরও গভীর রহস্য-সমাকুল। হঠাৎ একটা হেঁচ্‌কা টানে তাকে নৌকা থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা করল।

—'খুব সাবধান!' "কি কি"? বাকী তিন জন ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। "চুপ করে বস্ না"—পীয়ার আদেশসূচক কণ্ঠে বললে আর বাকী তিন জন স্থির ভাবে বসে রইল—ধীবরদের এই নীতি তারা অমান্য করলে না।

পীয়ার এক হাতে লাইনটা ধরে আছে—আর এক হাতে নৌকার ধারটা চেপে ধরল। "ওরে আর একটা বর্শা আছে?" পীয়ার রুদ্ধনিশ্বাসে কথাগুলি বল্‌লে!

"এই যে একটা"—পীটার লোহার ফলা দেওয়া আর একটা বর্শা এগিয়ে দিলে।

—"মার্টিন, এইটে ধরে আমার পাশে দাঁড়া ত।"

—"কিন্তু কি হয়েছে কি?"

—"কি করে জান্‌ব কি হয়েছে—কোন বড় জানোয়ার নিশ্চয়ই।"

—"তবে ভাই লাইনটা কেটে দে—বাড়ী ফিরে চল"—ডাক্তারেরছেলেটা কেঁদে ফেললে। আশ্চর্য্য এই ছেলেটি, ডাঙার উপর এ হয়ত দশটা ছেলের সঙ্গে লড়াই করবে, কিন্তু জলের ওপর ওর মত ভীতু আর কেউ নেই।

আর একবার পীয়ার নৌকা থেকে প্রায় পড়ে গিয়েছিল আর কি! গেল বছরের দাবাগ্নি নিববার মত এবার আর সে কোন দায়িত্ব ঘাড়ে নেবে না। হয়ত কোন মস্ত জানোয়ার নৌকাটার ওপর উঠে আসবে, তারপর নৌকাটা উল্টে দেবে—বাড়ী থেকে এতদূর এসে কি ভয়ানক বিপদ! সবাই যদি ডুবে যাই—আমারই ত সব দোষ? অন্যমনস্ক ভাবে সে পকেট থেকে ছুরিটা বার করলে, তারপর আবার কি ভেবে সেটা স্বস্থানে রেখে দিল।

ঐ যে দেখা যাচ্ছে—একটা বিপুল দেহভার জলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছে। জানোয়ারটা তার বিরাট দেহ নাড়ছে আর জল ফেনায়িত হয়ে উঠছে তার চারি পাশে। আর ঐ শাদা ওটা কি? দাঁত? বাপরে এতক্ষণে তারা বুঝতে পারলে কি জানোয়ারটা নিয়ে তারা খেলা করছে। দক্ষিণ সমুদ্রে গ্রীনল্যাণ্ড হাঙ্গরের মত ভীষণ হিংস্র জন্তু আর নেই—ওর কতক্ষণই বা লাগবে এই ক'টি কিশোর বালককে জীবনান্ত করতে।

"খুব সাবধান মার্টিন, বর্শাটা ঠিক করে ধরে থাক।"

জানোয়ারটা এইবার জলের ওপর ভেসে উঠেছে—জল ফেনায় পরিণত হচ্ছে। লেজটা কেবলই জলে আছাড় মারছে আর ঐ ছুচোলো মস্ত মুখটা বুকের তলায় ভীষণ ভাবে নড়েছে। "এইবার নাও"। সঙ্গে সঙ্গে এক জোড়া বর্শা পশুটার দেহে আঘাত করল, নৌকাটা দুলে উঠল। খানিকটা জল নৌকার ভিতর ঢুকে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে ক্লস কাঁপতে কাঁপতে দাঁড় ফেলে দিয়ে গলুই এর মধ্যে ঢুকল—"ভগবান বাঁচাও"।

পরমুহূর্ত্তেই পূর্ণ মানুষের মত একটা বিপুলকায় দেহ নৌকাটার ওপর এসে আছড়ে পড়ল। এইবার আসল বিপদের আরম্ভ। ছেলে দুটি বর্শা জোড়া ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল—পশুটাকে জায়গা দেবার জন্যে। সেইখানে পড়ে জন্তুটা রেগে গর গর করতে লাগল—তার একজোড়া শিকারী চোখে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। তার সেই লেজের আঘাতে নৌকাটা এক একবার দুলে দুলে উঠছে—নৌকার তলাটা যেন ভেঙ্গে পড়ে যাবে মনে হয়। মাঝে মাঝে সে উঁচু হবার চেষ্টা করছে, আবার পরমুহূর্ত্তেই ভয়ানক যন্ত্রণায় আছড়ে পড়ছে। তার মুখ দিয়ে জল আর গাঁজলা বেরুচ্ছে আর জলন্ত চোখদুটি বলছে—"কাছে আয় না তোর, দেখিয়ে দিচ্ছি মজাটা।"

ইতিমধ্যে মার্টিনের মনে ভয় ঢুকেছে—হয়ত বা জন্তুটা নৌকাখানা টুকরা টুকরা করে ফেলবে। সে তার শাণিত দীর্ঘ ছুরিটা বার করলে—তারপর একটু ঝিকিমিকি—পর মুহূর্ত্তেই খানিকটা রক্ত ছিটকে পড়ল। পেছনের হাড় দুটোর মধ্যে ছুরিখানা গভীর ভাবে ঢুকে গেছে। "সাবধান পেছিয়ে।" কিন্তু ততক্ষণে মার্টিন জন্তুটার কালো লেজের আছাড়ের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। এইবার মৃত্যুমুখী জন্তুটার শেষ চেষ্টা সুরু

হল। ছুরিটা জন্তুটার পিঠের মধ্যে গভীরভাবে ঢুকে গেছে—একটা বর্শা জন্তুটার চোখে বিদ্ধ হয়ে আছে আর একটা তার এক পাশে বিঁধে রয়েছে। জন্তুটার প্রত্যেক আছাড়ে নৌকার কাঠ মড়মড় করছে।

"জানোয়ারটা সব ভেঙ্গে ফেলবে দেখছি, আমাদের যে সমুদ্রের নীচে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।" পীয়ার চেঁচিয়ে বললে।

সঙ্গে সঙ্গে তার ছুরিটাও জন্তুটার কাঁধের মধ্যে ঢুকে গেল—আর মুহূর্ত্তের মধ্যে তাদের দুটা দেহ নৌকার এক পাশ থেকে আর এক পাশে দাপাতে লাগল।

"যীশু রক্ষা কর রক্ষা কর"—ক্লস কম্পিত কণ্ঠে কেঁদে উঠল। "হাঙ্গরটা একে যে মেরে ফেলবে—ওযে মরে যাবে দেখ্‌ছি।" সে নৌকার পাশটা জড়িয়ে ধরলে।

পীয়ার এতক্ষণে উঠে বসেছে, সে নৌকার পাশটা চেপে ধরতে যাবে ঠিক সেই সময়ে জানোয়ারটার দাঁত তার বাহুমূলের উপর বিদ্ধ হল। পীয়ারের মুখে গভীর যন্ত্রণার ছাপ। আর একটু হলেই তার ধারাল দাঁত তাকে শেষ করে দিত। কিন্তু চট করে পীটার তার দাঁড়টা ফেলে দিলে—সঙ্গে সগে তার ছুরিটা হাঙ্গরের চোখের মধ্যে আমূল বিদ্ধ হল। মস্তিষ্কের মধ্যে আঘাত লাগাতে পশুটার দাঁত আলৃগা হয়ে গেল।

"শ-য়-তা-ন জানোয়ার"—পীয়ার তোৎলাতে লাগ্‌ল—সে আবার এসে দাঁড়টা ধরলে। এর একটু পরেই পীয়ার নিজেকে সামলে নিলে—তার কাঁধ দিয়ে তখনও রক্ত ঝরে পড়ছে। তার আঙুল রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। অবশেষে তারা বাড়ীর দিকে নৌকার মুখ ফেরাল—নৌকাটা সেই বিরাট পশুর মৃতদেহে দুর্ভর হয়ে উঠেছে—কিন্তু হঠাৎ তারা সবাই একসঙ্গে থেমে গেল।

"ক্লথ কোথায়? তাকে দেখছি না যে?"—পীয়ার কম্পিত কণ্ঠে

জিজ্ঞাসা করলে—"ক্লস এইমাত্র যেখানে শুয়ে ছিল, সেখানে ত সে নেই।" সেই মস্ত মোটা পনের বছরের ছেলেটি—যে এখন থেকেই তার প্রেমের গল্প বন্ধুদের শোনায়, যে নাকি জার্ম্মান শিখে তার বাবার মত উদার ও মহানুভব হবে, সেই ছেলেটি মৃতবৎ পড়েছিল একেবারে গলুই এর ভেতরে।

অন্য সবাই ভয়ে কেঁপে উঠল—কিন্তু পীয়ার তার আঘাত জল দিয়ে ধুতে ধুতে অদৃশ্য একজনের মুখে অজানিতেই জলের ঝাপটা দিতে লাগিল। পরমুহূর্ত্তেই ক্লস উঠে বসল—তারপর অদ্ভুতভাবে দাঁড়টা চেপে ধরে চেঁচাতে লাগল—'লাইনটা কেটে ফেল ভাই, বাড়ী ফিরে চল।'

বাকী ক'জন হো-হো করে হেসে উঠল। তারা দাঁড় নামিয়ে ফেললে। তার পর গভীর ভাবে নিঃশ্বাস নিতে লাগিল। কিন্তু বাড়ী যাবার আগে তারা তীরের উপর দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করল যে, ক্লসের এই দুর্ব্বলতা আর কারুর কাছে প্রকাশ করবে না। পরের কয়েক সপ্তাহ জুড়ে সমস্ত গ্রামটি এই চারটি দুর্দ্ধর্ষ ছেলের কীর্ত্তি-কাহিনীতে মুখর হয়ে উঠল—অবশ্য তারা স্পষ্টই বুঝতে পারলে এর পর তাদের অবিভাবকদের কাছ থেকে হয়ত তাদের ন্যায্য চাবুক তারা খাবে না।

পীয়ার যখন খুব ছোট ছিল তখন তাকে ট্রোয়েনে এক বৃদ্ধ দম্পতীর সঙ্গে বাস করবার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এর আগেও তাকে আরও দু'একবার আস্তানা বদ্‌লাতে হয়েছে। কিন্তু সে কথা এখন মনে পড়ে না। যাক্‌, এখন সে গ্রামের মধ্যে একজন নামকরা গোঁয়ার ছেলে, কিন্তু এর আগে তার প্রকৃতি ছিল নিস্প্রভ সকলকে এড়িয়ে একাকী নির্জ্জনে থাক্‌তে সে খুব ভালবাসত। লোকেরা যখন তার মার সম্বন্ধে আলোচনা করত, তখন তাকে দেখিয়ে "অভাগা ছেলে" বলে খেদ প্রকাশ করত। কেন ওরা ওকথা বলে? কেন রেগে গেলে পীটার রনিন্‌জেন তোৎলাতে তোৎলাতে বল্‌ত—"ছোট লোক, বেজন্মা।"

মুখে বসন্তের দাগ ওই শাদা মহিলাকে পীয়ার 'মা' বলত আর তার স্বামীকে বলত "বাবা"। সময় অসময়ে তাকে সে সাহায্যও করত—হয়ত মাছ ধরার সময় নৌকাতে অথবা কামারশালায় কাজের সময়।

তার শৈশব কেটেছে এমন সব লোকের সাহচর্য্যে—যারা হাসিকে পাপ বলে মনে করে—যাদের মন সমুদ্রের ধূসর কুয়াসার মত দারিদ্র্যের কালিমায় কদর্য্য, আর যারা নরকের ভয়ে সদাই শঙ্কিত।

একদিন কর্ম্মক্ষেত্র হ'তে ফিরে এসে পীয়ার দেখতে পেলে—বৃদ্ধেরা খাবার টেবিলে বসে নাক্‌ সিঁটকাচ্ছে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। কপাল থেকে ঘাম মুছে পীয়ার এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে।

বড়ছেলে মুখে এক চামচ পরিজ ছুঁড়ে দিলে, তারপর চোখ মুদে গিলে ফেললে—"হতভাগ্য পীয়ার!"

"হায়রে দুর্ভাগা বালক"—বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস মোচন করে চামচেটা দেওয়ালের একটা গর্ত্তে রেখে দিল—গর্ত্তটা র‍্যাকের কাজ চালাত।

—"এবার মা ও বাবা দু'জনেই চলে গেল"—জানালার দিকে চেয়ে বড় মেয়ে বলল—"মা ? সেকি ?"

—"হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ—" বৃদ্ধ সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে—"সে স্বর্গে গেছে তার ত্রাণকর্ত্তার কাছে।"

তারপর দিন বয়ে যায়—পীয়ার কাঁদতে চেষ্টা করে। তার কাছে সবচেয়ে যে ব্যাপারটা খারাপ লেগেছে—সে হচ্ছে, বাড়ীর সবাই সুস্পষ্ট রূপে জানে তার মা কেথায় গেছে। স্বর্গে—সেখানে নিশ্চয়ই নয়! তবে কি করে তারা এত সুনিশ্চিত হতে পারে ?

পীয়ার তার মাকে শুধু একবারমাত্র দেখেছে—যখন তিনি এই গ্রামে বেড়াতে এসেছিলেন। তখন তাঁর পরণে ছিল পাতলা একটি পোষাক —মাথায় বড় সোলার টুপি—পীয়ার এর পূর্ব্বে এত সুন্দর আর কিছু দেখেনি। পীয়ারই তাঁর একমাত্র ছেলে নয়—তাঁর একটি মেয়েও আছে —নাম লুইস—ভিন্‌গ্রামে কোন এক পরিবারের সঙ্গে বাস করে। এসব কথা তিনি প্রতিবেশীদের কারুর নিকট গোপন করেন নি। তখন তাঁর মেজাজ ছিল দিলদরিয়া—অনেক বিপদপূর্ণ গল্প বললেন আর এমন সব গান গাইলেন—যা কোনদিক দিয়েই রুচিসঙ্গত নয়। বৃদ্ধেরা তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলে আর যুবকেরা তাকে আড়চোখে লক্ষ্য করতে লাগল। যাবার সময় তিনি পীয়ারকে চুম্বনে ভরে দিয়ে গেলেন—যেতে যেতে অনেকবার পেছনে মুখ ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন তাকে টুপির নীচে তার মুখটি বিমল হাসির আভায় দেদীপ্যমান। পীয়ারের নিকট তখন মনে হয়েছিল তার মা পৃথিবীর একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী।

এখন তার সেই মা এমন রাজ্যে পৌঁচেছে যেখানে ভীষণদর্শন

নরকের কীটেরা বাস করে যুগযুগান্তর ধরে তপস্যা করলেও যেখান থেকে আর মুক্তির আশা সুদূরপরাহত। সারাদিন পীয়ারের শুধু তার মা'র মুখ মনে হতে লাগল—মাথায় সেই বড় সোলার টুপি, পরণে পাতলা পোষাক—সেই গানের উৎসব আর প্রাণখোলা হাসি—।

তারপর এখন আর এক সমস্যা।

বালকটির গ্রাসাচ্ছাদনের ভার এখন কে বহিবে? অবশ্য বিবাহ রেজিষ্টার থেকে জানা যায় তার একজন বাবা আছেন—নাম তাঁর হোলম—ক্রিশ্চিয়ানাতে বাস করেন। কিন্তু যতদূর খবর পাওয়া গেছে, তার মা'র কাছ হ'তে তিনি বহুদিন ফেরার অর্থাৎ তাঁর আর কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না। অতএব বালকটিকে নিয়ে এখন কি করা যায়?

এতদিনে পীয়ার বুঝতে পেরেছে, এখানে সে সম্পূর্ণ অপরিচিত—তার একমাত্র শুভার্থী এই বৃদ্ধদম্পতী তার পাতান মা আর বাবা।

কতদিন রাত্রে সে শুনেছে—পাশের ঘরে তাকে নিয়ে জোর বাদানুবাদ চলছে—বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে বলেন—'না-না'! আর সকলে প্রতিবাদ করে—"জান না ত সময় কি রকম খারাপ!" কিন্তু এটা পীয়ার ঠিক বুঝতে পেরেছে যে, শীঘ্রই তাকে কোন গোলাবাড়ীতে মেষপালের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হবে।

তখন পীয়ার কম্বলটা মাথার উপর টেনে দিত। অনেকদিন রাত্রে বৃদ্ধার ছেলেরা যদি কখনও কেউ জেগেছ ত শুনতে পেয়েছে কে যেন ঘুমের মধ্যে কাঁদছে ফুপিয়ে ফুপিয়ে দিনের বেলায় খাবারের টেবিলে সে যতদূর সম্ভবপর কম জায়গায় বসে সবচেয়ে কম খেয়ে উঠত। এবং প্রতিদিন তার ঘুম ভাঙ্গত একটা আতঙ্ক নিয়ে যে, আজই হয়ত পালক মাতাকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে তাকে পাড়ি দিতে হবে অপরিচিতের রাজ্যে।

ঠিক এমনি সময়ে fjordএর ধারে কুঁড়ে ঘরে একটি অভিনব—অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটল।

একদিন একখানা রেজিষ্ট্রী চিঠি এসে উপস্থিত—প্রত্যেক কোণে শীলমোহর করা আর ঠিকানাটা এমন পাকা হাতের লেখা যে, পড়াই মুস্কিল। প্রত্যেক লোক এসে বড় ছেলের চারিপাশে ভিড় জমাল—কি রহস্য ওর মধ্যে আছে কে জানে? খামটা খুলতেই পাঁচখানা ১০ ক্রাউনের নোট বেরিয়ে এল। "এ সব কার?" বিস্মিত কণ্ঠে সবাই চেঁচিয়ে উঠল।

এখন সমস্যা হচ্ছে সেই চিঠিতে কি লেখা আছে? চিঠি লেখক আর কেউ নয় পীয়ারের বাবা! চিঠিতে লেখা আছে—

বালকটিকে ভাল করে রেখ—দু'মাস অন্তর ৫০ ক্রাউন পাবে—দেখ যেন ভাল খেতে, ভাল পরতে পায়। ইতি

—পি, হোলম, ক্যাপ্টেন।

"পীয়ার, তোমার বাবা একজন ক্যাপ্টেন—অফিসার"—তোৎলাতে তোৎলাতে বড় মেয়ে আর এক পা পেছিয়ে গেল তাকে আরও ভাল করে নিরীক্ষণ করতে।

"পূর্ব্বে ওর জন্য যা পেতাম এখন তার দ্বিগুণ পাব"—বড় ছেলে নোটগুলো বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে তার দিকে তাকাতে তাকাতে জানিয়ে দেয়—যেন স্বর্গের কোন দেবতাকে সম্বোধন করে সে সব কথা বলছে।

কিন্তু বৃদ্ধ মহিলার চিন্তাধারা তখন অন্যমুখে বয়ে চলেছে—কৃতজ্ঞতায় সে জোড়করে ভগবানকে ধন্যবাদ জানাল—"যাক বালকটিকে আর হারাতে হবে না।"

"যথোচিত ভাবে খাওয়াতে পরাতে"—সে ভাবনা আর নেই। সেইদিনই পীয়ার খাবার সময় পরিজের সঙ্গে মধু পেলে। বড় ছেলে

তাকে একজোড়া মোজা কিনে এনে দিলে ;—তখন তখনই পরতে হল —আর রাত্রে শোবার সময় বড় মেয়ে নূতন রাগের তলায় তাকে একটু চাপ দিলে এ কম্বলটা আর পূর্ব্বের মত লোমশূন্য নয়। তার বাবা ক্যাপ্টেন - একথা বিশ্বাস করতেও যে আশ্চর্য্য ঠেকে।

সেদিন থেকে পীয়ারের অবস্থা ফিরে গেল। গ্রামের লোকেরা এখন তাকে অন্যদৃষ্টিতে দেখতে লাগল। কেউ আর তাকে দেখে "হতভাগ্য বালক" বলে দীর্ঘশ্বাস মোচন করে না। সমবয়সীরা আর তাকে গালাগালি দিতে সাহস পায় না—বড়রা বলে, "ভবিষ্যৎ এর উজ্জ্বল।"

"—দেখ" তারা উপদেশ দেয় -"তোমার এই পিতাই তোমাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে। তুমি একজন বড়দরের কেউ হবে—হয়ত বিশপই।" ক্রীষ্টমাসের সময় শুধু তার জন্যই ১০ ক্রাউনের একটা নোট এল—সে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে এই টাকা নিয়ে। পীয়ার নোট ভাঙ্গিয়ে তার সংখ্যা আরও দ্বিগুণ করলে। বুক উঁচু করে এখন সে চলবে—বালকদের উপর সর্দ্দারী করবে—এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে? সে ত রাজপুত্র! এমন কি, একদিন সেই ডাক্তারের ছেলে ক্লস ব্রক এসে তাকে তাস খেলা শিখিয়ে দিলে, "কিহে, এখন, নিশ্চয়ই আর বিশপ হবার আকাঙ্ক্ষা নেই"—সে জিজ্ঞাসা করে।

কিন্তু এর জন্য কেউ বলতে পারবে না যে, পীয়ারের এখন চাল বেড়ে গেছে—মাছ ধরতে বা কামারশালায় সাহায্য করতে সে এখন লজ্জা বোধ করবে। বরং যখন রক্তবর্ণ লৌহশলাকা হতে স্ফুলিঙ্গগুলি বের হয় —ঝিকমিক করে হাওয়ায় নাচতে থাকে—তখন তার মনে নূতন স্বপ্নের উদয় হয়—স্বপ্ন যা অনাগত ভবিষ্যে সফল হবে। বিশপ সে হবেই—যদিও সে এখন পাপী উচ্ছৃঙ্খল বন্যযুবক—সময় সময় ছোটলোকদের মত শপথ

করে, অভিশাপ দেয়—সে শুধু তাদের দেখাবার জন্যে যে, ধর্ম্মের অনাচারে পৃথিবী ফাঁক হয়ে কাউকে গিলে নেয় না। তবুও সে বিশপ হবেই। চোখে চশমা আটা পেটমোটা পুরুতদের মত নয়;—সে হবে স্বর্গের দূত—শুভ্র বেশ, বিভান্বিত আনন। এমন দিনও আসতে পারে যখন যাতনার নরকে গিয়ে তার মাকে মুক্তি দেওয়ায় ক্ষমতা তার জন্মাবে। আর হেমন্তের সন্ধ্যায় রাজপুরীর বাহিরে যখন সে এসে দাঁড়াবে—শুভ্রকেশ বিশপ—তারাগুলির দিকে শুধু একবার মাত্র অঙ্গুলী সঙ্কেত—অমনি সঙ্গীতের তরঙ্গে তরঙ্গে তারা মুখর হয়ে উঠবে।...

—"ক্লিং—ক্লাং"—হাতুড়ীর শব্দ ভেসে আসছে।

গ্রীষ্মের শান্ত দীর্ঘ দিনে একদল বালক নগ্ন প্রান্তর পেরিয়ে বনভূমির দিকে অগ্রসর হয়—গাভীগুলিকে গৃহে আনতে। দোহনের সময় যে আগতপ্রায়! যত ঊর্দ্ধে তারা ওঠে ততই সমুদ্রের মূর্ত্তি আরও স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে। ঘণ্টা দুই পর সূর্য্য অস্ত যায়; ধূসরবর্ণ গাভীর সারি গৃহ মুখে চলে—তাদের গলার ঘণ্টা বাজতে থাকে—বনভূমি আর পাহাড় মুখরিত হয়ে ওঠে। বালকদের চীৎকার ভেসে আসে-"হেই হেই"।

বড়রা যেমন পান খায় তেমনি এ্যালিডার গাছের ছাল তারা সোৎসাহে চিবোয়—লাল কসের পীক্ ফেলে। আর তাদের পায়ের তলে—পাহাড়ের নীচে গোলাবাড়ীগুলি অন্ধকারে ম্লানায়মান হয়ে আসে—fjord এর জল আসন্ন সন্ধ্যার আলোয় হলুদবর্ণ ধারণ করে-যেন প্রকাণ্ড একখানা আরশী। লাল মেঘ, নৌকার শাদা পালের ছবি, আর ফ্যাকাশে নীল পাহাড়ের ছায়া নদীর জলে প্রতিফলিত হয়।—আরও দূরে সমুদ্র আর দিগন্ত যেখানে জড়াজড়ি করে আছে, ঠিক তারই' পরে শুকতারা একাকী কাঁপতে কাঁপতে শিউরে ওঠে।

এমনি এক সন্ধ্যায় পীয়ার সবেমাত্র পাহাড় থেকে নেমেছে—ঠিক সেই সময় একটি ভদ্রলোক ঘোড়ার গাড়ী চড়ে বড় রাস্তা ছেড়ে troenএর রাস্তা নিলে—দেখতে পেল ঘোড়াটা কিছুদূর গিয়ে একটা ছোট ব্রীজের কাছে এসে থেমে গেল। চালক লাগাম চেপে ধরে কসে এক চাবুক লাগাল। ঘোড়াটা প্রতিবাদ স্বরূপ পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল—গাড়ী উল্টে যায় আর কি! "না ঃ—আমাকে দেখছি হেঁটেই যেতে হবে"—ভদ্রলোকটির ক্রুদ্ধ স্বর শোনা যায়। তিনি লাগামটা পাশের ছেলের হাতে দিয়ে নেমে পড়লেন। ঠিক সেই সময় পীয়ার সেখানে এসে উপস্থিত।

"এই ছোঁড়া" ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করল—"তুমি, এই ব্যাগটা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে?"—আরও কিছু বলতে গিয়ে তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন—এক পা পিছিয়ে তাকে আরও নিবিষ্টভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। "একি তুমি! তোমার নাম পীয়ার?"

'হ্যাঁ' পীয়ার উত্তর দেয়—একটু অদ্ভুতও লাগে—মাথার টুপি খুলে ফেলল।

"বেশ, বেশ—আমার নাম হোলম।"

বালকটি গাড়ী নিয়ে চলে গেল। একজন শহুরের ভদ্রলোক আর একটি তালি দেওয়া ট্রাউজার পরা রোগা গ্রামের বালক—তারা সেখানে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে পরস্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

ভদ্রলোকটির বয়স পঞ্চাশ বা তার কিছু বেশী হবে। কিন্তু এখনও মেরুদণ্ড বেশ সোজা—বলিষ্ঠ। চুলও বেশ ঘন সন্নিবেশিত—দাড়িতে অবশ্য একটু পাক ধরেছে—ফেল্ট হ্যাটের তলায় তার চোখ দুটি জ্বল্ জ্বল্ করছে; ওভার কোটের বুক খোলা—ওয়েষ্ট কোটে রক্ষিত ঘড়ির সোনার চেন দেখা যাচ্ছে। তাঁর এক হাতে ছাতা, একজোড়া গ্লাভস্—আর

এক হাতে হাল্কা ট্রাভেলিং ব্যাগ, পায়ে চকচকে জুতা। চমৎকার দেখতে ভদ্রলোকটিকে? এমন ভদ্রলোক এপর্য্যন্ত পীয়ারের চোখে আর কখন পড়েনি। আর ইনিই তার পিতা!

—"তাহলে এই তোমার চেহারা—বয়সের অনুপাতে খুব বড় নও কত এখন—ষোল বৎসর? তারা তোমায় ভাল খেতে পরতে দেয় ত?"—

—"হ্যাঁ"—দৃঢ়তার সহিত পীয়ার উত্তর দেয়।

তারপর তারা দু'জনে সেই fjord-এর ধারে ধূসর কুটীরের দিকে রওনা হ'ল। চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ লোকটি থেমে পড়ে—অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে কি যেন চেয়ে দেখে।—এইখানে এতদিন বাস করছ?

—হ্যাঁ।

—ঐ সাম্‌নের ঐ ছোট্ট কুঁড়েঘরে?—

—হুঁ—ঐ বাড়ী; নাম ট্রয়েন—

—ওদিকটা অমন বেরিয়ে রয়েছে কেন?—কোনদিন সবশুদ্ধ ভেঙ্গে পড়বে!

পীয়ার হাস্‌তে চেষ্টা করে, কিন্তু গলার মধ্যে কেমন একটা বাধা অনুভব করে। পিতামাতার বাড়ী সম্বন্ধে কোন ভদ্রলোক অবজ্ঞাসূচক কোন কথা বললে প্রাণে লাগে বই কি!

অপরিচিত ভদ্রলোকটি গৃহদ্বারে পৌছাতে এক বিরাট সাড়া পড়ে গেল। বৃদ্ধ মহিলাটি ময়দার চাঙ্গারি সামনে নিয়ে রুটি তৈরী করতে মহা ব্যস্ত—দেহের কতক অংশ একদম শাদা হয়ে গেছে, আর তার স্বামী নাকে চশমা এঁটে একটা জুতা সেলাই করছিল—মেয়ে দুইটি সূতা কাটার যন্ত্রের মধ্য হইতে এক লাফে বেরিয়ে এল।

"এই যে, আমার নাম, হোলম"—পথিক চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নেয়—একটু হাসেও।

"কি ভয়ানক কথা—ক্যাপ্টেন নিজে!" বৃদ্ধা তার জামাকাপড়ে হাত মুছতে মুছতে সবিস্ময়ে বলে।

ভদ্রলোকটি খুব অমায়িক—শীঘ্রই সকলের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেললেন। তিনি একটি সম্মানিত আসনে উপবেশন করলেন—কথা বলতে বলতে পিঠ চাপড়াতে থাকেন—যেন নিজের বাড়ী! বৃদ্ধার একটি মেয়ে কয়েক দিনের জন্য শহরে এক কন্‌সালের বাড়ীতে কাজ করেছিল, কাজেই ভদ্রলোকদের আদব-কায়দা সে জানে। সে এক বাটী দুধ এনে তাঁকে দিল খুব ভদ্রতার সহিত—"ক্যাপ্টেন যদি ইচ্ছা করেন"।

"ধন্যবাদ, তোমার নাম কি খুকি, লজ্জা পাবার কিছু নেই, বল"।

"নিকোলাইন।"

—বেশ!

—তোমার?

—"লুসিয়ানা।"

"এও বেশ নাম"।—এই বলে লাল ডোরাকাটা, দুধের পাত্রের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে এক চুমুকে সেটা নিঃশেষ করে ফেল্‌লেন, রুমাল দিয়ে দাড়ি মুছে আবার নিশ্বাস নিলেন। "ব্যস—এই ভাল"; তারপর এই বলে তিনি সকলের দিকে চাইলেন, তারাও তাঁর দিকে চাইলে; ভদ্রলোকটি হাসলেন, টেবিলের উপরে আঙ্গুল দিয়ে শব্দ করতে লাগলেন। "বেশ বেশ"—সব ব্যাপারেই তিনি যেন খুব সন্তুষ্ট। "এবার নিকোলাই"—তিনি হঠাৎ বলে উঠ্‌লেন—"তোমার টাইটেল সম্বন্ধে জ্ঞান দেখছি খুব টনটনে—এবার জেনে রেখ—আমি আর ক্যাপ্টেন নই—তারা আমাকে লেফ্‌টনান্ট কর্ণেল করে এই দিকে পাঠিয়েছে। এখানে

তোমাদের গ্রামে আমার স্ত্রীর একখানা বাড়ী আছে—শীঘ্রই সেখানে আস্তানা নেব। ভবিষ্যতে কোন বন্ধুবান্ধবের মারফৎ চিঠি পাঠিও। যাক্, এ সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা করা যাবে"—যতক্ষণ তিনি কথা বলছিলেন ততক্ষণ আঙ্গুল দিয়ে টেবিল বাজাচ্ছিলেন—আর মুখে সেই অমিয় মধুর হাসি। তাঁর হাতের দস্তানায় সোনার কাজ করা স্কার্টের সম্মুখভাগ সোনার তারকা খচিত—পীয়ার এসব লক্ষ্য করেছে।

তিনি একটা প্যাকেট বের করে বললেন—"পীয়ার এদিকে এসে দেখ, কি এনেছি।"

বিশেষ আর কিছুই নয় একটা রূপার ঘড়ি।

পীয়ার কিন্তু তখন অনেকটা দমে গিয়েছিল—কারণ একদৌড়ে সেই মুহূর্ত্তেই সকলকে ঘড়িটা দেখিয়ে আনবার ক্ষমতা তার নেই।

—"এই তোমার পিতা"—বৃদ্ধা বলতে বলতে কেঁদে ফেলল।

কিন্তু ভদ্রলোকটি তার পিঠ চাপড়ে বললেন—"পিতা—পিতা! হুঁ, এসম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা কঠিন—হা-হা হা!"

হা-হা-হা—বৃদ্ধটি প্রতিধ্বনি করলে—হাতে তখনও সেলাই করবার স্হুঁচটা। এরকম রসিকতার সে বেশ সমাজদার।

এইবার ভদ্রলোকটি চারিদিক পরিদর্শন করতে বের হলেন, হাত দুটা কোটের পকেটে ঢোকান। আকাশের দিকে তাকালেন, নদী দেখলেন, পরিশেষে মন্তব্য করলেন—"বেশ, বেশ।" পীয়ার সর্ব্বক্ষণ তাঁর অনুগমন করছে—লোকে তারার দিকে যেমন করে চায় ঠিক সেইভাবে এতক্ষণ সে তার বাবাকে নিরীক্ষণ করেছে।

প্রতিবেশীদের একটি ঘরে আজ তাকে রাত কাটাতে হবে। সেখানে ঘর ও বিছানা পাওয়া গেছে—পীয়ার ব্যাগ হাতে করে পিছনে পিছনে চলল। মার্টিন ক্রভোল্ডদের বাড়ীতেই থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে—তাঁকে

দেখতে অনেক লোকজন সমবেত হয়েছে। মার্টিন নিজে বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে।

—"এ তোমার বন্ধু বুঝি। বেশ বেশ—এই নাও, একটা বড় গোলাবাড়ী কিনতে পারবে।" একখানা পাঁচ ক্রাউনের নোট—মার্টিন হাঁ করে চেয়ে রইল—নিজের চোখকে যে বিশ্বাস করা যায় না। বাস্তবিক বাবা বলতে যা বোঝায় পীয়ারের বাবা ঠিক তাই।

একজন ভদ্রলোকের পোষাক ছাড়া দেখাও বেশ মজার। "আমিও একদিন এরকম করব"—পীয়ার মনে মনে ভাবে—ব্যাগ থেকে একটি একটি করে যতই আশ্চর্য্য জিনিষ বের হতে থাকে। একটা রূপার হাতওয়ালা ব্রাস। পায়চারী করতে করতে দাড়ি ও চুল আঁচড়ালেন—মাঝে মাঝে গুন গুন করে গান গাইতে লাগলেন। কলারের কাছে লাল লাইন-করা আর একটা শার্ট—রাত্রে গায়ে দিয়ে শোবার জন্য এসব দেখে পীয়ার ঘাড় নাড়তে লাগল। বিছানায় শুয়ে রূপার সিপি আঁটা একটা ফ্লাস্ক বের করে পেয়ালায় খানিকটা মদ ঢেলে খেয়ে ফেললেন। তারপর হাত বাড়িয়ে পাইপটা টেনে নিলেন। বেশ যখন স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে লাগলেন, তখন পীয়ারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হল তখনও ঠোটের কোণে সেই হাসি।

—"বেশ, স্কুল কেমন চলছে?"—

পীয়ার হাত দুটি পেছনে ভাঁজ করে এক পা সামনে বাড়িয়ে দিলে।

—"বারকে বার দিয়ে গুন করলে কত হয়?"

……পীয়ার দশের ঘরের বেশী নামতা শেখে নি।

স্কুলে কি জিমনাষ্টিক শেখায়?

-- "জিম—? কি সে?"

"—এই লাফান, ভলটিং ড্রিল,—ইত্যাদি ?"—

—"কিন্তু এ সব শেখা কি খারাপ নয় ?"—

—"খারাপ ? হা-হা-হা—খারাপ বলছ ? এইরকম বুঝি এখানে সব শেখান হয় ! বেশ—হা হা। দেশলাইটা দাও ত দেখি।' নিঃশব্দে তিনি খানিকক্ষণ ধূম পান করলেন। তারপর হঠাৎ—"দেখ তোমার একটি বোন আছে জান ?"

—হ্যাঁ—

"সৎ-বোন। আমি নিজেই জানি নে কি রকম। কিন্তু আমি তোমার ভরণ-পোষণের জন্য বরাবর টাকা পাঠিয়ে আস্‌ছি। টাকাটা তোমার মার কাছেই পাঠিয়ে দিতাম—সেই হতভাগিনীর আর একটি মেয়ে ছিল কিন্তু তাকে দেখবার কেউ ছিল না। কাজেই টাকাটা দু'ভাগ করে সে তোমাদের দু'জনকে দিত। হা হা-হা—হতভাগিনী ! অবশ্য এর জন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না। যাক্, তোমার সেই সৎ-বোনকে দেখতে হবে--যতদিন না সে বড় হয়ে ওঠে। কি—ঠিক না—তোমার কি মনে হয় ?"

পীয়ারের চোখ ভেদ করে জল বেরিয়ে আসতে লাগ্‌ল—ঠিক কি-না ! নিশ্চয়ই ঠিক।

পরের দিন পীয়ারের পিতা চলে গেলেন। যাবার পূর্ব্বে ট্রোয়েনের বাসগৃহে সেজে গুজে নিলেন, মাথায় দিলেন ফেল্ট হ্যাট, গায়ে চড়ালেন ওভারকোট। যখন শেরিফ চার্চ্চের দ্বারে public notice. দেয়, ঠিক তার ভঙ্গিতে—তারপর বললেন—'এই বছরই ছেলেকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দেবে"।

—"নিশ্চয়ই"—বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়।

—"তারপর, গ্রামের সব চেয়ে ভদ্রবেশী বালকদের মত তাকে

সুসজ্জিত দেখতে চাই। স্কুল-মাষ্টার আর পাদ্রীকে প্রেজেণ্ট দেবার জন্য আরও ৫০ ক্রাউন নাও।" তিনি কয়েক খানা নোট বের করে দিলেন 'পরে', তিনি বলে চললেন—'ওকে একটু দেখবে শুনবে—যাতে বেশ সম্মানের সঙ্গে ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু প্রথমে দেখতে হবে, ও কি চায়—কোন্ বিষয়ে ওর ঝোঁক আছে। ওকে বরং একবার শহরে পাঠিয়ে দিও—এসম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে। কন্‌ফারমড্ হলেই আমি চিঠি লিখে জানাব। আর যদি এর মধ্যে আমার কিছু ঘটে, তাহলেও ওর জন্যে ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমান আছে। আমার এক বন্ধু সব জানে—তাকে লিখ্‌লেই পাবে। বেশ,—এবার বিদায়"—।

—এই বলে তিনি ডাহিনে বামে সহাস্যমুখে সকলের সহিত করমর্দ্দন করে, টুপি দুলিয়ে চলে গেলেন। এর পরের কয়েকদিন পীয়ার যেন হাওয়ায় ভাসতে লাগল—এই সাধারণ মাটির পৃথিবীতে পা ফেলে চলা—তার পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠল। লোকেরা ব্যাঙ্কে জমান টাকার অঙ্ক নিয়ে তার মাথা গুলিয়ে দিতে লাগল। মাত্র এক হাজার ক্রাউন হতে পারে—এক মিলিয়নও হওয়া বিচিত্র নয়। এক মিলিয়ন! এখানে সে এখন হেরীং খায়—টম, ডফি, হেরীর সঙ্গে বাজে গল্প করে—আর তার নিজের আছে পুরা এক মিলিয়ন ক্রাউন! উঃ।

হেমন্তের শেষে একদিন তার কনফারমেশন হয়ে গেল। চার্চ্চের কাঠের বাড়ী—দেওয়াল আলকাতরা রং করা—চারিদিকে অত্যুচ্চ বৃক্ষের সারি—ঘণ্টা বাজতে লাগ্‌ল মধুর স্বরে—হেমন্তের নীল আকাশ মুখর ক'রে পীয়ারের মনে হতে লাগল ঠাকুরমা তাকে যেন আদর করে ডাক্‌ছে—'এস এস যুবা বৃদ্ধ—সব এস—fjord এর উপত্যকা হতে—উত্তর দক্ষিণ হতে সবাই আজ আমার কাছে এস।" পূর্ব্বেও গীর্জ্জাটি এখানে ছিল,—যুগ যুগ ধরে সে সকলকে এমনিভাবে আহ্বান করেছে—

আজ আমাদেরও ডাকছে? ছেলের দল নূতন পোষাকে সজ্জিত হয়ে সেখানে সমবেত হয়েছে—অতি-যত্নবিন্যস্ত রুমাল দিয়ে নাক মুচছে পীটার রনিনজেন ঐ আসছে—ভাগ্যক্রমে এবার সে পাশ করেছে। ওর নূতন পোষাক এখনও তৈরী হয়নি—তাই জ্যাকেট পরে এসেছে। বালকেরা জিজ্ঞাসা করে—"কেমন আছ?"—ও বুড়াদের মত হাসতে চেষ্টা করে। দু'একজনের হয় ত স্কুলে ঝগড়া হয়েছে—তাদের কলহ নিষ্পত্তি হতে এখনও দেরী আছে, কিন্তু সবাই আজ পুরান ক্ষতের কথা বিস্মৃত হয়েছে। পীয়ার জোহান ফোজাকে দেখতে পেলে—বিগত জানুয়ারিতে সে তার পেন্সিল চুরি করেছিল। কিন্তু আজ সেই সামান্য জিনিষ নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছা হচ্ছে না। "কি হে কেমন আছ?" —চার্চ্চের সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে দু'জনে দু'জনকে জিজ্ঞাসা করে— অর্গানের ঝঙ্কার দরজা ভেদ করে তাদের অভ্যর্থনা করতে আসছে।

এই ক্ষুদ্র গীর্জ্জা আজ কত সুন্দর মনে হচ্ছে—দেখা হলেই যেন আদরে অভ্যর্থনা করা। এই রং করা কাচের সার্সি ভেদ করে যে ম্লানাভ কিরণ ঘরে এসে পড়ে তাতে অতি কুৎসিত মুখও সুন্দর দেখায়; অর্গানের সুর যেন আলোরই প্রতিমূর্ত্তি—শব্দে রূপায়িত হয়েছে। নেভের এক পার্শ্বে ছেলেদের ভিজা মাথা দেখা যায়, আর এক পার্শ্বে নূতন মায়ের দল—হাতে কারচিপ, প্রেয়ার বুক—উৎসুক মুখ—এই প্রথম মাতৃত্বের সম্মানে তারা সম্মানিত। বড়রা আজ সকলের পশ্চাতে স্থান নিয়েছে—মাঝে মাঝে প্রার্থনা পুস্তক হ'তে মুখ তুলে সামনের মেয়েদের দেখছে কে জানে তাদের জীবনের গতি কোন মুখে ছুটবে। আর তরুণীরা ভাবছে—আজ নূতনের আবিভাব হয়েছে। হাসি-খেলার দিন আজ হতে শেষ হয়ে গেল—আমরা এখন জ্যেষ্ঠাদের সমকক্ষ।

দেওয়ালে আঁকা এ্যাঞ্জেলরা অর্গানের আর মন্ত্রের সুর পেয়েছে—

তারা গীর্জ্জার ছাদকে স্বর্গের চাঁদোয়ায় রূপান্তরিত করেছে। সঙ্গীত আর আলোক আর কানাকানি সব মিশে ওপরের নিঃসীম শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

পীয়ার চিন্তা-ভারাক্রান্ত! "যত ধনীই হই না কেন, আমি প্রীষ্ট হবই তারপর সমস্ত অর্থ দিয়ে একটা গীর্জ্জা তৈরী করাব—যার জুড়ীদার কেউ দেখেনি'। আর সেখানে যাদের বিবাহে প্রথম পৌরোহিত্য করব—তারা হচ্ছে মার্টিন ব্রভোল্ড আর তার ছোট বোন লুইস—অবশ্য যদি সে লুইসকে পছন্দ করে"। ধৈয্য ধর, দেখ কি হয়।

কয়েকদিন পরে পীয়ার তার বাবাকে চিঠি লিখ্‌লে—শহরে আস্‌তে ও স্কুলে ভর্ত্তি হবার অনুমতি প্রার্থনা ক'রে। অনেকদিন কেটে গেল—শেষে একখানা চিঠি এল, কিন্তু লেখাটা অপরিচিত হাতের। আবার বৃদ্ধের দল ট্রয়েনে সমবেত হল—দেখতে—চিঠিতে কি লেখা আছে। সবাই আশ্চর্য্য হয়ে শুনলে—

"তুমি নিশ্চয়ই এতদিনে খবরের কাগজ থেকে জান্‌তে পেরেছ যে, তোমার শুভার্থী কর্ণেল হোলম ঘোড়া থেকে পড়ে প্রাণত্যাগ করেছেন। তুমি যত শীঘ্র পার আমার সঙ্গে নিজে এসে দেখা কর—কতকগুলি দরকারী ব্যাপার আছে।"—ইতি কে গ্রাণ্ড, সিনীয়ার মাষ্টার।

তারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল।

পীয়ার কাঁদছে—ট্রয়েনবাসীদের, গরু দুটি, আর তাদের বাছুর, শাদা বেরালকে ছেড়ে যেতে হবে—এই চিন্তা তাকে বেশী পীড়া দিতে লাগল। তাকে ক্রীশ্চিয়ানাতে স্কুলে যেতে হবে—কালই। সেখান থেকে যখন ফিরবে বৃদ্ধ মাকে হয়ত তখন আর পাওয়া যাবে না।

সুতরাং বৃদ্ধা—মুখে বসন্তের দাগ, ধনুকের মত বাঁকান পা-ওয়ালা বৃদ্ধ আর পীয়ার—তিনজনে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তীরে এসে দাঁড়াল—

পীয়ার তাড়াতাড়ি ষ্টীমারে চড়ে বস্‌ল—তারপর তীরের মানব মূর্ত্তি দুইটি ক্ষুদ্র হ'তে হ'তে একেবারে মিলিয়ে যেতে লাগ্‌ল। একটি একটি করে সমস্ত কুঁড়েঘর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে—ট্রোয়েনকেও আর দেখা যায় না—পাহাড় বন—যেখানে সে ring strapes কেটেছে, হারিয়ে যাওয়া পশুর সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছে--তাদের সেই অতি পুরাতন গীর্জ্জার চূড়া—যত পরিচিত জীবন, বাল্যের লীলাক্ষেত্র—সব ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল—তার বাল্য নাট্যের শেষ অঙ্কে কেযেন হঠাৎ সমাপ্তির যবনিকা টেনে দিলে।

(৩)

সন্ধ্যার আগমনে ডাহিনে বামে চারিদিকে অন্ধকারের সমুদ্রে হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। পিঠে কাঠের বাক্স ফেলে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল—বাসস্থানের খোঁজে, যেখানে গ্রামের লোকেরা শহরে এলে সাধারণত থাকে। এর আগে লফটেনের নৌকাগুলির সঙ্গে এখানে এসে সে তার সন্ধান জেনে গেছে।

পরদিন সকালে উঠে ঘরে তৈরী পোষাকে সজ্জিত হয়ে, রিভার ষ্ট্রীট পেরিয়ে চলল সে—পুলের পরে সেই পাহাড়ের সানুদেশ পর্য্যন্ত। কিন্তু তার পর সে ত আর পথ চেনে না। পথের লোককে জিজ্ঞেস করতে হয়—অবশেষে শাদা রং করা এক বাড়ীর সম্মুখে এসে উপস্থিত হল। এই ত সেই বাড়ী—যেখানে তার ভাগ্য পরীক্ষা হবে। গ্রামের রীতি অনুসারে সে রান্নাঘরের দিকে গেল।

একটি হৃষ্টপুষ্ট মেয়ে—গায়ে একটা বড় শাদা এ্যাপরন—রান্না ঘরে কাজ করছে, টুংটাং শব্দ ভেসে আসছে—কফি বা আর কোন উপাদেয় খাদ্যের রুচিকর গন্ধে বাতাস আমোদিত হয়ে উঠেছে। হঠাৎ দরজা খুলে গেল—লাল চুলওয়ালা একজন লোক বেরিয়ে এল—লাল নাকের উপর সোনার চশমা, চুলগুলি ঘনবিন্যস্ত—ছোট ছোট শাদা দাড়ি। বার দুই সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে—তারপর কাসী সুরু হল—খক্ খক্—রুমাল দিয়ে নাকটা মুছে নিয়ে জিজ্ঞেস করল—"উঃ কি শীত পড়েছে আর রক্ষে নাই। বার্থা, আমার মোজাগুলার দশা কি হল—সেগুলা শুকিয়েছে কি ?"

—"সকাল বেলা যখন থেকে—উনান ধরিয়েছি তখন থেকেই ত আগুনের ধারে টাঙ্গিয়ে রেখেছি"—মাথা নেড়ে মেয়েটি উত্তর দেয়।

—"তুমি কে হে ছোকরা"—এবার সোনার চশমা পীয়ারের দিকে ফিরল—পীয়ার উঠে নমস্কার করলে।

—"আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়"—মেয়েটি তার হয়ে বলে।

—"আঃ দেখছি গ্রাম থেকে এসেছে। কিছু বিক্রী করবার জন্য এনেছে নাকি ?"...

"না"—পীয়ার বললে। তার কাছে একটা চিঠি আছে।

লাল মাথা এবার সত্যসত্যই ভয়ে শিউরে উঠল—ড্রেসিং গাউন যেন পিছু হঠল কোন একটা অবলম্বন ধরবার জন্য। মেয়েটির দিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে লোকটি পীয়ারকে ইঙ্গিত করল—"হ্যাঁ ঠিক ঠিক। এই দিকে এস।"

পীয়ার একটা ঘরে এসে উপস্থিত হল—চারিদিকে দেওয়ালে সাজান বই—আর ঠিক মধ্যিখানে একটা বড় টেবিল। "বস হে ছোকরা"। স্কুলমাষ্টার বড় একটা পাইপে তামাক ভর্তে ভর্তে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন—মাঝে মাঝে বালকটির দিকে ভয়চকিত দৃষ্টিও নিক্ষেপ করতে লাগলেন। "তাহলে তুমিই পীয়ার!" পাইপ ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে থাকেন—কিন্তু হাঁচিতে পেয়ে বসল। শেষটায় টেবিলের ধারে চেয়ারে শুয়ে- পা জোড়া সামনের দিকে ছড়িয়ে আবার ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

"এই তাহলে তোমার চেহারা।" তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ফ্রেমে বাঁধা একটা ছবি ধরলেন—পীয়ার দেখলে ইউনিফরম্ পরা তার বাবার চেহারা। স্কুলমাষ্টার চশমাটা তুলে কপালের ওপর ধরলেন—ছবিটার দিকে খুব নিবিষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চশমা রেখে দিলেন—আবার পীয়ারকে

খুব ভাল করে দেখতে লাগলেন। কয়েক মিনিট নিস্তব্ধতা—কে যেন অস্ফুট স্বরে বল্‌লে – "হুঁ তাই ত দেখছি।" তারপর পীয়ারের দিকে মুখ ফিরিয়ে স্কুলমাষ্টার বল্লে—"তোমার শুভার্থী হঠাৎ-ই মারা গেছেন—তাঁর মৃত্যু খুবই অপ্রত্যাশিত—আজ তাকে কবর দেওয়া হবে।"

"শুভার্থী"—পীয়ার ভাবতে লাগল—"কেন বলে না 'তোমার বাবা'!" স্কুলমাষ্টার বাগানের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—"কিছুদিন আগে তিনি আমাকে সব কথা বলেছেন। তাঁর যা কিছু সবই তোমাকে দিয়ে গেছেন। আর তোমার উপর লক্ষ্য রাখতে আমায় বলে গেছেন—যাতে তোমার কোন অনিষ্ট না হয়। এখন—" হঠাৎ চশমা জোড়া পীয়ারের দিকে এগিয়ে এল—"এখন তুমি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হ'তে যাচ্ছ।"

"হ্যাঁ"—পীয়ার নিজের সীটে একটু সরে বস্‌ল।

"এখন তোমাকে ঠিক করতে হবে—কোন পথ অবলম্বন করবে।"

—"হ্যাঁ"—পীয়ার আরও সোজা হয়ে বস্‌ল।

—"তুমি হয় ত জেলে হ'তে চাও—যাদের মধ্যে তুমি লালিত পালিত হয়েছ"—?

—"না"—পীয়ার অনিচ্ছাজ্ঞাপক ভাবে ঘাড় নাড়ল। লোকটি কি তাকে বোকা বানাতে চায়!

—"কোন রকম ব্যবসা তা হলে?"

—"না"—

"তাহলে তুমি আমেরিকায় যেতে চাও। তা বেশ· অনেক সঙ্গী পাবে। এখন অনেকেই আমেরিকায় যায়—কিন্তু আমি বলতে দুঃখিত হচ্ছি যে"—

পীয়ার সম্পূর্ণ উঠে দাঁড়াল—"না না, তাও নয়।"

—"তাড়াতাড়ি বলে ফেল"।

"আমি প্রিষ্ট হ'তে চাই"—সে শহুরে কায়দায় কথাগুলা উচ্চারণ করলে।

স্কুলমাষ্টার সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন—এক হাতে শূন্য পাইপ চেপে ধরে বললেন—"কি, কি বলছ?"

"প্রিষ্ট হব"—পীয়ার পুনরুক্তি করল, এবার সে একটু পিছু হট্‌ল—কারণ ভয় হচ্ছিল স্কুলমাষ্টার তার দিকে পাইপ ছুঁড়ে মারবে।

কিন্তু হঠাৎ সেই লাল মুখে হাসি ফুটে উঠল—এক পাটি সবুজ দাঁতের সারি বের করে তিনি হাসতে লাগলেন। পীয়ারের কাছে এ ব্যাপার অপ্রত্যাশিত। তিনি অনেকটা গানের সুরে বললেন—"প্রিষ্ট, তাই বল। এ অতি সামান্য ব্যাপার"—তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরময় পায়চারী করতে লাগলেন, একবার থেমে মাথা নেড়ে খুব স্নেহের স্বরে বললেন "ধিক্—ধিক্, আমরা ক্ষুদ্র মানুষরা কত বড় কিছুই না পেতে আকাঙ্ক্ষা করি।"

হঠাৎ পীয়ারকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন—"তোমার কি মনে হয় না তোমার শুভার্থী তোমাকে খুব সাহায্য করেছেন?"—

"হ্যাঁ করেছেন"—পীয়ার উত্তর দিল—গলার স্বর একটু কাঁপতে সুরু করে দিয়েছে।

"তোমার মত শত সহস্র ছেলে আছে—যারা কনফরমেশানের পর এমনি অসহায় ভাবে পৃথিবীতে পরিত্যক্ত হয়েছে—নিজেদের পায়ের ওপর নিজেকে দাঁড়াতে হয়েছে—সামান্য সাহায্য করবে এমন একটি প্রাণীও তাদের নেই।"

"হ্যাঁ"—পীয়ার হাঁপাতে লাগল—অনিচ্ছা সত্ত্বেও দৃষ্টি দ্বারের দিকে গেল।

"আমি বুঝতে পারছি না কে তোমার মাথায় এই সব উদ্ভট চিন্তা ঢুকিয়েছে"।

অনেক কসরৎ করে পীয়ার উত্তর দিলে—"আমি আশৈশব একথা ভেবে এসেছি। তাছাড়া তিনি—বাবা"—

"কি ? বাবা ? তোমার শুভার্থীর কথা বলছ ?"

"হ্যাঁ—তিনি আমার বাবা ছিলেন—ঠিক নয় কি ?"—পীয়ার হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল।

স্কুলমাষ্টার এবার টল্‌তে টল্‌তে পিছনে হটেই একটা চেয়ারে বসে পড়লেন, পীয়ারের দিকে এমন করে তাকাতে লাগলেন যেন এর আর কোন আশা নেই। যাক্ অনেক করে নিজেকে সামলে নিয়ে শুধু বললেন —"দেখ, তাঁকে এখন এবং পরে শুভার্থী বললেই যথেষ্ট হবে। তাঁকে কি একথা বলা যায় না ?"

"নিশ্চয়ই"—পীয়ার প্রায় কেঁদে ফেল্‌লে।

—"তুমি বোধ হয়—তোমার বন্ধুরা নিশ্চয় তোমার মাথায় এসব উদ্ভট চিন্তা ঢুকিয়েছে—সেই টাকাটার কথা ভাবছ,—না ?"

—"হ্যাঁ আমার নামে ব্যাঙ্কে একটা একাউণ্ট আছে ত ?

—"এই ত ঠিক বলছে—ব্যাঙ্কে টাকা আছে—আমার কেয়ারে"—

স্কুলমাষ্টার ড্রয়ার থেকে সবুজ মলাট লাগান একখানা বই বের করলেন। পীয়ার বই থেকে দৃষ্টি সরাতে পারছিল না।—"এই যে—তোমার নামে ১৮: শ ক্রাউন জমা আছে।"

এক মুহূর্ত্ত। পীয়ারের মনে হল সে যেন আস্তে আস্তে মাটির নীচে পড়ে যাচ্ছে—মেঝে যেন তাকে আর আশ্রয় দিতে পারছে না।

তার সব স্বপ্ন মিলিয়ে গেল—মিলিয়ন ক্রাউন—প্রিষ্ট—বিশপ—ক্রিশ্চিয়ানা—সব।

—"যে দিন তুমি কৃষক, শিল্পী, অথবা জেলে—যে কোন ভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারবে এবং যখন আমি বুঝব তুমি এ সাহায্য পাবার যোগ্য—তখন তোমাকে এই পাশ বই দেওয়া হবে। বুঝলে আমি যা' বলছি"—

—"হ্যাঁ"—

—"আমি তোমার শুভার্থীর ইচ্ছানুসারে ততদিন টাকাটা আমার কর্তৃত্বাধীনে নিরাপদে রাখতে ইচ্ছা করি।"

"হ্যাঁ"—পীয়ার ফিস ফিস করে কি বল্‌লে।

"কি হে তুমি কাঁদছ"—

—"না না,—গুড মরণিং"—

—"না না, এখনি যেও না। বসে পড়। এখন আরও দু'একটা ব্যাপার আছে যা এখনই ঠিক করে ফেলা উচিত। আমি তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—একথা বিশ্বাস কর—না কর না?"—

—"করি স্যার"।

—"তাহলে কলেজে যাওয়া বা এই প্রকার অন্য কল্পনা এই মূহূর্ত্তে মন থেকে মুছে ফেল"—

—হ্যাঁ স্যার"।

—"ধরে নেওয়া যাক তোমার মানসিক ঔৎকর্ষ যথেষ্টই আছে—কিন্তু এই সামান্য টাকায় সে সব ইচ্ছা পূরণ করা দুরাশা নয় কি?"

—"হ্যাঁ স্যার"—

—"আর তুমি যদি ইচ্ছে কর—আমি সানন্দে এই মুহূর্ত্তে কোন কারিগরের কাছে শিক্ষানবীশের কাজ যোগাড় করে দিতে পারি। বিনিপয়সায় থাকবার জায়গা পাবে—ইচ্ছা করলে এক বৎসর বা তার চেয়ে বেশী দিন কাপড়-জামাও পেতে পার। সে সব ব্যবস্থা আমি

করে দিতে পারব। যতদিন পর্য্যন্ত না নিজে রোজগার করতে পার ততদিন পকেট খরচের. দরকার নেই।"

পীয়ারের বুক বিদীর্ণ করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল—সেখানে সে বসে পড়ল। তার চোখের সমুখে সবুজ মলাট লাগান বইখানা ড্রয়ারে ঢুকে গেল—চাবির গোছাও দেখতে দেখতে ড্রেসিং গাউনে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার মনে হতে লাগল কে যেন তার চোখের সমুখে তর্জ্জনী উত্তোলন করে বল্‌ছে—"হল ত?"

"তারপর আর একটা কথা—তোমার নাম সম্বন্ধে। তুমি 'কোন্ নাম গ্রহণ করবে ঠিক করেছ—ডাক নাম অবশ্য।"

—"আমার নাম পীয়ার হলম"—বলেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বালকটি একটু পিছু হটে গেল। পূর্ব্বে বিশপও তাকে ঠিক এই কথা জিজ্ঞেস করেছিল—তখনও সে তাকে ঠিক এই রকম বলেছিল।

স্কুলমাষ্টারের ওষ্ঠ বিস্ফারিত হয়ে উঠল—চোখ থেকে চশমা খুলে নিয়ে মুছে আবার তিনি চোখে পরলেন। শেষটায় বইগুলির দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন—"হ্যাঁ, ঠিক ঠিক, আমিও প্রায় তাই ভেবেছিলাম।"

তারপর একটু এগিয়ে এসে পীয়ারের কাঁধে হাত রেখে স্নেহের স্বরে বললেন—"দেখ এটা প্রশ্নের অতীত"।

পীয়ারের সমস্ত দেহের মধ্য দিয়ে একটা শিহরণ চলে গেল। সে কি কোন ভুল করেছে।

—"দেখ এ নামে আরও অনেকে ত এখানে থাকতে পারে এ কথাটি কি একবার ভেবে দেখেছ।"

—"হ্যাঁ, কিন্তু"—

"এক মিনিট,—তারা যদি জানতে পারে তাহলে তাদের কি রকম

মনস্তাপের কারণ হবে সে কথাটাও ভাবা দরকার। আমি তোমাকে ঠিক ভদ্রলোকের মত বলছি। কাজেই একজন নিরীহ বিধবা আর তার ছেলেমেয়েদের ওপর নিশ্চয়ই তুমি এরকম বিরাট দুঃখের বোঝা চাপাতে চাইবে না। এতে কাঁদবার কি আছে? জীবন—বালক—জীবনে এমনই অনেক দুঃখ সহ্য করতে হবে। তোমাদের বাড়ীর নাম কি—যেখানে বাস কর।"

—"ট-ট্রয়েন—"

—"ট্রয়েন, বেশ ভাল নাম। তা হলে আজ থেকে তোমার নাম হবে পীয়ার ট্রয়েন।"

—"হ্যাঁ—হ্যাঁ স্যার—"

—এবং কেউ যদি তোমার বাবার নাম করে, ভুলেও কখন শুভাগীর নাম কর না।"

—"হ্যাঁ—"

—বেশ, মন ঠিক করেই আমার কাছে চলে এস। আমি তোমার বন্ধু—হিতাকাঙ্ক্ষী। তুমি অবশ্য আমেরিকায় যেতে চাইবে না। বেশ, বেশ—রান্নাঘরে চল, দেখি তোমার ব্রেকফাষ্টের জন্য কিছু পাওয়া যায় কি-না।

পীয়ার মুহূর্ত্তের মধ্যে রান্নাঘরে এসে একখানা চেয়ার দখল করল। আবার কফির সেই রুচিকর গন্ধ। "বার্থা"—স্কুলমাষ্টার একটু সহানুভূতির ভাব মিশিয়ে বললেন—"আমার এই ছোট বন্ধুকে কিছু খাইয়ে দাও ত।" এই বলে ষ্টোভের ওপর একটা ষ্ট্রীং হতে মোজাগুলি নিয়ে তাকে বিদায় জানিয়ে সেই দরজার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

যখন ঘরে তৈরী নীল জামা পরে, মাথায় সুচোল টুপি একটি গ্রাম্যবালক শহরের রাস্তায় রাস্তায় যদৃচ্ছা বিচরণ করে বেড়ায় - তখন কেউই তাকে লক্ষ্য করে না। দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে দোকানের জান্‌লার দিকে অবাক বিস্ময়ে চাইতে চাইতে পথ চলে, শিষ দেয়—চারিদিকের সব কিছু বুভুক্ষু নয়নে তাকিয়ে দেখে—হয়ত কিছুই দেখে না! তবু মনে হয়—সেই সুচোল টুপির তলের মাথার মধ্যে যে ক্ষুদ্র জগত আছে, হঠাৎ যেন তা' বিলয় প্রাপ্ত হয়েছে—কান্নার হাত হ'তে রক্ষা পাবার জন্য সে হয়ত শিষ দেয়—তার দুরবস্থার কথা এমনি করে পথের লোকের কাছে গোপন করতে চেষ্টা করে। একটা গাড়ী এড়াবার জন্য সে এক পাশে সরে দাঁড়ায়—এই করতে আর একজন পথচারীর ঘাড়ে পড়ে—তার হাতের সিগার নর্দ্দমায় পড়ে যায়। "হতচ্ছাড়া—গ্রামের বোকা ছেলে।" লোকটি সরোষে গর্জ্জে ওটে; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই বালকটির কথা সব ভুলে যায় আবার পথ চলতে আরম্ভ করে। কিন্তু কিছুদূর যেতেই একটা বড় কুকুর একটি প্রাঙ্গন হতে ছুটে বেরিয়ে আসে—একটি মোটা বুড়িকে মাটিতে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। সেই সুচোল টুপিওয়ালা বালকটি শত চেষ্টা করেও এবার হাসির বেগ রুদ্ধ করতে পারে না—সশব্দে ফেটে পড়ে।

সেই দিন অপরাহ্ণে পীয়ার একটি দুর্গের তলায় র‍্যামপার্টের উপর বসে ঘাসের ডগা কামড়াচ্ছিল আর হাতের আঙ্গুল মটকাচ্ছিল।

আরও নীচে নগরের সীমানার আরম্ভ। স্নিগ্ধ অক্টোবরের সূর্য্যালোকে স্নাতা তটিনী। যানবাহনের শব্দ—ওয়ার্কশপ ও বন্দর হ'তে জন-কোলাহল—তামাটে অন্ধকার ভেদ ক'রে তার কাছে ভেসে আস্‌ছিল। সেইখানে সে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে—আর রাইফেলধারী প্রহরী ওপরে দেওয়ালের ধারে পায়চারি করছে—লেফট রাইট-লেফট।

বস্তুত তুমি খুব উঁচুতে উঠ্‌তে পার—হয়ত বা পড়েও যেতে পার খুব নিম্নে—কিন্তু পতনে যতক্ষণ না সত্যসত্যই তোমার ঘাড় ভেঙ্গে যায় ততক্ষণ তোমার সমূহ ক্ষতি কিছু হবে না।

ক্রমশ পীয়ারের মনে হতে' লাগল—সে ত তখনও বেঁচে আছে। পৃথিবী বিরুদ্ধে চলে গেলে, সব গেল—তখন থাক না কেন এমন লোক—যার কাছে তুমি সমবেদনা ও উপদেশের জন্য হাত পাত্‌তে পার। কিন্তু যখন তোমার চারিদিকে সব অপরিচিতের দল, তখন একাকী নিরালায় বসে বসে ঘাসের ডগা মোচড়ান অথবা নিজের জন্য একটু চিন্তা বিলাস করা ছাড়া আর কি উপায় আছে? পীয়ার সেই ড্রেসিং গাউনের কথা ভাবতে লাগ্‌ল—যে তার ব্যাঙ্কবুকখানা আট্‌কে শুধু চাবির গোছা মুখের সাম্‌নে বাজিয়ে ছিল—যে তাকে বিশপ হতে দিলে না, বরং তাকে টেনে হিঁচড়ে কোন ব্যবসার জোয়ালে জুতে দিতে চেষ্টা করেছিল—যেখানে তাকে আজীবন শুধু প্রেসিং আয়রন বহন করতে হত—একজন অতি নগণ্য পীয়ার ট্রয়েন হিসেবে জীবন কাটিয়ে দিতে হত। কিন্তু এরকম করে জীবন কাটাতে সে চায় না, সেখানে বসে সে নিজেকে তাতাতে লাগল এবং কোন জায়গা হতে এমন কিছু সংগ্রহ করতে চেষ্টা করল, যার অভাব পূর্ব্বে কোনদিন সে অনুভব করেনি। স্বকীয় বুদ্ধি, প্রতিভা, ইচ্ছাকে এই বিরাট পৃথিবীর বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলতে হবে। এখন আর তার কি

করবার আছে? প্রথমে ট্রয়েনে ফিরে যাবে ভাবল—সেখানে বৃদ্ধ পিতা-মাতার সঙ্গে আলোচনা করবে—তারা হয়ত তার দুঃখে সমবেদনা দেখিয়ে শুধু বলবে—"হতভাগ্য বালক"—হয়ত ঈশ্বরের নিকট তার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করবে। কিন্তু দুএকদিন যেতে না যেতে আহারের সময় তারা হয়ত পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করবে—এখন ত আর তার আহারের জন্য কেউ টাকা পাঠাবে না—তা ছাড়া দিন কালের অবস্থাও খারাপ। না, সেখানকার আশ্রয় তার ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু তাহলে সে কি করবে? বাস্তবিক পৃথিবীতে একাকী বেঁচে থাকার মত বিড়ম্বনা আর নেই।

কিছুক্ষণ পরেই সে চার্চ্চ-ইয়ার্ডের পাশে পাহাড়ের ধারে এসে উপস্থিত হল—সেখানে পীতাভ বৃক্ষের নীচে বসে পিতাকে কোথায় কবর দেওয়া হবে ভাবতে লাগল—ঐ শিক্ষক আর তাঁর মধ্যে কি আকাশ-পাতাল ব্যবধান! ধর্ম্মের দোহাই দেওয়া তাঁর নিকট নিষ্প্রয়োজন—তাঁর ছেলে তাঁকে কি বলবে না বলবে তা নিয়ে মাথা ঘামানও তিনি কোন দিন দরকার বোধ করেন না। কেন তিনি চলে গেলেন–মরবার তাঁর কিঁ দরকার ছিল! সেই সুদর্শন, বলিষ্ঠ লোকটি, যিনি রূপার হ্যাণ্ডেল লাগান ব্রাশ দিয়ে চুল ও দাড়ি আঁচড়িয়ে ছিলেন—এখন তিনি কফিনের মধ্যে শুয়ে আছেন—শীঘ্রই মাটির আচ্ছাদনে তাকে ঢেকে ফেলা হবে—এ কথা ভাবতে বড়ই অশ্চর্য্য ঠেকে!

লোকজন সব আসছে চার্চ্চ-ইয়ার্ডের দিকে। সকলের গায়ে কালো কাপড়—মাথায় লম্বা চকচকে টুপি। তাদের মধ্যে কয়েকজন অফিসারও আছে—তাদের মাথার টুপিতে পাখীর পালক, কোমরে স্যাশ—তারপর একদল সৈন্য—পেতলের যন্ত্রাদি নিয়ে উপস্থিত হ'ল। ভীড়ের সঙ্গে পীয়ারও চার্চ্চ-ইয়র্ডে ঢুকে পড়লে, কিন্তু সকলের সঙ্গে না মিশে সে

দূরে একটা স্মৃতিস্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। "এ নিশ্চয়ই পিতার শবের শোভাযাত্রা"—সে মনে মনে ভাবল—তৎক্ষণাৎ উন্মুখ হয়ে রইল।

এ নিশ্চয়ই ক্যাডেট স্কুলের ছাত্রেরা—দুই সারিতে ভাগ হয়ে কবর উন্মোচন করবার জন্য মার্চ্চ করতে করতে আসছে—সমস্ত জায়গাটি এবার লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল।—অনেক মেয়েও চোখে রুমাল গুঁজে সেখানে দাঁড়িয়েছিল। একজন কালো পোষাক পরা বর্ষীয়সী মহিলা ইউনিফরম পরিহিত লম্বা লোকের হাতে ভর দিয়ে চ্যাপেলের দিকে অগ্রসর হল।

"এ নিশ্চয়ই আমার সৎবোন আর ঐ তরুণ লেফ্‌টেনাণ্ট আমার সৎভাই।" কি অদ্ভুত এই সব! চার্চ্চ থেকে ভজন-গান সুরু হল। কিছুক্ষণ পরে ছয়জন সার্জেণ্ট মালায় বিভূষিত একটি কফিন বহন করে নিয়ে এল। "এবার অস্ত্রশস্ত্র উপহার দাও"—আদেশ হ'ল—ব্যাণ্ডের দল একটা মার্চ্চের বাজনা বাজাতে বাজাতে দুই সৈন্যদলের সারির মধ্যে এসে দাঁড়াল। তারপর একদল মোর্নার। সেই কালো পোষাক পরা মহিলাটি রুমালে মুখ ঢেকে আবার কাঁদতে কাঁদতে এসে উপস্থিত হল। সে আর চলতে পারছে না—যদিও সেই লম্বা অফিসারের হাতে ভার দিয়ে এসেছে। তারপর কফিনের ঠিক পেছনে আর একজন লম্বা জমকাল ইউনিফরম পরিহিত লোক এসে উপস্থিত হল। মাথায় পালক আঁটা টুপি, কাঁধে সোনার এপিউলেট, বেল্টে বাঁধা সোর্ড—হাতে দুটো স্বর্ণখচিত তারা লাগান একটি কুশান। মোর্নারদের লম্বা সারি একটু সরে দাঁড়াল, আর একটু—কবরের পার্শ্বে খস্তা হস্তে ধর্ম্মযাজকের মূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে।

পিতার সম্বন্ধে ধর্ম্মযাজক কি বলে শোনবার জন্য পীয়ার উৎকর্ণ

হয়ে রইল। অজ্ঞাতসারেই সে একটু এগিয়ে এল—যদিও বুঝতে পারছে—বেশী এগিয়ে আসাটা ঠিক হবে না।

একটা গান হ'ল—ব্যাণ্ডের বাজনার সঙ্গে। পীয়ার মাথা হ'তে টুপি খুলে ফেললে। সে এমন মশগুল হয়ে গিয়েছিল যে, একজন মোর্নার তাকে খুব গভীরভাবে নিরীক্ষণ করছে তা সে লক্ষ্যই করেনি—হঠাৎ লোকটি দল ছেড়ে তার দিকে অগ্রসর হ'ল। তার মাথায় লম্বা ঝকঝকে টুপি, চোখে চশমা আঁটা। পীয়ার তাকে চিনতে পারলে তখন—যখন সে তার হাতে চাপ দিলে। এ সেই স্কুলমাষ্টার—পীয়ারের দিকে সে এমন ভয় ও ক্রোধ মিশ্রিত মুখে তাকাতে লাগল যেন চশমা ভেদ করে আগুনের হল্কা বেরিয়ে আসছে!

"তুমি—তুমি কি পাগল হয়েছ"—দৃঢ়মুষ্টিতে পীয়ারের হাত ধরে তার কানে কানে সে ফিসফিস করে তর্জ্জন করে উঠল। "এখানে কি দরকার? আজকে তুমি একটা কেলেঙ্কারী ঘটাতে চাও? শীগগির চলে যাও এখান থেকে। যাও—ভগবানের নাম নিয়ে বলছি—কেউ দেখবার আগে এখান থেকে শীগগির সরে পড়"। পীয়ার পেছন ফিরেই দে—লম্বা। যাবার সময় সে স্পষ্ট শুনতে পেল—"যদি আবার কোনদিন চেষ্টা কর"—এদিকে ভজনের সুর উচ্চ হতে উচ্চে উঠতে লাগল—তারই রেশ যেন তার পিঠে ধাক্কা মেরে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চল্‌ল।

সে থামল—যখন শহরের অনেকটা এসে পড়ছে, তখন। একটা জিনিষ তার নিকট জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল যে, স্কুলমাষ্টারের নিকট যাওয়ার পথ তার চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। সব শেষ। যদি নিশ্চিত হতে পারত, সে য়া করেছে—তা এমন কিছু মারাত্মক নয়, যার জন্য জেলে যেতে হতে পারে!

পরে ট্রয়েন পরিবার যখন দ্বৈপ্রহরিক আহার সমাধা করতে ব্যস্ত তখন বড় ছেলে জানলা দিয়ে প্রথম পীয়ারকে দেখতে পেয়ে তার আগমন বার্ত্তা জানিয়ে দিলে—পীয়ার আস্‌ছে।

"রক্ষা করুন ভগবান"—ঘরে প্রবেশ করতেই ট্রয়েন পত্নী জিজ্ঞেস করল—"কি হয়েছে পীয়ার, তোমার কি কোন অসুখ করেছে?"

সে রাত্রে আবার সেই বহুপরিচিত স্কিন রাগের তলায় আবার শয়ন। বৃদ্ধা জননী তার শিয়রে বসে সান্ত্বনার সুরে পরমেশ্বরের নাম শোনাতে লাগল। কাপড়ের তলায় পীয়ার হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ করলে কেন যেন তার মনে হল—ঈশ্বরও ঠিক ঐ স্কুলমাষ্টারেরই মত। তবুও বৃদ্ধা তার পাশে বসে গল্প করছে—এটা তার খুব ভাল লাগতে লাগল।

তারপর যে সে এত দিন পরে এসেছে, তার জন্য তাকে অনেক সহ্য করতে হয়েছে। রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে শুনতে পেত—চাপা কানাকানি চলেছে—"ঐ যে 'প্রিষ্ট' চলেছে"। খাবারের টেবিলে বসে সে প্রতি গ্রাসের জন্য লজ্জানুভব করত—সেই দূর গোলাবাড়ীতে দিন মজুর হিসাবে চাকরীর সন্ধান করতে লাগল—সামান্য যা কিছু অর্জ্জন করা যায় তাতে তার ভরণ-পোষণের খরচটা ত চলে যাবে। শীতের সমাগমে অন্যদের মত—কিশোর বালক যদিও সে—তবুও তাকে লফটনে মাছ ধরার কাজে সাহায্য করতে হ'ল।

একদিন ক্লস ব্রক ছুটির পর তাকে গীর্জ্জার এক পাশে টেনে নিয়ে গেল কতকগুলা বিষয় আলোচনা করতে। ক্লস চলে যাচ্ছে—শহরে, কোন মেকানিকাল ওয়ার্কশপে কাজ করবে, তারপর সেখানে থেকে ইঞ্জিনীয়র হবার জন্য টেকনিকাল কলেজে ঢুকবে। তখন সে পীয়ারের কাছে, শহরে কি ঘটেছিল তার বিস্তারিত বিবরণ শুনতে চাইলে। কারণ

লোকে যখন তাকে দেখে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে মুখ ভ্যাঙ্গচাত—প্রিষ্ট হবার মত উচ্চাকাঙ্ক্ষা যার ছিল—সে এখন পথের ভিখারী হয়েছে ভেবে—তখন ক্লস ব্রকের ইচ্ছা হ'ত লোকগুলোকে আচ্ছা করে ঠুকে দেয়।

এই ভাবে ষোল বছরের দুই বালক কথা বলতে বলতে পায়চারী করতে লাগল। অনাগত দিনে পীয়ার কোনদিন ভোলেনি এই বন্ধুর কথা, যে হাঙ্গর শিকারে তাকে সাহায্য করেছিল। "আমার কথা শোন্" ক্লস জোর করে—"তুই ত এর মধ্যেই কামারের কাজ শিখে ফেলেছিস্; কোন একটা ওয়ার্কশপে ঢুকে যা—অবসর সময়ে বই পড়, যাতে টেক্‌নিকাল কলেজে ঢোকবার জন্য এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিতে পারিস। তিন বছর কলেজে আটাশ ক্রাউন—তারপর একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়র—কাউকে আধ-পয়সা ধারতে হবে না"। পীয়ার মাথা নাড়ল; সে জানত, সেই স্কুলমাষ্টারের কাছে টাকা চাওয়া ত দূরের কথা—তাকে মুখ দেখাতেই পারবে না। না না, সব শেষ হয়ে গেছে—তার পক্ষে আজ সকল পথ চিররুদ্ধ।

চুলায় যাক—"একটা বাঁদর-মুখো স্কুলমাষ্টার তোমায় টাকা দেবে না। —আমাকে নিয়ে যাস্ ত তোর সঙ্গে—একবার দেখব—সে বেটা কেমন!" এই বলে ক্লস ব্রক মুষ্টিবদ্ধ করে বাতাসে প্রচণ্ড বেগে ঘুসি চালিয়ে দিলে।

জানুয়ারী মাসে দেখা গেল, পীয়ার ওয়েলস্কিন পরে কুয়াসা ও শিলা-বৃষ্টির মধ্যে একটা জেলে-বোটে চড়ে উত্তরে মৎস্য-ক্ষেত্রের দিকে চলেছে; সেই দীর্ঘ শীত সে জেলেদের জীবন যাপন করলে। ডাঙ্গায় একটা ছোট চালা ঘরের মধ্যে পাঁচজন মাঝি 'সারডিনস্' এর মত এমন ঘেসাঘেসি হয়ে শুয়ে থাকত যে, ইচ্ছা করলেই এক কোপে তাদের সকলকে কেটে ফেলা যেত। আর সমুদ্রে একটি সুন্দর দিনে কোন কাজ না করে শীতে

কাঁপতে কাঁপতে অর্দ্ধ দিন কেটে যায়—একটা ঝড়ো হাওয়া ওঠে—তখন অসীম সমুদ্রে শুধু দাঁড় টানা চলে—হীমশীতল তরঙ্গ—একটানা দাঁড় টানতে টানতে—হাত ফেটে রক্ত বের হতে থাকে—জীবনীশক্তি যেন চলে যায়! পীয়ারকে সুদীর্ঘ শীতকাল এমনি কঠোর অভিজ্ঞতা ভোগ করতে হয়েছে—সময় সময় ভেবেছে, অর্থাৎ যখন সে ভাবতে পেরেছে—কি করে তথাকথিত ভদ্রমানুষ তাকে এইরূপ জীবনে ঠেলে দিয়েছে—কেন না বেঁচে থাকা তার পক্ষে অন্যায় আস্পর্দ্ধা। চৌদ্দ সপ্তাহ কেটে গেচে - নৌকাগুলি ফিরে আস্ছে—লফটনের নদীতে বসন্ত যে দোল দিয়ে গেছে! পীয়ার তার উপার্জ্জনের টাকা গুনল—অতি যৎসামান্য। তাকে নিজের ভরণ-পোষণের জন্য টাকা ধার করতে হ'ত—সুখের কথা হবে, যদি সে এই আয়ের টাকা দিয়ে ধার শোধ করতে পারে।

কয়েকদিন পরে শহরের কোন ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কশপের গেটের সামনে একটী বালককে দেখা গেল—"ক্লস ব্রক এখানে থাকে?"

"—কে পীয়ার—তুই! লফটনে গিয়েছিলি—খুব রোজগার করেছিস্ না?"

তারপর দুটি বালক পরস্পরের বেশ নিরীক্ষণ করতে লাগ্‌ল—ক্লস গম্ভীর মুখ—ওয়ার্কশপের ড্রেসে, আর পীয়ার ঝড়-বৃষ্টি-রোদে পোড়া'।

ফ্যাক্টরী ম্যানেজার ক্লসের এক কাকা—সেই দিন সন্ধ্যায় সে কাকার কাছে গেল, এ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে খাটবার জন্য নূতন একটি লোককে নিয়ে। সে কামারের কাজ কিছু জানে,—ঘণ্টায় দু'পেন্স হিসাবে তৎক্ষণাৎ তাকে নেওয়া হ'ল।

—'তোমার নাম'—

—"পীয়ার"—তার গলা আটকে এল।

—"হলম"—ক্লস ধরিয়ে দেয়।

—"পীয়ার হলম—বেশ তাতেই চলবে।"

ছেলে দু'টি চলে আসে—মনের ভাবখানা যেন আজ তারা একটা ভয়ঙ্কর সাহসের কাজ কিছু করেছে। এখন বিপদ যদি কখন আসে, তারা দু'জনে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে।

সী'ষ্ট্রীটের একটা সঙ্কীর্ণ গলিতে গরসেথ বাস করে। তার পরিবার বলতে—রোগা অস্থিচর্ম্মসার স্ত্রী দুটো অর্দ্ধোপবাসী ঘোড়া, কতকগুলো পোকামাকড়;—তার একটা শ্লেজ গাড়ীও আছে। জবমাষ্টারের লাল নাক আর চোখদুটি গাঢ় হলুদবর্ণ। সে একজন বদ্ধ মাতাল—সারা রাত মদ খেয়ে কাটায় আর বাড়ী ফেরে ঠিক সকালের দিকে—যখন তার স্ত্রী সবে শয্যা ত্যাগ করবার যোগাড় করেছে। সারা সকাল তার কাটে গরসেথকে গাল দিয়ে—মাতালের কখনও ভাল হয় না। কিন্তু এদিকে গরসেথ নিঃশঙ্কচিত্তে নাক ডাকাতে থাকে।

ঘাড়ে বাক্স নিয়ে পীয়ার যখন অভিনয়-প্রাঙ্গনে এসে উপস্থিত, তখন গরসেথ উঠোনে হাঁটু গেড়ে একজোড়া গাড়ীর চামড়ার এ্যাপরনে ভেসেলিন লাগাতে ব্যস্ত—আর তার রক্তচক্ষু ঠোঁট পুরু স্ত্রী রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে গালিগালাজ করছে—'অসচ্চরিত্র, বদমায়েস, পৃথিবীর আবর্জ্জনা।' গরসেথ একভাবে ভেসেলিন লাগাতে লাগল—টাক মাথায় সূর্য্যের কিরণ এসে পড়ছে আর মাঝে মাঝে সে মাথা তুলে গর্জ্জন করছে—"চুপ কর বলছি।"

"এখানে কি ঘর খালি আছে"—পীয়ার জিজ্ঞাসা করলে।

একটি লাল নাক এগিয়ে এল আর তার পেছনে মানুষটি ট্রাউজারে হাত মুছতে মুছতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে উপস্থিত। "হ্যাঁ, আছে"—এই বলে তাকে উঠান পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে একটা ছোট্ট ঘরে নিয়ে এল। ঘরেতে কাঁচের সার্শি লাগান—রাস্তার ধারে দু'টো জানালা

আর উঠানের দিকে মুখকরা একটা অর্দ্ধেক জানালা আছে। খড়ের উপর বিছান একটা শয্যা—এক জোড়া চেয়ার ও একটা টেবিল——টেবিলটা সেই অর্দ্ধেক জানালার সম্মুখে অবস্থিত। ভাড়া মাসে বার টাকা।

—রাজি। পীয়ার তখন তখনই ঘর ভাড়া নিলে—এক মাসের ভাড়া অগ্রিম দিয়ে লোকটির হাত থেকে নিস্তার পেয়ে বাক্সের উপর বসে পড়ল,—তারপর চারিদিক দেখতে লাগল। অনেকেরই মাথা গোঁজবার জায়গা নেই—কিন্তু পীয়ারের তবু একখানা নিজের ঘর আছে। বাহিরে—উঠানে আবার স্ত্রীলোকটির গালিবর্ষণ সুরু হয়েছে আর নীচের আস্তাবল থেকে অবিশ্রান্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ আসছে—মাঝে মাঝে অশ্ববরেরাও চিঁহি চিঁহি ক'রে অভিযোগ জানায়।

পীয়ার জেলেদের আস্তানায়, কৃষকদের বাড়ীতে দিন কাটিয়েছে—কাজেই এ-সব তাকে একটুও বিচলিত করতে পারলে না। তবুও নিজের বলতে ত আজ একটা স্থান হয়েছে—এই ঘরের মধ্যে অন্তত তার প্রভুত্ব অপ্রতিহত থাকবে।

এবার আহারের ব্যবস্থা করতে হবে। সে বের হয়ে গেল প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কিনে আনতে—বাক্সটি সাধারণ গ্রাম্য জিনিষে ভরে ফেললে। 'ডিনারে'র সময় সে বাক্সের ডালার ওপর বসলে—তারপর যবের রুটি আর ঠাণ্ডা মাংস বেশ করে খেয়ে নিলে।

এবার নূতন কাজের আরম্ভ। সে এসব পছন্দ করে, কি করে না—সে প্রশ্ন অবৈধ। কারুর কাছে সাহায্য ভিক্ষা না করে পৃথিবীতে মাথা জাগিয়ে তোলবার এই সুযোগ। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার সে করবে। শীঘ্রই তার নূতন জীবনের স্বপ্ন নূতন রূপ ধরে তার কাছে ফুটে উঠল।

সে এখন মই'এর নীচে—একজন সামান্য কামার মাত্র—কিন্তু ঐ ত উর্দ্ধে দেখা যাচ্ছে চীফ ইঞ্জিনিয়ারের মূর্ত্তি—চোখে সোনার চশমা অাঁটা—গায়ে শাদা ওয়েষ্টকোট—ঐখানে সে একদিন উঠবে—নিজের আসন সে করে নেবে। আসুক এবার কোন স্কুল মাষ্টার বাধা দিতে—চেষ্টা করে দেখুক্। তারা একদিন তাকে চার্চ্চইয়ার্ড থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—এর প্রতিশোধ আর একদিন সে নেবে। তার মনস্কামনা সিদ্ধ হ'তে হয়ত বছরের পর বছর কেটে যাবে, কিন্তু একদিন সে তার বাবার মত বড় হবে—সেদিন সে সকলকে সুদে আসলে পরিশোধ করবে।

কুয়াসার ঘোমটাটানা প্রভাতে যখন সে হাতে ডিনারের পাত্র নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে যেত, কাঠের পুলের ওপর তার পদধ্বনি—তার মনের গোপন ইচ্ছাকেই প্রকাশ করত যেন—"আজ একটা নূতন কিছু শিখতে হবে—সম্পূর্ণ নূতন।"

বন্দরের বড় বড় কারখানা—জাহাজ সারাবার কারখানা—কলকব্জার দোকান—এরাই যেন একটা শহর। এই ধোঁয়া আর আগুনের রাজ্য—হাতুড়ী আর হুইসেলের শব্দ—জনতা আর জন-কোলাহল—এই সবের মধ্য দিয়ে পথ কেটে সে চলেছে—মনে এক স্থির সঙ্কল্প—"শিখতে হবে—কেবল শিখতে হবে।" তার চারিপাশে এমন অনেকে আছে—তারা যতটুকু জানে, তাতেই পরম সন্তুষ্ট—অধিক জানবার বা অধিক দূর অগ্রসর হবার ইচ্ছা তাদের আদৌ নেই। তারা ব্যর্থ মুটে-মজুর হিসেবেই জীবন কাটিয়ে দেবে, কিন্তু সে এগিয়ে যাবে অক্লান্ত গতিতে, যতদিন না সে একজন মহাপণ্ডিত হ'তে পারে। কয়েক মাস তাকে কামারশালায় কাজ করতে হবে—তারপর মেশিনের দোকানে—তারপর ছুতার আর পেইণ্টারদের সঙ্গে—শেষে ডক ইয়ার্ডে। সমস্ত কাজ করতে কয়েক বছর কেটে যাবে। কিন্তু এই সমস্ত কাজ তার নিকট একটা নূতন

বাইবেল—শ্রেষ্ঠ পুস্তক—তাকে কণ্ঠস্থ করতে হবে। চাই একটু ধৈর্য্য!

এ এক নূতন নূতন এ্যাডভেনচারের লীলাক্ষেত্র—দিনের মধ্যে কতবার সে আশ্চর্য্য বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে যায়! কত নূতনত্ব, কত অভাবনীয়ের দিকে সে চেয়েছে। কিন্তু তারা কেহই ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়—সাধারণ মানবের হাতেগড়া জিনিষ। শুধু একটা বোতাম টেপ—অমনি এক দৈবীমায়া জন্ম নেবে। সে এসব জিনিষের দিকে গভীর ভাবে চেয়ে থাকে—এদের কথা ভেবে কতদিন দীর্ঘ রজনী কাটিয়ে দিয়েছে সে। এসবার পশ্চাতে কিছু আছে নিশ্চয়ই—কিছু আছে—কোনও শক্তি, হয়ত তা ভগবানের দেওয়া নয়। এই সব ইঞ্জিনীয়াররা—যদিও ধর্ম্মপ্রচার বা প্রার্থনা করেন না, তবুও এঁরা এক প্রকারের ধর্ম্মযাজক। এ এক অভিনব জগত।

একদিন তাকে একটা প্রকাণ্ড বয়লারের রিভেটিংএর কাজ করতে দেওয়া হল—এই প্রথম সে শক্তি নিয়ে কাজ করছে—যে শক্তি তার নিজের নয়। একটা লম্বা নলের মধ্যে অনেকটা বাতাস 'কমপ্রেস' করা আছে—এরাই রিভেটগুলোকে বয়লারের মধ্যে হতে কর্কশ শব্দে স্বস্থানে ঠেলে পাঠিয়ে দিচ্ছে বিদ্যুৎগতিতে। তাদের ঘর্ ঘর্ শব্দ সমস্ত শহরকে মুখরিত করে তুলেছে। সেই শব্দে মাথা ধরে, কানে তালা লাগে—কিন্তু তবুও পীয়ার আনন্দ পায়। অক্লান্ত শ্রম সে করে—এখানে এখন সে প্রভু—একচ্ছত্র অধিপতি—সর্ব্বনিয়ন্তা। জীবনে এই প্রথম নূতন অভিজ্ঞতা—সারা দেহ মনে পুলক শিহরণ জাগাতে থাকে।

কিন্তু দীর্ঘ সন্ধ্যায় সে একাকী বই পড়ে কাটায়—নীচের আস্তাবল হতে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ভেসে আসে। গভীর রাত্রে যখন শুতে যায়, তখন একটা চিন্তাই তাকে কেবল আঘাত করে—সে একা—

একা। ক্রুস ব্রক তার কাকাদের সঙ্গে একটা সুন্দর বাড়ীতে বাস করে —পার্টিতে যায়। আর সে এখানে একাকী পড়ে থাকে। যদি আজ রাত্রিতে সে মরে যায়—কেউ তার জন্য এক বিন্দু অশ্রুও বিসর্জ্জন করবে না। এই অপরিচিত নির্দ্দয় পৃথিবীতে সে একা—সম্পূর্ণ একা।

সময় সময় ট্রোয়েনের বৃদ্ধা মা'র কথা মনে হয়—সেই গীর্জ্জার কথাও। তার ছাদটা এত উঁচু যে অর্গানের সুরও অত দূরে পৌঁছাতে পারে না—আর প্রত্যেকের মুখটি কত সৌন্দর্য্যভরা! সন্ধ্যা-বন্দনা কিন্তু তার নিকট আর পূর্ব্বের মত মধুর ঠেকে না। যে মই'এর সিঁড়ি বেয়ে তাকে উঠতে হবে, তার শীর্ষে ত কই কোন বিশপের মূর্ত্তি দেখা যায় না? সেখানে এখন বসে আছে একজন চীফ ইঞ্জিনীয়ার—ঈশ্বরের সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক নেই—অনাগত মানব মানবীর দুঃখ-সুখের সন্ধান সে রাখে না। এখন নরকে যেয়ে তার মাকে সেই দুঃখের যন্ত্রণা হ'তে মুক্তি দেবার ইচ্ছাও চলে গেছে। যা' শক্তি ও সামর্থ্য সে সঞ্চয় করছে—কই, তার সাহায্যে হেমন্তের কোন সন্ধ্যায় তারাভরা আকাশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে সে ত কোন নক্ষত্রকেও সঙ্গীতে মুখর করে তুলতে পারছে না।

পীয়ারের জীবনে অনেক কিছু হারিয়ে গেছে। সে যেন ক্রমশঃ তীরভূমি হতে দূরে সরে যাচ্ছে—লাল মেঘের দল কোথায় আকাশ ছুঁয়ে আছে সেখানকার বাতাস শুধু স্বপ্নে ভরা ;—সেখান হ'তে সে চলেছে—দূরে অতি দূরে, নূতনের সন্ধানে। এক দুর্দ্দমনীয় শক্তি তাকে সেইদিক চালিত করে নিয়ে চলেছে।

একদিন রবিবার সে খুব পড়ায় মগ্ন—এমন সময় ক্রুস ব্রক শিষ দিতে দিতে এসে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল—মাথার টুপিটা পেছনের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া!

"কি রে—এইখানে থাকিস বুঝি" ?

"হ্যাঁ, এই আমার ঘর—ঐ চেয়ারে বস্।"

কিন্তু ক্লস দাঁড়িয়ে রইল—পকেটে হাত ঢোকান—ঘরের চারিদিক দেখতে লাগল। "তবু রক্ষে"—শেষটায় সে মুখ খুললে—"নিজের ছবি টেবিলের ওপর রাখ নি।"

"কেন, এটা এর আগে দেখিস্‌নি'—প্রত্যেকেরই এরকম আছে।"

"তাদের নিজের ফটো নয়—গাধা কোথাকার। যদি কেউ এটা দেখে ত এর শেষ পরিণতির কথা আর শুনতে হবে না।"

পীয়ার ফটোগ্রাফটা হাতে নিয়ে বিছানার তলায় লুকিয়ে রাখল। বাস্তবিকই তার ভুল হয়েছে। "কিন্তু এটা"—দেওয়ালে টাঙ্গান একটা রঙীন ছবির দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে সে বলল।

ক্লসের মুখে চোখে আত্মসচেতনের ভাব—খানিকটা টোব্যাকো পাইপে পুরে নিলে—"ও ঐটে" ? এবার সে কষ্ট করে হাসতে চেষ্টা করলে না।

"হ্যাঁ, ঐটে—চার পেনস্ দাম—কেমন সুন্দর পেন্টিং না ?"

"পেন্টিং! হ্যাঁ হ্যাঁ। বেশ ভাল। আরে এটা 'অলিয়োগ্রাফ"—তোর বুদ্ধিসুদ্ধি যদি কিছু থেকে থাকে।"

"ও তাই নাকি। তুই দেখি সব জানিস"—

"তোকে একদিন আর্ট গ্যালারীতে নিয়ে যাব—রীয়েল পেন্টিং কাকে বলে—দেখতে পাবি।"

"ওটা কি বই—ইংলিশ রীডার ?"

"হ্যাঁ"—পীয়ার খুব উৎসাহের সহিত উত্তর দেয়—"একটা কবিতা পড়ি শোন্।"

ক্লস বাধা দেবার পূর্ব্বেই পীয়ার পড়তে আরম্ভ করে দিল।

পড়া শেষ হলে ক্লস কয়েক মিনিট নিঃশব্দে বসে রইল, শেষে বলল—'হু'—আমাদের শেষ টিচার এরোকে ভেবলেন্ যদি তোমার ঐ পড়া শুনত, তা হলে···সত্যি বলছি—তাকে নার্স করবার জন্য একজন নার্সকে ডাকতে হত।'

সহ্যের একটা সীমা আছে। পীয়ার বইখানাকে দেওয়ালে ছুঁড়ে দিয়ে তাকে গোল্লায় যেতে বললে। ক্লস অতি কষ্টে আরম্ভ করলে—"দেখ্, এনট্র্যান্স দিতে হলে রীতিমত পড়া-শুনা করতে হবে—অতএব একজন 'টিউটর' দেখ।"

"তোমার পক্ষে টিউটর - ওসব বড় বড় কথা বলা সহজ। কিন্তু আমার প্রতিঘণ্টার আয় মাত্র দুপেন্স।"

"আচ্ছা, আমি একজন 'টিউটর' জোগাড় করে দেব—সপ্তাহে দু'দিন তোমায় ইংরেজী, অঙ্ক, ইতিহাস পড়িয়ে যাবে—প্রতি লেসেনের জন্য দুপেন্স—এ নিশ্চয় দিতে পারবি?"

পীয়ার এবার শান্ত মূর্তি ধারণ করেছে, মুখে ব্যথাভরা চাউনি। "হ্যাঁ, পারি—যদি মাখন খাওয়া ছেড়ে দি এবং কফির বদলে জল পান করি।"

ক্লস হেসে উঠল, কিন্তু চোখ জলে ভরে' এল। দুর্ভাগ্য যে তার বন্ধুকে দু'পেন্স দিয়ে সাহায্য করবার ক্ষমতাও তার নেই। আর দিলেও সে নেবে কেন?

এই ভাবে গ্রীষ্ম কেটে গেল। রবিবারে বাড়ীতে বসে বসে সে দেখে—ছেলেরা সব গ্রামের দিকে চলেছে—মাঠে, ঘাটে, বনে তারা সমস্ত দিনটা কাটাবে যদৃচ্ছা বিচরণ করে—আর সে ঘরে বসে একাকী বই পড়ছে। বিকালের দিকে, যে জানলাটা রাস্তার ধারে—সেখানে দাঁড়িয়ে সে দেখতে পাবে—ছেলে মেয়ের দল হট্টগোল করতে করতে

ফিরে আসছে—কারুর হাতে ফুল, কারুর টুপিতে কচি ডাল পাতা—মুক্ত বাতাস আর রবি কিরণ তাদের যেন মাতাল করে দিয়েছে! তবুও বাড়ীতে বসে তাকে পড়তে হবে!

আর শরতে যখন রাত্রি একটু গভীর হয়ে আসে, তখন সে শোবার আগে রাস্তায় একটু বেড়াতে বের হয়—ঐ যে ঐ শাদা বাড়ী দেখা যাচ্ছে, যেখানে ম্যানেজার থাকে—ততদূর পর্য্যন্ত। এটা ক্লসদের বাড়ী। জানলার মধ্য দিয়ে আলো দেখা যায়—মাঝে মাঝে গানের সুর। এখানে যে সুখী পরিবারের বাস, তারা এমন সব জিনিষ জানে বা কাজে করে—যা' কোন বই পুস্তকে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাতে কি? এখনও অনেকটা দূর যেতে হবে—এখনও সামনে দীর্ঘ পথ প্রসারিত, কিন্তু তাকে সেখানে পৌঁছতে হবেই।

একদিন ক্লস কথায় কথায় কর্ণেল হলমের স্ত্রী কোথায় থাকে বললে এবং পীয়ারও একদিন হাঁটতে হাঁটতে সেই বাড়ীর নিকট এসে উপস্থিত হল। বাড়ীটা রীভার ষ্ট্রীটের ধারে; চারিপাশে বড় বড় গাছের সারি। পীয়ার সেখানে একটা বাগানের বেড়াতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল—একটা অভাবনীয় উত্তেজনায় সমস্ত দেহ কাঁপতে লাগল। দোতলাতে সারি সারি জান্‌লা—আলোময়। ভিতরে একজন বালকের হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে, একটি মেয়েও গাইছে যেন! নিশ্চয়ই কোন পার্টি হচ্ছে। পীয়ার বাতাসে কলার উল্টে দিয়ে—হাঁটতে হাঁটতে আবার শহরে তার আস্তাবলের ঘরে ফিরে এল।

তার মত নিরালায় নির্ব্বাসিত বালকের পক্ষে শনিবার একটা উৎসব বিশেষ। এই দিন সে ভাল করে স্নান করে, জামা কাপড় পরিষ্কার, বেশ পরিবর্ত্তন ও নূতন বেশ পরিধান করে। ধোয়া কাপড়ের গন্ধ—মুখে বসন্তের দাগওয়ালা একজন বৃদ্ধার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—যে

কাপড় ছিঁড়ে গেলে সেলাই করে দিত—জামা কাপড় ভাঁজ করে রাখত। সে খুব সতর্কতার সহিত নূতন জামা কাপড় পরে; মনে হয় আজই যেন রবিবার।

মাঝে মাঝে যেদিন রবিবারটা দীর্ঘ মনে হয়, পীয়ার নিকটবর্ত্তী কোন একটা চার্চ্চে ঢুকে পড়ে, ধর্ম্মযাজক 'যা' বলে সব সত্য—সন্দেহ নেই। কিন্তু পীয়ার কোন কথাতেই কান দেয় না—খালি মনে পড়ে সেই উঁচু ছাদ, রং-করাজানলা, ভজন গান আর অর্গানের স্বর। এখানেও লোকদের মুখ দেখতে অন্যরকম—রাস্তার লোকজনের মুখের সঙ্গে রাতদিন পার্থক্য। তাদের চিন্তাধারা যেন কোন স্বর্গীয় আভায় আভান্বিত। কত সুন্দর এই স্থান—কত আরামদায়ক! পীয়ারের মনে হয়—সকলের সঙ্গে সে যেন সত্যের বন্ধনে বদ্ধ, কিন্তু সকলেই তারা অপরিচিত।

হঠাৎ একদিন একটা ভজন গানের সময় কে যেন অন্তরথেকে বললে —"তোমার বোনকে আস্‌তে চিঠি লিখ—সেও ত তোমার মত পৃথিবীতে একাকী!"

একদিন সন্ধ্যায় বসে সত্য সত্যই পীয়ার চিঠি লিখল। সে লিখলে অবশ্য খুব মেজাজ দেখিয়ে—টাকার দরকার থাকলে বা অন্য কোন রকম সাহায্যের দরকার হলে, সে যেন সত্বর তাকে জানায়। যদি শহরে আসতে পারে, তার সঙ্গে থাক্‌বে। ইতি। তোমার ভাই, পীয়ার হলম, ইঞ্জিনীয়ার এ্যাপ্রেন্টিস্।

কয়েকদিন পরে একখানা চিঠি এল খুব সুন্দর বাঁকা হরপে লেখা। লুইস এই সেদিন কন্‌ফর্মড্ হয়েছে। যে কৃষকের সঙ্গে সে বাস করে, সে সারা শীত তাকে 'ডেয়রী মেড' হিসেবে রাখতে চায়। কিন্তু লুইস এত গুরুভার কাজ করতে পারবে না—ভয় পায়। কাজেই আগামী

রবিবার সন্ধ্যায় যে নৌকা আসবে, তাতে চড়ে সে শহরে আসছে। ভালবাসা জেন। ইতি। তোমার বোন লুইস হেগেন।

পীয়ার চমকে উঠল—প্রকাণ্ড দায়িত্ব সে কাঁধে তুলে নিচ্ছে।

রবিবার সন্ধ্যায় নীল স্যুট্‌টা পরে, আর ফেল্ট হ্যাটটা মাথায় চাপিয়ে সে তীরের দিকে অগ্রসর হল। জীবনে এই প্রথম কারুর ভার তাকে নিতে হচ্ছে, আজ হতে তার চেয়ে হীন অবস্থার একজনের সে হবে পিতা—হিত্‌কামী। আর এক নূতন জীবনের আরম্ভ। সেই হাসিখুসী ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ে যায়—যে ট্রোয়েনে এসেছিল তার ছেলের সন্ধানে। ঠিক এই ভাবেই ত তল্লাসী করতে হয়—সেই ভদ্রলোকের মত সে হবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিতার সেই হাসি, হাঁটার সেই ভঙ্গী, চোখের দৃষ্টি সেই রকম উদাসীন, তেমনি উচ্ছৃঙ্খল আচরণ তার দেহে ফুটে উঠতে লাগল।

"বেশ বেশ বেশ"—সে মনে মনে বলতে লাগল। কল্পনায় সে দেখতে পাচ্ছে—তার মুখেও সেই রকম পরিষ্কার শাদা দাড়ি।

সবুজ ষ্টিমবোট মোড় ঘুরে বন্দরে প্রবেশ করল;—কাঠের পুল খুলে দেওয়া হল; খালাসীরা উপর হতে লাফিয়ে পড়ল। যাত্রীরা হুড়মুড় করে তীরে অবতরণ করল। পীয়ার কি করে তাকে চিন্‌বে—তার বোনকে সে ত কখনও চোখে দেখেনি। ডেকের ভীড় ক্রমশ পাতলা হয়ে গেল—বন্দর ছেড়ে সবাই শহরের দিকে চলল।

একটি কৃষক মেয়ে একহাতে একটি বাক্স আর এক হাতে একটি ভায়োলিন কেস্—পীয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। ধুসর পোষাকে সে সজ্জিত—মাথায় রেশমী চুলে কালো একখানি রুমাল—মুখ যদিও শুষ্ক কিন্তু ধরণটি ভারী চমৎকার। তার মা'র মত—তার মা-ই যেন ষোল বছরের মেয়ের রূপ ধরে এসেছে। এদিক-ওদিক চাইছে সে—এবার তার ওপর দৃষ্টি পড়ল, ভয়চকিত, জিজ্ঞাসু দৃষ্টি—

"তুমি কি লুইস ?"—

—"তুমি পীয়ার ?"—

মুহূর্ত্তকাল তারা পরস্পরকে গভীর ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করলে তারপর করমর্দ্দন।

নিজেরাই বাক্স হাতে করে শহরের দিকে চলল। পীয়ার এর মধ্যেই এমন শহুরে হয়ে উঠেছে যে, রাস্তা দিয়ে বাক্স হাতে একটি কৃষক বালিকার পাশে পাশে যেতে সে লজ্জাবোধ করছিল। উঃ ওর জুতাজোড়া কি রকম ফট্ ফট্ শব্দ করছে! কিন্তু প্রতিমুহূর্ত্তেই লজ্জা করার জন্য সে মনে মনে লজ্জিত হয়ে উঠেছে! ঐ নীল ভ্রূযুগল তার দিকে চেয়ে দেখ্ছে—কি বলছে? বলছে বোধ হয়—"আমি এসেছি, তুমি ছাড়া পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই।"—ওই তার অভিব্যক্তি।

"তুমি ওটা বাজাতে পার"—বেহালাটাকে দেখিয়ে পীয়ার জিজ্ঞাসা করে।

"ও বাজে"—সে শুধু হাসে। বললে যে সেক্সটন পরিবারের সঙ্গে বাস করত, কনফরমেশনের সময় তারা তাকে একটা নূতন পোষাক দিতে পারেনি"—কিন্তু পরিবর্ত্তে এই বেহালাটা তাকে দিয়েছে।

'তারা তোমায় কনফরমেশনের সময় একটা নূতন পোষাক দিতে পারেনি।"

'না'—

—'কিন্তু অন্যান্য মেয়েরা যখন নূতন পোষাক পরে তোমায় ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তখন তোমার বিশ্রী লাগেনি।'

মুহূর্ত্তের জন্য সে চোখ বুজলে—"ও ভয়ঙ্কর বিশ্রী।"

কিছুক্ষণ পরে, সে আবার জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি কি অনেক জায়গায় থেকেছ।"

—"অন্তত পক্ষে পাঁচ জায়গায়।"

—"ছ্যোঃ এ আর কি ? আমি ন'বার বাড়ী বদল করেছি।" মেয়েটি আবার হাসছে।

বাড়ীতে এসে লুইস চারিদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল। এ রকম স্থানে থাকবে সে আশা করে নি'। শহরে সে কোনদিন আসেনি'—শহরের বদ্ধ হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। ওঃ—ঘরটা কি অন্ধকার—গুমোট !

"আগে আলোটা জ্বালি"—পীয়ার বলে।

সে একটু লাজুকের মত হাসল এবং কোথায় শোবে জিজ্ঞাসা করলে।

– "ঠিক কথা"—পীয়ার মাথা চুলকাতে লাগল—"মাত্র একটা বিছানা আছে।

একথায় দু'জনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

"তা'হলে আমাদের একজনকে মেঝেতে থাকতে হবে"—মেয়েটি বললে।

"ঠিক—ঠিক বলেছ"—পীয়ার উৎসাহিত হয়ে ওঠে—"আমার দু'টো বালিশ আছে, একটা তুমি নিও। দু'টো কম্বলও আছে—ঠাণ্ডায় ভুগতে হবে না।"

—"না হয়, আমার আর একটা জামা আছে—পরে নেব। তোমার কোন পুরান ওভারকোট নেই ?—

—"চমৎকার ! এ নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না"—

'কিন্তু কোথেকে তুমি খাবার আন ?'—যেন সে এক্ষুণি সমস্ত পরিষ্কার করে বুঝে নিতে চায়। পীয়ার স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, তখন তখনই তাকে কোন রেঁস্তারায় নিয়ে গিয়ে খাওয়াবার ক্ষমতা তার নেই। টিউটারের মাহিনাও কাল চুকিয়ে দিতে হবে। তার বাক্স খালি।

"রাত্রে ঐ ষ্টোভে কফি গরম করি"—সে বললে—"গরম খাবার ঐ বাক্সে থাকে। যাক, এখন 'সাপারে'র ব্যবস্থা করতে হবে।"

একটা বাক্স খুলে রুটি ও খানিকটা মাখন বের করল, কেটলীটা ষ্টোভে চাপিয়ে দিলে। লুইস পীয়ারকে টেবিল হতে কাগজ পরিষ্কার করতে সাহায্য করল—টেবিলের ওপর খাবার সাজিয়ে নিলে। কিন্তু ছুরি যে মাত্র একখানা! বেশ মজা, যাক্ অগৌণে তারা চেয়ার দখল করল—অবশ্য প্রত্যেকেরই একখানা চেয়ার ছিল। নিজেদের বাড়ীতে এই প্রথম তাদের দু'জনের একত্রে আহার।

ঠিক হল—লুইসই মেঝেতে শোবে—তারা দু'জনে এক পশলা খুব হেসে নিলে।

পীয়ার লুইসকে খুব ভাল করে ঢেকে দিলে—যাতে ঠাণ্ডা না লাগে। আলো নিভিয়ে দেওয়া হল; বাহিরে তখন প্রবল হাওয়া বইছে। উত্তরে বাতাস বাড়ীর ছাদের ওপরে সগর্জ্জনে হু হু শব্দে বয়ে চলেছে। ঘুম আসার আগে পর্য্যন্ত তারা অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে গল্প করতে লাগল।

পীয়ারের নিকট ভারী আশ্চর্য্য ঠেকছে—পৃথিবীতে তারও একজন আত্মীয় আছে জেনে; সে আবার একটি মেয়ে—অতি ছোট, কিশোরী। তারই পাশে মেঝেতে সে শুয়ে আছে—পৃথিবীতে তার ভাল মন্দের জন্য সে দায়ী।

লুইস পাশ ফিরে শুল। মেঝেটা নিশ্চই খুব শক্ত ঠেকছে।

—'লুইস?'

—'কি?'

'—তুই কখনও মাকে দেখেছিস্?'

'—না।'

—'বাবাকে?'

—'বাবাকে ?'—সে হাসল।

—'কেন, বাবাকেও দেখিস্‌নি ?"

—'কি করে দেখব ? বোকা কোথাকার। কে বলেছে মা জানত—কে তিনি ?'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর হঠাৎ পীয়ার বোকার মত বলে উঠল—"তা হলে এ পৃথিবীতে আমরা নিঃসঙ্গ—কেবল তুমি আর আমি।"

"হ্যাঁ, একরকম তাই।"

—"লুইস, তুই এখন কি করবি, ঠিক করেছিস্"—

"তুমি ?"

পীয়ার তাকে তার জীবনের কর্ম্ম-পন্থা বলে গেল। প্রথমে সে কিছুই প্রতিবাদ করলে না—যেন সে তার মনের পটে আঁকা জীবনের স্বপ্নে বিভোর।

শেষে সে মুখ খুলল—আচ্ছা, ধাত্রীবিদ্যা শিখতে কি খুব টাকার দরকার তোমার কি মনে হয় ?"

"ধাত্রী হওয়া—এই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য ?" পীয়ার হাসি সম্বরণ করতে পারলে না। তাহলে এতদিন সে মনে মনে এই স্বপ্নের জাল বুনেছে।

"কেন আমার হাত দু'টো কি একাজের পক্ষে খুব বেশী লম্বা ?"—সে সাহসে ভর করে জিজ্ঞাসা করল; কারণ, পীয়ারের স্বগতোক্তি সে শুনতে পেয়েছে

পীয়ারের মন করুণায় আদ্র হয়ে উঠল। বহুপূর্ব্বেই সে লক্ষ্য করেছে তার করুণ সুন্দর মুখশ্রীর সঙ্গে লাল ফোলা ফোলা হাত দুখানি কি বেমানানই না দেখায়! গ্রামের লোকেরা এরকম ছোট ছোট হাতকে "মিড্‌ওয়াইফের হাত" বলে।

"যা-হোক করে, কোনমতে একটা ব্যবস্থা করে নিতে হবে।" পীয়ার উৎসাহ দেয়। কিন্তু সে জানে, স্কুলে "মিডওয়াইফারী" শিখতে গেলে অনেক ক্রাউন খরচা করতে হবে। আর অত টাকা রোজগার করা তার পক্ষে সময়সাপেক্ষ—কয়েকবছর লেগে যাবে। হতভাগিনীকে তাহলে দীর্ঘ দিন প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে।

তারপর তারা নীরব হয়ে গেল। উত্তরে বাতাস বাড়ীর ছাদের ওপর হু হু করে বয়ে চলেছে। দেখতে দেখতে ভাই বোন ঘুমের কোলে ঢুলে পড়ল।

পরদিন প্রভাতে পীয়ার উঠে দেখে—লুইস্ তার বহুক্ষণ পূর্ব্বেই উঠেছে—ষ্টোভে কফি করছে। একটা বাক্স হতে পেটিকোট খুলে সে পেরেকের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিলে, দেওয়ালে এক জোড়া নূতন জুতা ঠেঁস দিয়ে রাখল—কতকগুলো নীচে পরবার জন্য কাপড় ও উলেন ষ্টকিং বের করে দেখে, আবার বাক্সবন্দী করে রেখে দিল। সেই বাক্সের মধ্যেই তার সমস্ত সম্পত্তি।

পীয়ার উঠতে চেষ্টা করল। "ওকি, নীচে ও কিসের শব্দ!"—লুইস হঠাৎ চীৎকার করে উঠল।

—"ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই,"—পীয়ার সাহস দেয়—"জবমাষ্টার আর তার স্ত্রী ঝগড়া করছে—প্রত্যহ সকালেই এ রকম অভিনয় হয়ে থাকে। ভয় নেই—অভ্যাস হয়ে যাবে।"

তারা আবার টেবিলের ধারে বসে কফি পান করে,—পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসে। লুইস ইতিমধ্যে চুলটা ঠিক করে নিয়েছে—ছুটি সুন্দর বিনুনী কাঁধের ওপর এলিয়ে পড়েছে। পীয়ারের কাজে যাবার সময় হয়ে এল। লুইসকে বাড়ী ছেড়ে বেশী দূরে যেতে নিষেধ করে (তাহলে পথ হারিয়ে ফেলতে পারে) তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

সেখানে গিয়ে ক্লসের সঙ্গে দেখা—তাকে বোনের আগমন বার্ত্তা জানাল।

—"তার কি ব্যবস্থা করবে"—ক্লস জিজ্ঞাসা করল।

—"এখন সে থাকবে আমার সঙ্গে"—

তোমার ত মাত্র একটি ঘর, একটি বিছানা ?"

—"কেন, সে মেঝেতে শোবে।"

—"সে—তোমার বোন মেঝেতে শোবে—আর তুমি দিব্যি চৌকিতে নিদ্রা দেবে ?"

পীয়ার দেখলে—তার ভুল হয়েছে। "আরে না-না আমি শুধু কথার কথা বলছিলাম।" তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘোরাতে হয়—"না, লুইসই চৌকির ওপর শোবে।"

বাড়ী ফিরে এসে দেখে লুইস মাষ্টারের স্ত্রীর কাছ থেকে "ফ্রাইং প্যান" ধার করে এনে বেকন সেঁকছে—কয়েকটা আলুও সিদ্ধ করেছে। তখনই তারা বাদশাহী ভোজের সদ্ব্যবহার করতে লেগে গেল।

হঠাৎ লুইসের দৃষ্টি দেওয়ালে টাঙ্গান রঙ্গীন চিত্রের দিকে পড়ল—পীয়ারকে ওটা পেন্টিং কি না, জিজ্ঞাসা করায় সে বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল। ওটা পেইনটিং ? ছ্যোঃ একটা আলিওগ্রাফ মাত্র। কিচ্ছু জানে না! আচ্ছা তোমাকে আর্ট গ্যালারীতে নিয়ে গিয়ে আসল পেইনটিং কাকে বলে দেখিয়ে নিয়ে আসব। এই বলে সে টেবিল বাজাতে আরম্ভ করলে—"বেশ, বেশ, বেশ।"

তাদের মধ্যে ঠিকঠাক হল—লুইস চাকুরীর সন্ধান করবে—তাহলে তাদের অবস্থার একটা সুরাহা হতে পারে। এবং প্রথম চেষ্টাই সাফল্যমণ্ডিত হল। একটা রেস্তরাঁর মেঝে পরিষ্কার আর আলু ছাড়াবার কাজ সে পেলে।

শোবার সময় পীয়ার লুইসকে বিছানায় শোবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। "কাল রাত্রে আমি শুধু ঠাট্টা করেছিলাম"—পীয়ার বুঝিয়ে দিলে—শহরের নিয়ম হচ্ছে মেয়েরা সবচেয়ে ভাল জিনিষটা পাবে—একেই বলে সভ্যতা"—এই বলে সে শক্ত মেঝেতে সটান শুয়ে পড়ল। এ আর এক অভিনব অভিজ্ঞতা। ছোট্ট সঙ্কীর্ণ কামরা, হঠাৎ যেন অনেকটা বেড়ে উঠেছে—নবান অতিথিকে স্থান দেবার জন্য। এরকম ভাবে মেঝেতে শুতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না—সে ত ইচ্ছে করেই শুয়েছে—বোনের জন্য।

ল্যাম্প নিভিয়ে দেওয়া হল—শুয়ে শুয়ে কয়েক মিনিট সে তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস ধ্বনি শুনতে লাগল। তারপর শেষে—

—'লুইস ?'

—'কি ?'

—'তোমার বাবা—বাবার নাম কি হেগেন ?'

—'হ্যাঁ—সার্টিফিকেটে তাই লেখা আছে।'

—'তা হলে তুমি ফ্রোকেন হেগেন—বেশ নাম, না ?

—'ছ্যোঃ তুমি ঠাট্টা করছ।'

—'আর তুমি যখন 'মিডওয়াইফ' হবে, তখন অতি সহজেই একজন ডাক্তারকে বিয়ে করতে পারবে।'

—'ফাজিল,—এ রকম হাত যার—তার ভাগ্যে কখনও হয় না।'

—"তুমি কি মনে কর—তোমার হাত খুব লম্বা—যে একজন ডাক্তারকে বিয়ে করার পক্ষে নেহাৎ অনুপযুক্ত।"

—'তোমার মাথায় ছিট আছে। হা-হা-হা।'

—হা-হা-হা .

তারা কম্বলের তলায় খুব আরাম করে গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়ল ;

মনের মধ্যে শান্তি ও আনন্দের ভাব—উৎফুল্ল মনে কোন বন্ধুর সঙ্গে একত্রে এক ঘরে শুলে এ রকম শান্তি ও আরাম উপভোগ করা যায়।

—"গুড নাইট, লুইস।"

—"গুড নাইট, পীয়ার।"

৬)

এই ভাবে অনেকদিন কেটে গেছে—শীত গত প্রায়। এখন লুইসও রোজগার করতে আরম্ভ করেছে। তারা এখন বেশ দু'পয়সা খরচ করতে পারে—রেঁস্তরায় গিয়ে রোজ ইচ্ছে হলে চার পেন্স দামের মাংসের চপের ন্যায় দামী খাবার খাওয়ার ক্ষমতাও তাদের হয়েছে। পীয়ারের জন্য একখানা খাট কেনা হয়েছে—খাটখানা দিনের বেলা ভাঁজ করে রেখে দেওয়া যায়। পোষাক খোলা বা পরবার সময় তাদের দু'জনের মধ্যে একটা স্ক্রীন থাকা দরকার—অন্তত রুচির দিক দিয়ে শোভনকর হয়। তাই তারা লুইসের উলের শালখানা টাঙিয়ে নিয়েছে। লুইস আজকাল তার ভায়ের মত গ্রাম্যতা ছেড়ে শহুরে আদবকায়দাও আয়ত্ত করতে আরম্ভ করেছে।

বিছনায় শুয়ে ঘুম আসার আগে এখন প্রায়ই পীয়ারের মাথায় এক দুর্ভাবনা এসে ভর করে—"বালিকাটিকে দেখতে ঠিক তার মার মত —যদি সেও তার মা'র পদাঙ্ক অনুসরণ করে? না না, তা কখনই হতে পারে না। ফ্রোকেন হেগেন তুমি এখন বড় হয়েছ—যাতে এ রকম অনভিপ্রেত কিছু না ঘটে সেটা তোমায় দেখতে হবে।

দিনের বেলায় দু'জনের দেখাসাক্ষাৎ খুব কম হত। কারণ খুব ভোরেই তারা বেরিয়ে যেত এবং পীয়ারের ফিরতে প্রায়ই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। পীয়ার যখন লুইসকে পুরুষের সাহচর্য্য সম্বন্ধে সতর্ক ক'রে লেকচার দেয়—সে শুধু শুনে শুনে হাসে। একদিন ক্লস ব্রক তাদের সঙ্গে দেখা করতে এসে লুইসের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চোখ ঘুরাচ্ছিল—পীয়ার ত দেখে

চটেই আগুন—ইচ্ছা হচ্ছিল তার গলার কলার ধরে তৎক্ষণাৎ তাকে ছুঁড়ে নীচে ফেলে দেয়।

ক্রীষ্টমাস আগত প্রায়। শীতের দীর্ঘ সন্ধ্যায় তারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত—চোখ ঝলসান আলোয় শোভিত, চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী ঝকঝকে উজ্জ্বল সোনা আর পোষাক ভরা দোকানগুলি ঘুরে ঘুরে দেখত। এটা-ওটার দাম জিজ্ঞাসা করে লুইস খালি পীয়ারকে উদ্ব্যস্ত করে তুলতে লাগল—'এই লেস, ওই ঘড়িটা, স্কার্ট, ব্রোচ।' "দাঁড়া আগে ডাক্তারের সঙ্গে তোর বিয়ে হোক"—পীয়ার উত্তর দেয়—"তা হলে সব কিনতে পারবি।" তাদের কারুরই কোন ওভারকোট ছিল না। শীত অনুভব করলে পীয়ার কোটের কলারটা উল্টিয়ে দিত—এবং লুইসের পক্ষে পুরান পোষাকটাই যথেষ্ট ছিল আর গ্রামে কেনা ভাল গ্লাবস তাকে বেশ গরমে রাখত। এখন সে রুমালের বদলে একটা টুপি কিনেছে—এবং টুপি পরে চারিদিকে সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার লোভ সে সম্বরণ করতে পারত না—ভাবত লোকে দেখুক তাকে, কত সুন্দর দেখাচ্ছে।

ক্রীষ্টমাসের দিন সন্ধ্যায় এক বালতি জল দিয়ে তারা সমস্ত ঘর ধুয়ে ফেলল। তারপর তারা দুজনে গ্রামের লোকদের মত পরস্পরের পিঠ ও কাঁধ ঘষে বেশ করে স্নান করল। পীয়ার এখন শহুরে বনে গেছে—কাজেই বোনের জন্য দু'চারটে প্রেজেন্ট কিনে ফেললে। কিন্তু লুইস এসব কায়দায় অনভ্যস্ত কাজেই কেনা হয়নি—সে শুধু নিজের অপটুতায় কেঁদে ভাসালে। তারা সিরাপ মাখিয়ে রুটি খেলে—তারপর চকোলেট। শেষে লুইস বেহালা নিয়ে তার জানা সবচেয়ে ভাল গদ বাজালে আর পীয়ার বাইবেল থেকে ক্রিষ্টমাস লেসন পড়ে শোনাল। ট্রোয়েনে যে রকম করতে চেয়েছিল ঠিক সেইভাবেই তারা ক্রিষ্টমাস সন্ধ্যা কাটাল।

সেদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে আলো নিভিয়ে দেওয়ার পরেও তারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জেগে ছিল—ভবিষ্যতের কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে। জীবনে যখন তারা প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন তারা পরস্পরের অতি নিকট সান্নিধ্যে বাস করবে প্রতিজ্ঞা করল। তাহলে তাদের ছেলেমেয়েরা একত্রে খেলবার বা বাস করবার সুযোগ পাবে। লুইস কি সত্যই একথা ভাবেনি? এটা কি খুব সুন্দর আইডিয়া নয়? নিশ্চয়ই সুন্দর। পীয়ারের এ ঠিক মনের কথা? নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন খাদ নেই।

এরপর শীতের সন্ধ্যায় লুইস যখন উদগ্রীব প্রতীক্ষা নিয়ে পীয়ারের জন্য অপেক্ষা করত, পীয়ার তখন ওভার টাইম কাজ করত—তখন মাঝে মাঝে সত্যই সে ভয়ে শিউরে উঠত। ঐ ত সিঁড়িতে তার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। যদি কোন দিন এই পদশব্দ দ্রুত অথবা ব্যগ্রতাসূচক বলে মনে হ'ত লুইস ঠিক কাঁপতে আরম্ভ করে দিত। আর পীয়ার ঠিক সেই সময়ে সশব্দে গৃহের মধ্যে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠত—"হ্যালো লুসি'—আজ একটা নূতন জিনিষ শিখেছি।"

"—সত্যি পীয়ার—"

তারপর বাক্যের স্রোত বয়ে চলে—মোটর, প্রেসার, সিলিণ্ডার, এই রকম শত সহস্র জিনিষ সম্বন্ধে। লুইস বসে শোনে, মুখে হাসির রেখা খেলে যায়। কিন্তু সে এর বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পারে না—পীয়ার যখন একথা জানতে পারে, সে ত রাগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে যায়—তাকে গোমুর্খ বলে গালাগালি দিতে আরম্ভ করে।

কত সুদীর্ঘ সন্ধ্যা গেছে, সে বাড়ী বসে পড়েছে—একা, কোন দিন বা তার শিক্ষকের সঙ্গে—আর লুসি সে সময় বসে থেকেছে এমন আড়ষ্টভাবে যে, সূচ নিয়ে এক লাইন সেলাই করবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত সে

হারিয়ে ফেলত। হঠাৎ পীয়ারের একদিন কি খেয়াল হ'ল যে, তার বোনেরও লেখাপড়া শেখা উচিত। অমনি তাকে সে ইতিহাসের পড়া দেখিয়ে দিলে—পরদিন বিকেলে তাকে পড়া দিতে হবে। কিন্তু শেখবার সময় কোথায়? তখন সে তার বানান শোধরাবার জন্য তাকে ডিকটেশন দিতে আরম্ভ করল—কিন্তু পড়বার সময় ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আস্‌ত। দিনের বেলায় তাকে মেঝে ধুতে—কতগুলো আলুর খোসা ছাড়াতে হয়েছে—কাজেই এখন তার সারা দেহ সীসের মত ভারী ঠেকে।

কিন্তু পীয়ার রাগে গরগর করতে করতে সারা মেঝে পায়চারী করতে থাকে; বলে—"দেখ লুসি, তুমি যদি লেখাপড়া না শিখে পৃথিবীতে উন্নতি করবার আশা করে থেকে থাক ত সে তোমার মারাত্মক ভুল।" কিন্তু তবুও সে তাকে এক লাইন শেখাতে পারেনি, শুধু পেরেছে চোখে জল বের করতে। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আবার তার মাথা টেবিলে ঢলে পড়ে—ঘুমে অচৈতন্য হয়ে। পীয়ার বুঝতে পারে এর আর কোন প্রতিকার নেই। কাজেই সে আস্তে আস্তে তাকে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিত, খুব সন্তর্পণে—পাছে সে জেগে ওঠে।

একদিন বসন্তে পীয়ার রোগে পড়ল। ডাক্তার এসে ঘরের চারিদিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে, ভুরু কুঁচকে লুইসকে বল্‌ল—লুইস তখনও ভাল ছিল—"এটা কি মানুষের বসবাস করবার জায়গা? এখানে বাস করলে ভাল থাক্‌বে কি করে আশা কর?" তিনি পীয়ারকে পরীক্ষা করতে লাগলেন, সে খক্ খক্ করে কাসছিল—মুখ আগুনের মত লাল। "ঠিক যা ভেবেছি, বুকের অসুখ।" তিনি আর একবার ঘরের চারিদিকে তাকালেন, "একে বরং এখনি হস্পিটালে পাঠিয়ে দাও"—তিনি বলে গেলেন।

পীয়ারকে নিয়ে যাবে এই শঙ্কায় সেখানে সে বসে পড়ল। ডাক্তার

যাবার সময় তাকেও একটু গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে বলে গেলেন—"তুমিও একটু সাবধানে থেক। তোমায় দেখে মনে হচ্ছে, আলো হাওয়াপূর্ণ একটি সুন্দর গৃহে স্থান পরিবর্ত্তন তোমার পক্ষে খুব দরকার। গুড মর্নিং।"

ডাক্তার বিদায় হবার কিছুক্ষণ পরেই হস্পিটাল-এ্যামবুলান্স এল-ষ্ট্রেচারে করে পীয়ারকে নীচে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। চাকার ওপর বসান সবুজ রং করা একটা বাক্সের দরজা খুলে গেল আর পীয়ারকে গহ্বর উদরসাৎ করে নিলে। লুইসকে তার সঙ্গে যেতে দেবে না। সারা সন্ধ্যায় সে একাকী ঘরে বসে কেবল কেঁদে চোখ ভাসাল।

তখনকার দিনে হস্পিটালের অবস্থা ছিল অতি পুরাতন ধরণের—পারতপক্ষে কেহ তার কাছে ঘেঁসত না। ভেতরে যে দুর্দ্দশা, দৈন্যাবস্থা তা বাইরের দেওয়ালের দিকে চাইলেই স্পষ্ট বোঝা যেত। সাধারণ ওয়ার্ডের অর্থাৎ যেখানে গরীবেরা থাকৃত, সেখানে এত রোগীর ভীড় হয় এবং এত বিচিত্র তাদের রোগ যে, তারা নিজেরাই রোগ ছড়াত। অস্ত্রোপচারের কাজ খুব নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হত—রোগীদিগকে ষ্ট্রেচারে করে বাহিরের উঠানে নিয়ে আসা হত এমন কি দুর্জ্জয় শীতের সময়ও। রোগীর গায়ে একখানা কম্বল চড়ান থাকত—কাজেই সকলে ভাবত তাকে গোরখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পীয়ার চোখ খুলেই তার পায়ের কাছে শাদা ব্লাউজপরা কে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেলে। "এবার জ্ঞান ফিরে আসছে"—লোকটি বলল—বোধ হয় ডাক্তার হবে। পীয়ার পরে নার্সের কাছ থেকে জান্‌তে পেরেছিল যে, চব্বিশঘণ্টারও বেশী সে অজ্ঞান হয়ে ছিল।

দিনের পর দিন বিছানায় শুয়ে পীয়ারের মনে হত একটা উত্তপ্ত লাল লৌহশলাকা তার বুক ভেদ করে ঠেলে উঠছে—তার শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ

করে দিচ্ছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় একজন লোক এসে তার মুখে মদ আর স্যাপ্‌থা পুরে দিত—আর সকাল সন্ধ্যায় তাকে খুব যত্ন সহকারে স্নান করান হত। ঘর ক্রমশ উজ্জ্বল হতে লাগল—খাবারের স্বাদ সে পেতে লাগল-- তারপর পাশের বেডের লোক চিনতে ও তাদের সঙ্গে কথা বলতে সক্ষম হল।

তার পাশের বেডে একটি কালো চুলওয়ালা জাহাজের খালাসী ছিল—খালাসীটির মুখের রং পীতাভ, নাক ভাঙ্গা। তার রোগ পীয়ারের রোগ হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু সে নার্সকে ভাল খাবার দেওয়া হচ্ছে না বলে অশ্লীল গালাগালি করত—কর্তৃপক্ষকে এ সম্বন্ধে রিপোর্ট করবে—এমন ভয়ও দেখাত। তার আর একপাশের বেডে থাকত একজন জীর্ণ-শীর্ণ মুচি - তার মুখে একগাল দাড়ি—ঠিক ছবির যীসাস ক্রাইষ্টের মত। তার চোখেমুখে প্রবল জ্বরের ছাপ সুপরিস্ফুট—সে ক্যানসার রোগাক্রান্ত। আর তার ঠিক পায়ের কাছে থাকত—প্রফেট মোজেসের মত চেহারাওয়ালা এক ব্যক্তি, তার মুখে ও মাথায় শণের মত শাদা চুল। যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত সে—পৃথিবীতে তার থাকবার মেয়াদও ফুরিয়ে এসেছে। সে কাস্‌লে ঠিক রীভেটিং মেসিনের আওয়াজের মত শোনাত। সে খালি বলত--"হায়, যদি একবার কোনমতে জার্ম্মানী পৌঁছতে পারতাম, তাহলে এখনও বাঁচবার আশা ছিল।" আর এর পাশে আর একটি লোক থাকত, তার মুখে ছোট ছোট দাড়ি, আর চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। এর মাথার একটু গোলমাল আছে—সে সর্ব্বদাই মনে করত, সে যেন একজন সেনাধ্যক্ষ। প্রায়ই সে রাত্রিবেলা শয্যা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে, সোজা হয়ে বসে চেঁচাত"—এ্যাটেনশান"—তার কর্কশ কণ্ঠে সকলের ঘুম ভেঙ্গে যেত। এই ঘরে আর এক ব্যক্তি ছিল—তার সারা দেহ দুরারোগ্য ক্ষতে ভরা, সে শয্যায় শুয়ে খালি এপাশ ওপাশ করত আর

প্রবল আর্ত্তনাদ করত। একদিন লোশনের জন্য যে এ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়, তারই খানিকটা খেয়ে ফেললে। এরপর থেকে সে একবার কাঁদত আর একবার হাসত। আর একজন লাল দাড়িওয়ালা চোখে চশমা আঁটা কমার্শিয়াল ম্যানেজার সেখানে ছিল—সে নিজের মাথায় নিজে গুলী করেছিল। ডাক্তারের চেষ্টা করে মাথা থেকে গুলী বের করে দিয়েছে। এখন সে বিছানায় শুয়ে ঈশ্বরের নিকট কেবল আশু মুক্তির প্রার্থনা জানায়।

রাত্রিতে এই বিরাট কক্ষে ল্যাম্পের স্তিমিত আলোকে জেগে থাকতে পীয়ারের কাছে বড়ই অদ্ভুত ঠেকত—মনে হত মৃত্যুরাজ্যের অধিবাসীরা তার চারিপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু দিনের বেলায় যখন রোগী রোগিণীদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধব তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসত তখন পীয়ার আর কোন মতেই কান্নার বেগ রুদ্ধ করতে পারত না। মুচিটির স্ত্রী ও একটি মেয়ে আছে—তারা তার পাশে বসে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকত তার পানে—যেন কোন মতেই তাকে যেতে দেবে না। প্রফেটেরও স্ত্রী আছে—সে শুধু অধীরভাবে কাঁদত। এমনিভাবে প্রত্যেকেরই কোন না কোন আত্মীয় স্বজন আছে, যারা তাদের তত্ত্বাবধান করতে আসত। কিন্তু লুইস—কোথায় সে, কেন সে আসছে না?

ডাইনের বেডের লোকটির একটি বোন আছে—লুঠিয়ে পড়া ময়লা সিল্কের গাউন পরে সে খুব সেজেগুজে আসত। তার পায়ে হীলতোলা জুতা—কিন্তু তার মাথার টুপিটা বড়ই অদ্ভুত—জমকাল পালক লাগান। "কি হে কেমন আছ?"—সে জিজ্ঞাসা করত; পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বসত। তারপর তারা অদ্ভুত নামওয়ালা লোকের সম্বন্ধে অদ্ভুত সব গল্প করত। 'গ্যালিওট,' 'কিংরীং' এই রকম অনেক কথা—সম্ভবতঃ

তাদের বন্ধু হবে। একদিন সে ছোট্ট বোতলে করে এক বোতল ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এল—'হেজহগের প্রেজেণ্ট।' এটিকে সে বিছানার চাদরে জড়িয়ে এনেছিল। সে চলে যাওয়ার পর বোতলের ছিপি খুলে পীয়ারকে বলল—"নাও চটপট খেয়ে নাও একচুমুক।" না, পীয়ার পান করবে না। তারপর ঢকঢক শব্দ শোনা গেল—তারপর গান সপ্তমস্বরে।

অবশেষে একদিন লুইস এল—মাথায় তার পরিচ্ছন্ন টুপি—হাতে ছোট্ট একটা বাণ্ডিল। ঘরে ঢুকেই সে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে—রোগীর ঘরের ভাপসা গন্ধ তাকে অজ্ঞান করে ফেলবে মনে হল। তারপর সে পীয়ারকে দেখতে পেলে—মুখে এক পশলা হাসি খেলে গেল। অতি সন্তর্পণে সে এগিয়ে এল পীয়ারের দিকে। উঃ পীয়ারের কি পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে—তার কাছে ভারী আশ্চর্য্য ঠেকছিল। সে পীয়ারের পাশে এসে বসল—আঁখির পাতা জলে ভারী হয়ে আসে, কিন্তু মুখে তখনও সেই স্বর্গীয় হাসির দীপ্তি।

"যাক্, তা হলে শেষটায় তুই আসতে পেরেছিস্"—পীয়ার বলে।

—"তারা এর আগে আমায় ঢুক্‌তে দেয় নি যে"—কাঁদতে কাঁদতে লুইস উত্তর দেয়। ক্রমশঃ পীয়ার জানতে পারল—রোজই সে এসেছে, কিন্তু রোজই তাকে বিমুখ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। রোগী যে কারুর সঙ্গে কথা বল্‌তে অক্ষম—এত সে পীড়িত!

নাক খাঁদা সেই লোকটি সারসের মত ঘাড় উঁচিয়ে দেখে নিলে—কে এই বিনম্র মেয়েটি। কিন্তু তখন্ সে তার ছোট্ট পুটলিটি খুলেছে। ভায়ের জন্য বোন সামান্য কিছু এনেছে—এক বোতল লেমনেড আর কয়েকটা কমলালেবু।

কিন্তু এর দু একদিন পরে এমন একটা ঘটনা ঘটল—যার স্মৃতি শেষ জীবনে প্রায়ই তার মনে উপস্থিত হয়েছে—অপূর্ব্ব শোভাসম্ভার নিয়ে।

সেদিন অপরাহ্ণের দিকে পীয়ার ঘুমিয়ে পড়েছিল—যখন জাগল, তখন আলো জ্বালা হয়ে গেছে—একটা পীত স্তিমিত দ্যুতি সারা কক্ষটি ছেয়ে আছে। অন্যেরা সব ঘুমিয়ে আছে মনে হল। চারিদিকে একটা সীমাহীন নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে—কেবল মাঝে মাঝে সেই ক্ষতগ্রস্ত রোগীর অস্ফুট আর্ত্তনাদ শোনা যাচ্ছিল। এমন সময় দরজা খুলে গেল। পীয়ার দেখল—লুইস ঘরে ঢুক্‌ছে—ধীরে অতি সন্তর্পণে—বগলের তলায় তার সেই বেহালার বাক্স। সে পীয়ারের কাছে এল না ঘরের মধ্যে বেহালা বাজাতে লাগল—সেই পরিচিত গদ—The mighty host in white array. (শ্বেতায়মান সেই বীরের দল)।

ক্ষতগ্রস্ত রোগীর গোঙানী থেমে গেল—অন্যান্য রোগীদেরও চোখের পাতা খুলে গেল। সেই নাকভাঙ্গা খালাসী শয্যার ওপর উঠে বসল—আর মুচির জ্বরের ঘোর কেটে গেল—হাতের ওপর মাথা রেখে সে ফিস ফিস করে বললে—"এই ত সেই ত্রাণকর্ত্তা—আমি জানতুম তুমি আস্‌বে। অখণ্ড নীরবতা—লুইস্ বাজিয়ে চলেছে তার সাধ্যমত—দৃষ্টি নিবদ্ধ বেহালার তারের ওপর। ক্ষয়রোগী কাস্‌তে ভুলে গেল. করপোরাল 'এ্যাটেনশান' অবস্থায় শুয়ে রইল—আর সেই কমার্শিয়াল ট্র্যাভেলার হাতজোড় করে তার দিকে নিষ্পলক নেত্রে চেয়ে রইল।

বেহালার সহজ সরল সুর সেই মৃতপ্রায় হতভাগ্যদের জীবনে যেন নূতন প্রাণের সাড়া এনে দিল—তারই রূপের বিভায় তাদের আনন উজ্জ্বল। আর সেই আধা আলোয় যখন লুইস দাঁড়িয়েছিল তখন পিয়ারের নিকটও মনে হচ্ছিল, সে যেন সুরের সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে; অনন্ত শূন্যে পক্ষ মেলে মিলিয়ে যাবার ক্ষমতাও তার আছে।

গান শেষ হলে সে মন্থরগতিতে ভায়ের কাছে এল, তার কপালে

হাত বুলিয়ে দিলে, তারপর যেমন এসেছিল তেমনি সন্তর্পণে নিঃশব্দে—ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরপর সেই আঁধারবিমলিন কক্ষে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করেছিল, অবশেষে সেই মরণমুখী মূচীর কণ্ঠই প্রথম শোনা গেল—"আমি জানতাম, তুমি আস্‌বে—তোমায় নমস্কার"

হস্পিটাল ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই পীয়ারকে কাজে যোগ দিতে ডাক্তার নিষেধ করল। বরং কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে গ্রামে যেয়ে হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে উপদেশ দিল। "বলা সহজ" পীয়ার মনে ভাবল – জানে না ত ক'দিন পরেই তাকে আবার ওয়ার্কশপে যোগ দিতে হবে।

কিন্তু বোনের সঙ্গে তার আচরণের অনেক পরিবর্ত্তন দেখা গেল। পূর্ব্বের চেয়ে এখন সে অনেক বেশী বিবেচক হয়েছে। শীঘ্রই সে তাকে একটা সূচিশিল্পের কাজ যোগাড় করে দিলে—অন্তত ঘর ধোয়ার মত বিশ্রী কাজের হাত থেকে তাকে মুক্তি দিতে পেরেছে।

এখন লুইসের হাত আর পূর্ব্বের মত লালও হয় না—ফোলেও না—বরং ক্রমশ তাদের কমনীয়তা বাড়ছে।

পরের শীতে সন্ধ্যার শ্রান্ত অবসরে পীয়ার যখন পড়ত, লুইস তখন নিজের জন্য একটা পোষাক তৈরী করলে—একটা নূতন টুপিও—সেই পোষাকে তাকে দেখাত যেন ঠিক একটি তন্বী যুবতী নারী। তাকে সঙ্গে নিয়ে পীয়ার যখন রাস্তায় বের হত, রাস্তার লোকেরা তার দিকে চেয়ে থাকৃত – আর সে ঘুসি বাগিয়ে খালি গর্জ্জন করত। অবশেষে এমন দাঁড়াল যে, একদিন লুইস তার ভাইকে বলতে বাধ্য হ'ল—"দেখ দাদা তুমি যদি ওরকম কর, তাহলে আর কখনই তোমার সঙ্গে বেড়াতে বের হব না।"

পীয়ার গর্জ্জাত—"বেশ, কিছু বলব না—কিন্তু তোমার জীবনেও যেন সেই পুরাতন নাট্যের অভিনয় না হয়, দেখতে হবে।"

—"কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ—আমি এখন বড় হয়েছি ; লোকে আমার দিকে তাকাবেই—তুমি তা বন্ধ করতে পারবে না—"

ক্লস ব্রক ইতিমধ্যে টেক্‌নিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে—মাথার টুপিতে কলেজের ব্যাজ, মুখে সিগারেট—ছড়ি ঘোড়াতে ঘোড়াতে সে পথ চলে। মাথায়ও সে অনেকটা বেড়ে উঠেছে—বুকের ছাতিও বৃদ্ধি পেয়েছে—নাচের ছন্দে এখন সে পথ চলে। মাথার চুল তেরছা হয়ে কপালের ওপর এসে পড়ে আর মুখে সর্ব্বদাই যেন—"কি হয়েছে, আমি প্রস্তুত"—এমনি একটা ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে।

একদিন বিকেলে সে লুইসকে তার সঙ্গে থিয়েটারে যেতে আহ্বান করলে। আনন্দের পুলক-শিহরণে সে লাল হয়ে গেল—পীয়ারও তার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলে না। এরপর আর এক রবিবারে ক্লস আবার এসে উপস্থিত—লুইসকে বেড়াতে যেতে বলতে। এবার আর সে পীয়ারের সম্মতির জন্য অপেক্ষা করলে না—তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে রওনা হ'ল। সেদিন রাত্রে বাড়ী ফিরলে লুইসকে পীয়ারের কাছে তীব্র ভৎর্সনা শুনতে হয়েছিল।

পীয়ার শীঘ্রই আবিষ্কার করলে, বালিকাটি আজকাল অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে নিজের স্বপ্নের ঘোরে পথ চলে—সে মধুময় স্বপ্নের কথা পীয়ারকেও বলবে না। দিবসের সঙ্গে সঙ্গে তার করযুগল ক্রমশ শ্বেতবর্ণ ধারণ করছে—এখন সে চলে অতি লঘু পদক্ষেপে—যেন অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীতের ছন্দে নৃত্য করতে করতে। গৃহস্থালীর কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সে গুন্ গুন্ করে গান গায়, যেন তার মধ্যে আনন্দের বান ডেকেছে—তার একটা নির্গমনের পথ চাইত।

বসন্তের এক শনিবারে লুসি বাড়ী ফিরে সবে রাত্রির খাবারের ব্যবস্থা করেছে, এমন সময় খুব সেজে গুজে পীয়ার এসে উপস্থিত—হাতে একটা পার্শেল।

—"কি লুসি ! কি করছ—আজকে একটা অদ্ভুত ভোজ হবে।"

"—ব্যাপার কি ?"

"ব্যাপার, আমি এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেছি—এবার টেক্‌নিক্যাল কলেজে ঢুকব—আসছে শরতে।"

—"সত্যি"—সে হাত মুছে ভায়ের হাত চেপে ধরলে।

—"এই নাও ছসেজ-'এ্যনকোভিস' আর এই এক বোতল ব্রাণ্ডি—আমার জীবনে এই প্রথম নিজে-কেনা ব্র্যাণ্ডি। ক্লসও শীঘ্র এসে পড়বে। এই যে পনীর—আজ একটা বড় রকম উৎসব করতে হবে।"

ক্লস এল—তারপর চলল উৎসবের সমারোহ। তারা দু'বন্ধু মিলে মদ খেলে, ধূমপান করলে—বাক্যের স্রোত বহিয়ে দিলে আর লুইস তার বেহালা নিয়ে একটা জাতীয় সঙ্গীতের সৃষ্টি করল। তার দিকে চেয়ে চেয়ে ক্লসের আর আশ মেটে না! তার মুখে শুধু এক কথা "আরো গান আরো"।

দুই বন্ধুতে তারপর গৃহ ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। ক্লস পীয়ারের হাত ধরে দূরে ঐ নদীর ওপরে ক্ষীণ শশী যেখানে ঊর্দ্ধে উঠেছে—তার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে প্রতিজ্ঞা করল—তাকে সে কখনই ত্যাগ করবে না—কখনই না। তা ছাড়া সে এখন সোশ্যালিষ্ট—শ্রেণী বিভাগের বিরুদ্ধে রিভোলিউশান আনবে। আর লুইস—তার মত ভাল মেয়ে পৃথিবীতে নেই। পীয়ার শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের প্রণয়-নিবেদনের কাহিনী—তারা পরস্পরের নিকট যে প্রেমের ডোরে বাঁধা।

হঠাৎ এক সময় পীয়ার ক্লসকে ধাক্কা মেরে অন্তর্ভেদিদৃষ্টি মেলে তার দিকে চেয়ে থাকে—"যা, এখন বাড়ী যা'—ঘুমিয়ে নে—" সে বলে।

"ছো, তুই কি মনে করিস্—বাড়ীর লোকদের উপেক্ষা করবার—সারা দুনিয়াকে উপেক্ষা করবার ক্ষমতা আমার নেই।"

—"গুড নাইট"—পীয়ার চলে যায়।

পরদিন প্রভাতে বিছনায় শুয়ে লুইস্ হঠাৎ হাসতে আরম্ভ করে দিলে।

"কি হচ্ছে"—বিদ্রুপের স্বরে পীয়ারকে জিজ্ঞাসা করে।

"দাড়ি কামাচ্ছি"—ক্ষুর চালাতে চালাতে পীয়ার উত্তর দেয়।

"দাড়ি কামাচ্ছ—কি সাজ্ঘাতিক কথা, তুমি কি গালের চামড়া ক্ষুর দিয়ে চেঁছে ফেলতে চাও? মুখে তো দাড়ির 'দ'ও নেই—"

—"চুপ কর বলছি—জানিস্ আজকে আমায় কি করতে হবে"—

"কি করতে হবে? নিশ্চয়ই কোন বিধবা বুড়ীকে বিয়ে করতে যাচ্ছ না"—

"না রে না—আমি সেই শিক্ষকের কাছে যাচ্ছি—ব্যাঙ্ক বুক আন্‌তে—"

এই কথা শুনে লুইস উঠে বসল—"তাই বল"—

নিশ্চয়ই—এর জন্যই সে আজ বৎসরাধিক কাল সাধনা করে এসেছে, আজ তা সম্পন্ন করতেই হবে। আজ সে দেখাবে, সে দুর্ব্বল শিশু—না, মানুষের মত মানুষ। সে সেভ্ করছে এই প্রথম—খুবই সত্য। আজ-কার দিন তার জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা।

কামান' শেষ হলে, ভাল করে সেজেগুজে পীয়ার বেরিয়ে পড়ল।

লুইস সারা সকাল তার প্রতীক্ষায় বসে রইল। ঐ ত সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে!

—"ছ্যো",—বলে পীয়ার ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত হ'ল।

"কি হ'ল, পেয়েছ"—লুইস জিজ্ঞাসা করে।

সে এক পশলা হেসে নিলে, তারপর রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে পকেট থেকে সবুজ মলাট দেওয়া একখানি বই বের করল। "এই নে'—মাসে তিন ক্রাউন করে তিন বছর পাওয়া যাবে। বই, ফি, কাপড় জামা কিন্‌তে বেগ পেতে হবে—যাক্ সে মানিয়ে নেওয়া যাবে। লোকে যাই বলুক, বাবা কাজের লোক ছিলেন—"

—"কিন্তু কি করে আনলে—স্কুলমাষ্টার কি বললে—"

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল—"তুমি কি মনে কর—তুমি টেক্‌নিক্যাল কলেজে ঢুকতে পারবে ?"

বললাম, "আমি পাশ করেছি—"

"সত্যি"। এই বলেই নাকের ওপর থেকে চশমা খুলে ফেললে—"যাও - যাও, ও সব বাজে ভোগা দেওয়ার জায়গা এ নয়।"

আমি তখন সার্টিফিকেট দেখালাম। এবার তার গলার সুর নরম হয়ে এল—"তাই নাকি। এই রকম আরও কত কথা। দেখ, লুসি হলম নামে আর একটা ছেলে এই সীজনে কলেজে প্রবেশ করবে—"

—"বোধ হয় তোমার সেই বৈমাত্র ভাই—"

কিন্তু সেই বৃদ্ধ ড্রেসিং গাউন বললে—"না এ কখনই হতে পারে না—"

আমি বললাম,—"আমার জন্যও পৃথিবীতে স্থান আছে, আমার এখন সেই ব্যাঙ্ক বইটা দরকার।"

"যেন, তার ওপর তোমার লিগ্যাল রাইট আছে"—সে ভীষণ চটে গেল।

আমি বললাম—"তা হলে একজন ল'ইয়ারের সঙ্গে কন্‌সাল্ট করব,

এতে আমার অধিকার আছে কি না। এবার সে রেগে হাত পা ছুড়তে লাগল। যাক্, ক্রমশ তার রাগ পড়ে এল।"

তারপর সে বললে—"তোমার নাম ট্রোয়েন—পীয়ার ট্রোয়েন। হো-হো-হো—পীয়ার ট্রোয়েন।"

"তার কি এ নাম পছন্দ নয়। ট্রালা লা-লা—যাক্, চল বাহিরে গিয়ে একটু হাওয়া বাতাস লাগান যাক্।

পীয়ার তখন অথবা পরেও ক্লস ব্রক সম্বন্ধে কিছু বলেনি।

আর ক্লস গরমের ছুটিতে বাড়ী যাচ্ছে। এই ভাবে গ্রীষ্মের মন্থরতায় ভরা দিনগুলি কেটে যেতে লাগল—সারা সহর রোদে পুড়ে' ছারখার হয়ে গেল আর নর্দ্দমা আস্তাবল থেকে এমন দুর্গন্ধ আসতে লাগল যে, সময় সময় তাদের দম আটকে আসত যেন। একদিন পীয়ার লুইসকে বলল—"দেখ, বেশী ভাড়া দিয়ে একটা ভাল বাড়ী দেখতে হবে।" লুইসেরও এতে সম্মতি আছে। শরতে—যতদিন তার কলেজে জয়েন করবার সময় না আসছে ততদিন পীয়ার সেই ওয়ার্কশপে কাজ করবে। একটা দিনও ছুটিতে কাটাবার উপায় নেই।

একদিন সকালবেলা সে কতকগুলো কুলী নিয়ে রুশিয়ান গ্রেন্ বোটের ইঞ্জিন সারাতে যাবার উপক্রম করেছে, এমন সময় লুইস এসে বলল—"দেখ ত দাদা,—গলার এখানে লাগছে কেন।" পীয়ার চামচ নিয়ে তার জিভ চেপে ধরে দেখতে চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলে না। "বরং একজন ডাক্তারের কাছে গলাটা দেখিয়ে আয়।"

লুইস তত গা' করলে না, বল্‌লে —"ভারী ত —অত মাথা ঘামাবার দরকার নেই।"

পীয়ারকেও কাজের চাপের জন্য বাইরে থাকতে হ'ল।

বাড়ীতে ফেরবার সময় তার লুইসের কথা মনে হ'ল—তার গলার অসুখের কথা—তৎক্ষণাৎ সে ছুটে চল্‌ল। বাড়ীতে এসে দেখলে, জ্‌বমাষ্টার একটা চাকায় গ্রীজ্‌ মাখাচ্ছে আর তার স্ত্রী একটা জ্‌নালা থেকে গলা বের করে তার সঙ্গে ঝগড়া করছে।

"তোমার বোন"—পীয়ার আসতেই সেই খাঁদা মোটা নাকওয়ালা মুখ বললে—"হস্পিটালে গেছে, ডিপথেরিয়া হস্পিটালে। সপ্তাহখানেক আগে একজন ডাক্তার এসে নিয়ে গেছে। তারপর থেকে রোজই এখানে খোঁজ করছে—কে—সে, কোথায় বাড়ী। আমরা ত কিছুই জানি না। তোমার কথাও জিজ্ঞেসা করলে—কিন্তু তুমি কোথায় গেছ—তাও জানি না। আমার মনে হয়, মেয়েটার অবস্থা খুব খারাপ।"

পীয়ার উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল তখন গ্রীষ্মকাল। বাতাস গরম ও ভারী। তবুও সে ছুটে চল্‌ল—সারা সীষ্ট্রীট দিয়ে—জেলেদের বাড়ী পেরিয়ে আরও কিছুদূর গেছে, এমন সময় দেখলে—পথে একটা গরুরগাড়ী আসছে—সাধারণ গাড়ী তার ওপর একটা 'কফিন'। গাড়ীতে একজন বসে' আর পেছনে টুপি হাতে আর একটি লোক আসছে। পীয়ার আরও জোরে ছুটল—ওই যে দূরে দেখা যায় সেই হলদে বাড়ী। ডিপথেরিয়া রোগীদের ওপর কি নির্ম্মম অত্যাচার করা হয়, সে সব কথা তার মনে হল—কি করে' বাতাস গমনাগমনের জন্য গলা কেটে শ্বাসনলী তৈরী করা হয়—অথবা উত্তপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে খানিকটা অংশ পুড়িয়ে দেওয়া হয়—সে সব কথা। উঃ—যখন সে এসে গ্রেটের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কলিংবেল বাজাল, তখন তার সারা গা' দিয়ে ঘামের বন্যা ছুটে চলেছে ক্লান্তিতে পা' ভেঙ্গে পড়ছে!

ভিতরে পদশব্দ শোনা গেল চাবি ঘোরানর শব্দ—তারপর লাল

দাড়িওয়ালা একটি মাথা বেরিয়ে এল—তার চোখে কঠিন দৃষ্টি, ভ্রূর ওপর দু'টো-তিনটে তিল—

—"কাকে চাই ?"

"ফ্রোকেন হ্যাগেন—লুইস হ্যাগেন—সে কেমন আছে—"

"লু—লুইস হ্যাগেন ? লুইস হ্যাগেন নামে একটি বালিকার কথা জিজ্ঞাসা করছ ?"

—"হ্যাঁ—সে আমার বোন—আমি তাকে দেখতে চাই। কেমন আছে সে ?"

—"আচ্ছা একটু দাঁড়াও। এক সপ্তাহ আগে যাকে এখানে আনা হ'য়েছিল,—সেই বালিকার কথা কি জিজ্ঞাসা করছ ?"

—"হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমায় ঢুকতে দিন।"

—"মেয়েটি কে—কোথায় থাকে, তার কে আত্মীয় আছে, এসব খবর জানতে আমাদের কি অসুবিধায় না পড়তে হয়েছে। অবশ্য এরকম ওয়েদারে তাকে বাঁচান কখনই সম্ভবপর নয়। কেন, যখন আসছিলে, তখন একটা কফিন গরুর গাড়ী করে নিয়ে যেতে দেখনি ?"—

—'কি—বল—ছেন ?"

"অবশ্য আরও আগে তোমার আসা উচিত ছিল। পীয়ারকে ডেকে দেবার জন্য সে বার বার বলেছে। লেভেঞ্জারে সে একখানা চিঠিও লিখেছিল। তুমিই নিশ্চয় পীয়ার। শেষে তুমি এলে, কিন্তু আজ চার পাঁচ দিন হল সে মারা গেছে। সেণ্ট ম্যারি চার্চ্চইয়ার্ডে তাকে কবর দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে"।

পীয়ার ফিরে শহরের দিকে তাকাল—রৌদ্রক্লিষ্ট ধূম বিমলিন। আবার শহরের দিকে সে হাঁটতে সুরু করে দিল। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে তার গতি শক্তি বাড়তে লাগল—শেষে সে টুপি হাতে নিয়ে ছুটতে

আরম্ভ করে দিল—হাঁফাতে হাঁফাতে—কান্নায় চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। আমি কি মদ খেয়েছি?—এই চিন্তা তার মস্তিষ্কের মধ্যে চরকির মত ঘুরতে লাগল—কেন সে জাগতে পারছে না? কি এ? কি? তবুও সে দৌড়াতে লাগল—কই গাড়ী ত দেখা যায় না—জেলেদের এই আস্তানা খালি অলিগলিতে ভরা। আবার সী ষ্ট্রীটে এসে পড়ল—ঐ ত দূরে দেখা যাচ্ছে—সেই গরুর গাড়ী মন্থর গতিতে চলেছে! ঠিক সেই সময় গাড়ীটা ডাইনে বাঁক ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল—পীয়ার সেই বাঁকের মুখে যখন উপস্থিত হল, তখন গাড়ীখানিকে দেখা গেল না! তবুও সে উদভ্রান্তের মত ছুটতে লাগল। ছেলেমেয়েরা লাল বেলুন ওড়াচ্ছে—বাস্কেট হাতে নারী, ছড়ি হাতে কত পুরুষ চলেছে। কিন্তু পীয়ার সে ভীড় ঠেলে গন্তব্য পথের দিকে ছুটে চলল—সামনে যারা পড়ল, তাদের ধাক্কা দিতে দিতে। কিং ষ্ট্রীটে এসে আবার গাড়ীখানিকে দেখতে পেলে এবার আরও কাছে। গাড়ীর পেছনে পেছনে যে লোকটি চলেছে, তার মাথায় লাল কোঁকড়ান চুল—খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে চলেছে। যে মৃতদেহের কোন মোর্ণার পাওয়া যায় না—এরাই তার কাজ করে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। গাড়ীখানিও চার্চ্চইয়ার্ডে ঢুকল, পীয়ারও এসে পৌছাল। কিন্তু সে আর চলতে পারছে না—পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার শক্তি চলে গেছে—প্রতি পদক্ষেপে খালি হোঁচট খেতে লাগল।

গাড়ীর গতিবেগ থেমে গেল—পীয়ার একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। আর একজন তৃতীয় ব্যক্তি এল—বোধ হয় কবর খননকারী।—সে তাদের কথপোকথন শুনতে লাগল।

গাডোয়ান ঘড়ি বের করে বলল—"সময় ত হয়ে গেছে"।

"ক্লার্ক বললে, পাদ্রী এখনই আসবে"—কবর খননকারী বললে।

শীঘ্রই পাদ্রী দৃষ্টিপথে উপস্থিত হলেন—গায়ে কালো কোট—

ফিউনারেল ড্রে'তে এই পোষাকই তিনি পরে থাকেন পীয়ার একটা বেঞ্চের উপর বসে পড়ল। কফিনটাকে গাড়ী হতে তোলা হল—কবর স্থানে নিয়ে গিয়ে কবরও দেওয়া হল—সব ক্রিয়াকলাপ সে দেখলে।

চোখে চশমা আঁটা এক ব্যক্তি হীম বুক থেকে মন্ত্রোচ্চারণ করল—পাদ্রী খোন্তা উঠালেন। খোন্তার প্রথম মাটি লুইসের কফিনে পড়ার শব্দ পীয়ারের বুকে যেন হাতুড়ীর ঘা মারলে—সে মাটিতে পড়ে গেল।

যখন সে জাগল তখন সে স্থান জনশূন্য। ঘণ্টাধ্বনি বাতাসে ভেসে আসছে, চার্চইয়ার্ডের আর এক প্রদেশে লোক সমাগম হয়েছে, দেখা গেল। পীয়ার একই জায়গাতেই এক ভাবে বসে রইল—শান্ত ধীর নিশ্চল ভাবে।

সন্ধ্যার সময় সেই কবর খননকারী আবার গেট বন্ধ করতে ফিরে এল। যুবকটিকে ঘাড় ধরে বের করে দিতে হবে নাকি—তা'হলে যদি বা তার জ্ঞান হয়:

—"গেট বন্ধ করবার সময় হয়েছে—তোমাকে এবার যেতে হবে" —সে বলল।

পীয়ার উঠে দাঁড়াল, হাঁটতে চেষ্টা করল—ক্রমশ খোঁড়াতে খোঁড়াতে গেটের মধ্য দিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল। তারপর এক সময় দেখলে, আস্তাবলের ওপরের একটি ঘরের সিঁড়ি বেয়ে সে উঠছে। এই ত তারই রুম—বিছানার ওপর সে নিজেকে ছুঁড়ে দিয়ে মড়ার মত পড়ে রইল।

দিনের বেলা গেছে গুমট গরম—এখন বৃষ্টিধারায় তাই গলে পড়ছে। ছাদের ওপর ধারাপতনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ পীয়ার লাফিয়ে উঠল। তাই ত লুইস নিশ্চয় এই বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়েছে—তার ত ছাতার দরকার; মূহূর্ত্তের মধ্যে সে খুঁজতে উঠে পড়ল—কি মনে করে

আবার বসে পড়ল—আস্তে আস্তে বিছানার ওপর ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিলে।

সে হাঁটু গুটিয়ে মাথাটা হাতের মধ্যে ঢুকিয়ে শুয়ে পড়ল। তার মগজের মধ্যে নানা চিন্তার স্রোত বয়ে চলেছে—ঝড়, মৃত্যু—একজন উদাসীন শাসকের কর্তৃত্বাধীনে পৃথিবীর বিরাট মানবতার ভাগ্যের কথা।

জীবন এই প্রথম বিধাতার বিরুদ্ধে শির উত্তোলন করে বলল—"এর মধ্যে বিবেচনা বুদ্ধি কিছু নেই। এ অসহ্য—এ আমি মেনে নিতে পারব না।"

তারপর রাত্রিতে রোজকার মত সান্ধ্য প্রার্থনা বলবার জন্য আপনা হতেই হাতদুটি একত্রবদ্ধ হয়ে এল—শিশু বয়স হ'তে সে এরকম করে এসেছে—সে হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠল, দৃঢ়মুষ্টি বদ্ধ করে বললে—'না এ কখন হ'তে পারে না—কখন না।'

আবার তার মনে হ'ল,—পাঠশালার গুরুমশায়ের মত আমাদের এই ভগবান। তিনি তাদের পক্ষ নেন, জীবনে যারা সুপ্রতিষ্ঠিত। 'হ্যাঁ ঠিকই ত যাদের পিতামাতা আছে, ভাই বোন গৃহ অর্থ আছে—তাদের জন্যই আমার ভাবনা—তাদের আমি বিপদে রক্ষা করি। আর এখানে যে একটি নিঃসহায় বালক পৃথিবীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে—তার আমি একটি মাত্র অবলম্বন যা' তার আছে—তাও কেড়ে নেব। এ বালক আমার কেহই নয়। এর শাস্তি হওয়া উচিত, কেননা সে গরীব—পৃথিবীতে সে পড়ে থাকুক—কেননা তাকে দেখবার কেউ নেই। এ বালক আমার কেউ নয়—এর জন্য একটুও ভাবিনা'। ও-হো, সে মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করে দেওয়ালে আঘাত করতে লাগল।

তার ক্ষুদ্র পৃথিবী আজ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। হয় ঈশ্বর পৃথিবীতে নেই—আর যদি থেকে থাকেন, তিনি উদাসীন, নিষ্করুণ, পাষাণ—দুটোই খারাপ। স্বর্গের নন্দনকানন আজ মিলিয়ে গেছে মেঘে—ওপরে শুধু সীমাহীন শূন্যতার রাজ্য। বোকার মত হাতজোড় করে ভগবানের কাছে দয়া ভিক্ষা করতে যেও না। পৃথিবীতে নিজের পায়ে দাঁড়াও—মাথা তুলে ধর—ঈশ্বর, ভাগ্য—সকলকে উপেক্ষা কর, যেমন তুমি করেছ ছোটবেলায় তোমার গুরুমশায়কে। তোমার মায়ের জীবনে তুমি অবাঞ্ছিত—তিনি আজ আর কোথাও নেই। তিনি কবে মরে গেছেন—মরে পঞ্চভূতে মিশে গেছেন। তার চেয়েও বড় কথা তোমার বা তাঁর অথবা কারুর জন্য এ পৃথিবীতে স্থান নেই

তখনও সে সেইভাবে শুয়ে রইল। ঘুমের ক্রোড়ে আশ্রয় পেলে ভাল হ'ত। কিন্তু ক্রমশঃ সে যেন আধ-আলো অন্ধকারময় দিগন্ত-প্রসারী কুহেলীর মধ্যে ডুবছে—কে যেন তাকে দিচ্ছে দোল—কালো সোনালী তরঙ্গের সাথে সাথে। এ কি, সে ও কিসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে! ও কিসের শব্দ! ভায়োলিনের।—সেই পরিচিত সুর। লুইস্—তুই—তুই বাজাচ্ছিস? সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, ঐ তরল অন্ধকারে। উঃ কি রোগা হয়ে গেছে। কিন্তু তবুও সে বাজাচ্ছে। এখন সে এই তরল জ্যোতির অর্থ বুঝতে পারলে।

প্রতিদিনের পৃথিবীর বাহিরে এ আর এক নূতন পৃথিবী—তার সম্পূর্ণ নিজস্ব। "পীয়ার আমাকে এখানে থাকতে দাও"—লুইস্ যেন বলছে। পীয়ারের মধ্যেও কে যেন উত্তর দেয়—"নিশ্চয় লুইস, তুমি এখানে থাকবে। যদিও ঈশ্বর নেই, অবিনশ্বরতার কথা যদিও ভূয়া—তবুও তুমি এখানে থাকবে।" তখন লুইসের মুখে হাসি ফুটে উঠল। তখনও সে বেহালা বাজাচ্ছে। সে যেন স্বর্গ ও স্বর্গের দেবতাকে

উপেক্ষা করে এক নূতন গীর্জ্জা গড়ে তুলছে লুসির জন্য আর স্বহস্তে সে সেই গীর্জ্জার ঘণ্টায় তুল্‌ছে শাশ্বত সুরের ঝঙ্কার। তার ভাগ্যে একি ঘটছে? তাকে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই; তবুও শোকের তীব্রতা কমে আস্‌তে থাকে—শুয়ে শুয়ে সে' যারা বেঁচে আছে তাদের সবাইকে আকাশ আলোক নক্ষত্র মণ্ডলীকে তার অন্তরতম সত্ত্বার নিকট হ'তে কিছু অর্ঘ্য স্বরূপ অর্পণ করতে থাকে। শেষে এক সময় মনে হতে লাগল—এ ত্রিভুবন তার সঙ্গে যেন বন্দনা গানের প্রচণ্ড ঢেউ-এ উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। চোখের পাতা বন্ধ করে সেখানে সে শুয়ে রইল হাত দুটি ছড়িয়ে। চোখ খুলতেও ভয় করে। পাছে সব মিলিয়ে যায় —শুধু মনে হয় সে যেন একটা স্বপ্ন দেখছে—কি সুন্দর!

(৭)

টেক্‌নিক্যাল কলেজের ছুটীর ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ করেছে—একদল ছাত্র 'গেট' ভেদ করে বেরিয়ে, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে—তারপর শহরে যে যার বাড়ীর দিকে রওনা হল।

যুবকদের জনতা—সতের হতে তিরিশ বছর পর্য্যন্ত সকল বয়সেরই ছেলে এর মধ্যে আছে। অন্য কোন উপায় না দেখে, পিতামাতা তাদের এখানে পাঠিয়েছে—কারণ, আর কিছু না হোক ইঞ্জিনিয়র ত হতে পারবে! চিরদিনের তরুণ মন, বইএর চেয়ে বিলাসের দিকে তাদের লক্ষ্য বেশী। কোন রকমে অল্প পরিশ্রমে পরীক্ষাটা পাশ করতে পারলেই হল—এই রকম তাদের ভাব। কতকগুলা সৈনিক-শ্রেণীর যুবক আছে—তারা হয়ত শেষে সেনা দলে ভর্ত্তি হবে, কিন্তু ইঞ্জিনিয়র হতে ত বাধা নেই আবার কতকগুলা কৃষকশ্রেণীর বালক আছে—তারা কোনমতে বই মুখস্ত করে এক চান্সে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেছে। এখন ঘরে-তৈরী ধূসর পোষাকের ওপর কলেজী-ক্যাপ চাপিয়ে কলেজে—যথাসময়ে পাশ করে বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখে। আবার কতকগুলো তরুণ উৎসাহীর দল আছে—তারা শেষে হয়ত অভিনেতা হবে—আবার একদল ব্যর্থমনোরথ অ্যাক্‌টার—সমালোচকদের কলমের খোঁচার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ইঞ্জিনিয়র হবার জন্য কোন মতে বেঁচে আছে।

যখন এই সব তরুণের দল হাসিখুশী দায়িত্বহীন ভাবে পথ চলে বৃদ্ধদের এদের দেখে দুঃখ করবার আছে। কারণ, প্রত্যেকের ভাগ্যে

কি কি লেখা আছে তা অতি সহজেই বলা যায়। কলেজের জীবন শেষ হবে আর ভ্রাম্যমান পাখীর মত এরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। কেউ বা আফ্রিকায় দারুণ গ্রীষ্মে সন্দীগর্ম্মী হয়ে মারা যাবে —কেউ বা চীনা দস্যুদের হাতে প্রাণ হারাবে, কেহ কেহ বা আত্মীয় বন্ধুবান্ধব হতে বহু দূরে পেরুতে কোন কলিয়ারীর কর্ত্তা হবে, অথবা সাউথ আফ্রিকায় কোন ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার হবে। সমস্ত পৃথিবীই এদের আবাস ভূমি। কেবলমাত্র গুটি কতক ছোকরা —প্রায়ই কলেজের ভাল ছেলেরা নয়—দেশের কোন ষ্টেট রেলওয়েতে চাকরী পাবে ; অফিসে বসে পাঁচ বছর অন্তর বার পাউণ্ড করে মাহিনা বৃদ্ধি লক্ষ্য করবে।

"তোমার ভাইটি একটি মূর্ত্তিমান শয়তান"—একদিন কলেজের ছুটির পর বগলে বই নিয়ে পথ চলতে চলত ক্রস ব্রক পীয়ারকে বলল।

"দেখ, তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি—ভবিষ্যতে ওকে আর কখন আমার ভাই বলবে না। এবং আমার বাবার সম্বন্ধেও কাউকে কিছু বলবে না—কেউ যদি আমার কথা জিজ্ঞাসা করে ত বল'—কৃষকের ছেলে। নাম হলম—বাবার গোলাবাড়ীর নামানুসারে ঐ নামে ডাকা হয়। মনে থাকবে ত ?"

"বেশ তাই হবে—অত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন ?"

"তুমি কি মনে কর, ঐ ফুলবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে না পেরে আমি বেঁচে মরে আছি ?"

"—না না আমি কি তাই বলছি"—ক্রস ঘাড়টা একটু সঙ্কুচিত করে আবার শিষ দিতে দিতে পথ চলল।

"অথবা তাদের সুখী পরিবারে কোন গণ্ডগোল পাকান আমার ইচ্ছে।

ওর মন থেকে এ চিন্তা আমি একদিন মুছে দেব—কিন্তু সে অন্য ভাবে।"

"হয়েছে হয়েছে যেতে দাও। তুমি নিশ্চয়ই লোকে তার সম্বন্ধে যা বলে সহ্য করতে পার।" ক্রুস তার ইতিহাস বলতে সুরু করে দেয়। "ফারডিনাণ্ড হলম তার বাড়ীর লোকদের হতাশ করে দিয়েছে। সামরিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া সে অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছে—তার মতে সৈন্যরা এবং তাদের আদব কায়দা অত্যন্ত হাস্যকর। তারপর সে 'থিয়োলজি'র চর্চ্চা সুরু করে – কিন্তু আরও খারাপ লাগে। শেষে ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে একমাত্র ভদ্রলোকের পাঠ্য জিনিষ—তাই এই টেকনিক্যাল কলেজে নোঙ্গর ফেলেছে। কি রকম মনে হয়?"—ক্রুস জিজ্ঞাসা করে।

"এতে আমি আশ্চর্য্য হবার কিছু দেখি না'।

"দাঁড়াও দাঁড়াও, সবে গল্পের সুরু হয়েছে। এক সপ্তাহ আগে সে একজন পুলিশকে ঠেঙ্গিয়েছে—কারণ, সে নাকি একটি ছেলেকে অপমান বা ঐরকম কিছু করেছিল। তারপর গ্রেপ্তার, পুলিশ-কোর্ট, জরিমানা - এইরকম নানা হ্যাঙ্গামা—সে এক কেলেঙ্কারী কাণ্ড! গত শীতে তাদের বাড়ীর এক ঝির মেয়ের সঙ্গেই প্রেম জমিয়ে দিল! তার মা, তার অবর্ত্তমানে মেয়েটিকে স্থানান্তরে পাঠিয়ে দেয়। এতে সে মা'র সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ী যাওয়া একেবারে বন্ধ করেছে। এখন আর কোন কাজ নেই—শুধু ধনীলোকদের ও তাদের কাজের বিরুদ্ধে বড় বড় লম্বা-চওড়া লেকচার করে। এবার কি রকম মনে হয়?"

—"আচ্ছা এর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক আছে?"

—"আমার ত মনে হয়, এসব গল্পের মধ্যে সত্য খুব কম আছে"—ক্রুস বলল,—"যাহোক আমার তরফ থেকে তাকে যতদূর সাধ্য জানতে

চেষ্টা করব। শুনেছি—ওর নাকি অনেক পড়াশুনা আছে—মাথাও নাকি খুব পরিষ্কার।

কলেজে প্রথম দিন ঢুকেই পীয়ার জেনেছে—কে ফার্ডিনাণ্ড হলুম এবং বেশ নিবিড়ভাবে তাকে লক্ষ্য করেছে। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা, মাথায় সোনালী চুল, মুখে তিল। কচ্ছপের খোলে তৈরী ফ্রেমের কালো চশমা চোখে। সে "কলেজক্যাপ" মাথায় দেয় না, পরে—নিজের ধূসর ফেল্ট হ্যাট। তার বয়স—আন্দাজ চব্বিশ বছর।

* * *

—"দাঁড়াও" পীয়ার মনে মনে ভাবল—"দাঁড়াও ছোকরা—চার্চ ইয়ার্ড থেকে যখন আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তখন তুমি সেখানে ছিলে। কিন্তু তাতে কোন ফায়দা হবে না। তুমি আমার চেয়ে আগে সংসার ক্ষেত্রে ঢুকেছ সত্যি, এটা ওটা অনেক কিছু জান। কিন্তু তবু অপেক্ষা কর।"

একদিন সকালে কোয়াড্রেঙ্গলে সে দেখতে পেলে ফার্ডিনাণ্ড তাঁকে দেখছে। আরও ভাল করে দেখবার জন্য সে চশমা পরলে পীয়ার সেই মুহূর্ত্তে সেখান থেকে সরে গেল।

ফার্ডিনাণ্ড ম্যাট্রিক ভাল করে পাশ করেছে বলে—তার চেয়ে আরও উঁচু ক্লাশে স্থান পেয়েছে। তা ছাড়া তার কোর্স সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাস্তা, রেলওয়ে তৈরী করবার কোর্স; কাজেই করিডর বা কোয়াড্রেঙ্গলে ছাড়া তার সঙ্গে দেখা হবার আর অন্য কোন উপায় নেই।

একদিন বিকেলে—ঠিক ক্রীষ্টমাসের পরে—পীয়ার বড় ডিজাইনের হলে কাজ করছিল, এমন সময় তার পেছনে পায়ের শব্দ হল, মুখ ফিরিয়েই দেখলে—ক্লস ব্লক আর ফার্ডিনাণ্ড দাঁড়িয়ে আছে।

—"আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই"—হলম বলল, ক্লস

পরিচয় করিয়ে দিলে। হলম হ্যাণ্ডশেক করবার জন্য শাদা হাত বাড়িয়ে দিল—প্রথম আঙ্গুলে একটা আংটি। "আমাদের নামের সঙ্গে মিল আছে দেখছি।"

ব্লক এইমাত্র বললে,—হলম নামক কোনগ্রামের নাম অনুসারে তোমার নামকরণ হয়েছে।

—"হ্যাঁ, তোমার বাবা একজন সাধারণ কৃষক ছিলেন"—পীয়ার উত্তর দেয়—সঙ্গে সঙ্গে নিজের ওপর বিরক্তি আসে নিজেকে এতখানি হেয় প্রতিপন্ন করায়।

"বেশ বেশ সবই ভাল"—হাসতে হাসতে ফার্ডিনাণ্ড জবাব দেয়। "কিছু মনে করোনা—ফাষ্টটামে কি এই সব ছবি আঁকাচ্ছে। সামরিক বিদ্যালয়ে একাজ অনেক করেছি, একাজ সম্বন্ধে একটু অভিজ্ঞতা আছে।"

পীয়ার মনে মনে ভাবলে—"তুমি আমাকে উপদেশ দিতে এসেছ, না?" কিন্তু মুখে বললে—"না, ড্রয়িংটা ব্লাকবোর্ডে ছিল—সিনিয়র ষ্টুডেণ্টরা রেখে গেছে—দেখছি কিছু বোঝা যায় কি না—"

ফার্ডিনাণ্ড আড়চোখে তাকে একবার দেখে নিলে—তারপর মাথা নেড়ে বললে—"আবার দেখা হবে—গুড বাই।"

তার জুতার মসমস শব্দ শোনা গেল। তার সহজ সাবলীল ভাবভঙ্গী, তার গলার স্বর—সবই যেন পীয়ারকে ছোট করে দেখাল। তাতে কি—কিছুদিন অপেক্ষা কর—তারপর দেখা যাবে।

দিন চলে যায়—তারপর সপ্তাহও। ফার্ডিনাণ্ডকে পরাভূত করবার পরিবর্ত্তে পীয়ারের আর একজন জুটে গেল।

তার ঘরে লুইসের জামা কাপড় এখনও অস্পৃশ্য রয়েছে—বিছানার তলায় সেই জুতা জোড়া। লুইস আরার একদিন আসবে, দরজা খুলে ঘরে ঢুকবে। "এখন যে কোথায়—কেন সে মরে গেল? তার সঙ্গে

কি আবার দেখা হবে—” প্রতিদিন রাত্রে শোবার সময় এই জটিল সমস্যাই তাকে এতদিন ভাবিয়ে তুলেছে।

হস্পিটালে রোগীদের পাশে দাঁড়িয়ে সে ভায়োলিন বাজাচ্ছে—এ দৃশ্য এখনও তার চোখের সম্মুখে ভাসে। কিন্তু এখন মনে হয়—সে শাদা পোষাক পরে আছে—সে যেন স্বপন দেশের পরী! সে যেন তার গানও শুনতে পাচ্ছে—সেই সঙ্গীত ধারা তার মনে দিচ্ছে স্বপ্ন দোল। এ যেন তার একটি ক্ষুদ্র জগৎ গড়ে উঠেছে যেখানে রবিবারের বিশ্বাস ও ভক্তির জন্য সে আশ্রয় নিতে পারে। এমন কি, মাঝে মাঝে দিনের বেলা কাজের মধ্যে বেহালার সুরে তার মনের কোন গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে—যেন দূর দূরান্তর হতে আসা এক আলোর তরঙ্গ তাকে আঘাত করে গানে মুখর করে তোলে—নিজের অজ্ঞাতসারে সে হেসে ওঠে।

প্রায়ই গীর্জ্জার অর্গানের সুরের বিরাট তরঙ্গে নিজের অন্তর দেবতাকে মুক্ত করে দেবার আকাঙ্ক্ষা সে অনুভব করে। কিন্তু গীর্জ্জায়—আর কোন দিন সে প্রবেশ করেনি’। উপেক্ষার ভাব নিয়ে সে তার পাশ্ কাটিয়ে চলে যায়। হ’তে পারে ঈশ্বরেরই অভীপ্সা—লুইসকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া কিন্তু সে সেই অভীপ্সাকে ধন্যবাদ দিতে পারে না—তার কাছে মাথা নত করতেও পারে না। যেন অনাদি ভবিষ্যে একটা কিছুর সঙ্গে হবে তার বোঝাপড়া—সেই চিন্তা তার মন অধিকার করে আছে; আর সেই বোঝা পড়ার পর হবে তার মুক্তি—চিরন্তন মুক্তি।

রবিবারে যখন চার্চ্চের ঘণ্টা বেজে ওঠে—পীয়ার তাড়াতাড়ি বই নিয়ে বসে—শান্তির সন্ধানে; অধীত বিদ্যা কি তাকে ভজনের আনন্দ দিতে পারে? যখন সে প্রথম কারখানায় কাজ আরম্ভ করে তখন সবই

অদ্ভুত ঠেকত! আর আজ—আজ সে নিজে দৈবীমায়া সৃষ্টি করবার ক্ষমতা অর্জ্জন করেছে। শুধু পড়া আর পড়া—বই, শিক্ষক —সব থেকেই সে তার জ্ঞান বাড়াবে—চিন্তা-রাতদিন সে কেবল চিন্তা করেই চলেছে। কলেজের পড়াই যথেষ্ট—কিন্তু পীয়ারের আরও চাই। তার জন্য প্রশ্নের পর প্রশ্ন অপেক্ষা করে রয়েছে—সমস্যার পর সমস্যা —নূতন নূতন বাধা—দূরে দূরে অপরিচিতের রাজ্যে। কেমিষ্ট্রী, ফিজিক্স আর গণিতের রাজ্যে সবে সে প্রবেশ পত্র পেয়েছে —এখনও রাজ্যের পর রাজ্য পড়ে আছে—ছুটে চল, ছুটে চল। সে দিন কি আসবে—যেদিন শেষ সীমানায় পৌঁছবে? ঐ দেখ শিক্ষকেরা—এত ত জ্ঞান অর্জ্জন করেছে, কিন্তু সাধারণের তুলনায় কতটুকু শ্রেষ্ঠতা, কতটুকু শক্তি তারা পেয়েছে? লেখাপড়া মানুষকে কি সে শক্তি দিতে পারে—যার বলে একদিন রাত্রে সে এই একবার তারাগুলিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করবে আর নক্ষত্রমণ্ডল সঙ্গীতের তরঙ্গে তরঙ্গে নেচে উঠবে? আজ আর ওসব চিন্তা নয়—এগিয়ে চল। কিন্তু আবার জ্ঞান মানুষকে কি সেই রবিবারের বন্দনা গানের বিমল আনন্দের স্বাদ দিতে পারে, যা মানুষকে সমস্যা হতে মুক্ত করে এক নামহীন আনন্দের রাজ্যে ভাসিয়ে নিয়ে যায়—যেখানে তার আত্মা বাড়তে বাড়তে অনন্ত শূন্যকে আবৃত করে ফেলে? এগিয়ে চল— বৃথা সময় নষ্ট না করে—এগিয়ে চল।

বসন্ত এসেছে; নগরের বড় রাস্তার ধারে—বৃক্ষের সারিতে সবে কচিপাতা গজাতে আরম্ভ করেছে,—এমনি একটি দিনে ফার্ডিনাণ্ড হলম আর ক্লস ব্রক নর্থষ্ট্রীটে একটা কাফেতে মুখোমুখি বসে। "ঐ যে তোমার বন্ধু যাচ্ছে"—ফারডিনাণ্ড বলে।

রাস্তার অপর পার্শ্বে পোষ্টঅফিসের ধার দিয়ে পীয়ার যাচ্ছে।

কাপড় ধুলি-মলিন, জুতা অপরিষ্কার—ধীরে ধীরে সে এগিয়ে চলেছে—মাথায় কলেজের টুপি। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে চলেছে—রাস্তায় যা ঘটছে সব কিছুর ওপরেই শ্যেনদৃষ্টি রয়েছে।

"আশ্চর্য্য, ওকি ভাবছে, বল্‌তে পার" ক্লস জিজ্ঞাসা করে।

"দেখ, বোধ হয় এরকম গাড়ী ও কখনও দেখে নি'—আরে ড্রাইভারকে কেন গাড়ী থামাতে বলছে!"

"ও নিশ্চয়ই এবার চাকার মধ্যে ঢুকবে; 'বেট' রাখছি,—'হাস্‌তে হাস্‌তে ক্লস জানলা থেকে সরে দাঁড়াল—যাতে না দেখ্‌তে পায়।

"দেখ—কি রকম রোগা দেখাচ্ছে"—চশমা খুলতে খুলতে ফার্ডিনাণ্ড বলে—"বাড়ীর অবস্থা বোধ হয় খুব ভাল নয়।"

ক্লস পূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বলল—'আমার মতে ও টাকার ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়েনি'—

আবার বীয়ার, ধূমপান—গল্প গুজব। হঠাৎ ফার্ডিনাণ্ড মন্তব্য করলে—"আচ্ছা, তোমার বন্ধুর মা বাপ কি এখনও বেঁচে আছে?—"

ক্লস পীয়ারের পারিবারিক ব্যাপারে ঢুকতে চায় না, বললে—"হয়ত নেই।"

"আমি প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন তুলে তোমায় বিরক্ত করছি, সত্য। কিন্তু বাস্তবিকই ছেলেটির সম্বন্ধে আমি খুব কৌতুহলী। ওর মুখের মধ্যে একটা আকর্ষণী-শক্তি আছে, আর ওর চলা—এরকম ভাবে চলতে আমি যেন কাউকে দেখেছি।—শুনেছি, ও নাকি ইঞ্জিনের মত খাটে!"

—"খাটে! এরকম করলে, শীঘ্রই ওর স্বাস্থ্যের মাথাটি খাবে। আমার বিশ্বাস—ওর আইডিয়া, জ্ঞান দিয়ে সব বুঝতে পারবে· ও একদিন —হাঃ হাঃ হাঃ—"

"কি ?"

"—এই ভগবানকে বুঝতে শিখবে ?"

ফার্ডিনাণ্ড জানলার মধ্য দিয়ে তাকিয়ে ছিল, বললে—"আশ্চর্য্য।"

"গত সোমবার পাহাড়ে ওর সঙ্গে দেখা—ভূতত্ত্বের প্র্যাকটিকাল জ্ঞান সংগ্রহ করছে। যদি কোথাও কোন লেকচার হয় সে এ্যাষ্ট্রোনমিই হোক অথবা কোন ফরাসী কবির সম্বন্ধেই হোক, ধরে নেওয়া যেতে পারে নিঃসন্দেহ সেখানে সে আছে—নোট্ নিচ্ছে! এরকম লোকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারবে ? যদি কোনখানে একটা নূতন নাম পেয়েছে—ধর, এই যেমন এরিষ্টোটল'—অমনি সে লাইব্রেরীতে যাবে জান্‌তে—কে সে ? তারপর রাত জেগে গ্রীক থেকে অনুবাদ পড়বে। এরকম লোককে নিয়ে কি করা যায়! শুধু একটা বিষয়ে ওর কোন জ্ঞান নেই।"

—"কোন্ বিষয় ?"

—"কেন,—মদ আর মেয়ে—তাছাড়া, সাধারণ হাসিঠাট্টাও ওর ধাতে সয় না। আমার মনে হয়—ও কোন মেয়ের সঙ্গে এপর্য্যন্ত প্রেম করেনি—"

"ওসব ওর বরাতে জুট্‌বে না"—ফার্ডিনাণ্ড যেন একটু দুঃখের সহিত বললে।

তারপর দু'জনে চুপ করে বসে রইল। ক্লস মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল আর ফার্ডিনাণ্ড থেকে থেকে পীয়ার সম্বন্ধে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করছিল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় গ্লাস নিঃশেষ হয়ে গেছে। ক্লস কথায় কথায় বলতে বাধ্য হয়েছে যে, "পীয়ারের মা যেরকম হওয়া উচিত ছিল, ঠিক সে রকম হতে পারেনি।"

"আর তার বাবা ?"—ফার্ডিনাণ্ড জিজ্ঞাসা করে।

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে ক্লস অপ্রতিভ হয়ে পড়ে—"তা—তার সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না"—তোৎলাতে তোৎলাতে সে উত্তর দেয়—"যদি জানতাম, তা হলে তোমাকে বলতাম।—কে তার বাবা—কেউ জানে না। বোধ হয় তিনি আমেরিকায় থাকেন।"

"আমি লক্ষ্য করে দেখেছি—যখনই ওর বাড়ীর সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করি, তুমি কেমন যেন রহস্যময় হয়ে ওঠ।" ফার্ডিনাণ্ড হাসতে হাসতে বলল। ক্লসের মনে হয় যেন তার বন্ধুর মুখ একটু ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে পীয়ার আস্তাবলের ওপরে তার ঘরে বসে আছে এমন সময় সিঁড়িতে পদধ্বনি শোনা গেল—দরজা খুলে ফার্ডিনাণ্ড এসে উপস্থিত।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পীয়ার উঠে দাঁড়াল—পেছনের চেয়ারটা চেপে ধরলে—যেন নিজেকে সামলে নেবার জন্য। যদি এই বাবু ছেলেটি এসে থাকে—ধরা যাক সেই স্কুলমাষ্টারের নিকট হতে—তার নাম কেড়ে নিতে, তাহলে এই মুহূর্ত্তে ওকে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দেবে!

—"তুমি কোথায় থাক, দেখতে ইচ্ছা হয়েছিল"—ফার্ডিনাণ্ড আরম্ভ করল, টুপিটা রেখে, একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল—"তোমাকে দেখছি—অবাক করে দিয়েছি। মাপ কর ভাই—তোমাকে এই অসময়ে বিরক্ত করেছি বলে। কিন্তু আসল কারণ, তোমার সঙ্গে গুটিকতক কথা আছে।"

—"ও, তাই বলুন"—পীয়ার বসল যতটা সম্ভব দূরে পারা যায়।

"আমি লক্ষ্য করে দেখেছি—যে ক'দিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে—তুমি আমায় ঠিক পছন্দ কর না। কিন্তু এটা আমি চাইনে।"

"তার মানে"—পীয়ার প্রশ্ন করল—হাস্‌বে কি না, সে ঠিক করতে পারলে না।

"আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে চাই। কিন্তু তুমি আমার সম্বন্ধে যতটা জান আমি তোমার সম্বন্ধে ততটা জানি না। কি হে—তুমিও এরকম আঙুল দিয়ে টেবিল চাপড়াও নাকি? হা-হা-হা; আমার বাবারও ঐ রকম স্বভাব ছিল।"

পীয়ার নিঃশব্দে তার দিকে চেয়ে রইল—কিন্তু টেবিল বাজান থেমে গেছে।

—'তুমি যেমন ভাবে থাক, তা দেখে আমার হিংসে হয়। কোনদিন যদি তুমি লক্ষপতি হও তখন টাকা বাঁচাবার ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না—তুমি আমাদের চেয়ে জীবনে ঢের বেশী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছ। বই থেকে তুমি যে জ্ঞান আহরণ করছ, তা তোমার অন্যভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সহায়তা করবে। আমরা সব কতকগুলা ছাইভস্ম মাথার মধ্যে জড় করছি। তুমি নিশ্চয়ই একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার হবে।'

'—হ্যাঁ'—পীয়ার বলে—তার মুখের ভাবখানা যেন—এতে তোমার কি এসে যাবে!

'আমার মনে হয় টেক্‌নিসিয়নকে প্রীষ্টের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে—অর্থাৎ প্রমেথিয়াসের বংশধর। মানুষ প্রতিমুহূর্তে প্রকৃতিকে পরাজিত করার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করছে। আমরা আগুন, বাষ্প, ইস্পাত নিয়ে স্বর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি। এমন একদিন আসবে যখন আর আমরা প্রার্থনার দরকার বোধ করব না। এবং এমন একদিন আসবে যখন স্বর্গরাজ্যের অধিবাসীরা আমাদের বশ্যতা স্বীকার করবে। তোমার কি মনে হয়? আমার মতে জীয়োভা নিশ্চয়ই ইঞ্জিনিয়ারদের পছন্দ করে না'—

"শুনতে বেশ ভালই লাগে"—পীয়ার সংক্ষেপে উত্তর দিলে। কিন্তু সে মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল যে, তার মনের সত্যিকার চিন্তাধারা আর একজন তার কথায় প্রকাশ করে দিয়েছে।

"অবশ্য এখন আমাদের ছোট ছোট ছোট জিনিষ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে"—ফ্যার্ডিনাণ্ড আবার আরম্ভ করে—"অবশ্য সামান্য একটা রাস্তা তৈরী, রেল-লাইন পাতা, ডিচ্ খনন—এই রকম ছোটখাট কাজ আমাকে বিশেষভাবে নাড়া দিতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি এই বিশাল পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে ত দেখতে পাবে—এমন অনেক ব্যাপার আছে যা' সত্যই হৃদয়ের সুপ্ত শক্তিকে নাড়া দেয়। যে সমস্ত সৈন্যরা পৃথিবীর শেষ সীমানায় যায়, বন্যলোকের সঙ্গে যুদ্ধ করে—সাম্রাজ্য স্থাপন করে—যেখানে যায় সর্ব্বত্র সভ্যতার ফসল ছড়িয়ে যায়—তাদের আমি হিংসা করি। এখানকার যুগে ইচ্ছা করলে ইঞ্জিনিয়াররা বড় বড় কাজে হাত দিতে পারে; "যেমন—দুটো সমুদ্রকে যুক্ত করতে পারে নাহ'ক নদীর জল রেগুলেট করতে পারে—এমনি সব কাজ। আমার ইচ্ছা আছে, ভবিষ্যতে এইরকম একটা কিছু করবার। এখানকার পড়া শেষ হলে, চলে যাব। কয়েক শত বৎসরের মধ্যে এই ইঞ্জিনিয়াররাই নক্ষত্রে নক্ষত্রে সেতু বাঁধবে।...স্মোক করতে বোধ হয় আপত্তি নেই—।"

"না-না, কোন আপত্তি নেই—কিন্তু আমি ও সব"—।

—"কিন্তু আমি রীতিমত—ধন্যবাদ"—ফার্ডিনাণ্ড সীগারকেস হতে একটা সীগার বের করে ধরাল।

—"চল-না কেন, রেস্তরাঁয় ঢোকা যাক"—

পীয়ার চমকে উঠল—এ সবের অর্থ?

"আমি একজন রেগুলার স্পার্টান। বাপের সম্পত্তি ভাগ হয়ে গেছে—সুতরাং আমার ফাণ্ড এখন একেবারে শূন্য নয়। চল তবে

এখন একটু সময়োচিত জলযোগ করা যাক! কাপড় ছাড়তে চাও ত বাহিরে অপেক্ষা করছি। তা না হলে যে রকম আছ, ঐ রকম বেশেই চলে এস—অবশ্য যদি ইচ্ছা কর।”

পীয়ার ক্রমশঃ বিস্ময়াম্বিত হয়ে উঠছে! এ সবের পেছনে কি কোন উদ্দেশ্য নেই? না—লোকটি স্বভাবতই এই প্রকৃতির! যাক্, এসব চিন্তা দূরে রেখে—কলার বদলে সব চেয়ে ভাল পোষাক পরে পীয়ার বের হয়ে এল।

জীবনে এই প্রথম ফাষ্ট ক্লাশ রেস্তরাঁয় আহার। ছোট ছোট টেবিল—বরফের মত শাদা টেবিলক্লথে ঢাকা, ফুলদানী—রুটীর মত ভাঁজ করা গামছা, কাচের আধার—লাল মদের পাত্র। ফার্ডিনাণ্ড বেশ সহজভাবে—ভদ্রতার সহিত তার সঙ্গে কথা বলে চলল। আহারের সময় পীয়ারের শৈশব—শৈশবের দিনসমূহ নিয়ে আলোচনা করলে।

যখন তারা কফি আর সীগার ধরেছে—তখন কেনই বা আর আপনি বলে কথা বলবে। পীয়ারের টেবিলের ধারে মুখটা এগিয়ে নিয়ে ফার্ডিনাণ্ড বলল—“এবার আপনি ছেড়ে, ‘তুমি’—কি বল?”

“বেশ”—কথাটা পীয়ারের অন্তর স্পর্শ করে।

—“তাছাড়া আমরা দু’জনেই হলম’।”

—“হ্যাঁ”—

—“কে বলতে পারে—আমাদের মধ্যে কোন সম্পর্কের বন্ধন নেই? ওরকম মাথা গুঁজে থেক্ না। আমাকে তোমার বন্ধু বলেই জেন এবং দরকার হলে আমার কাছে আসবে। আমি বলছি না যে, তুমি আমার কাছে টাকা ধার নাও। কিন্তু ক্লস ব্রককে আমাদের সঙ্গে নেওয়া উচিত—কেমন ঠিক কিনা?”

পীয়ারের ইচ্ছা হচ্ছিল, এই মুহূর্ত্তে ছুটে পালিয়ে যায়। ও কি

সব জানে? আর যদি জেনে থাকে, কেনই বা তা স্পষ্ট করে বলে না?

বসন্তের উজ্জ্বল সন্ধ্যা—হু'জনে বাড়ীর পথ নিলে—পরস্পরের হাত ধরে। ফার্ডিনাণ্ড আরম্ভ করে—"তুমি জান বোধ হয়, বাড়ীর সঙ্গে আমার গণ্ডগোল চলছে। কিন্তু তোমাকে যেদিন দেখেছি, সেদিন মনে হয়েছে—তোমার সঙ্গে আমার কোথাও যেন যোগসূত্র আছে। তোমাকে দেখে খালি আমার বাবার কথা মনে হয়। আমার বাবা খুব ভদ্রলোক ছিলেন।—"

পীয়ার কোন উত্তর দিল না—কাজেই আলাপও বেশী জমল না।

কিন্তু এর পর কয়েকদিন পীয়ারের খুব উত্তেজনায় কাটল। সে বুঝতে পারলে না, ফার্ডিনাণ্ড তার সম্বন্ধে কতখানি জানে—সে মরে গেলেও নিজের সম্বন্ধে কিছু বলবে না! ফার্ডিনাণ্ডও এ নিয়ে তাকে আর কোন কথা বলেনি, কিন্তু সে তার অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে উঠেছে—যেন কতদিনের বন্ধুত্ব তাদের। পীয়ারকে সে আর কোন দিন তার শৈশবের কথা জিজ্ঞাসা করেনি—নিজের পরিবার সম্বন্ধেও সে নির্ব্বাক রয়েছে। পীয়ারও সর্ব্বদা সতর্ক থেকেছে, কিন্তু ফার্ডিনাণ্ড এলে খুশী না হয়ে পারে নি।

একদিন ক্লস ব্রক আর তাকে ফার্ডিনাণ্ড নিমন্ত্রণ করলে তার বাড়ীতে। একটা পার্টি হবে। ঘরখানি বেশ সুসজ্জিত—দেওয়ালে দেওয়ালে ছবি—ফটোগ্রাফ—তার পিতামাতার। তার বাবার একখানা যুবা-বয়সের ছবি আছে—ইউনিফর্ম্ম পরা। আর একখানা তার ঠাকুর্দ্দার—তিনি সুপ্রিম কোর্টের জজ ছিলেন।

"আমার পিতামাতার ছবি দেখতে তুমি খুব ভালবাস দেখছি—"

ফার্ডিনাণ্ড হাসতে হাসতে বলল। ক্লস ব্রক মুখ চাওয়াচায়ি করে—ব্যাপার কি রকম দাঁড়িয়েছে কে জানে!

গ্রীষ্মের ছুটি এসে গেল—ছাত্ররা যে-যার বাড়ী চলে যাবে। ক্লসও তার বাড়ীতে যাবে।

একদিন ফার্ডিনাণ্ড পীয়ারের নিকট এসে বললে—"ভাই, তোমার কাছে আমি একটা অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি। আমি ছুটিতে সমুদ্রের ধারে একটা বাড়ী নেব—সেখান থেকে পাহাড়েও যেতে পারি। কিন্তু একা দু'জায়গায় যাই কি করে, বল। তুমি যদি একটা নিমন্ত্রণ নাও, তাহলে খুব ভাল হয়। অবশ্য খরচ আমিই দেব।"

"ধন্যবাদ"—পীয়ার বলে হাসতে হাসতে।

যাবার পূর্ব্বে ক্লস তার কাছে এল—তারপর নিস্তেজ কণ্ঠে বললে—"আচ্ছা পীয়ার, লুইসের কবরের ওপর একটা মার্ব্বেল পাথর ঢাকা দিলে হয় না?"

পীয়ারের অন্তরে কথাটা ঘা দিলে—সে ক্লসের হাত চেপে ধরল—"ক্লস, তোমার মত ভাল লোক দেখা যায় না"—

ছুটির শেষ দিকে পীয়ার একাকী গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিল এবং যখনই সুযোগ পেয়েছে—কোন গোলাবাড়ীর কর্ত্তার কাছে গিয়ে বলেছে "তোমার জমির একটা ম্যাপ দরকার আছে কি? বেশী খরচ হবে না। মাত্র ১০ ক্রাউন—আর যতদিন কাজ করব ততদিন থাকবার ব্যবস্থা।" এই ভাবে ছুটিটা কেটেছে খুব আনন্দে এবং যখন বাড়ী ফিরেছে তার পকেট বেশ ভারী।

কলেজের সেকেণ্ড ইয়ার, ঠিক পূর্ব্বের মতই কেটেছে—বৈচিত্র্য-বিহীন। সে একভাবে কাজ করে গেছে। সময় সময় দুই বন্ধু এসে তাকে টেনে নিয়ে যায়—সেদিন সন্ধ্যাটা মন্দ কাটে না। নিদ্রিত

নগরীতে হাসি-ঠাট্টা, গুলজার—সময় কাটান'র পর তার পক্ষে আর এক নূতন জীবনের আরম্ভ হয়—যখন সে একাকী স্তিমিত অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে থাকে—সে তার নূতন জীবনের মুখোমুখী এসে দাঁড়ায় আর অও দেবতার সান্নিধ্য উপলব্ধি করে। কি করছ পীয়ার? কি তোমার উদ্দেশ্য? সে উত্তর দিতে চেষ্টা করে সশ্রদ্ধভাবে—ঠিক সান্ধ্য বন্দনার সময়ের মত। কোথায়? কেন—আমি একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার হব। তারপর? তারপর প্রমেথিয়াসের পুত্রের মত স্বর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করব। তারপর? তারপর—সকলকে সেই মই বেয়ে উঠতে সাহায্য করব; তারা যাত্রা করবে—আলোকের সন্ধানে, অপরিমেয় সত্তার অনুভূতির পথে—প্রকৃতির রাজ্য বিজয়ে। তারপর? বিয়ে করা—সুখে ঘরকন্না করা—পুত্রকন্যাবেষ্টিত সুন্দর নীড় রচনা করা। তারপর? তারপর আসবে বার্দ্ধক্য—মানুষ মরণের হিমকোলে আশ্রয় নেবে। তারপর? তারপর কি?—সব শেষ!

এই সব সময় লুইস যেখানে বাস করে—সে রাজ্যের ছায়াঘন শান্তিতে আশ্রয় নিয়ে সে আনন্দ পায়। সেখানে লুইস থাকে—সে ভায়োলিন বাজায়—আর সেই সঙ্গীতের তরঙ্গে নিজেকে দোল দিতে থাকে ধীরে ধীরে কিন্তু সে রাজ্যে বাস করেও সে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করে এক আশ্চর্য্য-পিপাসা—এক অসহ্য ক্ষুধা—আরও কিছু চাই?

ফার্ডিনাণ্ডের 'ফোর্থ ইয়ার কোর্স' শেষ হলে, সে এই বিরাট বিশ্বে অদৃশ্য হয়ে গেল—ক্লসও তার সঙ্গে গেছে। কাজেই থার্ড ইয়ারে পীয়ারকে প্রায়ই একাকী দেখা যেত—হাতে বই, দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত।

ঠিক ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার আগে ফার্ডিনাণ্ডের নিকট হতে চিঠি পেলে একখানা;—লিখেছে ইজিপ্ট থেকে—"এখানে চলে এস। একটা বড় ব্রিটিশ কোম্পানী—ব্রাউন ব্রাদার্সের সঙ্গে কাজ পাওয়া গেছে—

কানাডায় এরা রেলপথ খুলবে—ইণ্ডিয়াতে ব্রীজ তৈরী করবে—আরজেন্টিনাতে বন্দর তৈরী হবে, ইজিপ্টে খাল করবে। তোমাকে এখানে ড্রাপ্টস্‌ম্যানের কাজ জোগাড় করে দেব। আসার জন্য টাকাও পাঠাচ্ছি। শীগ্‌গির চলে এস।”

কিন্তু পীয়ার তখনই গেল না। এক বছর কলেজে ‘সহকারী লেকচারার’ হিসাবে কাজ করলে—অবসর সময়ে ব্রীজ, রেলওয়ে কোর্স পড়তে লাগল—ঠিক যেমন করে তার সৎভাই কলেজ-জীবনে দাঁড়ি টেনে দিয়েছে। এই সব তুচ্ছ কাজেও পিছনে পড়ে থাকা ঠিক নয়—অন্তরের গোপন শক্তি তাকে সব বিষয়ে যোগ্যতর করে তুলছে।

দিন যতই কাটে, বন্ধুদের কাছ থেকে চিঠির উপর চিঠি আসতে থাকে—“চলে এস”। ক্লস লিখেছে—“ইঞ্জিনিয়ারাই মিশনারী—জীয়োভা নয়—ইউরোপের সভ্যতা ও শক্তির প্রতিমূর্ত্তি তারা। তোমার সত্যি আসা উচিত। একজন জেনারেলের লোভনীয় কাজ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।”

তারপর একদিন শরতে—যখন গাছের পাতা পীতাভ হয়ে এসেছে, পীয়ার একটা প্রকাণ্ড নীল রংএর ট্র্যাভেলিং ট্রাঙ্ক গাড়ীর পিঠে চাপাল।

যাত্রার পূর্ব্বে সে এক গোছা ফুল নিয়ে সমাধি ক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়াল। কে জানে, আর কোনদিন সে ফিরে আসতে পারবে কি না? হয়ত এই শেষ-দেখা।

ষ্টেশনে এসে বহু পরিচিত নগরীর দিকে সে একবার ফিরে তাকাল—সেই গীর্জ্জা, পুরান দুর্গ—একজন পাহারাওলা সেখানে পায়চারী করছে। এই কি তার যৌবনের শেষ? লুইস—আস্তাবলের ওপরের ঘরখানি, হাসপাতাল, কলেজ—অদূরে ঐ fjord আরও দূরে—সমুদ্রের ধারে একখানি জেলেদের ধূসর কুঁড়ে ঘর—সেখানে বাস করে একটি বৃদ্ধ আর

বৃদ্ধা—এতক্ষণে হয়ত তারা কফি আর টোবাকো পেয়েছে—তার বিদায় উপহার। এই শেষ—বিদায়—বিদায়!

পীয়ারের গাড়ী নগরের দিকে চলল—তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বিরাট পৃথিবীতে।

দ্বিতীয় খণ্ড

(১)

কয়েক বছর কেটে গেছে—বেশ কয়েক বছর—আবার গ্রীষ্ম এসেছে —জুন মাস। এ্যাণ্টওয়ার্প হ'তে ক্রিশ্চিয়ানিয়াগামী একখানা যাত্রীবাহী জাহাজ ঘনায়মান সন্ধ্যায় সমুদ্রের জল কেটে ছুটে চলেছে। সমুদ্র আজ এত শান্ত, নিষ্কম্প যে, দেখে মনে হয়, প্রকাণ্ড একখানা আয়না —ধূসর আকাশ আর আবীরের রঙ ছোঁয়া মেঘের ছায়া বুকে করে আছে। ডেকে অনেক যাত্রী—কিন্তু কারুরই শোবার ইচ্ছে নেই —ডেকের ওপর এত আরাম, আর চারপাশে সুন্দরের রাজ্য! প্যারিস অথবা মিউনিক প্রত্যাগত দু'একজন আর্টিষ্ট সময় কাটাবার জন্য আনন্দ সাগরে ডুবে আছে; কেউ মদের অর্ডার দিয়েছে—কেউ বা কনসার্ট পার্টি জুড়ে দিয়েছে—শীঘ্রই তাদের অজ্ঞাতসারে পূর্ণবেগে নাচেরও অবতারণা হয়ে গেল। "না না, লক্ষ্মী"—দু'একজনের অতি সাবধানী মা তাদের মেয়েদের বলছেন—"না' মা, তোমরা নয়।" কিন্তু দেখতে না দেখতে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই মেয়েরাই নাচ সুরু করে দিল। একজন চোখে চশমা আঁটা ডাক্তার পিপের ওপর উঠে এক বক্তৃতা দিলেন—আর দু'জন আর্টিষ্ট শাদাদাড়িওয়ালা এক

ক্যাপ্টেনকে সভাপতিত্বে বরণ করল। আজ রাত এত পরিষ্কার— আকাশে এত রক্তাভ শ্রী—বাতাস ধীর শান্ত—আর উন্মুক্ত সাগর-বক্ষে যাত্রিদলের হৃদয় আজ হাল্কা ও আনন্দোৎফুল্ল!

"ঐ কাঠের মত শুষ্ক মুখে, ব্যাটা কে বল ত? ঐ উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে—সাধারণ কৌতুকচ্ছলেও কেউ ঐ ভীষণ জায়গায় দাড়ায় না—" আর্টিষ্ট ষ্টোয়েকার তার বন্ধু ভাস্কর প্রাসকে জিজ্ঞাসা করল।

"ও সেই লোকটা? ডীনারের সময় আমরা যখন ইজিপ্সিয়ান কুলাঙ্গনী নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তখন ওই লোকটাই খুব বড় বড় কথা বলছিল—তখন মনে হল, লোকটা বোধ হয় খুব জানে শোনে"—

"ঠিক তাই। বোধ হয় কোন স্কুলমাষ্টার হবে। আমরা যখন এথেন্স আর গ্রীক স্থাপত্য নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তখনও সে আমাদের ভুলত্রুটি শুধরে দিচ্ছিল"—

আজ সকালে আমি ওকে ডাক্তারের সঙ্গে এ্যাসিরিয়োলজির সম্বন্ধে কথা বলতে শুনেছিলাম। আচ্ছা ও নাচে যোগ দেয় না ত, আশ্চর্য্য"—

যে যাত্রীকে নিয়ে পূর্ব্বোক্ত সমালোচনা চলছিল, তার বয়স বাহাত্ত্রিশ আর চল্লিশের মধ্যে হবে, মাথায় মাঝারি রকমের উঁচু—কিছু দূরে ডেক-চেয়ারে সে শায়িত। সর্ব্বাঙ্গ ধুসর পরিচ্ছদে আবৃত। মুখটা একটু চ্যাপ্টা—আর মুখের দাড়িতে একটু পাক ধরেছে। কিন্তু যখন সে নাচিয়েদের দেখছিল, তখন তার চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই আমাদের পীয়ার হলম।

বসে বসে যখন সে তাদের নাচ দেখছিল—তখন তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারছে না বলে তার নিজের ওপর খুব রাগ হচ্ছিল। দেশের লোকের সঙ্গে মেলামেশা বহুদিন সে করেনি—নিজের সাহসের উপর আস্থা সে হারিয়ে ফেলেছে—তাদের মধ্যে সে সম্পুর্ণ অপরিচিত

বোধ হতে লাগল। তাছাড়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নরওয়ের তীর দেখা যাবে। এই চিন্তা তার মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে—এই বিরাট পৃথিবীতে ঝাঁপ দেবার পর এই মুহূর্ত্তটির স্বপ্ন সে দেখেছে বহুবার।

কিছুক্ষণ পরে তার চারিদিক নিঝুম হয়ে এল—সেও নিচে নেমে গিয়ে তার কেবিনে পোষাক না খুলেই শুয়ে পড়ল। যখন সে প্রথম দরিদ্র ও সম্পূর্ণ অসহায়ের মত সাগরে নৌকা ভাসিয়েছিল—দেশের তটভূমি মিলিয়ে যেতে লাগল দূর দিগন্তে—সে দিনের সেই মুহূর্ত্তের ছবি মনের পটে ভেসে উঠছে। তারপর অনেক কিছু ঘটেছে জীবনে—পরিশেষে আজ দেশে—সে দেশের মাটিতে পা দেবে। কিন্তু কে জানে ভাগ্য সেখানে তার অভ্যর্থনার জন্য কি নিয়ে অপেক্ষা করছে!

ছটার কিছু পরে সকালে সে আবার ডেকে এল—জাহাজ এখন দুর্ভেদ্য কুয়াসার পর্দ্দা ছিন্ন করে এগিয়ে চলেছে—বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে সে ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে রইল। ডেকের ওপর অস্থিরভাবে সে পায়চারী করতে লাগল। প্রতীক্ষা শেষের এই শুভ মুহূর্ত্তটি কি তার নষ্ট হয়ে যাবে? হঠাৎ সে রেলিং ধরে দাঁড়াল—তারপর গভীর ভাবে চেয়ে রইল আকাশের দূর প্রাচ্যদেশে।

ওটা কি? ভারী কুয়াসার গর্ভ হতে একটা উজ্জ্বল স্থান দেখা যাচ্ছে। চারিদিকের ধূসরতায় যেন প্রাণ সঞ্চার হচ্ছে—নড়তে আরম্ভ করেছে ঐ পর্দ্দা—লাল হয়ে উঠেছে, ক্রমশ হাল্কা হয়ে যাচ্ছে—যেন আগুনের আভায় সব ঝলসে যাচ্ছে। হাঁ, এখন সে চিনতে পারছে। ঐ ত সূর্য্য সমুদ্রগর্ভ হ'তে জন্মলাভ করছে, ডেকে রাত্রির শিশির-কণা যা যেখানে ছিল, সোনায় ঝলমল করে উঠল। প্রতি মুহূর্ত্তে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে—দৃষ্টি চলে সুদূর ভেদ করে। কি ঘটছে বোঝবার

পূর্ব্বেই ধুসর অন্ধকার তালগোল পাকিয়ে পাহাড়ের সমান উঁচু হয়ে হেম আভায় ভাসতে ভাসতে অদৃশ্য হয়ে গেল। নব প্রভাত—স্বচ্ছ সুন্দর প্রভাতের মূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়ে উঠল—নীলসায়রের ওপর রবিকরোদ্ভাসিত আকাশ।

এখন চোখে চশমা আটবার সময়। বহুক্ষণ সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—উন্মুখ দৃষ্টি মেলে। ঐখানে! এক স্বপ্ন! না, ঐ ত দূরে সমুদ্র আর আকাশের মধ্যে একটা কালো রেখা দেখা যাচ্ছে। ঐ ত তটরেখা! নরওয়ে—শেষে তার প্রতীক্ষার নরওয়ে!

শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হঠাৎ পীয়ারের কষ্ট হ'তে লাগ্‌ল।

সে আর স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। সে যেতে যেতে বার বার থামতে লাগল—দেখতে লাগল দূরের ঐ মসী রেখা। ঐ ত লম্বা গলাওয়ালা লঘুপক্ষ পাখী দেখা যাচ্ছে। প্রবাসী বীর—সুস্বাগতম্!

ষ্টীমার যখন fjord কেটে চলেছে—আশে পাশে ছোট ছোট পাহাড় মাথা জাগিয়ে উঠছে। প্রথমে জেলেদের লাল রংএর কুটীর। তারপর ক্রিশ্চিয়ান ল্যাণ্ডের প্রবেশ পথ—পথের একধারে দ্বীপ আর একধারে বনানী-সমাকীর্ণ পাহাড় শ্রেণী। দ্বীপে শাদা শাদা কুড়েঘরগুলো রোদে ঝক্ ঝক্ করছে—প্রত্যেক কুটীরের সামনে একখণ্ড তৃণভূমি আর তার সামনে এক একটি পতাকা।

পীয়ার লক্ষ্য করতে লাগল—বলকারক ওষুধের মত পান করতে লাগল। কি মধুর ? বহুদিন লাগবে সব নিঃশেষে পান করতে।

এইবার তটভূমির ধার ঘেঁসে ষ্টীমার চল্‌তে আরম্ভ করেছে—উজ্জ্বল সূর্য্য-কিরণোদ্ভাসিত দিবস আর স্বপ্নময়ী রাত্রি ধরে। শাদা 'সীগাল' মাথার ওপর উড়ে বেড়াচ্ছে। তটভূমির তীরে শহর—রংকরা কাঠের বাড়ী—জানলায় জানলায় ফুলের উৎসব।

এস্থান দিয়ে পূর্ব্ব আর সে কখনও যায় নি—কিন্তু তার মধ্যে কে যেন বলছে—"চিনি আমি—এসব আমার চেনা।" ক্রিশ্চিয়ানিয়ার fjord পর্য্যন্ত সারা পথে পাতার আর মাঠের গন্ধ। বড় বড় ফার্ম্ম—সূর্য্যালোকে রোদ পোহাচ্ছে। বড় বড় ফার্ম্ম এই রকমই দেখতে হয়। সে মাথা নাড়ে। যদিও সে জানে এখানে টুরিষ্টদের চেয়ে তার সম্মান বা দাবী বেশী নেই, তথাপি এ জন্মভূমি চিরপ্রিয়—মায়ের কোলের মত মধুর এর উত্তাপ, অনন্ত সৌন্দর্য্যশালিনী সে তারই মা। তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবার কেউ নেই। অনাগত ভবিষ্যে হয়ত এরকম থাকবে না।

জাহাজ ক্রিশ্চিয়ানিয়ার বন্দরের মধ্যে প্রবেশ করলে যাত্রীরা সারি বেঁধে ডেকের ওপর এসে দাঁড়াল—বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনেরা তাদের অভ্যর্থনা করতে—হাসি, আনন্দ, চুম্বন, কোলাকুলি ও চোখের জলের ফোয়ারা ছুটল। পীয়ার টুপি খুলে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল, কিন্তু তাকে কেউ লক্ষ্য করলে না। একজন হোটেল পোর্টারের নিকট লাগেজ জিম্মা করে দিয়ে সে নগরের পথে হেঁটে চলল—যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত।

রাত্রির আলোক তার ঘুমের ব্যাঘাত জন্মায়—সে ভুলেই গিয়েছিল যে, সারা রাত ধরে এখানে আলো জ্বলে। এ রাজধানী, কিন্তু তার কাছে বড় ছোট মনে হয়—তবু সে অন্তরের। যেখানেই যাই না কেন—কয়েক পা গেলেই যেন পথের শেষ হবে। এরাই তার স্বদেশবাসী, কিন্তু কাউকে সে চেনে না। তাকে অভ্যর্থনা করবার কেউ নেই কিন্তু তবুও সে ভাবে—একদিন কালের গতি ভিন্নমুখে চলবে।

অবশেষে একদিন যখন সে একটা বই এর দোকানের জানালায় উঁকি মারছিল, তখন হঠাৎ পশ্চাতে পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"কি

পীয়ার নাকি ?" এ তার একজন সহতীর্থ—টেক্‌নিক্যাল কলেজে একসঙ্গে পড়েছে।

রোগা ছিপছিপে—বরাবরই এই ধরণের। কলেজে তাকে দেখতে বেশ সুন্দর ছিল, কিন্তু এখন কি রকম নিস্তেজ হয়ে গেছে—জীর্ণশীর্ণ।

—"তোকে ত চেনাই যায় না"—পীয়ার তার হাত ধরে।

—"তুই নাকি এখন ক্রোরপতি—বাইরে এই রকম গুজব—খুব নাম কিনেছিস—?"

—"খুব বেশী মিথ্যে নয়—কিন্তু তোর খবর কি ?"

—"আমি—ওঃ, আমার কথা বল' না"—রাস্তায় যেতে যেতে ল্যাংবার্গ তার সমস্ত ইতিহাস খুলে বললে, তার দিন কি রকম খারাপ চলেছে—বাড়ীর অবস্থাও কি রকম ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। দশ বার বছর আগে সরকারী রেলওয়েতে ড্রাফটস্‌ম্যান হিসেব ঢুকেছিল এবং সেই কাজেই সে আছে। পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু আয়ের অঙ্ক একরকম সমান আছে বললেই চলে। 'যে মাইনে কি আর বলব ?' চোখ ঘুরিয়ে সে বন্ধুর হাত চেপে ধরল আশাহতের মত।

"দেখ"—পীয়ার তাকে বাধা দিয়ে বলল—"বলতে পারিস ক্রিশ্চিয়ানিয়াতে বিকেল কাটাবার মত সবচেয়ে ভাল জায়গা কোথায় আছে ?"

—"কেন, হ্যানস্‌ হিল-এ। সেখানে গানবাজনা হয়"—

—"বেশ, আজ রাতে সেখানে আমার সঙ্গে তোমার ভোজের নিমন্ত্রণ রইল—ধর এই আটটায়।"

—"ধন্যবাদ, আসতে চেষ্টা করব"।

পীয়ার ঠিক সময়েই এসে উপস্থিত হল—বারান্দায় একটা চেয়ার পেতে নিলে। কিছু পরে ল্যাংবার্গ এল—রবিবারের উপযুক্ত সবচেয়ে

ভাল সাজে সজ্জিত হয়ে। রং উঠে যাওয়া ফ্রক কোট—হাল্কা ট্রাউজার—সোলের টুপিতে কালের অত্যাচারের চিহ্ন সুপরিস্ফুট।

"কারুর সঙ্গে আমার গল্প করতে বেশ ভাল লাগে"—পীয়ার আরম্ভ করে—"গত কয়েক বছর ধরে কেবল একাকী নিজে নিজেই পথ কেটে চলেছি"—

"কি, যেদিন হতে ইজিপ্ট ত্যাগ করেছ সেদিন থেকে—"

—"হ্যাঁ, তার চেয়েও আগে। তারপর থেকে আমি এ্যাবিসিনিয়ায় ছিলাম।"

—"হ্যাঁ, এবার ঠিক মনে পড়েছে কাগজে সেই রকম দেখেছিলাম বটে। রাজা ম্যানেলিকের জন্য একটা রেলপথ তৈরী করছিলে—নয় কি?"

"হ্যাঁ—কিন্তু গত আঠার মাস যাবৎ শুধু নিশ্চিন্ত ঔদাস্যে দিন কাটাচ্ছি—কেবল থিয়েটার মিউজিয়াম করে বেড়াচ্ছি! প্রথমে এথেন্সে যাই, তারপর লণ্ডনে। একদিন পারথেনোন স্তেপভূমিতে বসেছিলাম মনে পড়ে—সে সময় মনে হয়েছিল—মূহূর্ত্তগুলো যেন আস্‌ছে আমার কাছে কত অর্থে মুখর হয়ে।

—"আর রেখে দাও ওসব—নাইল প্রপাতের মত জিনিষের সঙ্গে ওসব ছোট জিনিষের তুলনাই চলে না। এটা তৈরী করতে অনেক বছর লেগেছিল, না? বল ভাই, এ সম্বন্ধে কিছু বল, শুনি। বড় প্রপাতের একটু উপরেই না? সেই জায়গায় প্রকাণ্ড একটা খনির মত ছিল, না? দেখ, বাড়ীতে থেকে সব খবরই রাখি। কত আশ্চর্য্য জিনিষই না তোর চোখে পড়েছে? 'বেঁচে থাকা'—একেই বলে। আচ্ছা; কোন্‌ শহরে থাক্‌তিস্‌ তুই?"

"এ্যাসুয়ান্‌"—অন্যমনস্ক ভাবে পীয়ার উত্তর দিল। বাগানের

দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ—সেখানে ক্রমশ অপরিচিতের সংখ্যা বাড়ছে।

"সাবাই বলে—জলপ্রপাতটা পিরামিডের মত আর এক আশ্চর্য্য জিনিষ হয়েছে। জল বেরোবার কতগুলা গেট যেন আছে—একশ' কত ?"

"দু'শ ষোল"—পীয়ার উত্তর দেয়। "আচ্ছা, ঐ মেয়েদের চিনিস"—সে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলে—নিকটেই টেবিলের ধারে হাল্কা পোষাকে সজ্জিত হয়ে একদল মেয়ে বসে আছে।

ল্যাংবার্গ মাথা নাড়ল। সে এখন বৃহৎ জগতের খবরের জন্য ক্ষুধার্ত্ত !

"আমার ভারী অদ্ভুত ঠেকে"—সে বলে চলে—"একাজে তুই কি করে সবাইকে পেছনে ফেললি—রেলপথ, জলপ্রপাত এই সব জিনিষে—কিন্তু তোর নিজের লাইনত মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনীয়রিং ছিল। অবশ্য বছর খানেক তুই রাস্তারেলপথ নিয়েও ব্যস্ত ছিলি। কিন্তু—"

স্কুলের মেয়েদের দল—এক একটি যেন বিদ্যুৎ জ্যোতি !

—"কিহে, শ্যাম্পেন খাবে" ? পীয়ার জিজ্ঞাসা করে—"কি পছন্দ কর, মিষ্টি—না, একেবারে র' ?"—

"কেন, কিছু পার্থক্য আছে নাকি ? আমি কিন্তু জানি না। তা' লোকে যখন ক্রোরপতি হয় তখন—"

"আমি ক্রোরপতি নই"—পীয়ার হেসে উত্তর দেয়—একজন ওয়েটারকে সে ইঙ্গিত করে।

"আমি জানি, তুমি তাই। তুমিই ত একপ্রকার মোটর পাম্প আবিষ্কার করেছিলে, যার জন্য বাজারের অন্যান্য মোটরপাম্পদের পাততাড়ি গুটাতে হয়েছে। তা ছাড়া—ঐ এ্যাবিসিনিয়ান রেলপথ—" সে দীর্ঘশ্বাস

ফেল্‌ল—"তাছাড়া কেউ ভাগ্যবান জানলে, কত আনন্দ হয়। আমাদের অবশ্য অভিযোগ করা উচিত নয়। তারপর ক্লস ব্রক আর ফার্ডিনাণ্ড হলমের খবর কি? তারা কি কর্‌ছে?"

—"ক্লস এডফিনার খেদিভদের ষ্টেটের তত্ত্বাবধান করে। ষ্টীম পাওয়ারে কৃষিকার্য্য চালান তাঁর উদ্দেশ্য—নিজের উদ্ভাবিত উপায়ে রেলপথ নির্ম্মাণ—এই রকম কাজ নিয়ে ব্যস্ত। হ্যাঁ ক্লস একটা নূতন শহর গড়ে তুলছে। তার সৃষ্টি ডেনমার্কের রাজ্যের চেয়েও বড়।"

—"তাই নাকি"—ল্যাংবার্গ চেয়ার থেকে পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে। "আর ফার্ডিনাণ্ড হলম—তার খবর কি?"

—"ও, সেও অনেক বড় বড় কাজ করেছে। লিবিয়ান মরুভূমিতে গিয়েছিল—ও আবিষ্কার করেছে যে মাটির কয়েকহাত নীচেই দেহের শিরা ও উপশিরার মত জলের বহু ধারা মরুভূমি পরিব্যাপ্ত করে আছে। আর কি চাই এখন! সেখানে ভাল রকম চাষের ব্যবস্থা করলে শস্যসম্ভারে সে দেশ হবে 'নন্দন কানন'।"

"উঃ, কি ভীষণ আবিষ্কার!"—ল্যাংবার্গের এবার দম বন্ধ হবার উপক্রম।

পীয়ার fjord দিকে চেয়ে বলতে লাগল—"গত বছর খেদিভদের সাহচর্য্যে কয়েক লক্ষ্য মূলধন নিয়ে সে একটি যৌথ কারবার খুলেছে। সেই এই কোম্পানীর চীফ ইঞ্জিনীয়র।"

"তার মাইনে কত? নিশ্চয়ই পঞ্চাশ হাজার ক্রাউনের কম হবে না।"—

—"তার মাইনে বছরে দু'শ হাজার ফ্রাঙ্ক"—পীয়ার একটু না ভেবেই বলে ফেলল। কারণ বন্ধু হয়ত টাকার অঙ্ক শুনে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারে—। "হ্যাঁ, ফার্ডিনাণ্ড—মস্তাবান পুরুষ!"

ল্যাংবার্গ'এর প্রকৃতস্থ হ'তে কয়েক মিনিট কেটে যায়। শেষে আড়চোখে চেয়ে বলে—"আর তুমি আর ক্লস ব্রক—সেই কোম্পানীতে নিশ্চয়ই তোমাদের লক্ষ লক্ষ টাকার শেয়ার আছে ?"

পীয়ার বাগানের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। চশমা খুলে শুধু বলল—"তোমার মঙ্গল হোক"।

—"তুমি নাকি আমেরিকা গিয়েছিলে"···সে থামো না বলে "বোধ হয় যাওনি ?"

"আমেরিকা ? হ্যাঁ, কয়েক বছর আগে যখন ব্রাউন ব্রস'দের সঙ্গে কাজ করতাম - তারা আমায় গাছ কিন্‌তে আমেরিকায় পাঠিয়েছিল। এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে ?"

—"না কিছুই নেই। আমি খালি ভাবছিলাম, তুমি সেখানে গিয়েছ—সেখানকার সব আশ্চর্য্য জিনিষ দেখে ফেলেছে—বিজ্ঞানের রাজ্য সে······।"

—"দেখ, সত্যি কথা বলতে—এসব বৈজ্ঞানিক আশ্চর্য্য আমার একটুও ভাল লাগে না। আমি চাই—এমন একটা ওয়াটার মিল' তৈরী করতে—যা' চব্বিশ ঘণ্টায় এক থলে শস্য গুড়িয়ে ফেলতে পারবে।"

"কি ? কি বলছ ?" ল্যাংবর্গ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল—"হা-হা-হা—তুই দেখছি ঠিক আগের মতই আছিস্—"

—"না-না, আমি ঠাট্টা করছি না।"—একটা গ্লাস ল্যাংবার্গ এর দিকে এগিয়ে দিলে—"এস, আবার পুরানো দিনে ফিরে আসা যাক—কি বলিস্ ?"

—"ওঃ ধন্যবাদ—অজস্র ধন্যবাদ—পুরানো সব হারিয়ে যাওয়া দিন। আঃ কি চমৎকার ! তাহলে বল, তুমি সেই অসভ্যদের দেশটাকে ভালবেসে ফেলেছ, নয় কি ?—হা-হা-হা—"

—"ইজিপ্টকে তুমি অসভ্যদের দেশ বল?"

—"তারা কি এখন জোয়ালে গরুর বদলে স্ত্রীদের জোতে না?"

"এখানে একজন সারা রাত তারা-ভরা আকাশের দিকে চেয়ে মস্ত রাত কাটিয়ে দেয়। তারপর স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে। আর ভিয়েনায় একজন ব্যবসায়ী থিয়েটারে যেতে যেতে মোটরে দরকারী চিঠি পত্র লেখে —ষ্টলে বসে টেলিগ্রাম করে। একদিন হয়ত দেখতে পাবে, ষ্টলে বসে আছে—এককানে টেলিফোন আঁটা আর অন্যকান দিয়ে থিয়েটারের অভিনয় শুনছে—বিজ্ঞানের দৈবীমায়া ত এই।—বিস্ময় সৃষ্টিকারী তাই নয়?"

—"তুমি এই রকম কথা বলছ? তুমি না নাইল নদীর বাঁধ বেঁধেছ —মরুভূমির মধ্য দিয়ে রেলপথ নিয়ে গেছ?"

পীয়ার কাঁধটাকে একটু কুঁচকে নিয়ে বন্ধুকে একটা সিগার খেতে দিলে। কফি হাতে একজন ওয়েটার এসে উপস্থিত।

"মানবতার দ্রুত উন্নতি করতে সাহায্য করা—একি তুমি 'তুচ্ছ' বলতে চাও?"

"হায় ভগবান! আমাকে বলতে পার, মানুষ যে এত তাড়াহুড়া করছে—কোথায় যাবে তবে তারা—লক্ষ্য তাদের কতদূর?"

"ঐ নাইল নদীর বাঁধ ইজিপ্টের শস্যের পরিমাণ দ্বিগুণতর করে তুলেছে। লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনের সংস্থান করেছে—এ কি কিছু নয়?"

—'এ পৃথিবীতে বোকার সংখ্যা কি অজস্র নয়? পৃথিবীতে দুঃখ দৈন্য জাতিগত বৈষম্যের শেষ নেই। তুমি কি এটাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে চাও"?

"কিন্তু ইউরোপীয় শিক্ষা সম্বন্ধে তোমার কি মত? যেখানে তুমি যাও; সেখানে তোমার কি মনে হয় না—তুমি সভ্যতার পুরোহিত"—

"প্রাচ্যে ইউরোপীয় সভ্যতা প্রসারের অর্থ এই যে, লণ্ডন অথবা প্যারিসের দু'একজন বড় বড় কোটিপতি এশিয়া বা আফ্রিকায় বেড়াতে যাবে—সেখানে তারা একটা বোতাম টিপবে আর অমনি মন্ত্রী, জেনারেল, ধর্ম্মযাজক, ইঞ্জিনীয়র "হুজুর" বলে এসে সেলাম ঠুকবে—জো হুজুর"—

'সংস্কৃতি! একটা টাকা—আরও দশটা টাকার জন্ম দেয়। দশটা—আবার আরও একশটা! আরও আশা—আরও প্রতিযোগিতা—কিন্তু এসব কিসের জন্য! সংস্কৃতি? ভুল—বন্ধু ভুল! টাকার জন্য। মিশনারী! যতদিন না পশ্চিম ইউরোপ তার সমস্ত আধুনিক বিজ্ঞানের অদ্ভুত ক্ষমতা, ক্রিশ্চিয়ানিটি, রাজনৈতিক সংস্কার নিয়ে—আমাদের হীন-চেতাদের চেয়ে ভাল করে আরও উচ্চতর মানবতার আদর্শে গড়ে তুলছে—ততদিন ঘরের ছেলে মুখবুজে ঘরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। এই হচ্ছে সত্যিকথা"—পীয়ার তার পানীয় নিঃশেষে পান করলে।

হতভাগ্য ল্যাংবার্গ এর কাছে এ দুঃখেরকথা। তার প্রতিদিনের মাধ্যমিক জীবনে সে এই ভেবে সন্তুষ্টি লাভ করত যে, এই পৃথিবীতে সে আপনাকে যথাসাধ্য সভ্যতার উন্নতিতে প্রয়োগ করেছে।

অবশেষে সে আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে সিগারের ধোঁয়া লক্ষ্য করতে লাগল—মুখে হাসির রেখা।

—"কলেজের একটা ছেলের কথা মনে পড়ছে"—ল্যাংবার্গ আরম্ভ করে—"সে প্রমেথিয়াস সম্বন্ধে খুব বলত—মানবতার মুক্তি—অলিম্পাস হ'তে নিত্যনূতন বহ্নি চুরী করে মানবতার মুক্তির কথা।—

"আমিই সেই"—পীয়ার হাসতে হাসতে উত্তর দিল—"আমি তখন শুধু ফার্ডিনাণ্ডের কথার প্রতিধ্বনি করেছি।"

—"সে সব কথা এখন তুমি আর বিশ্বাস কর না?"

—"আমার ধারণা আগুন আর ইস্পাত মানুষকে পশুতে পরিণত করছে—যন্ত্র আমাদের দেবোপম সত্তাকে গলা টিপে হত্যা করছে"—

—"কি সাংঘাতিক—কিন্তু ধর্ম্মের পথে মানুষ যতদিন না"—

"যত গভীর ক্রিশ্চিয়ান মনোবৃত্তি তোমার থাক-না, তোমার কি মনে হয় না—এমন একদিন আসবে—যখন ক্রুশের সন্ন্যাসীর চেয়ে বড় আরও কিছুর আমরা আরাধনা করব।"

—'না—না—তা হয় না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কেন—

—"আমিও জানি না। কিন্তু একথা ঠিক যে, ধর্ম্মভাব বলে পৃথিবীতে আর কিছু নেই। যন্ত্র অসীমের প্রতি আকাঙ্ক্ষাকে বিনাশ করেছে। বড় বড় দেশের সাধুলোকদের জিজ্ঞাসা কর। তারা বড়দিনের সন্ধ্যায় গ্রামোফনে—"The Dollar Princess" বাজিয়ে কাটায়।"

ল্যাংবার্গ পীয়ারকে নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করতে লাগল। পীয়ার ধীরে ধীরে ধূমপান করছে। তার মুখ মদখাওয়ার জন্য লাল হয়ে উঠেছে—মাঝে মাঝে চোখ বুজে আসছে—চিন্তা এ জগতে ছেড়ে ভিন্ন জগতে পাখা উড়িয়ে ছুটে চলেছে—

"এখন তুমি কি করবে?"—তার বন্ধু অবশেষে জিজ্ঞাসা করে। পীয়ার চোখ খুলল।

"কি করব? জানি না—আগে চারিদিক দেখতে হবে। তারপর একটা সুবিধামত স্থান সংগ্রহ করে নীড় রচনা করব, কোন পল্লীসুন্দরীকে বিয়ে করে। সেই ত জীবন—"

বাগানটি এখন লোকে লোকারণ্য হয়ে এসেছে—সকলেই হাল্কা গ্রীষ্ম সুট পরেছে—এই আলোক খচিত সন্ধ্যার মন্থরতা ভেদ করে ঘন ঘন হাসির রোল আর আনন্দ কলহাস্যের তরঙ্গ ভেসে আসছে। পীয়ার তাদের গভীরভাবে লক্ষ্য করতে লাগল—সকলেই তার অপরিচিত। ল্যাংবার্গকে

সে তাদের নাম জিজ্ঞাসা করতে লাগল। ল্যাংবার্গ দু'জন বড়লোকের পরিচয়লিপি দিল—একজন ক্যাবিনেট মিনিষ্টার আর একজন বিখ্যাত দেশ-আবিষ্কারক। "কিন্তু মৌখিক আলাপ কারুর সঙ্গেই নেই—ওসব সমাজে মেশা আমাদের সামর্থ্যে কুলায় না—বুঝতেই ত পার।"

—"জায়গাটা কি সুন্দর।"—পীয়ার বলে—fjord ওপর হলদে আলোর রেখার দিকে আর একবার সে তাকাল—"জন্মভূমিতে আবার ফিরে আসা কি আনন্দের কথা।"

ট্রেণে চড়ে গ্রামে যেতে যেতে জানালা দিয়ে সে দেখতে লাগল—গোলাবাড়ী—ক্ষেতের পর ক্ষেত—গাছের সারি দেওয়া শানবাঁধান পথ। কোথায় সে যাচ্ছে? নিজেই জানে না—কিন্তু তাই বলে উদ্দেশ্য-বিহীনভাবে বেড়াতে কি দোষ—যখন খুশী নেমে পড়লেই হয়। আজ পয়সার চিন্তা না করে, নিজের দেশ-ভ্রমণ করবার ক্ষমতা তার হয়েছে। নিরুদ্বেগে, নিশ্চিন্ততায় দিন কাটাতে সে পারে—পথে যেতে যেতে যে সৌন্দর্য্য উপছে ওঠে—তা ভোগ করবার যথেষ্ট সময় তার আছে।

ঐ ত মোসেন,—বনানী সমাকীর্ণ পাহাড়-ঘেরা বড় হ্রদটা; হ্রদের চারিপাশে শস্যপূর্ণ গোলাবাড়ী। এখানে সে পূর্ব্বে আর কখনও আসেনি, কিন্তু তার মনের মধ্যে কে বলছে,—"চিনি, তোমায় আমি চিনি।" আর একবার সে শস্যশালিনী উর্ব্বরা ধরণীর সৌন্দর্য্য পান করতে লাগল। পাহাড়, বন, মাঠ, প্রান্তর—মনের মুক্তপটে ভেসে উঠছে। কিন্তু দিনের শেষে মাঠ-প্রান্তর আরও সঙ্কীর্ণ হয়ে আসতে লাগল। তারা গুডব্রাণ্ডসড্যালেনএ এসে পৌছাল—নদী আর পাহাড়ের মধ্যে যে শ্যামলতার উৎসব তার ওপর রোদে-পোড়া গোলাবাড়ীগুলো কে যেন বসিয়ে দিয়েছে। পীয়ারের মনে দূরের ছবি ভেসে আসছে—ধূ ধূ মরু প্রান্তর—শুষ্ক তালবীথিকা—ভেনিসের খালের চিত্র—পুরাতন সব দিন।

কিন্তু এখানে—এখানে সব তার সুপরিচিত। যদিও পূর্ব্বে কখনও

সে এখানে আসেনি, কিন্তু এরা যেন মায়ের স্নেহে তাকে আহ্বান করছে। মনে হয়, সুদীর্ঘ নির্ব্বাসনে এরাই যেন এতদিন নিরন্তর তাকে আহ্বান করে এসেছে।

হঠাৎ সে তলপী-তলপা বেঁধে সেইখানেই নেমে পড়ল—কোন্ ষ্টেশন, তার নামও জানে না। হোটেলে আহার, পিঠে ছোট একটি বেডিং—আর চাই কি! ঐ ত সামনে প্রসারিত রাজপথ সুন্দর সুদূর পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে।

একাকী? কি এসে যায় তাতে—যখন চারিদিকে সহস্র জিনিষ তাকে হাত বাড়িয়ে সাদরে আহ্বান করছে—"এস বন্ধু এস,"—খাড়া রাস্তা লঘু বাতাস—দূরের কুঁড়ে-ঘরগুলি ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসে। এক সময় কুঁড়েগুলি ছোট হ'তে হ'তে দেশালাইয়ের বাক্সে পর্য্যবসিত হয়—উপত্যকায় দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হতে থাকে—লোকগুলি মেঘরাজ্য বাস করছে। কিন্তু অনেক অনেক যুবক এমনি ভাবে ধূসর সন্ধ্যায় এই রাস্তা দিয়ে তার 'মেরী' অথবা 'কেরীকে' সম্বর্দ্ধনা করতে গেছে—এই পথ বেয়ে যুগ যুগ ধরে ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে। পীয়ারের মনে হতে লাগল…ঐ সব যুবকেরাই তার বন্ধু, সাথী—নিজের মধ্যে সে আজ যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা অনুভব করছে—যা অবশেষে এতদিনে বন্ধনমুক্ত হ'তে পেরেছে।

ওঃ, এখন জামা টুপি খুলে ন্যাপস্যাকে বেঁধে ফেলতে হবে। পেছনে উপত্যকার দৃশ্য যতই মিলিয়ে যায়, সম্মুখের মালভূমির দৃশ্য ততই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। নীল বাদামী রংকরা পাহাড়—তার ধূসর খাড়ি হয়ত শ্যাওলা-পিছল—এই অস্তমান সূর্য্যের কিরণে দাঁড়িয়ে আছে—যেন সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ একের পর এক দূরাতিদূর অবধি অচঞ্চল গতিতে এগিয়ে গিয়েছে সুদূর আকাশে যেখানে আলোর ঝলমলানি—

মেঘের নিঃসঙ্গতা। একান্ত অপরিচিত সব, কিন্তু তারা তাকে হাতছানি দেয়—পরিচয় করে—উত্তরের উষ্ণতা অনুভব করা যায়।

আঃ এখন সে চিন্‌তে পারছে—ঐ ত লফোটন সমুদ্র শাদা মুকুট-পরা বড় বড় শব্দায়মান তরঙ্গ নিয়ে গর্জ্জনকারী সমুদ্র পাহাড়ের দিকে তেড়ে আসছে। পীয়ার লাঠির ওপর ভর দিয়ে ক্ষণকালের জন্য দাঁড়াল—দৃষ্টি অর্দ্ধনিমীলিত। তার মধ্যে সমুদ্রের মত উত্থান পতন চলেছে। যুগযুগ ধরে এমনি তরঙ্গ উঠছে পড়েছে মানবহৃদয়ে, অসীমতার আহ্বানে তাকে ব্যাকুল করে তুলেছে। প্রতিদিনের জীবনে এই তরঙ্গ সুপরিচিত নৃত্যের ভঙ্গিতে আমাদের চালিত করে—হাজারে একজনের মাথায়ও এ প্রশ্ন উঠে না—"কেন? কোথায়?" এমনি একটা তরঙ্গের কবলে সে পড়েছে—তাকে নিয়ে যাবে কোথায়? কেন? বেশ, অনাগত ভবিষ্যে এ প্রশ্নের সমাধান হবে-এখন সম্মুখে সীমাহীন আকাশের তলে পাষাণের সমুদ্র নিঃসীম পরিচিতি বিস্তৃত করে রয়েছে। সে কপালের ঘাম মুছে সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

কিন্তু দূরে—ঐ উত্তর-পূব কোণে ও কি দেখা যায়? শাদা শাল জড়ান তিনটি মেয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছে—ও নিশ্চয় রনডেন'। সান্ধ্যসূর্য্য দূরে পাহাড়ের চূড়ায় রক্ত ছড়াচ্ছে। আর একটা পাহাড় এই ত—তার চূড়া। তারপর সম্মুখে সেই বড় মালভূমি, জলা, উঁচু টিবি, আর পাহাড়ের বুকে ছোট ছোট 'হ্রদ'। আঃ কি পরিতৃপ্তি!

একি—প্রতি মুহূর্ত্তে তার পদক্ষেপ দ্রুত ও লঘু হয়ে উঠছে কেন? তার অজ্ঞাতসারেই সে প্রাণ খুলে গান ধরেছে। যদি যৌবনে ফিরে আসার আর কোন পথ খোলা না থাকত, তা হলে না জানি কি হত—হে ঈশ্বর!

Saetor! একখণ্ড সবুজের ওপর ছোট্ট একটি কুঁড়েঘর। চারিধারে

বাঁশের বেড়া—একটা লম্বা গোয়াল ঘর—পালিশ-বিহীন কাঠের তৈরী। নিশ্চয়ই কোন Saeter; চুপ্, শোন—কে একজন মেয়ে গাইছে না! পীয়ার চুপি চুপি গেটের মধ্যে ঢুকে বেড়ার দেওয়ালে কান পেতে রইল। "স্থাপ, স্থাপ স্থাপ"—পাত্রের মধ্যে দুধ পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে—নিশ্চয়ই পরীলোকের কোন তরুণী বসে দুধ দোহন করছে। এমন সময় গানের সুর ভেসে এল—

"সন্ধ্যারাণী, রবিবারের সন্ধ্যারাণী
চিরদিনের—প্রিয়তমা সন্ধ্যারাণী।"

স্থাপ, স্থাপ, স্থাপ—আবার পাত্রে দুধ দোহনের শব্দ! হঠাৎ পীয়ারও গান ধরলে—

"দীপ্ত মধুর, নম্র ধূসর, সন্ধ্যারাণী
যুগ অলকার প্রিয়তমা, সন্ধ্যারাণী।"

দুধ দোহন বন্ধ হয়ে গেল, জিজ্ঞাসু নেত্রে মুখ ফেরাবার সঙ্গে সঙ্গে গরুর গলায় ঘণ্টা বেজে উঠল—ঢং ঢং;—একটি মেয়ের কোমল রেশমী চুলভরা মাথা দরজার মধ্যে দেখা গেল—তারপর মেয়েটি স্বয়ং—একটি তন্বী, হাসিমুখী, অষ্টাদশী কুমারী।

"গুড ইভনীং"—পীয়ার করমর্দ্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলে।

বালিকাটি মুহূর্ত্তকাল তার দিকে চেয়ে রইল—তারপর নিজের বেশের দিকে তাকাল—কোন পুরুষ অনুরাগের চোখ দিয়ে চাইলে যেমন করে বয়স্কা মহিলারা তাদের পোষাকের দিকে তাকায়,—ঠিক তেমনি করে।

"কে আপনি?"—মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে।

"আমাকে একটু 'ক্রীম পরীজ' রেঁধে দিতে পার?"

—"তাহলে আগে দুধ দোয়া শেষ করে নি'।"

এবার পীয়ার তাকে সাহায্য করবার সুযোগ পেলে। ন্যাপস্যাকটা বের করে হাত ধুল'—সুমিষ্ট বাতাসে টুলের ওপর বসে ব্যস্ততার সহিত দুধ দোহন করতে লাগল। তারপর কুঠার এনে আগুন জ্বালাবার জন্য কাঠ কাটল। বালিকাটি সর্ব্বক্ষণ তারদিকে চেয়ে আছে, হয়ত ভাবছে—কে এই মাথা পাগল লোকটি! পরীজ তৈরী হলে, পীয়ার তাকেও তার পাশে বসে খেতে অনুরোধ করলে। তারা অল্প খায় আর হাসে, কথা বলে, আবার খায়—আবার হাসে। তারপর পীয়ার দামের কথা জিজ্ঞাসা করে।

"তোমার যা ইচ্ছে"—

পীয়ার তাকে দু'ক্রাউন দিল—তারপর মুখ ফিরিয়ে তার ঠোঁটে চুম্বন এঁকে দিলে।

"একি"—পীয়ার যেতে যেতে শুনতে পেল—মেয়েটি বলছে। খানিক-দূর যেয়ে সে পিছন ফিরে তাকাল, দেখল—মেয়েটি দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে—চোখের ওপর হাত রেখে—তাকে লক্ষ্য করছে নির্নিমেষ নয়নে।

"তারপর এখন কোথায়?" রাত্রের পূর্ব্বে নিশ্চয়ই সে আবার লোকালয়ে পৌছাতে পারবে। এ ত তার বাসভূমি নয়! না—এখানে নয়।

যখন তুষার-শুভ্র পাহাড়ের নীচে বড় একটি হ্রদের ধারে উপস্থিত হল তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। এখানে হ্রদের ধারে কয়েকটা 'Sæter' আছে। বনভূষিত দ্বীপ—একটা ছোট গোলাবাড়ী—মনে হচ্ছে কোন শহরবাসীর গ্রীষ্ম-যাপনের কুটীর।

হ্রদের জলে এখনও সায়াহ্নের রক্তিম আভা—যাই যাই করেও এখনও যেতে পারে নি। দ্বীপের দিকে একটা নৌকা আসছে।

হ্রদের জলে এখনও সায়াহ্নের রক্তিম আভা—যাই যাই করেও এখনও যেতে পারে নি। দ্বীপের দিকে একটা নৌকা আসছে—দাঁড়ে দুটি মেয়ে—বাহিতে বাহিতে তারা গান গেয়ে আসছে। তার মনে এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হল।—এই খানেই সে থাকবে।

Saetor-কুঁড়ে-ঘরে একজন অস্বাভাবিক মোটা মেয়েমানুষ—এখনি শোবার উপক্রম করছে। তাকে কি সে রাত্রির বাসস্থান দেবে? সে যে বাসস্থানের জন্য এসেছে—তা সে ভেবেছিল। গড়াতে গড়াতে সে এক ঘরে ঢুকল।

একটি ছোট কক্ষে পীয়ার শুয়ে আছে লেপের তলায়—পাহাড়ী মাদুর। সদ্য-ধৌত প্রাঙ্গন হতে জুনীফার লতার তাজা গন্ধ আসছে—চারিধারে দেওয়ালে মাখনের কৌটা সারি সারি সাজান রয়েছে। আঃ, সে অনেক জায়গায় রাত কাটিয়েছে অনেক ভাবে—সমুদ্রে, লফোটনে, নৌকায়, চলমান উটের পিঠে, জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তরে তাঁবুর মধ্যে আর আরব রজনীর প্রাসাদে—যেখানে বামন বীরেরা তালপাতার পাখা দ্বারা তাকে বীজন করেছে ক্লেশ অপনয়নের জন্য—তারা তাকে সম্মান করেছে। আর আজ সে এমন জায়গায় স্থান পেয়েছে—যেখানে স্থান পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। সে চোখ বুজে নদীর মৃদু কুলু কুলু গীতি শুনতে লাগল—ঝাপ্‌সা আঁধারে গ্রীষ্মের মৃদুসলিলা স্রোতস্বতী আজ যেন মুখর। শীঘ্রই ঘুম তাকে অধিকার করল।

পরদিন বিকেলে সে জাগরিত হয়ে দেখল—সেই মোটা মেয়েমানুষটি কফি হাতে ঘরে ঢুকছে। তারপর সবুজ নীল মেশান হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্নান, সাঁতার কাটা—ট্রাউট খুঁজে বের করা—আর লাঞ্চ-এর জন্য সদ্য সেঁকা রুটি, পুরু ক্রীম খাওয়া!

মেয়েমানুষটি বলেছে, সে যে রকম রান্না করে—সেই রান্না যদি তার পছন্দ হয়, তা হলে এখানে সে কয়েকদিন থাকতে পারে। শয্যায় এখনও কোন লোক নেই।

এইভাবে পীয়ার সেখানে থেকে যায়—আর মাছ ধরে। মাছ সে ধরে খুব কমই। কিন্তু দিনগুলি কাটছে বেশ নিশ্চিন্ত আলস্যে। নীলাভ সবুজের আমেজে রঙিন পাহাড় শ্রেণী গ্রীষ্মের উত্তপ্ত মন্থরতায় ঘনায়মান। শীঘ্রই সে জানতে পারলে রীংবী হ'তে আগত ইউথো নামক একজন বণিক তার স্ত্রী ও কন্যাসহ এই দ্বীপে বাস করছে। কিন্তু তাতে তার কি এসে যায়?

প্রায়ই সে নৌকায় শুয়ে পাইপ টানে—কল্পনার জাল বোনে—মধুর স্বপ্ন আসে যায়। সন্ধ্যার লাল জলে একখানি নৌকা ভাসছে—নৌকায় একটি তরুণী। দ্বীপের নির্জ্জনতায় নিভৃত মিলন—কেউ জানতে পারবে না। তার ভাগ্যে এরকম কখনও কি ঘটবে? না কখনও না।

সূর্য্য অস্ত যায়—'Saoter'র যতই নিকটবর্ত্তী হয়, গরুর গলার ঘণ্টার শব্দ ততই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে—Saoter বালিকাদের সঙ্গীতময় আহ্বান, গৃহপালিত জন্তুর চীৎকার বাতাসে ভেসে আসে। দূরে পাহাড় শ্রেণী মূক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তাদের তুষার চুম্বিত শীর্ষে রক্তের ছোয়াচ লাগে। জ্যোৎস্নালোকিত রাত ধরে ঝরণা ধারা কুলুকুলু গান গেয়ে বয়ে চলে একটানা।

তারপর একদিন সকল দিনের সেরা দিনটি আসে।

সেদিন সে পাহাড়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল—কম্পাসের সাহায্যে পথ করে এবং ফিরে আসার জন্য পথচিহ্ন ঠিক করতে করতে এগিয়ে চলেছে। সামনেই একটা জলাভূমি—তার চারধারে কালো জামের গাছ। জামের স্বাদ শৈশবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সে আরও খানিকটা

এগিয়ে গেল—লাল 'হেথার' বেষ্টিত পাংশুল শৈলমালা—তারপর ওটা কি? ধোঁয়া? সে তাড়াতাড়ি সেইদিকে ছুটে চলল। হ্যাঁ, সত্যিইত ধোঁয়া। একটা পাখী পাখা ঝাপটা মেরে সশব্দে উড়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে তার একপাল ছেলেমেয়ে। হায় ভগবান, মাড়িয়ে ফেলবে নাকি? পদদলিত করবার ভয়ে সে পাশ কাটিয়ে রওনা হল। ধোঁয়া নিকটে কোন মানবের অস্তিত্বের কথা জানিয়ে দেয়—হয়ত কোন ল্যাপদলের নিকটবর্ত্তী হয়েছে সে! তার চেয়ে যেয়ে দেখা যাক্ না কেন? শেষ চূড়াটা অতিক্রম করলে—নীচেই একটা আগুণের চুল্লী। দু'টি মেয়ে উঠে দাঁড়াল। আগুনের ওপর একটা চক্‌চকে কেটলী—কফি তৈরী হচ্ছে। পাশে তৃণ সমাকীর্ণ ভূমিতে কাগজের টেবিলক্লথে স্যানডুইচ, মাখন, চর্ব্বি প্রভৃতি ছড়ান রয়েছে। বিস্ময়ে পীয়ার থমকে দাঁড়ল; মেয়ে দুটি তাকে চেয়ে দেখতে লাগল—সেও। সকলের মুখেই শঙ্কিত হাসি।

অবশেষে পীয়ারই টুপি খুলে রাস্টাড Saeterএ যাবার পথ জিজ্ঞাসা করে। বুঝিয়ে বল্‌তে তাদের খানিকটা সময় কেটে যায়—ক'টা বেজেছে? তারা জিজ্ঞাসা করে। সে খুব ঠিকঠিক বলে, এমন কি মিনিট পর্য্যন্ত—তারপর তাদের ঘড়িটা তুলে ধরে দেখিয়ে দেয়—তারা নিজেরাই পড়ে নিতে পারে। এতে আরও বেশী সময় লাগে। ইতিমধ্যে প্রত্যেকেই পরস্পরকে দেখবার পালা সাঙ্গ করে ফেলেছে—কাজেই চলে যাবার আর অত তাড়া নেই। একটি মেয়ে বেশ লম্বা ছিপছিপে, গোলগাল মুখ, আপেলের রং ছোঁয়া—মাথায় বাদামী চুলের গুচ্ছ। ভুরুযুগল খুব কালো, টানাটানা, নাকের ওপর এসে মিলেছে—দেখতে বেশ মনোরম। তার গায়ে নীল সার্জ্জের জামা, স্কার্ট একটু ওপরের দিকে ওঠান—কাজেই পায়ের গোড়ালী সুস্পষ্ট দেখা যায়। অপর মেয়েটি একটু বেঁটে ধরণের—হাসলেও তার মুখে সর্ব্বদা কেমন একটা

সকরুণ ভাব ভাসতে থাকে। "আচ্ছা"—হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করে—"আপনার কাছে কি কোন ছুরী আছে?"

"আছে"—পীয়ার তখনই চলে যাবার উপক্রম করছিল কিন্তু এবার থাকবার সুবর্ণসুযোগ পাওয়া গেছে।

"আমাদের একটিন সারডিনস্ আছে, কিন্তু টিন্ খুল্তে পার্ছি না"—সুন্দরী মেয়েটি বলে।

"আচ্ছা, আমাকে একবার দেখতে দিন"—পীয়ার বলে। সৌভাগ্যের বিষয় টিন খুলতে গিয়ে পীয়ার হাতের খানিকটা কেটে ফেল্লে—তখন মেয়ে দুটি মিলে জড়াজড়ি করতে করতে কাটাস্থান বেঁধে দিল। শেষে পীয়ারকেও তাদের কফি পার্টিতে আহ্বান করে।

—"আমার নাম মার্লে ইউথো"—সুন্দরী মেয়েটি বিনয়ের সুরে বলে।

—"তাহলে লেকের ধারের বাড়ীটা আপনাদেরই?"

"আমার নাম মর্ক—থেয়া মর্ক-আমার বাবা একজন উকীল। লেক থেকে একটু দূরে আমাদের ছোট্ট কুটীর"—করুণ চোখে অপর মেয়েটি বল্লে।

পীয়ার নিজের পরিচয় দিতে যাচ্ছিল এমন সময় তাকে বাধা দিয়ে পূর্ব্বের মেয়েটি বল্লে—"ও, আমরা আপনাকে চিনি—আপনাকে প্রায়ই লেকের জলে নৌকা বাইতে দেখেছি। কাজেই খোঁজ করতে হয়েছে কে আপনি। আমাদের একজোড়া ভাল চশমা আছে।"

"মার্লে"—তার বন্ধু তাকে সতর্ক করে দেয়।......"কাল আমাদের একজন মেডকে আপনার গতিবিধি লক্ষ্য করতে পাঠিয়েছিলাম"—

"মার্লে, কি সব বাজে বক্ছিস?"—

বেশ আনন্দোজ্জ্বল উৎসব। মেয়ে দুটির বয়স কত অল্প, তারুণ্যপূর্ণ,

একটুতেই হেসে লুটিয়ে পড়ে। তারা তিনজনে অনেকটা রুটি, মাখন কফি খেয়ে ফেলল।

মার্লে মাঝে মাঝে পীয়ারের দিকে আড়চোখে চায়—আর খেয়া, মার্লে যে সব অবান্তর কথা বলেছে, তার জন্য তাকে খুব ভৎর্সনা করল—সে পীয়ারের দিকে উদ্বিগ্ন চক্ষু মেলে তাকাতে লাগল।

দূরে বহুদূরে পশ্চিমে সূর্য্য একটা পাহাড়ের কাঁধের ওপর ঢলে পড়েছে। সন্ধ্যার সূচনা হচ্ছে। তারা সব জিনিষপত্র জড় করতে লাগল—পীয়ার কাঁধে এক থলে কালো জাম আর এক হাতে একটা পাত্র নিল। "একে আরও কিছু দাও"—মার্লে বলে—"তাতে ওর স্বাস্থ্য উন্নতির সুযোগ পাবে। কি বল?"

—"মার্লে তুই ভারী পাজী"—

—"এই ঠিক হয়েছে"—পীয়ারের আর এক হাতে একটা বাক্স ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

তারপর তারা পাহাড় থেকে অবতরণ করতে আরম্ভ করে। যেতে যেতে মার্লে গান ধরে, শীষ দেয়, লঘু নৃত্যের ছন্দে পা ফেলে। পীয়ারও গান গায়—শেষে তিন জনেই একযোগে সুর ধরে। যখন তারা কোন জলপূর্ণ ছোট ডোবার নিকটবর্ত্তী হয়, তারা কখনই সেটা ঘুরে যেতে চেষ্টা করে না—লাফিয়ে পার হয়—তারপর আবার লাফায় আনন্দের আতিশয্যে। তারা Saotar ছাড়িয়ে জলের ধার পর্য্যন্ত যায়। পীয়ার তাদের নৌকা করে বাড়ী পৌঁছে দেবার প্রস্তাব করে। তারা নৌকায় চড়ে, যতক্ষণ নৌকায় ছিল, ততক্ষণ তারা হেসে গল্প করে কাটিয়েছে—যেন তারা কত যুগের পুরান বন্ধু।

ঠিক কুটিরটির নীচেই নৌকা এসে তীরে লাগে। প্রশস্ত বক্ষ দাড়িওয়ালা—মাথায় সোলার হ্যাট—এক ভদ্রলোক তাদের সম্বর্দ্ধনা করতে

নেমে আসে,—"ও, বাবা তুমি ফিরে এসেছ"—মার্লে বলে—তারপর একলাফে তীরে উঠে তার গলা জড়িয়ে ধরে।...দু'জনের মধ্যে ফিস ফিস করে কি কথা হয়, তিনি পীয়ারের দিকে তাকালেন, তারপর টুপি খুলে তার দিকে এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি মেয়েদের পার হ'তে সাহায্য করেছেন, ধন্যবাদ।"

—"এঁর নাম পীয়ার হলম, একজন বড় ইঞ্জিনীয়র ইজিপ্টবাসী"—মার্লে পরিচয় করিয়ে দেয়—"আর ইনিই আমার পিতা।"

—"তা হলে আমরা নিকট প্রতিবেশী"—মিঃ ইউথো বললেন—"এখন চা খাওয়ার সময় হয়েছে, আপনার কাজের যদি ব্যাঘাত না হয়, তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন।"

কুটিরের বাহিরে শুভ্রকেশা, পাংশুল মুখ, একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন—চোখে চশমা আঁটা। কাঁধের ওপর পুরু উলের শাল, কিন্তু তবুও মনে হয়—শীতে যেন বেশ কাবু। "আসুন"—তিনিও অভ্যর্থনা জানান। কিন্তু পীয়ারের নিকট মনে হল, তাঁর গলাটা একটু যেন কেঁপে গেল।

দুটি ছোট ছোট ঘর, একটি ঘরে আগুনের চুল্লী—চুল্লীর ধারে একটা টেবিল। ঘরে প্রবেশ করেই মার্লে তার অপ্রতিহত রাজ্যভার গ্রহণ করল—ইচ্ছামত ঘরে ঢুকতে আর বের হ'তে লাগল। রান্নাঘর থেকে মাছভাজার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কয়েক মিনিট পরে সে এক প্লেট লেটুস হাতে নিয়ে ফিরল।

"দেখুন আপনাকে আরবিয়ান স্যালাড তৈরী করে খাওয়াতে হবে কিন্তু"—মার্লে বলে।

পীয়ার খুব উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, বলে—"পারব বলে ত আশা হয়।"

"টেবিলের ওপর নুন, গোলমরিচ, ভিনিগার আছে। মশলা বলতে

আমাদের ঐ সব। যাক্ তাহলে আজকে সত্যসত্যই আরবিয়ান স্যালাড খাওয়া যাবে”—এই বলে সে বের হয়ে যায়—পীয়ার স্যালাড তৈরী করতে লেগে যায়।

“আপনি নিশ্চয়ই আমার মেয়েকে ক্ষমা করবেন”—ফ ইউথো তার দিকে ফ্যাকাশে মুখ ফিরিয়ে চশমার ভেতর দিয়ে চাইতে চাইতে বললেন — “ওকে যতটা চঞ্চল দেখছেন ততটা চঞ্চল ও নয়।

ইউথো পীয়ারের সঙ্গে গল্প করতে করতে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলেন—ইজিপ্টের সম্বন্ধে বহু কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি মাধি, জেনারেল গর্ডন, খারটুম, খেদিভ আর সুলতানের মধ্যে জটিল অবস্থার কথা কিছু জানেন। কারণ খবরের কাগজের তিনি একজন ধৈর্য্যশীল পাঠক। পীয়ার শীঘ্রই আবিষ্কার করলে যে তিনি র‍্যাডিকেল পার্টির লোক এবং দলের একজন নামকরা পাণ্ডা। তাঁর দুই রক্ত চক্ষু হতে যেন আগুনের হলকা বেরিয়ে আসছে—তাঁর চাহনিতে এই ভাবটি সুপরিস্ফুট; অন্যায়কারীর আর রক্ষা নেই—পীয়ারের তাই মনে হয়।

তারপর সান্ধ্যভোজন। পীয়ার লক্ষ্য করে দেখল, মার্লে যতই তার সঙ্গে হাসিঠাট্টা গল্পগুজব করছে ততই তার মায়ের মুখের উদ্বেগ ও হতাশার মেঘ কেটে যাচ্ছে। সেই বিশীর্ণ গণ্ডদেশে যেন একটু রক্তিম আভা দেখা দিল। চশমার পেছনের চোখ দুটি মেয়ের নিকট হ'তে ধার করা আনন্দালোকে ঝক ঝক করছে। কিন্তু তার পিতা এসব কোন কিছুই লক্ষ্য করলেন না—তিনি সর্ব্বক্ষণ সুলতান আর খেদিভের সম্বন্ধে একটানা বকতে লাগলেন।

বহু বৎসর পরে এই আবার প্রথম নরওয়ের কোন বাড়ীতে সে আহার করছে। কি সুন্দর! তারও কি এমনি একটি সংসার হয়

না? ভোজনের পর ম্যাণ্ডলিন। আগুনের চুল্লীর ধারে সবাই গোল হয়ে বসল। তারপরে গান আর বাজনায় দীর্ঘ সময় কেটে যায়। শেষে মার্লে উঠে তার মাকে স্মরণ করিয়ে দেয়—"মা, তোমার শোবার সময় হয়েছে যে।"

—"হ্যাঁ বাছা"—সম্মতিসূচক নিরীহ উত্তর আসে। ফ্ ইউথে! "শুভরাত্রি"—জানায়। মার্লে হাত ধরে তাঁকে নিয়ে যায়, হঠাৎ বলে—"থেয়াকে নিশ্চয় নৌকা করে বাড়ী পৌঁছে দিচ্ছেন।"

"নিশ্চয়ই"—উত্তর আসে চটপট।

কিন্তু যখন তারা দু'জনে নৌকার উপর উঠেছে, তখনই নৌকা ছাড়বে—ঠিক সেই সময় মার্লেও দৌড়াতে দৌড়াতে সেখানে এসে উপস্থিত, বলে—সেও তাদের সঙ্গে যাবে। আধঘণ্টা পরে থেয়াকে তার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে মার্লে আর পীয়ার ফিরে এল। নির্জ্জন নিশীথে হ্রদের জল বয়ে চলে, আলো আর অন্ধকার মিলে হ্রদের বুকে কেমন একটা মায়ার সৃষ্টি করেছে। মার্লে গলুইএ হেলান দিয়ে দাঁড়াল—একটা গাছের ডাল হাতে জল ছুঁয়ে আছে—নির্ব্বাক। পীয়ার দাঁড় ধরল, তারপর নৌকা ছেড়ে দেয়।

"কি সুন্দর!"—পীয়ার আরম্ভ করে।

কিশোরী মার্লে মাথা উঠিয়ে চারিদিকে কি দেখে নিলে, তারপর ধীরে ধীরে বলল—"হ্যাঁ"। তার গলার স্বরে কেমন যেন একটা নূতন সুরের আমেজ লেগেছে—পীয়ার লক্ষ্য করে। অর্দ্ধপ্রহর অনেকক্ষণ কেটে গেছে। গাছপালা কুটির আবছায়া লাল আলোকে নিঃসাড় হয়ে পড়েছে। হ্রদের জলে ট্রাউটের খেলায় অনেকক্ষণ ছেদ পড়ে গেছে। তাদের গলা আর দেখা যায় না—শুধু মাঝে মাঝে বন্যকুক্কুটের কর্কশ কণ্ঠ দূর বনানী হ'তে ভেসে আসে।

—"আপনি কি মনে করে এখানে ছুটি কাটাতে এসেছেন, আমার ভারী আশ্চর্য্য ঠেকছে।"

—"আমি ভাগ্যবাদী, ফ্রোকেন ইউথো। ভাগ্যই আমাকে এখানে চালিত করে এনেছে। দেশের যেখানেই যাওয়া যায় কি শান্তি! নরওয়েতে ফিরে আমার কত আনন্দ—"

—"কিন্তু বাড়ী ফিরে এসে আপনি হয়ত এখনও সকলের সঙ্গে—ধরুন মা বাবার সঙ্গে দেখাই করেন নি'—"

"আম্রি—আপনার কি মনে হয় আমার মা-বাবা আছেন ?"

"কিন্তু অন্য নিকট সম্পর্কীয় আর কেউ—ধরুন এই ভাই বোন ?

"হায় যদি থাকতো ! আর না থাকলেও চলতে পারে।"

মার্লে পীয়ারের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে চায়—তার কথার আন্তরিকতা বুঝতে চেষ্টা করে যেন। তারপর বলে—"জানেন আপনার আসার আগে মা আপনাকে স্বপ্নে দেখেছিলেন।"

—"আমাকে ?"—পীয়ারের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে ওঠে—"তিনি আমায় স্বপ্ন দেখেছিলেন ?"

বালিকার মুখে হঠাৎ রক্তের ছোঁয়াচ লাগে—সে মাথা নাড়তে থাকে—"আপনাকে এখানে বসে এসব কথা বলা নিছক পাগলামি। আপনার বিষয় জানবার জন্য এই কারণেই এত ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম এবং আজ আমার মনে হচ্ছে যে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় বহু কালের—"

—"আপনার ভিতর দেখছি সব সময় একটা আনন্দধারা প্রবাহিত"—

—"আপনার এরকম ভাববার কারণ ? বুঝেছি। দেখুন প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ সব কিছুই করতে পারে !"

—"এমন কি, এই রকম আনন্দেরও সৃষ্টি করতে পারে ?"

সে ঘাড় ফিরিয়ে তীরের দিকে তাকাল। রাত্রির নিস্তব্ধতা তাদের ক্রমশ চুম্বকের মত একদিকে টানছে ; তাদের মুখের কথা কেড়ে নিলে। তারা কেবল মাঝে মাঝে পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসে।

"এক আশ্চর্য্য প্রাণীর সঙ্গে দেখা হয়েছে"—পীয়ার ভাবে। মার্লের বয়স কুড়ি একুশ হবে। মাথা নত করে সে বসে আছে, রক্তিম অধরে কেমন একটা আবেশের ভাব—অদ্ভুত স্বপ্নের আনন্দে বিভোর। হঠাৎ তার দৃষ্টি পীয়ারের ওপর পড়ে স্থির হয়ে রইল।

পীয়ার লক্ষ্য করে তার মুখটি বেশ বড়, ঠোঁট দুটিতে যেন আবির ছোঁয়া।

—"আপনার মত সারা পৃথিবী ভ্রমণ করতে আমার ভারী ইচ্ছে হয়"—হঠাৎ সে বলে!

—"আপনি কি কোন দিন নরওয়ের বাইরে যান নি" ?—পীয়ার জিজ্ঞাসা করে।

"আমি মাত্র একবার বার্লিনে শীত কাটিয়েছিলাম—আর দক্ষিণ জার্ম্মানীতে কয়েকদিন। দেখলেন ত বেহালা একটু বাজাতে পারি —আমার ইচ্ছে খুব ভাল বাজাতে শিখি। তারপর বাহিরে গিয়ে নামটাম—"

—"নিশ্চয়ই, কেন করবেন না"—

কয়েক মিনিট সে কোন কথা বললে না, তারপর আবার আরম্ভ করলে—"আমি বলে রাখছি একদিন আমার নাম শুনতে পাবেন। মা'র এখন একটু মাথার গণ্ডগোল।"

—"প্রিয় ফ্রোকেন হে—"

—"যখন তিনি বাড়ীতে থাকেন, আমার কাজ—হাসিমুখে থেকে তাকে একটু আনন্দের ভাগ বণ্টন করা।"

হঠাৎ পীয়ারের ইচ্ছা হল উঠে গিয়ে বালিকার হাত দু'টি নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে। কিন্তু সে করুণ হাসি হেসে তার দিকে তাকাল—দীর্ঘক্ষণ দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে রইল—মার্লে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে ভুলে গেল।

—"না এবার আমাকে নামতে হবে"—অবশেষে সে বলে।

—"এত তাড়াতাড়ি। এখনও ত ধরতে গেলে কোন কথাই বলা হয়নি।"

—"না, না, আমাকে—আমাকে যেতে হবে"—সে পুনরুক্তি করল। তার গলার স্বর স্নেহ কোমল হলেও আদৌ আশাপ্রদ নয়।

পীয়ার একাকী Saeterএর দিকে ফিরে চলেছে। যেতে যেতে সে মার্লেকে লক্ষ্য করতে লাগল। মার্লে বাড়ীতে পৌছে প্রথম পেছন ফিরে তাকাল, হাত নেড়ে তাকে বিদায় জানাল।

অনেক্ষণ সে তার দিকে চেয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দরজা খুলে ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। পীয়ার দরজার দিকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, যদি আবার সে ফিরে আসে। কিন্তু সজীবতার কোন পরিচয় আর পাওয়া গেল না।

দূর পাহাড় শ্রেণীর মাথায় সূর্য্যের রক্ত-রেখা দেখা যাচ্ছে—উত্তর পূর্ব্বে শুভ্র শৈল শিখর প্রভাতের আলোর পরশে জ্বল্‌জ্বল্ করছে। পীয়ার হাল ছেড়ে দিয়ে হাতের ওপর মাথা এবং কনুই পায়ের ওপর রেখে বিশ্রাম করতে লাগল। আজ তার কি হয়েছে?

দূরের পাহাড়শ্রেণী তাকে একাকী ক্ষুব্ধ রেখে কেন এত উদাসীন, নিরপেক্ষ হয়ে রয়েছে! একি তার কানে এ কিসের শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে—এ নূতন হৃৎস্পন্দনের অর্থ? সে হাত দু'টি পাঞ্জা বদ্ধ করে মাথার তলায় দিয়ে সটান শুয়ে পড়ল নৌকার ওপর—নৌকা ভেসে চলে আপনার ইচ্ছাক্রমে।

উদীয়মান রবিরশ্মির দু'এক ঝলক তার মুখের ওপর এসে পড়লেও সে উঠলে না—শুধু মাথাটাকে একটু সরিয়ে নিলে।

আলোর বন্যা অজস্র ধারায় ঝরে পড়ুক তার চোখে মুখে। আর মার্লেও ত এখন ঘুমের কোলে শায়িত। প্রভাতের আলো জানলা গলে ঘরে ঢুকেছে—ঘুমের মধ্যে কাকে সে স্বপ্ন দেখছে!

এরকম ভুরু কি কেউ কখন দেখেছে? ঐ কপোলে চুম্বনের আলপনা এঁকে দেওয়া—তার মস্তকটিকে আলিঙ্গনে বেঁধে ফেল্‌তে······ তোমার মাকে রক্ষা করবার জন্য নিজের স্বপ্ন তুমি বিসর্জ্জন দিয়েছ। তার নিষ্প্রভতাকে জ্যোতির আলোকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যই বুঝি তোমার মাঝে এত আনন্দের উৎস? এই কি তোমার স্বরূপ?

মার্লে—এমন নামটি কেউ কখনও শুনেছ? তোমার নাম কি মার্লে?

দিন—আকাশে বাতাসে ব্যাপ্ত ছোট বড় নৈশমেঘগুলিকে সোনায় সোনায় বিমণ্ডিত করে দিচ্ছে। এখনও সে শুয়ে আছে, দোলা দিচ্ছে, তাকে দোলা দিচ্ছে—এবার আর লেকের জল নয় এবার শব্দায়মান আবর্ত্তসঙ্কুল সমুদ্রের তরঙ্গের পর তরঙ্গ।

এতদিন তুমি যন্ত্র ইস্পাত আর আগুন নিয়ে ব্যস্ত ছিলে। আরও জ্ঞান চাই—জ্ঞান চাই—সব কিছু জানতে—সব কিছু অধিকার করতে তুমি চেয়েছিলে। ইতিমধ্যে বন্দনার সুর হারিয়ে গেছে—অসীমের প্রতি আকাঙ্ক্ষা নিরন্তর দুর্নিবার হয়ে উঠছে। তুমি ভেবেছিলে, নরওয়ে তোমাকে এমনি ভাবে আকর্ষণ করেছিল—এখন ত নরওয়েতে এসেছ। থেমেছে কি সে আকর্ষণ?

মার্লে—তোমার নাম মার্লে?

প্রেমের প্রথম দিনের সঙ্গে তুলনা করবার মত কিছুই পৃথিবীতে নেই।

তোমার সকল জ্ঞান, ভ্রমণ, তোমার সকল কাজ, সকল স্বপ্ন—এতদিন যে শুধু জ্বালানী কাঠ সংগৃহীত স্তূপীকৃত করেছে—তার মতই সব নিরর্থক। এখন একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কোথা থেকে এসে উড়ে পড়েছে—এবার সব পুড়ে ছাই হয়ে উঠবে। তোমার ঠাণ্ডা হাত সেই আগুনে গরম করে নাও—নূতন আনন্দের শিহরণে কেঁপে ওঠ—নূতন আশীর্ব্বাণী ঝরে পড়ছে এই পৃথিবীর ওপর।

এতদিন যা তুমি শিখতে পারনি—ওপরের ঐ শক্তি ও সীমাহীন অসীমতার সঙ্গে আত্মার অনন্ত শিখার কি মধুর সম্বন্ধ—হঠাৎ তার অর্থ তোমার সম্মখে প্রকটিত হয়ে উঠেছে, তাই তোমার অন্তরে এত চঞ্চলতা।

তাকে হাত ধরে নিয়ে জীবনদেবতার সম্মখে দাঁড়াতে হবে, বলতে হবে,—"এই যে এসেছি আমরা দু'জনে—এই সে আর আমি—আমরা দুজনা"...তারপর গানের একটা সুর বাতাসে ভাসিয়ে দেবে, তার সঙ্গে লুসির বেহালার একটা ঝঙ্কার—সে সুর সঙ্গীত কোন গীর্জ্জায় নয়, অনন্ত শূন্য পরিব্যাপ্ত করে থাকবে। এবার তোমায় বুঝেছি স্বর্গের দেবতা—তোমার শক্তি কি? সে শক্তি আমি কি করে বুঝব, যে ঐ দূর আকাশে বসে শুধু পাপ আর দয়া নিয়ে খেলা করে—এবার তোমায় আমি চিনেছি—তুমি আর সে রক্তপিপাসু 'জিয়োভা' নও তুমিই জাতির উৎস—তোমায় দেখছি আমি যুবকের মূর্ত্তিতে, তোমার মাথায় সোনালী চুলের গুচ্ছ।

আমরা দুজনে তোমায় বন্দনা করব—কোন বন্দনা গানের সাহায্যে নয়—সঙ্গীতের সুরে—যে সঙ্গীত বিশ্বসংসার প্লাবিত করে দিতে পারে। আমাদের সব শক্তি, সব রক্ত, সব ধ্যান-ধারণা সেখানে বাস করবে। এবং প্রত্যেকেরই থাকবে একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য—সেই বিশ্ব সঙ্গীতে—তার নিজের বিশিষ্ট সুর। ঐ যে প্রভাত সোনার আলোয় ঝলমল

করছে—সেও আমাদের। আর ঐ যে উত্তরের পাহাড়ে একটা ছাগল চরে বেড়াচ্ছে পূবের দিকে মুখ ফেরায় আর তীব্র কিরণচ্ছটায় ঝলসে যায়—সেও আমাদের। আমাদের সব, ঐ যে সদ্য জাগরিত পাখীর দল—একটা ব্যাঙ তার বাসা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে প্রভাতের সৌন্দর্য্যে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে—সেও আমাদের। সোনার গলাবন্ধওয়ালা ঐ পোকাটি, ঘাসের ডগা আর যে শিশিরকণা সেখানে মুক্তার মত ঝলমল করছে, আকাশকে যতখানি পেরেছে নিজের মধ্যে ধরতে চেষ্টা করেছে—সেও আমাদের। প্রেমের আলোক ছোঁয়া প্রথম দিনটিতে আমরা এসে পৌঁচেছি—আজ আর সংশয়, দ্বিধা, সঙ্কোচের কারণ নেই এখানে। আমাদের অন্তরের সোনার সমুদ্র হ'তে সঙ্গীতের ধারা ঝরে পড়ুক আকাশে বাতাসে।

'Saeterএর' মধ্যে প্রাণের সাড়া জেগেছে—সঙ্গীতমুখরিত প্রতিধ্বনি ভেসে আসে, 'Saeter'-বালিকা তাদের গৃহপালিত জন্তুদের ভৎর্সনা করতে থাকে—তারা মন্থর গতিতে উত্তরের পাহাড়ের দিকে চলেছে হাম্বা রবে—গলার ঘণ্টা বাজছে একটানা সুরে। লেকের জলে পীয়ারের নৌকা ডেয়ারী মেডের দৃষ্টি আকর্ষণ করল—নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটেছে।

"মার্লে"—নিশ্চলভাবে শুয়ে শুয়ে পীয়ার ভাবে—"তোমার নাম মার্লে ?"

ডেয়ারী মেড তখন জলের ধারে নেমে এসে নৌকার দিকে চীৎকার করে ডাকতে সুরু করে দিল। এইবার নৌকার লোকটি উঠে বসে চোখ রগড়াচ্ছে।

"ধন্যবাদ—দয়াল ঠাকুর তোমায় ধন্যবাদ"—সে বলে—"তুমি এখানে সারারাত পড়ে আছ, বাড়ী যাওনি ?"

পা ভাঙ্গা একটা ছাগল বাড়ীর প্রাঙ্গনের চারিধারে নিজের ইচ্ছামত চরে বেড়াচ্ছে। পীয়ার তাকে কোলে নিয়ে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়াল—সে কিন্তু নির্ব্বিবাদে তার দাড়ি চিবুতে লাগল। তারপর প্রাতরাশের টেবিলে বসে মাখন, ছানা রুটি কফিতে এমন কিছু লক্ষ্য করলে যা খেতে একজনের হৃদয়টাকে পাষাণ করতে হবে। প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি যখন তাকে বললে, পীয়ারের উচিত তার নিজের জন্য খাবার সংগ্রহ করা—পীয়ার লাফিয়ে উঠে তাকে দীর্ঘ আলিঙ্গনাবদ্ধ করলে। মহিলাটি নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করে।

তারপর পীয়ার তার কপোলে সশব্দে চুম্বনের একটি ছাপ এঁকে দিলে—স্ত্রীলোকটি তাকে মারলে একটা ধাক্কা। "গত রাত্রে এ লোকটির কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?"

রীংবী একটা বড় লেকের ধারে অবস্থিত—ব্যবসার বড় কেন্দ্রস্থল। পঞ্চাশ বছর আগে এখানে ছিল মাত্র কয়েকটা যাঁতার কল আর জল-প্রপাতের সাহায্যে চালিত একটা ময়দার কল—কিন্তু এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নগরটি গড়ে উঠেছে। আর আজ আধুনিক রানের বহু ফ্যাক্টরী নদীর ধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই নগরে চার সহস্র লোকের বসতি। নগরের নিজস্ব একটা গীর্জ্জাও বিরাট স্কুল আছে—এছাড়া মজুরদের হলদে রংয়ের ঘরগুলি শহরের সর্ব্বত্র ইতস্তত ছড়ান। তাছাড়া রাংবী সাধারণ ছোটখাট সংসারের মতই। দুজন নামজাদা ব্যবহারজীবী এই শহরে বাস করে—আইন সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার শেষ নেই। আর দুটা মাসিক পত্রিকা আছে, তাদের সম্পাদকদেরও ঝগড়া রোজই "কনসিলিয়েশান বোর্ড"কে মিটমাট করতে হয়। এছাড়া একটা টেমপারেন্স লজ, শ্রমিক সঙ্ঘ, ছবির মিউজিয়াম আছে। প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় রীংবীর লোকেরা তাদের স্ত্রীর হাত ধরে এই নদীর ধারে হাওয়া খেতে বের হয়। এই সময় তারা প্রায়ই ফ্রককোট পরে—মাথায় দেয় ফেল্ট হ্যাট, কিন্তু ট্যানার এনেব্যাক কুঁজো বলে সিল্কের হ্যাট পরে—অন্তত তাতে তাকে একটু লম্বা দেখায়।

শনিবারের সন্ধ্যায় যখন আঁধার জমাট বেঁধে আসতে থাকে, তখন শহরের যুবকেরা গুদামঘরের চারিপাশে সমবেত হয় সাপ্তাহিক ঘটনার সমালোচনা করতে।

"শুনেছ নূতন খবর"—ব্যাঙ্ক ক্যাশিয়ার তার বন্ধু টেলিগ্রাফিষ্টকে জিজ্ঞাসা করল।

"খবর ? এই অভিশপ্ত নরকে আবার খবর কি ?

"মার্লে ইউথো পাহাড় থেকে ফিরে এসেছে—তার বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেছে জান ?"

—"সত্যি নাকি, বৃদ্ধ কি বলে ?"

—"কাঠের মিলগুলি নিজ আয়ত্তের মধ্যে আনবার জন্য বৃদ্ধ একজন ইঞ্জিনীয়র চায়—"

—"তা লোকটি কি ইঞ্জিনীয়র ?"

—"ইজিপ্টের। মুসলমান বোধ হয়। কালোজামের মত গায়ের রং, ব্যাটা টাকার কুমীর।"

—"ফ্রোকেন বুল, তুমি শুনেছ এ খবর! দাঁড়াও একটু—খুব ভাল খবর আছে!"

যে মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলা হয়েছিল, সে মুখ ফিরিয়ে থেমে তাদের আলোচনায় যোগ দিল।

"সেই পুরানো খবর বুঝি—যা নিয়ে সারা শহরে সাড়া পড়ে গেছে। কিন্তু যাই বল ছেলেটি খুব সুন্দর।"

"সী"—টেলিগ্রাফিষ্টের মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট ধ্বনি বেরিয়ে এল। ীয়ার ঠিক তখনই গ্র্যাণ্ড হোটেল থেকে ফিরে আসছিল—পরণে ধূসর ্যট—হাতে কালো একটি কোট। সমবেত সমালোচকদের জনতার পাশ িয়ে যাচ্ছিল যেন হাওয়ায় ভর দিয়ে, তখন তার মুখে একটা সদ্য-ধরান িগার। কিছুদূর যেতেই মার্লের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। সে তার াত ধরল। তারপর দু'জনে চলে গেল। যুবকেরা তাদের লক্ষ্য করতে াগল।

"কবে বিয়ে হবে ?"—টেলিগ্রাফিষ্ট জিজ্ঞাসা করে।

"যত শীঘ্র হয় ততই ভাল, হবু বরের নিশ্চয়ই এই মত"···ফ্রোকেন

বুল বলে—"কিন্তু যতক্ষন না এন্‌গেজমেণ্টের খবর আসছে, ততদিন অন্যদের মত তাদেরও অপেক্ষা করতে হবে।"

লরেঞ্জ ডি ইউথোর লম্বা হলদে রঙকরা কাঠের বাড়ী ঠিক বাজারের সামনেই অবস্থিত। নীচের তলায় লৌহব্যবসায়ীদের আফিস, আর উপরের তলায় তারা সকলে বাস করে। লোকেরা প্রায়ই বলাবলি করে—"ঐ তার বাড়ী"—প্রশস্ত বক্ষ, শাদা দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকটী যখন রাস্তা দিয়ে যায়, তখন লোকেরা তাকে দেখিয়ে বলে—"ঐ সে যায়।" তাহলে কি সে এত বড়লোক! যদিও তার যাঁতার কল, মেশিনের দোকান, ময়দার কল, শহরের বাইরে ও গ্রামে একখানা বাড়ী আছে—তবুও তাকে ধনী বলা যায় না। কিন্তু তাকে দেখলে মনে হয়, ক্যাপ্টেন বা প্রফেট। খ্রীষ্টদের সে ঘৃণা করে। গভীর দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ বই সে পড়ে—রবিবারের সকালে গীর্জ্জায় যাওয়া নিষিদ্ধ—বয়রসনের সঙ্গে তার একবার দেখাও হয়েছিল। তাকে নিজের দলে পাওয়া খুব ভাল—কিন্তু বিপক্ষের দলে থাকলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী—এমন কি শহর ছেড়েও তোমাকে পালাতে হতে পারে। প্রত্যেক ব্যাপারেই তার হাত আছে—যেন নগরটাই তার।

একবার রাস্তায় একটি যুবকের সঙ্গে দেখা হয়—কস্মিনকালেও সে যুবকটিকে চেনে না—তবুও সে তাকে বললে—"দেখ বাবা তুমি ঐ মেয়েটিকে বিয়ে ক'র, বুঝেছ!" কিন্তু যাই বল, এত থাকাতেও লরেঞ্জের কোন কিছুতেই শান্তি নেই। সত্য বটে রীৎবীতে বলতে গেলে সেই সবার দলপতি। কিন্তু তার ইচ্ছা হচ্ছে, এর চেয়ে শতগুণ বড় স্থানের সে দলপতি হবে।

এখন সে একজন উপযুক্ত জামাই পেয়েছে—তাই সে বিরাট বিশ্ব ছেড়ে এই অপরিচিত যুবকের চারিপাশে ঘুরছে নিঃশব্দে—তার শক্তি

পরীক্ষা করছে--মনে মনে জিজ্ঞাসা করে—কে তুমি? কি দেখছ? কি তুমি পেয়েছ? তুমি চলিষ্ণু না স্থিতিস্থাপক? আমি এখানে যা করেছি, তার প্রতি কি তোমার শ্রদ্ধা আছে—না, এসব দেখে তুমি হাসছ—ভাবছ আমি এই পুঁটিমাছের দলে একটি তিমির মত।

প্রতিদিন সকালে হোটেলে ঘুম ভাঙ্গতেই পীয়ার চোখ রগড়াতে আরম্ভ করে। পাশেই টেবিলের ওপর একটি মেয়ের ফটোগ্রাফ। এই কি তুমি--তুমিই শেষে তোমার পাশে দাঁড়াবার জন্য সঙ্গী খুঁজে বের করেছ। পৃথিবীতে তাহলে তোমার জন্য ভাববার লোকও আছে। তোমার একটু সর্দ্দি হলে, অনেকেই এখন তোমার শারীরিক অবস্থা, কুশল প্রশ্ন করবে? শেষে তোমার ভাগ্যেও এই ঘটেছে।

প্রতিদিন দ্বৈপ্রহরিক আহারটা ইউথোদের বাড়ীতেই সমাধা হয়, তার খাবারের প্লেটের পাশে এখন ফুল সাজান থাকে। মাঝে মাঝে একটু বৈচিত্র্যও দেখা যায়—একটা রূপার চামচে, ফর্ক অথবা তোয়ালের কোণে তার নামের প্রথম অক্ষর লেখা থাকে। এ যেন নীড় রচনা রচনা করবার প্রথম খড়কুটা, আর সেই পাণ্ডুর বৃদ্ধা তার চশমার মধ্য দিয়ে এমন করুণভাবে তাকায়, যেন বলতে চায়—"ওকে তুমি আমার কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছ সত্য, কিন্তু তোমায় আমি ক্ষমা করলাম।"

একদিন সে হোটেলে বসে পড়ছিল, এমন সময় মার্লে এসে উপস্থিত।

—"চল একটু বেড়িয়ে আসি"—মার্লে জিজ্ঞাসা করে।

—"বা চমৎকার আইডিয়া! কোথায় যাবে আজ?

—"আমরা কিন্তু আজও রুসেথে আণ্ট ম্যারিটের সঙ্গে দেখা করিনি। আমাদের সেখানে যাওয়া উচিত। তোমায় আজ সেখানে নিয়ে যাব।"

পীয়ারের নিকট এ রকমভাবে নবীন আত্মীয়ার বাড়ীতে জমকাল ভাবে বেড়াতে যেতে বেশ আমোদ লাগে—এমনিভাবে খুড়োখুড়ীর সন্ধান করে বেড়ান! আজ ওত একজন নবীন আত্মীয়। বেশ, কেন যাবে না?

—"কিন্তু মার্লে, তুমি এতক্ষণ নিশ্চয় কাঁদছিলে?"—হঠাৎ পীয়ার প্রশ্ন করে—তার হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়।

"না না, এ কিছু না। এস যাওয়া যাক্"—পীয়ার চুমো দিতে এলে আস্তে সে তাকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে সে একখানি চেয়ারে বসে পড়ে—অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে চিন্তিত ভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে. আস্তে আস্তে মাথা অন্দোলিত হয়—যেন নিজেকে সে নিজেই জিজ্ঞাসা করছে—'কে এই ব্যক্তি, কাকে আমি আমার সঙ্গী করে নিচ্ছি? একপক্ষ আগে সে আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল।'

সে হাতখানি কপালের ওপর রাখলে—"মার জন্যই" - সে বলল।

"—কেন আজকে গুরুতর কিছু ঘটেছে নাকি?"

—"তুমি আমাকে একমুহূর্ত্তের নোটিশে বিরাট বিশ্বে টেনে নিয়ে যাচ্ছ বলে মা ভয়ানক ভয় পেয়ে গেছে।"

—"কিন্তু আমি ত তাঁকে বলেছি, বর্ত্তমানে আমরা এই খানেই থাকব।"

বালিকার মুখের এক কোণে হাসি ফুটে উঠল—চোখের পাতা তখনও বন্ধ।

—"তারপর আমার কি হবে! কয়েক বছর এখানে থেকে অসীম পৃথিবীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।"

—"আর আমি বুঝি বাড়ীতে থাকতে ভালবাসি না!"

পীয়ার হাসতে হাসতে বলে,—"নিজের একটি বাড়ী—পরিবার থাকা কত মধুর, কি শান্তি ও সুন্দর!"

—"কিন্তু আমার কি হবে?"—

—"তুমিও সেখানে থাকবে—তোমাকে থাকতে দেব আমার সাথে"—

—"নাঃ তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি সব গুলিয়ে গেছে। যৌবনের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ দিনগুলি এই গহ্বরের মত স্থানে কাটান যে কি—তা তুমি যদি জানতে। তাছাড়া সঙ্গীতে আমি হয়ত কিছু করতে পারতুম।"—

"তা হলে সর্ব্বপ্রকারে বিদেশে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত"—পীয়ার ভুরু কুঁচকে বলে যেন হাসতে চায়।

"কি বলছ তুমি আজ! জান এখন মাকে ছেড়ে কোথায়ও যাওয়া অসম্ভব। তুমি কিন্তু খুব প্রয়োজনীয় মুহূর্ত্তে এসেছ। কারণ, তখন আমি আন্তরিক ইচ্ছা করছিলাম, কেউ যদি এসে আমাকে নিয়ে যায় দূর দুরান্তরে।"—

"ওঃ তাহলে আমি বুঝি তোমার বিদেশযাত্রার টিকেট মাত্র"—সে এগিয়ে এসে তার নাকের ওপর একটা চিমটি কেটে দিল।

"দেখ, ভবিষ্যতে সাবধান হবে বলে দিচ্ছি—জান এখনও আমি বিয়েতে মত দিই নি।"

—"দাওনি! একরকম ত তুমিই আমাকে বলেছ।"

মার্লে দুহাত একত্রিত করে—"কি নির্লজ্জ বেহায়াপনা। আমি দিনের পর দিন—"না না বলেছি—কখনও না—বলেছি—শতবার প্রায় অস্বীকার করেছি, আর তুমি বলেছ—তাতে কিছু এসে যায় না। তোমাকে মত দিতেই হবে।"

ঠিক পরমুহূর্ত্তেই সে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু পীয়ার চুমো দিতে চেষ্টা করতেই তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে।

"—না—না কখন না। ভেব না ওর জন্য আমি গলা জড়িয়ে ধরেছিলাম।"

তারপর তারা হাত ধরাধরি করে ক্রসেথে তাদের জ্যাঠাইমার বাড়ীর পথ ধরল। সেপ্টেম্বর মাস—বনভূমিতে হলদের আমেজ লেগেছে—শস্যক্ষেত্র সোনালী আভায় দেদীপ্যমান—জামগুলা রক্তের মত লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাতাসে এখনও গ্রীষ্মের আভাস পাওয়া যায়।

—"না, তুমি বড় তাড়াতাড়ি হাঁট"—মার্লে থেমে পড়ে শ্রান্তভাবে।

গেটের কাছে পৌঁছে তারা রাস্তার ধারে ঘাসের উপর বসে পড়ল। নীচেই শহর—ছাদের পর ছাদ, কলের লম্বা লম্বা পাইপ—লেকের স্বচ্ছজলে তাদের প্রতিবিম্ব···

"জান কি ভাবে ঘটেছিল—মা'র এমন?"—হঠাৎ মার্লে জিজ্ঞাসা করে।

—"না, আমি জানতে চাইনে।"

সে একটা ঘাসের ডগা তুলে নিয়ে দাঁতে চেপে ধরল।

"মা'র বাবা একজন পুরোহিত ছিলেন। কিন্তু বাবা মাকে চার্চে যেতে নিষেধ করেছেন। এর পর থেকে মা'র আর ঘুম হয় না, খালি মনে হয়—তিনি যেন নিজের সত্তাকে বিক্রী করে দিয়েছেন।"

"তোমার বাবা কি বলেন?"

—"বাবার মতে এ হিষ্টিরিয়া। হিষ্টিরিয়া হোক না হোক মা'র রাতে ঘুম হয় না।"

—"অবশেষে মা'কে দূরে একটা বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়"—

—"হতভাগিনী"—পীয়ার মার্লের হাত ধরে।

"সেখান থেকে ফিরে আসার পর মা'র এমন পরিবর্তন হয়ে গেল, চেনাই যায় না। বাবাও একটু নমিত হয়ে পড়লেন, শেষে বললেন—

"বেশ তুমি যদি চার্চ্চে যেতে চাও ত যেতে পার, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে যাব না।" তারপর মা আমার হাত ধরে চার্চ্চে গেলেন। কিন্তু দরজার কাছে পৌঁছতেই যখন অর্গানের স্থর ভেসে এল, মা মুখ ফিরিয়ে বল্লেন—"না দেরী হয়ে গেছে। মার্লে ফিরে চল।" তারপর থেকে তিনি আর কখনও গীর্জ্জায় যান নি।

"সেই থেকেই বুঝি তাঁর স্বভাব এই রকম অদ্ভুত হয়ে উঠেছে?"

মার্লে দীর্ঘশ্বাস ফেলল—"সব চেয়ে খারাপ হয়েছে মা এমন সব বীভৎস চিত্র দেখেন! তিনি বলেন, এ সব হেসে উড়িয়ে দিতে হবে, কিন্তু তিনি নিজেই হাসতে ভুলে গেছেন।' কাজেই আমাকে হাসতে হয়। কিন্তু আমি যখন তাঁর কাছ থেকে চলে আসব—ওঃ ভাবতেই পারছি না।"

সে তার বুকের মধ্যে মুখ লুকাল—পীয়ার আস্তে আস্তে তার চুলের মধ্যে আঙ্গুল বুলিয়ে দিতে লাগল।

"আচ্ছা পীয়ার বলত"—সে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করে—"কে ঠিক মা না বাবা?"

—"তুমি কি এই জটিল ধাঁধার উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছ?"।

—"হ্যাঁ, কিন্তু এত জটিল যে, কোন সঙ্গত উত্তর পাওয়া অসম্ভব। তোমার কি মনে হয়? তোমার কি মত?"

তারা দু'জনে সেখানে বসে রইল। শরৎকাল—পীয়ারের বুকে মার্লে মাথা রেখে শুয়ে আছে। কেন সে বয়োজ্যেষ্ঠদের মত বাজে কথার জাল বুনে তার প্রশ্ন এড়িয়ে যাবে?

"তোমার চেয়ে অবশ্য আমি খুব ভাল জানিনে। এক সময় ছিল, যখন আমিও ভগবানের রূপ দেখতাম—এক হাতে লৌহ দণ্ড আর এক হাতে তাঁর অমৃত—ঠিক শাস্তি আর পুরস্কারের প্রতিমূর্ত্তি। তারপর

তাঁকে সরিয়ে দিলাম নিজের জীবন থেকে—কারণ তিনি ন্যায় বিচারক নন। একদিন সে আমার জীবন থেকে একেবারে মুছে গেল। মিলিয়ে গেল ওপরের ঐ সীমাহীন শূন্যতায়—নীচের ঐ পৃথিবীর সহস্র জীবন লীলায়। এর কাছে আমার জীবনের স্বপ্ন সুখ দুঃখের কি মূল্য? কোথায় আমি চলেছি? সদাসর্ব্বদা কে যেন আমার মধ্যে বলছে—'সে আছে—আছে'!"

"কিন্তু কোথায় সে? তোমার জানার জিনিষের বাহিরে—ঐ ত ঐখানে সে থাকে। সেইজন্য আমি পড়তে আরম্ভ করলাম—অনেক পড়লামও, কিন্তু কি আমি জেনেছি? ষ্টীম হ্যামার একদিন আমার মাথার খুলি চুরমার করে দেবে—বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি কি শক্তি দিয়েছে আমার দেহে? একটা পিপীলিকা বা একটা মৌমাছির জীবন যেমন একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা ব্যতীত আর কিছুই নয়, আমার জীবন—সেও কি ঠিক তাই? আমার মধ্যে কি কোন মহত্তর সম্ভাবনা নেই? আমি বিলীন হয়ে গিয়ে শুধু সামান্য একটু পদচিহ্ন রেখে যাব? কি উত্তর দেবে এর, মার্লে তোমার কি মনে হয়?"

মার্লে নিশ্চল হয়ে নিমীলিত নয়নে লঘু নিশ্বাস ফেল্‌তে থাকে। তারপর আবার সে হাস্‌তে সুরু করে—তার অধরের লালিমা ফিরে আসে।

ক্রসেথ একটি প্রকাণ্ড গোলাবাড়ী—শহরের চেয়ে একটু উঁচু স্থানে অবস্থিত। বাগান, এভিনিউ—শাদা বাড়ীর চারিদিকে লম্বা বারান্দা। আর দূরের ঐ লোক আর গ্রামের দৃশ্য কি সৌন্দর্য্যে মহীয়ান হ'য়ে ওঠে। দু'জনে গেটের কাছে এসে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল।

মার্লের জ্যেঠাই-মা—তার বাবার বোন—একজন স্বামীহীনা নারী। খুব ধনী, নামজাদা ম্যানেজার—একদিন দয়ার অবতার আর একদিন নির্ম্মম পাষাণ। তার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ তার নিজের কোন

ছেলেমেয়ে নেই। কিন্তু এখনও কে সম্পত্তির অধিকারী হবে ঠিক হয়নি।

যে ঘরে তারা দু'জনে অপেক্ষা করছিল, হাসতে হাসতে তিনি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। পীয়ার দেখে—একজন শুভ্রকেশা, তামাটে রঙএর পূর্ণগঠিতা, দীর্ঘাঙ্গী মহিলা তার দিকে এগিয়ে আসছে। এই তোমার জ্যেঠাইমা, প্রতিহিংসাপরায়ণা—পীয়ার মনে মনে ভাবে। তিনি গায়ে জড়ান নীল এ্যাপরনটা খুলে ফেললেন—এবার কাল উলেন গাউন বেরিয়ে এল—গলায় সোনার চেন, কানের ইয়ারীংও সোনার।

"যাক অবশেষে তোমরা আবার এসেছ",—তিনি আরম্ভ করেন—"আমার অস্তিত্বের কথা একদম ভুলে গিয়েছিলে, না মার্লে?" তিনি পীয়ারের দিকে ফিরে তাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন—"তা হলে তুমিই পীয়ার! তুমিই মার্লেকে পাকড়াও করেছ। দেখছ, প্রথম সাক্ষাতেই তোমাকে আমি পীয়ার বলে সম্বোধন করছি—যদিও তুমি আরাবিয়া থেকে এসেছ। বস, বস।"

মদ এল। ক্রুসেথের জ্যাঠাইমা তাদের অভিনন্দন করে এক গেলাস তুলে নিয়ে আরম্ভ করলেন—"তোমরা ঝগড়া করবে, কিন্তু দেখ যেন মাত্রাধিক্য না ঘটে। আর দেখ, পীয়ার হলম, তুমি যদি মার্লের সঙ্গে ভাল ব্যবহার না কর, একদিন সকালবেলা আমি গিয়ে তোমার কান দুটি আচ্ছা করে মলে দেব।—সুখে থাক সব।"

দু'জন পরস্পারের হাত ধরে বাড়ীর পথে ফিরে চলল—সারা পথ তারা খালি গান গেয়েছে। তখনও তারা শহর থেকে কিছু দূরে—হঠাৎ মার্লে থেমে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে—"ঐ দেখ—মা!"

একজন নির্জ্জনতা বিলাসী মহিলা ঘনায়মান সায়াহ্নের অন্ধকারে চারিদিকে দেখতে দেখতে ঝড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মনে হয় তিনি

যেন বহু সমস্যার সমাধান করার উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এক সময় তিনি ওপরের আকাশের দিকে তাকান, আর একবার শহরের দিকে, চলমান নরনারীর দিকে। তারপর তাঁর মাথা আন্দোলিত হ'তে থাকে—কোন সুদূরে তিনি যেন অবস্থান করছেন—মানুষের ক্রিয়াকলাপের নিকট তিনি যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। এখন তিনি ওকি দেখছেন—কি তাঁর চিন্তা ?

"চল যাওয়া যাক্" মার্লে পীয়ারকে আকর্ষণ করলে। তারপর হঠাৎ সে গান ধরে যেন তার মধ্যে আনন্দের বান ডেকেছে। পীয়ার বুঝতে পারলে, এ তার মা'র জন্য। হয়ত সেই নারী এখন অন্ধকারে তাদের দিকে চেয়ে হাসছে মৃদু মৃদু।

একদিন রবিবারের প্রভাতে মার্লে বাদামী রংয়ের বড় ঘোড়ায় টানা হাল্কা গাড়ীতে চড়ে হোটেলে এসে উপস্থিত। পীয়ারও এসে গাড়ীতে উঠে বসল ; লাগাম মার্লের হাতে। আজ তারা ফোর্টের ধারে তার বাবার জমিদারী পরিদর্শন করতে যাবে—এক সময় সেখানে কাউন্ট, গবর্ণর, সরকারী দপ্তরখানা কত কি ছিল।

সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি। দিনগুলি এখনও আতপ্ত, কিন্তু হ্রদের জলে পরিপূর্ণ ধূসরতা। মাঠের ধান কাটা শেষ হয়েছে। এখানে ওখানে দু'একটা আলুর ডগা খননের অপেক্ষায় রয়েছে। দূরে পাহাড়ের পাদ-মূলে ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে—মাঝে মাঝে ঘাড় নাড়ে যেন—"আজ যে রবিবার সে কথা সে জানে"—এই বলতে চায়।

একটা আবছা পাৎলা কুয়াসার পর্দ্দা এখনও এখানে সেখানে মাঠের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে।

তারা বনের মধ্যে দিয়ে চলল এবং অপর পার্শ্বে এক এভিনিউতে এসে পৌঁছল—রাস্তার দু'ধারে এ্যাশ গাছের সারি—গাছের সারির

পর একটি বড় বাড়ী—বাড়ীর চূড়ায় একখানি নিশান উড়ছে পৎ পৎ করে। বড় শাদা বাড়ীটা খুব উঁচু—যেন পৃথিবীর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে। লাল গোলাবাড়ীগুলির তিনদিকে উঠান আর এক দিকে বাগান—তারপর মাঠ—মাঠের পর হ্রদ—অনেকটা ষ্টেটের মত দেখতে।

"এ জায়গায়টার নাম কি?"—পীয়ার জিজ্ঞাসা করে।

"লোরেঞ্জ।"

"কার জায়গা?"

"জানি না"—সশব্দে মার্লে ঘোড়াকে এক চাবুক বসালে। পর মুহূর্ত্তে ঘোড়াটা এভিনিউ-এর মধ্যে ঢুকে পড়ল—পীয়ার যন্ত্রচালিতের মত লাগাম চেপে ধরে।

"এই ব্রাউনি—কোথায় চলেছ?"

"কেন, একবার উঠে দেখ না কোথায় চলেছি"—মার্লে প্রত্যুত্তর দেয়।

"কিন্তু আমরা তো তোমার বাবার জমিদারী দেখব বলে বেরিয়েছিলাম।"

"তা হলে এটাই সেই"—

পীয়ার বিস্ফারিত নেত্রে মার্লের দিকে চেয়ে লাগাম ছেড়ে দিল।

"কি কি—তোমার বাবা এই জায়গার মালিক?"

কয়েক মিনিট পরে তারা নীচু ছাদওয়ালা ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখা গেল। সমস্ত বাড়ীটা এখন খালি—বেলিফ, চাকরদের আস্তানায় বাস করছে। পীয়ার আরও বেশী উৎসাহী হয়ে উঠল। এইখানে এই বড় হলঘরটায় পুরান গভর্ণরদের সময় কত উৎসব হয়ে গেছে—ইউনিফরম পরা সৈনিক—জামায় সোনার চুমকী বসান সম্ভ্রান্ত মহিলাদের কর চুম্বন করছে—পুরান ম্যাহাগনি...হাসি ঠাট্টা—সব একমুহূর্ত্তে পীয়ারের মানস

নেত্রে ভেসে ওঠে। বার বার সে মার্লেকে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করে মনের আবেগের মুক্তি দিতে লাগল। "আর মার্লে দেখ—এ ঠিক রূপ কথার গল্পের মত।"

তারা পুরান পরিত্যক্ত বাগানে এসে উপস্থিত হল—পথের ওপর ঘাস গজিয়ে গেছে—পূর্ণ পরিপূর্ণ মাছের পুকুর, নুয়ে পড়া প্যাভেলিয়ান চারিদিকে ছড়ান—পীয়ার ইতস্তত ছুটাছুটি করতে লাগল। এখানে একদিন মহা উৎসব হয়েছিল—রংবেরংএর ঝাড়লণ্ঠন চতুর্দ্দিক আলোকিত করেছিল—প্রিয়তমারা বৃক্ষগুল্মের অন্তরালে প্রণয় নিবেদন করেছে তাদের প্রিয়তমাদের কানে।

"মাঝে তুমি না একদিন বলেছিলে তোমার বাবা এসব বিক্রী করে দেবেন ?"

—"হ্যাঁ, আমার ত তাই মনে হয়। এখান থেকে ভাল অর্থাগম হয় না। তাছাড়া নিজে যখন এখানে থাকবেন না, তখন কে এসব তত্বতল্লাসী করবে ?"

"ষ্টেটের এতে কি কাজ হবে ?"

"কাজ – তা হয়ত নিশ্চয়ই কোন বোকাদের গারদ তৈরী হবে।"

পীয়ার আনন্দের উত্তেজনায় লাফাতে লাগল। "মার্লে বরং তুমি আর আমি এখানে থাকব !" মার্লে ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকায়। "মার্লে তোমায় আমি জিজ্ঞাসা করছি, তুমি এখানে থাকবে কিনা, বল ?"

"এখনি এখানে দাঁড়িয়ে উত্তর দিতে হবে নাকি ?"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই—কারণ এক্ষুণি এখানে দাঁড়িয়ে এটাকে আমি কিনতে চাই।"

"বল, তুমি না—"

"মার্লে একবার চেয়ে দেখ ঐ ব্যালকনির দিকে—ডোরিক কলা ম—এর মধ্যে কোন খাদ নাই—সব আসল জিনিষ, রাজপ্রাসাদ—এসব আমি ভাল করে চিনি।"

কিন্তু এ কিনতে অনেক টাকা লাগবে পীয়ার"- তার গলার স্বরে অনেকটা নিষ্ঠুর অনিচ্ছার ভাব প্রকটিত হয়ে উঠল। সে কি তার বেহালার কথা ভাবছে! এখানে শিকড় গাড়তে সে কি অনিচ্ছুক?

"অনেক টাকা? তোমার বাবা কতোয় কিনেছিলেন?"

"জায়গাটা নিলামে বিক্রী হয়েছিল—তাই তিনি সস্তায় পেয়েছিলেন। তবুও আমার মনে হয়, হাজার ক্রাউন লেগেছিল।"

পীয়ার আবার বাড়ীর দিকে গেল। "না—জায়গাটা কিন্‌তেই হবে। নীড় রচনা করবার এই ত সুযোগ্য স্থান! ঘোড়া, গরু, ছাগল, কুটীর—কি চমৎকার!"

মার্লে ধীরে ধীরে তাকে অনুসরণ করল। "কিন্তু পীয়ার, মনে রেখ তুমি এই মাত্র শহরে কলকব্জার দোকানের ভার নিয়েছ।"

"পুঃ"—পীয়ার উপহাসের ভঙ্গিতে বলে—"তুমি কি মনে কর আমি সে দোকান চালিয়ে এখানে বাস করতে পারব না। চল মার্লে চল"—সে তার হাতে ধরে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকল।

একে বাধা দেওয়া বৃথা। সে তাকে কক্ষ হতে কক্ষান্তরে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল।

"এইটে হবে খাবার ঘর—ওইটে অভ্যাগতদের জন্যে—ওটা হবে পড়ার ঘর আর এইটে ব্যবহৃত হবে প্রসাধনের জন্যে—চল, কালই ক্রিশ্চিয়ানিয়াতে গিয়ে আসবাবপত্র সব কিনে আনা যাক।"

মার্লের হাঁপ ধরে এসেছে। পীয়ার ভাবছে—আসবাবপত্র সব সাজান, কেনা হয়ে গেছে। একজন গৃহশিক্ষয়িত্রী পাওয়া গেছে—

একটা উৎসব চলেছে। বল নাচ হচ্ছে। সে একখানি হাত মার্লের কোমরে দিয়ে নাচতে সুরু করে দিয়েছে—মার্লেও যেন তার উত্তেজনায় অভিভূত হয়ে পড়েছে। একদিন বিরাট বিশ্বে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে জয়ের স্বপ্ন সে দেখেছিল, মার্লের সেই স্বপ্ন যেন এই নির্জ্জন কক্ষে চরম সফলতায় রূপান্তরিত হচ্ছে। এই তার নীড়! তার নূতন জীবনের উদ্বোধন! সে নিশ্বাস নিতে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে রইল।

সেদিন সন্ধ্যায় পীয়ার হোটেলে বসে নোট বুকে খরচের খসড়া প্রস্তুত করল। লোরেঞ্জ সে কিনে ফেলেছে। তার শ্বশুর খুব ভাল লোক, তিনি যে টাকায় কিনেছিলেন—পীয়ারও সেই দরেই পেয়েছে। এ সম্পত্তিটা তিরিশ হাজার ক্রাউনে মর্টগেজ আছে—তাতে কি! সব মানিয়ে নেওয়া যাবে—পীয়ারের বেশী টাকা ফার্ডিন্যাণ্ড হলম কোম্পানীতে খাটছে।

কয়েকদিন পরে পীয়ার মার্লেকে শহরে নিয়ে এল—লোরেঞ্জকে সাজাতে ছুতার আর পেণ্টার লেগে গেছে।

একদিন ক্রিশ্চিয়ানিয়ার হোটেলে সে একাকী বসে আছে—মার্লে বাজার করতে বের হয়েছে। এমন সময় দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা।

'আসুন'—পীয়ার আহ্বান করল।

একজন মধ্যবয়সী লোক ঘরে ঢুকল—বয়স তিরিশ বা তার কিছু বেশী। একটা কালো ফ্রক কোট—ঢলঢলে ভেষ্ট পরা। কালো চুলগুলি বেশ ভাল করে আঁচড়ান, লাল হাসি-খুশী মুখ—চোখের তারা অসম্ভব রকম নীল—লোকটার মুখে হাসি যেন লেগেই আছে।

"আমি জুনীয়র ইউথো—মার্লের ভাই"—নমস্কার করে সহাস্যবদনে সে বলল।

"ও তাই নাকি!"

"ম্যানচেষ্টার থেকে এইমাত্র আসছি—কি বিশ্রী সমুদ্রভ্রমণ! থাক্ থাক্, আমি বসছি"—সে একটা চেয়ারে বসে পা টেবিলের ওপর তুলে দিল।

পীয়ার মদ আনতে পাঠাল—এক ঘণ্টার মধ্যেই তাদের বন্ধুত্ব জমে ওঠে। জুঃ ইউথো'র জীবনী ও আদ্যন্ত বলা হয়ে গেল, সে বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়েছিল—কারণ সে থিয়েটার করতে চায়, কিন্তু বাবা দেবেন না। তখন এদেশে বেশী থিয়েটার ছিল না—সেজন্য সে নিজেই একটা দল গড়ে তোলে। বর্ত্তমানে ইংলিশ টুইডস বিক্রী করার জন্য এজেন্সি নিয়েছে। স্বাধীনতা তার জীবনের মূলমন্ত্র—স্বাধীনতা সর্ব্বত্র—যেখানে সেখানে সে ঘুরবে। পিতামাতা—কারুর অধীনতা স্বীকার করতে হবে না।

এক সপ্তাহ পরে রাঁংবাঁতে, লরেঞ্জ ডি ইউথোর বাড়ীর সামনের রাস্তায় লোকে লোকারণ্য—দেখা গেল। সকলেরই দৃষ্টি লাল আলোর সারির দিকে নিবিষ্ট। আজ এই বাড়ীতে উৎসব আছে। মাঝরাত্রে একখানি গাড়ী এসে উপস্থিত হল। "ঐ বর আসছে"—কে একজন বলে উঠল—"ঐ ঘোড়াটা ডেনমার্ক থেকে এসেছে।"

গেট খুলে গেল, সুসজ্জিত একটি শুভ্রমূর্ত্তি বেরিয়ে এল—"ঐ কনে" ভীড়ের মধ্যে শোনা গেল। তারপর গায়ে কালো কোট মাথায় সিল্কের টুপি একজন ছিপছিপে লোক এল—"ঐ বর," তারা দুজনে একত্রে চলে গেল। "হিপ-হিপ-হিপ"—সেই ইংলিশ টুইডের এজেন্ট চীৎকার করে উঠল—আর সঙ্গে সঙ্গে "হুর্‌রা" বলে সমবেত জনতা তাদের অভিনন্দন জানাল।

গাড়ী চলেছে—পীয়ার বসে আছে—তার পাশে নব পরিণীতা বধূ। নদীর ধার ঘেঁসে ঘোড়া ছুটেছে দুলকি চালে তার গৃহের দিকে—রাজ-প্রাসাদে নূতন অনাস্বাদিত ভবিষ্যতের পানে।

লোরেঞ্জো একটি উস্কোখুস্কো শাদা দাড়িওআলা লোক উডশেডে দাঁড়িয়ে করাত দিয়ে কাঠ কাটছে। বহুদিন যাবৎ সে এই কাজ করছে। এক এক জনের পর একজন প্রভু এসেছে—চলে গেছে কিন্তু এই বেঁটে লোকটির তাতে কি এসে যায়? সন্ধ্যায় সে চাকরদের আস্তানার একটি গহ্বরে ঢুকে পড়ে আহারের সময় সে সর্ব্বশেষ শূন্য স্থানে পাত পেড়ে বসে—যেন তার জন্য চারিটি খাবার সর্ব্বদাই অবশিষ্ট থাকে। তার অধুনাতন প্রভু হচ্ছে হলম, একজন ইঞ্জিনীয়র—বেঁটে লোকটি চোখ পিট পিট ক'রে তাকে দেখে নিয়ে আবার কাজ করতে লেগে যায়। যদি কেউ এসে বলে—"তোমার আর দরকার নেই তুমি এবার চলে যাও"—সে অমনি কালার ভান করে যেন কিছুই শুনতে পায়নি। থাড থাড—শেডে তার কাঠ-কাটা চলছে অবিরাম। প্রত্যেকেই এই শব্দ শুনতে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, দেওয়ালের ঘড়িতে টিক টিক শব্দের মত কেহই আর এতে কর্ণপাত করে না।

রান্নাঘরে জানালার ধারে দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে বাগানের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে আর হাসছে। "আবার সে এসেছে"—লরা বলল—"সী.আর অত জোরে হেস না—ঐ যে আবার সে থেমেছে।"

—"একটা পাখীর মত শিস দিচ্ছে"—ডলিয়ানা উত্তর দেয়—"বোধ হয় ও নিজের সঙ্গে কথা বলছে। ওর মাথায় বোধ হয় একটু ছিট আছে।"

—"চুপ—গিন্নীমা শুনতে পাবে।"

ইনিই সেই লোরেঞ্জের প্রভু যার আচার-ব্যবহার এদের হাস্যরসের

খোরাক জুগিয়েছে। পান্নার—পান্নার এই পরিত্যক্ত বাগানের মধ্যে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে—দুই হাত নীকার-বোকারের পকেটে ঢোকান; টুপিটা পিছনে ফোলান—এই থামছে, এই হাঁটছে—যখন যেরকম মর্জ্জি তাই করছে। এক সময় সে একটা গানের সুর ভাঁজতে থাকে—তারপরই আবার শিস দিতে আরম্ভ করে। কখনও বা একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে নিবিষ্ট মনে তা পরীক্ষা করতে থাকে, আবার হয়ত একটা পাখী, হয়ত বা কোন বৃদ্ধ পরিত্যক্ত আপেল বৃক্ষ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে থেমে পড়ে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এসব তার নিজস্ব—এই বাড়ী, বনভূমি—অক্টোবরের ধূমায়িত আলোকে যা রোদ পোহাচ্ছে—এ সবেরই মালিক আজ সে। এ কিছু নয়? ঐ যে দূরের পাহাড়—তারই পাদমূলে গভীর লেকের স্বচ্ছ জল—আর তীরের ঐ পাহাড় শ্রেণী অপূর্ব রংএ রঞ্জিত হয়ে গেছে—হলুদ বরণ আর সবুজ পত্র—ফিকে লাল, গাঢ় লাল, সোনালী লাল, রক্তের মত ঘন লাল আর তার মধ্যে পাইন বৃক্ষের গাঢ় সবুজ। এই সমস্ত সে দেখছে? সত্যই কি এখানে সে বাস করে? তার চারিদিকে এ কি পূর্ণতার সমারোহ? কি উদার আকাশ—এত লাল যেন মনে হয়, বেজে উঠবে এখনি। আলুর ডাঁটাগুলো উৎপাটিত অবস্থায় মাঠময় ছড়ান রয়েছে। শস্যপুঞ্জ নিরাপদে গৃহে নিয়ে আসা হয়েছে। সেইখানে সে দাঁড়িয়ে রইল। সে যেন যা দেখছে তার প্রত্যেকটি হতে শক্তি সংগ্রহ করছে—পান করছে তৃষ্ণার্ত্তের মত। মনের শূন্যতা ভরাট হয়ে উঠেছে—মাঠের কমনীয় সৌন্দর্য্য তার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে অর্পণ করছে—নিজস্ব পূর্ণতা, অচঞ্চল প্রশান্তি।

তারপর?

তারপর—সে মনে মনে পুনরুল্লেখ করল। বাগানের পথে

পায়চারী করতে করতে চমকে উঠতে লাগল। তারপর—তারপর আর কি? এখন কি সে একটু বিশ্রাম করতে পাবে না? প্রত্যেক মানুষেরই একটা শেষ পরিণতি থাকে—সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছানর জন্যই সে চেষ্টা করে। তার উদ্দেশ্য কি? সে কিসের জন্য শ্রম করছে? সেই আস্তাবলে থাকার কঠিন দিনগুলি হ'তে আজ পর্য্যন্ত সে কিসের আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? মাঝে মাঝে মনে হয়, আপনা হতেই সব জিনিষ ঘটে চলেছে নির্ব্বিরোধভাবে। যেন একদিন সে বিশ্বসঙ্গীতের সুরের সঙ্গে সমতা রাখতে পারবে! কিন্তু সে কি তার স্বাদ পায়নি? আরও বেশী সে কি চায়? নিশ্চয়ই প্রার্থিত বস্তু সে লাভ করেছে।

কিন্তু তাহলে এই কি সব? এর পরে আর কি কিছু আছে? চুপ! আর প্রশ্ন নয়? তোমার চারিদিকে সৌন্দর্য্যের যে ছড়াছড়ি তার দিকে চেয়ে দেখ। এইখানে শান্তি—শান্তি—পূর্ণ বিরাম। তাড়াতাড়ি সে ঘরের দিকে ছুটে চলে—স্ত্রীকে বুকের মধ্যে পেলে হয়ত এই প্রশ্নের সমাধান হতে পারে। তাকেও সঙ্গে করে বেড়ালে মন্দ হয় না।

মার্লে তখন ভাঁড়ার ঘরে—গায়ে একটা বড় এ্যাপরন—সেল্‌ফে আচারের শিশি সাজাতে ব্যস্ত। "এই যে—তুমি এখানে?" পীয়ার বাহুবন্ধনে তাকে বেঁধে ফেলে—"চল একটু বেড়িয়ে আসি।"

—"এখন? গৃহিণীর কি বেড়ান ছাড়া আর কোন কাজ নেই! আঃ লাগে! চুলগুলো কি ছিঁড়বে নাকি!"

পীয়ার তার হাত ধরে জানালার ধারে নিয়ে গেল—ওদের দিকে দেখিয়ে বলল—'চল ঐখানে যাই, কি সুন্দর?"

—"এখানে আসার পর থেকে তুমি আমাকে ওখানে যেতে অন্তত কুড়িবার বলেছ।"

—"তা ঠিক, কিন্তু তুমি ত একবারও তার উত্তর দাও নি। এক-

বারও বাহুডোরে আমায় বেঁধে বলনি—তুমি কত সুখী। এমন কি, তুমি নিজের ইচ্ছায় আমাকে একবারও চুমু দাও নি।”

—“তুমি যখন চুরি করে এত জিনিষ নাও, তখন তোমাকে কিছু দেওয়া আমি উচিত মনে করি না।” এই বলে সে তাকে ঠেলে তার বাহুবেষ্টন হতে নিজেকে মুক্ত করে ঘরের বাইরে চলে এল—“আজকে একবার মা'কে দেখতে যেতে হবে।”

—“নিশ্চয়ই”—সে ঘরে পায়চারি করতে লাগল—প্রতি পদক্ষেপে মনের অস্থিরতা প্রকটিত হয়ে উঠছে। “মার কাছে—মার কাছে। কেবল চিরদিন মা'র কাছে যাব—আর কোথাও নয়।” সে শিষ দিতে লাগল।

মার্লে দরজায় মাথা রেখে জিজ্ঞাসা করলে—“আচ্ছা তোমার কি এত অবসর সময় আছে?”

—“হ্যাঁ—না, আমাকে এখন সব আনাচ-কানাচ দেখতে হচ্ছে। কিন্তু যাই খুঁজি, পাচ্ছি না। একা আমি কি যে খুঁজছি তার স্বরূপও ঠিক ধরতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, ঠিক বলেছ আমার পূর্ণ অবসর।”

“—কিন্তু ফার্ম্মের কি ব্যবস্থা হল?”

—“কেন, গোয়াল ঘরে ডেয়ারা মেড রয়েছে—আস্তাবলে সহিস—মজুর, টেনান্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করবার জন্য বেলিফ নিযুক্ত রয়েছে। আমার দেখবার আর কি আছে? চারিদিকে কেবল 'পোক্' করে বেড়াতে হবে।”

—“আর কলকারখানার দোকানটা?”

—“সেখানে দিনে দুবার যাচ্ছি—সাইকেলে চড়ে কি রকম কাজকর্ম্ম চলছে দেখছি। কিন্তু সেই ম্যানেজার খুব কর্ম্মঠ ন্যায়নিষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক।”

—"তুমি ত তাকে সাহায্য করতে পার !"

"তাকে রেল লাইনের কাজ করতে হয়—বুঝেছ ? বছরে চার পাঁচ হাজার টাকা আয়।"

—"তুমি বিজনেসটাকে আরও বাড়াতে পার ত !"

পীয়ারের নেত্র বিস্ফারিত হয়ে ওঠে—তৎসঙ্গে ওষ্ঠদ্বয়।

—"বাড়ান—বাড়ানর কথা বলছ ? একটা পুতুলের ঘর বাড়াতে হবে !"

—"তোমার হাসা উচিত না পীয়ার—বাবা এর জন্য যথেষ্ট খেটেছেন।"

—"তোমারও তা হলে আর আমাকে "কাজ কর, কাজ কর" বলে খোঁচান উচিত হয় না। একদিন হয়ত আমি আবিষ্কার করে ফেলব—লাঙলটানা এবং অন্য অস্তিত্বের কথা ভুলে যাওয়াই হচ্ছে সুখী হবার একমাত্র পন্থা। একদিন এ রকম ঘটতেও পারে—কিন্তু তার আগে আমাকে একটু নিশ্বাসপ্রশ্বাস নেবার অবকাশ দাও—আমাকে একটু ভালবাস। আচ্ছা এখন আসি।"

মার্লে ভাঁড়ারে কাজ করতে করতে দেখলে, স্বামী তার আস্তাবলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রথম প্রথম সে তার সঙ্গ নিত আর পীয়ার হাসিমুখে ঘুরে বেড়াত—তার সমস্ত সম্পত্তির চারিপাশে। হয়ত গোয়ালে সে গাভী-গুলোর পিঠে গলায় হাত দিয়ে আদর করে অথবা ছেলেমানুষীর ভঙ্গিতে মার্লেকে বলে—"দেখছ, মার্লে, এসব আমার গরু। 'সল' আমার। এটার নাম 'ডাগ্রস্' এটাও আমার। সবশুদ্ধ চল্লিশটা আছে—চল্লিশটাই আমার। আর বাছুরগুলো—ওগুলোও আমার। কি চমৎকার দেখতে—ওই রকম আটটা আছে। এই সব আমার—তোমারও নিশ্চয়। কিন্তু তুমি ওদের একটুও দেখ না—কোন দিন

একটাকে একটুও আদর পর্য্যন্ত করনি। তুমি ভাবতে পার মার্লে যে—একজন খুব গরীব লোক হঠাৎ একদিন সকালে উঠে যদি দেখে রাজ-ঐশ্বর্য্য পেয়েছে—তাহলে, যাক্, এই বুড়াটাকে একটু আদর করবে এস।" কিন্তু এর পরের ঘটনা মার্লের খুব ভাল করেই জানা। পীয়ার বারে বারে আপনাকে আনন্দে উত্তেজিত করে তোলে। কিন্তু মার্লে? তার প্রতিবারই মনে হয়—এ নিছক কৌতুক। কতবার হয়ত এমন হয়েছে যে, মার্লে অন্তরে অন্তরে স্বামী-প্রেমে ক্ষুধার্ত্ত হয়ে উঠেছে আর স্বামী তার স্ত্রীর একটু আলিঙ্গনের জন্য লোভাতুর হয়ে রয়েছে,—হঠাৎ স্বামীর মুখ চেয়ে তার মনের সমস্ত কামনার আগুন তরল হয়ে যায়—তারপর সে তাকে প্রত্যাখ্যান করে কেন এমন হয়? এ আচরণ কেন সে করে? তার ত মনের উদ্দেশ্য ঠিক এই নয়?

হয়ত স্বামীর গভীর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা স্ত্রীর সমস্ত অন্তরটুকু জয় করে নেবে—এই ভয়ে স্ত্রী থাকে সর্ব্বদা সন্তর্পণে সন্ত্রস্ত হয়ে। স্বামীর বাহুবেষ্টনে হয়ত হারিয়ে যাবে স্ত্রীর সত্তা, তার অন্তরের ঐশ্বর্য্য।

হয়ত এই মুহূর্ত্তে তারা বসে আছে মুখোমুখী, স্তিমিত আলোয় তারা কথা বলছে—দেহ-মনে তারা এক হয়ে গেছে, কিন্তু পরক্ষণেই উঠবে পীয়ার তারপর সমস্ত ঘর পায়চারী করতে করতে বক্তৃতা সুরু করবে—"দেখ মার্লে, উদ্ভিদের জীবন কি উদ্ভুত রহস্য-সমাকুল।" তার পরেই বক্তৃতার ঝড় আরম্ভ হয়ে যাবে—হয়ত উত্তর দক্ষিণ মেরুর উদ্ভিদজীবন সম্বন্ধে। সে সবের বিরাট দাঁতভাঙ্গা নাম, তাদের জীবনযাত্রার প্রণালী, তাদের আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা—প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে বৃদ্ধি আর মরণের গভীর রহস্যের কথা। তাদের অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তা, তাদের জ্ঞানবিজ্ঞান, তাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান—এসব কি অদ্ভুত—সুন্দর! তারপর আসবে মৃত্তিকার স্তর, পৃথিবীর গভীর বন্দরের গুপ্ত কাহিনী

আর ক্রষ্টালের আকর্ষণ রূপ বৈচিত্র্য। অবশেষে সব এক করে পীয়ার গড়ে তুলবে এক বিরাট ঐক্য-প্রণালী ও অপ্রাণীর মধ্যে একই সত্তা প্রকাশের কাহিনী—একই নিয়ম যা বিশ্বচরাচরকে নিয়ত নিয়ন্ত্রিত করছে—গ্রহে গ্রহে তারকায় জাগিয়ে তুলছে আনন্দের হিল্লোল। এসব কি আশ্চর্য্য! একই আত্মা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছে—একই গতিছন্দে কাঁপিয়ে তুলছে, কিন্তু তারপরেই সে স্ত্রীর একটি চুম্বনের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠবে।

কিন্তু স্ত্রী আপনাকে সরিয়ে নেয়—তারপর ধীরে ধীরে স্বামীর কাছ থেকে দূরে চলে যায়। তার মনে হয় স্বামী তার সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত অভিজ্ঞতাকে একটি মাত্র সোহাগে শেষ করে দিতে চায়। মার্লের কান্না আসে। স্বামী তার বক্তৃতায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এসে স্ত্রীকে বাহুবেষ্টনে বন্ধ করে—তারপর কম্পিত উত্তেজনায় স্ত্রীকে সরিয়ে দেয়—অবশেষে যখন স্ত্রীর কথা চেতনায় ফিরে আসে, তার মনে হয় সে যেন এক অপরিচিত অজানা দ্বীপে এসে পৌঁচেছে। মুখে সে হাসে কিন্তু তার অন্তরে অশ্রু উদ্বেল হয়ে ওঠে। একেই কি বলে প্রেম?

প্রিয়তম সারা জীবন কাটিয়েছে জ্ঞানান্বেষণে আজ তার সমস্ত অন্তরের কামনা বাহিরে মুক্তির সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রিয়তমার অন্তর সে ইসারায় সাড়া দেয় না কেন?

যখন পীয়ার আস্তাবল থেকে ফেরে, মার্লে তখন বসবার ঘরে দাঁড়িয়ে আছে—তার গায়ে কালো ভেলভেটের সাজ—গলার কাছে লাল ফিতে দেওয়া।

পীয়ার থমকে দাঁড়ায়—"এ সাজ তোমায় কি রকম চমৎকার মানায় মার্লে!" স্ত্রীর চোখ স্বামীর আশ্বাস পায়—"তারপর"—তার বাহু প্রিয়তমের কণ্ঠ বেষ্টন করে।

—"একাই আস্তাবলে গিয়েছিলে ?"

—"হ্যাঁ, ওই ছেলেটার সঙ্গে একটু গল্প করছিলাম।"

—"আমাকে ক্ষমা কর পীয়ার।"

—"তোমাকে ? কেন ?"

—"আমি যদি আজকে মার কাছে যেতে চাই তুমি কি রাগ করবে ?"

—"কেন আমিও আজ তাই চাই। ক্যাপ্টেন সাহেবের কাছ থেকে কেনা ঘোড়াটা যে কোন মুহূর্তে এখানে আসবে—সেইটার জন্যই ত আমি অপেক্ষা করছি !"

—"আবার একটি নূতন ঘোড়া ?"

—"হ্যাঁ, একটু ঘোড়ায় চড়া আমার দরকার কতদিন আমাকে আরবে ঘোড়ায় চড়তে হয়েছে। কিন্তু এই ঘোড়াটা—"

মার্লে তখনও স্বামীর বাহুবন্ধনে দাঁড়িয়ে আছে—এইবার সে আপনার অধরের তপ্ততা স্বামীর ওষ্ঠে ঢেলে দিল। এই সব মুহূর্তেই মার্লে স্বামীর প্রতি এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করে। আর এই অকল্পিত আনন্দে স্বামীর দেহ থরথর করে কাঁপে। স্ত্রীর দেহের শিরায় শিরায় পুলকের শিহরণ, দেহ মন স্বর্গীয় সুখের আস্বাদে কম্পমান।

"আঃ" অবশেষে পীয়ার দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বললে—তার মুখ ভাবাবেগে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে—"আঃ—আমি এই রকম করে মরতে পারি !"

তার একটু পরেই তারা দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়, এমন সময় শাদা দাড়িবিশিষ্ট লোক একটা ছোট্ট ঘোড়া নীচের বাগানে নিয়ে এল। জন্তুটা প্রাঙ্গনের মাঝে এসে দাঁড়িয়ে হ্রেষারব করল, আর সঙ্গে সঙ্গে আস্তাবলের সমস্ত ঘোড়া তার প্রত্যুত্তর দিলে।

—"বাঃ কি সুন্দর"—আনন্দে মার্লে হাততালি দিয়ে উঠল।

—"ওকে গাড়ীতে জুড়ে দাও।"

লোকটি তার টুপিতে হাত দিলে—"এর আগে কখনও এ গাড়ী টানে নি।"

—"ওকে ত শেখান চাই।" পীয়ার আদেশ করল।

মার্লে তার স্বামীর পানে চাইল। কিন্তু যখন ঘোড়াটাকে গাড়ীতে জুড়ে বার করে নিয়ে আসা হল, স্বামী-স্ত্রী তখন সেজে এসে দাঁড়িয়েছে। শাদা খুরদুটো সে মাটিতে ঘষছিল—ঘোড়াটা মাথা নাড়ছে অস্থিরভাবে, তার চোখে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। এর আগে ওর কখনও লাগামের অভিজ্ঞতা হয়নি, প্রতি পাদক্ষেপে চাকার ঘরঘরানি—পীয়ার একটা চুরুট ধরাল।

—"তুমি কি চুরুট খাচ্ছ—?"

—"হ্যাঁ, ও যেন মনে না করে যে, আমরা ভয় পেয়েছি।"

তারা গাড়ীতে বসতে বসতেই পশুটা হ্রেষারব করতে করতে ছুটল—কিন্তু তার পিঠে পড়ল কঠিন চাবুক—পরমুহূর্ত্তেই খুরের আঘাতে পথের ধূলি উড়িয়ে গাড়ীটা ছুটে চলল তার বেগে।

এল শীত—দারুণ শীত। পীয়ার জানলায় জানলায় ঘুরতে লাগল আর মার্লেকে ডেকে দেখাল প্রকৃতির নিজস্ব রূপ। কতদিনের প্রবাসের পর আবার সে দেখছে, নরওয়ের আসল শীত। দেখ, দেখ, পৃথিবী শুভ্রতায় বদলে গেছে—যেন শাদা পাথরের ভূমিতল, বন, সমতল ভূমি—সব শাদায় একাকার হয়ে গেছে—এই শুভ্রতায় পড়েছে সূর্য্যের আলো—এ এক রূপকুমারীর দেশ—রাতে চাঁদের আলোয় মনে হয় যেন অকথিত, অপরিচিত এক স্বপ্ন কাহিনী। হ্রদের বরফে চলে শ্লেজ গাড়ী—চলে তুষারাবৃত ঘন বন দিয়ে। ঘোড়ার চুলে জমে বরফ, আর

বুড়োলোকদের দাড়িতে শুভ্রতার ছোঁয়াচ। গভীর রাত্রে লোকে বিছানায় শুয়ে চমকে ওঠে—দূরে বরফের স্তূপ ফাটছে।

"এই সময় গাড়ী চালাতে কি আরাম—চল মালে"—সঙ্গে সঙ্গে তারা বেরিয়ে পড়ে 'ফার' গায়ে দিয়ে—আস্তাবল থেকে গুড ব্রানস ভাল ঘোড়াটাকে বার করা হয়—তারপর এক ঝাকুনি দিয়ে তাদের গাড়ী ছুটে চলে লেকের ধার ঘেঁসে। সেখানে মুক্ত বাতাসে বরফের ওপর তারা 'স্কী' করে, মনে যেন নেশা লাগে—মার্লে এক এক সময় ভয়ে চীৎকার করে ওঠে এবং পরক্ষণেই তারা আবার উঠে বসে গাড়ীতে—তারপর আবার ছুটে চলে ঘোড়া। অশ্ববর যেতে চায় না। পীয়ারের হাতে কেঁপে ওঠে চাবুক—আবার ছোটে ঘোড়া—খট খট খট। তারপর নামে সন্ধ্যা, তারা ফিরছে লোরেঞ্জে। লোরেঞ্জ তাদের বাড়ী—দূর থেকে তার আলোকিত বাতায়ন দেখা যায়, যেন তাদের ডাক দিচ্ছে—'এস ফিরে এস।' কি আনন্দ! অথবা কোন সময় তারা যাবে পাহাড়ের কাছে স্কী করতে, সেখানে কোন কাঠুরিয়া বাড়ীতে বসে পান করে গরম কফি—তারপর বাড়ী ফিরে আসা। শীতের স্তিমিত সন্ধ্যায় বনে বনান্তরে যেন একটা বেগুনী রঙের লীলা—পথের তুষারে শাদা আর নীল ছোঁয়া। ওই অদূরে একটা গোলাবাড়ী—ওর জানালার কাচে পড়েছে সন্ধ্যা সূর্য্যের লালিমা—গাছের মাথায় সোনার ঝিকিমিকি। এইখানে তারা আসে মাঝে মাঝে—পথের বাঁকে পাইন গাছের বরফ তাদের ধাক্কায় ঝরে পড়ে—তারা ছুটে চলে কাঠুরিয়ার পথ ধরে পাথর আর বিপদ অতিক্রম করে—হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত হয়। তারপর আবার বাড়ী। দারুণ পরিশ্রমে তাদের মুখলাল—সারা অঙ্গে বরফ জমে গেছে।

"মার্লে"—পীয়ার তার দাঁড়ি থেকে তুষারকণা ঝেড়ে ফেলে, "আজ রাত্রে বার্গ্যাণ্ডি মদ, কি বল" ?

—"বেশ ত কাউকে আসতে বলব ?"

- "বাইরে থেকে নিমন্ত্রণ কেন. আমরা দুজনে।"

—"বেশ তাই হবে।"

গরম জলে স্নান—একটু প্রসাধন—আঃ কি চমৎকার। আজকে সন্ধ্যায় পীয়ার আসবে সান্ধ্য সাজে—চমৎকার। কিন্তু সন্ধ্যায় পীয়ার আবার প্রবেশ করে থমকে দাঁড়ায়। মার্লে সান্ধ্য সাজে সন্ধ্যামণির মতই এসে দাঁড়িয়েছে—কালো ভেলভেটের সাজ—কণ্ঠে দুলছে লকেট আর চুলগুলিকে সে সাজিয়েছে—কি সুন্দর !

টেবিলের ওপর ফুল—ঈষদুষ্ণ মদ রূপার পাত্রে ঝলমল করছে। তারা সুরার পাত্র তুলে নেয়, তারপর পরস্পরের স্বাস্থ্য পান করে।

সারাদিনের তুষারপতন তাদের মনে ফেলে ছায়া, কিন্তু সূর্য্য তার কিরণে উত্তপ্ত করে তুলেছে এদের গোপনতম সত্তাকে। সারা সন্ধ্যা তারা কলহাস্যে মুখরিত করে তুল্‌লে। পরস্পরের হাত ধরে বসে রইল —শান্ত মধুর নির্জ্জনতায়।

—"চমৎকার দিন। কালই আমি মরে যেতে পারি।"

—"কি বল্‌লে ? কাল ?"

—"পঞ্চাশ হাজার বছর—তাতে কি—একই কথা"—মার্লের হাত হাতে তুলে নিয়ে পীয়ার অর্দ্ধনিমিলিত চোখে বসে রইল।

—"এই ম্লানায়মান সন্ধ্যায় বসে আছি পরস্পরের কাছে—আর কি চাই।"

তারপর পীয়ার তার ইজিপ্টের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে লাগল। একবার ম্যাসপেরো, স্বয়ং ম্যাসপেরোর সঙ্গে আমি এক মাসের ছুটি

কাটিয়েছিলাম! তার সঙ্গে আমি লুকসার, কর্ণক এলত্রমার্ণল্য, স্ব্রা সব ঘুরেছি—কত স্মৃতি, প্রাচীন মন্দির, কত সমাধি মন্দিরে এখনও শুয়ে আছে সম্রাট সাম্রাজ্ঞী, তাদের চোখ খোলা—হয়ত হাজার হাজার বছর পরে তারা উঠে বসবে, তারপর আদেশ করবে—"ওরে প্রসাধনের সব ঠিক করেছিস'? ধান জমির ঠিক মধ্যিখানে একটা স্তম্ভ—কিসের জান না? একটা প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের অবশেষ। হাজার বছর আগে সেইখানে কত প্রণয়ী তাদের প্রণয় নিবেদন করেছে দয়িতাদের কাছে—তারা বুঝেছিল, প্রেমের চমৎকারিত্ব, কিন্তু আজ তারা কোথায়? কোথায় তারা বলতে পার মার্লে?

"সেই ভ্রমণের শেষে আমি ভাবতে লাগলাম মার্লে, যেন শুধু নাইল নদীর জল সে বন-বনান্তর উর্ব্বর করে তোলেনি, তাকে সাহায্য করেছে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃতদেহ। আমি ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়েছি তাদের বুকের ওপর দিয়ে—যাদের অধরে একদিন ছিল উত্তপ্ত লালিমা যাদের বুকে বেজেছিল প্রেমের বাঁশী। সেই সব কোটী কোটী নরনারীর এই কি অবশেষ? আমি জানি, কোটী আর্ত্তকণ্ঠে তারা উর্দ্ধে চন্দ্রসূর্য্যনক্ষত্র খচিত আকাশে তুলেছিল তাদের কাতর প্রার্থনা—তাদের উপাস্য ছিল, মাটির পুতুল, কুমীর, সাপ আর ঐ নদী। কিন্তু বাতাস—সেদিনের সেই উত্তপ্ত অবচেতন বাতাস শুধু একবার কেঁপে উঠেছিল তাদের বন্দনা গানে—তারপর সবশেষ—সব শেষ মার্লে। ভজনার এই ত পরিণতি—মৃন্ময় মূর্ত্তিকে আমরা প্রণাম করি—সেদিনও করেছিল তারা, আজও আমরা করি—এ কি ভ্রান্তি? এস আর একবার।"

কিন্তু মার্লে তার পাত্র স্পর্শ করলে না—স্থির নিশ্চলভাবে সে বসে রইল হলদে আলোর দিকে চেয়ে। সঙ্গীতের সুরে বিশ্ববিজয় করার স্বপ্ন আজও তার মরেনি—তার চোখের সম্মুখে পীয়ার তুলে ধরেছে

অকল্পিত বিরাটত্বের অসীম রূপ—সেই আলোর তরঙ্গে তারা ভেসে যাচ্ছে—তার পিতামাতা, নিজে, তার স্বামী, তার নিভৃত সংসারের আশা।

—"তুমি আমার স্বাস্থ্য কামনা করতে চাও না? বেশ, আমি তোমার স্বাস্থ্য পান করছি"—

এইবার সে আরম্ভ করল তার ভ্রমণ কাহিনী, মুখে অগাধ হাসি। এতক্ষণে মার্লে তার কথা বুঝতে পেরেছে, সেও হাসিতে যোগ দিল।

"বিরাট লোকের সমস্ত শূন্যচর অধিবাসী, কত পাখী, তাদের লম্বা ঠোঁট, কত অপরূপ বর্ণশ্রী—তাদের চীৎকার, তাদের উদ্দেশ্যহীন পাখার ঝাপটা। তারা যখন একদল আকাশ ছেয়ে উত্তরে উড়ে যেত—দূরে নরওয়ের দিকে, তখন আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতাম। আবার তারা ফিরে আসত শরতের সোনালী প্রভাতে, সেও আমি দেখতাম। বৎসরের পর বৎসর তাদের যাবার সময় আমি ভেবেছি, আগামী বৎসরে আমি যাব ওদের পিছনে পিছনে আমার দেশে, আমার প্রিয়তম জন্মভূমিতে কিন্তু সে শুধু আকাঙ্ক্ষা। আসা আমার সম্ভব হত না। এতদিনে আমি আবার ফিরেছি আমার ঘরে।"

—"স্বাগত প্রবাসী বন্ধু"—মার্লে তার পাত্র তুলে ধরে।

পীয়ার সঙ্কেত করলে বয়কে। "আবার কি চাই?"—মার্লের চোখে ফুটে উঠল জিজ্ঞাসা।

—"শ্যাম্পেন"—পীয়ার উত্তরে বললে।

—"তোমার নেশা ধরেছে নাকি?"

পীয়ার ততক্ষণে আবার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছে—তার মনে তৃপ্তি, মুখে ভালবাসা। একটা সিগারেট ধরিয়ে সে তার সব চেয়ে বড় জয়ের কথা বলতে লাগল। বাঁধের কাজ শেষ করার ঠিক পরেই, আবার

একটা ইংলিশ ফার্ম্মের সঙ্গে সে কাজ ঠিক করেছে। সেই সময় একদিন তাদের চীফ সকলকে ডেকে বলল—"দেখুন, আপনাদের জন্যে একটা বিরাট কাজ প্রতীক্ষা করছে। এই কাজ যে হাতে নেবে আর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারবে—বর্ত্তমান জগতে সেই হবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনীয়ার। আপনারা কে কে রাজী আছেন? সঙ্গে সঙ্গে প্রায় কুড়িজন অভিজ্ঞ লোক চীৎকার করে উঠল—"আমি, আমি।" বেশ আবিসিনিয়ার সম্রাট একটু নূতন ধরণের রেল লাইন তৈরী করবেন—দুশো মাইল লম্বা একাজ কি সুবিধে হবে?" "নিশ্চয়ই"—"চমৎকার"—আমরা উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলাম।

—"কিন্তু মনে রাখবেন এই কাজে আমাদের প্রতিযোগিতা করতে হবে জার্ম্মান সুইস আমেরিকানদের সঙ্গে—এবং জয়ী আমাদের হতেই হবে।"

"নিশ্চয়ই"—এইবার সকলে বিকট চীৎকার করে উঠলো।

"বেশ আমি আপনাদের মধ্যে দুজন লোককে বেছে নেব এবং তাদের হাতে সব তুলে দেব। তারা সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করবে। প্ল্যান করবে খসড়া এবং খরচা ঠিক করবে। মনে রাখতে হবে যে, একজন ভাললোকের করতে লাগবে আন্দাজ আটমাস, কিন্তু আমি চাই এই কাজটা চার মাসের মধ্যে। অবশ্য লোকজন যন্ত্রপাতি সব কিছুই তিনি পাবেন। উপরন্তু এক হাজার পাউণ্ড প্রিমিয়াম এই কাজটার জন্যে তাকে দেওয়া হবে।"

—"পীয়ার, তোমাকে পাঠান হয়েছিল"?—মার্লে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল—আনন্দের উত্তেজনায় সমস্ত শরীর তার কাঁপছে।

—হ্যাঁ, আমি আর একজন"।

—"কে সে?"

—"তার নাম ফার্ডিন্যাণ্ড হলম।

মার্লে তার একদিকে টানা হাসি হাসলে—তারপর দীর্ঘ আঁখিপাতার মধ্য দিয়ে এই সম্মানিত বীরের দিকে তাকাল। সে জানে, তার স্বামীর চিরদিনের ইচ্ছা, সম্মুখ সমরে তার এই সৎভাইকে পরাজিত করা। কিন্তু—

—"শেষে কি হল?"

পীয়ার তার সীগারেট ছুড়ে ফেলে দিল। প্রথমেই একটা বিরাট য়্যাডভেঞ্চার—নাইলে নদীর পাশ দিয়ে—তারপর সাহারা মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাত্রা। সঙ্গে উট, অশ্বতর, লোকজন খাবার আর গাদা গাদা কুইনাইন। এরকম ব্যাপারের তোমার হয়ত কোন অভিজ্ঞতা নেই। আমাদের রেল লাইন তৈরী করতে হবে সব রকম জায়গা দিয়ে—হয়ত বনের মধ্য দিয়ে, খানা ডোবা, বৃষ্টি ঝড় সব উপেক্ষা করে। সমস্ত কাজের সঙ্গে হয়ত লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হবে—সবচেয়ে ভাল জিনিষ দিয়ে হয়ত ব্রীজ হল—কিন্তু শেষকালে জার্ম্মানরা এসে বলেছে—তাদের ব্রীজ এর চেয়ে ঢের ভাল। একাজ আট মাসের মধ্যে কিছুতেই শেষ হয় না—কিন্তু আমাকে করতে হয়েছিল চারমাসে। সারাদিনে জানি মাত্র বার ঘণ্টা সময়, কিন্তু রাত্রে বার ঘণ্টা কি বাজে যাবে। জ্বর? হ্যাঁ হ্যাঁ সদ্দিগর্ম্মি? তাতেও কত লোক আর জন্তু মারা গেল—ম্যাপ হয়ত বৃষ্টির তোড়ে কোথায় ভেসে গেল—আমার সবচেয়ে সেরা সহকারীও মারা গেল সাপের কামড়ে; কিন্তু এসব আমি খেয়াল করিনি—কাজের দেরী চলবে না। একজন লোক নষ্ট হওয়া মানে আমাদের নিজের কাজ বাড়ল। ঠিক দু' মাস পরে, আমার পেছনে যেন হাতুড়ী পেটা আরম্ভ হল। চোখ বন্ধ করলেই মনে হত যেন হাজার সাপ ফণা বিস্তার করে আমার সমস্ত শরীর মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। যখন আয়নায় নিজের

চেহারা দেখতুম—চোখ দুটা যেন আগুনের ব'লে মনে হত। তা ঠিক চার মাস পরে আমি ফিরে এলাম আমাদের চীফের কাছে।

"আর ফার্ডিন্যাণ্ড হলম, সে ?"

—"ঠিক আমার আগের দিন"—

—"তাহলে" মার্লে'র স্বর কেঁপে গেল—"তাহলে সে-ই জয়ী হল ?"

"না, আমি"—পীয়ার আর একটা সীগার ধরাল—"না, আমি জিতেছিলাম। তাইতেই আবিসিনিয়ার সমস্ত রেল তৈরীর ভার আমার ও'র ছিল।"

—"এই যে শ্যাম্পেন"—মার্লে বলে। তারপর যখন পাত্রে সেই তরল সুরা ঝক ঝক করে উঠল—মার্লে অর্দ্ধ-নিমীলিত চোখে স্বামীর দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। পীয়ারের সমস্ত দেহে আনন্দের চাঞ্চল্য।

—"আজ একটু ভায়োলিন বাজাব ?"—মার্লে প্রশ্ন করে।

কতদিন অনুরোধ করা সত্ত্বেও মার্লে ভায়োলিন বাজাতে চায় নি। বিয়ে হবার পর মার্লে আর তার ভায়োলিন স্পর্শ করতে চাইত না—তার ভয় হয়, হয়ত বা তার এই মনের আকাঙ্ক্ষা নষ্ট করবে মনের শান্তি, জাগিয়ে তুলবে পুরানো দিনের আকাঙ্খাকে।

পীয়ার সোফায় বসে দেখল—মার্লে তার আগুনের মত লাল সাজে, বসে বসে ভায়োলিন বাজাচ্ছে—সমস্ত কক্ষে হলদে স্তিমিত জ্যোতি।

পরক্ষণেই তার মাথায় এল তার মায়ের কথা। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন ধরে মার্লে বলতে লাগল—'হ্যালো, মা, আজ কি চমৎকার দিন—আজ কি আনন্দ!" এই মেয়েটি তার মনের সমস্ত আনন্দ দিয়ে তার মায়ের মনের অশান্তি দূর করে দিতে চায়।

অবশেষে যখন পীয়ার বিছানায় শুয়ে পড়ল তখনও মার্লে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার প্রসাধন সমাপ্ত করতে।

পীয়ার চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল—মার্লে তার শুভ্র দীর্ঘ সাজে দাঁড়িয়ে আছে প্রসাধন টেবিলের ধারে—রাত্রের মত সে চুল সুবিন্যস্ত করে রাখছে—তার মুখে পড়েছে সবুজ আলো। দুজনেই চুপচাপ। মার্লে আয়নার মধ্য দিয়ে স্বামীর দিকে চেয়ে আছে—এক প্রকার রসঘন দৃষ্টি মেলে—আর তার কেশের সুরভি সমস্ত ঘরে যেন ছড়িয়ে দিচ্ছে যৌবনের হিল্লোল।

মার্লে ফিরে স্বামীর দিকে তাকাল। পীয়ার হাসিমুখে হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে। আজকের সমস্ত দিন মাঠে প্রান্তরে ভ্রমণ, তাদের সান্ধ্য-ভোজ, গল্প সুরু—সব যেন তাদের অন্তরকে প্রেমের রঙে রঙীন করে তুলেছে—অন্তরের তৃপ্তি প্রকাশ করেছে মুখের দীপ্তিতে। হয়ত তাদের মনে এখনও কাঁপছে সেই সব ব্যথিত আত্মার কাহিনী—লক্ষ যুগের মৃত মানুষের অভিশাপ—অন্ধকারে তাদের অসাধারণ অনুভূতি। কিন্তু এই যে আনন্দের প্রতিটি ক্ষণ—এই যে দয়িতের বাহুপাশ—এ যেন সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিতে মেলে দিয়েছে তার শান্তি, তার চেতনা। পীয়ার শুয়ে শুয়ে প্রার্থনা করলে, এই আনন্দ যেন মরে না যায় দেবতা—পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আনন্দ।

সে বুঝতে পারছে, মার্লে এই যে অকারণ বিলম্ব করছে এর গোপন অর্থ—হঠাৎ মার্লে তার সমস্ত ভালবাসা সমর্পণ করবে তার স্বামীর বুকে—তাই উভয়েরই নিশ্বাস আসন্ন প্রেম-আবেদনে চঞ্চল।

দূরে হ্রদের বরফ ফাটছে—তার উচ্চ শব্দ চমকিত করছে সুপ্ত নরনারীকে—উর্দ্ধে আকাশ যা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে আছে—তার বুকে কাঁপছে তারকা, হাসছে আলোক।

(৬)

পরের কয়েক বৎসর পীয়ার তার সম্পত্তি আর কারখানা চালাতে লাগল, কিন্তু মন সে কিছুতেই তেমন দিলে না—নির্লিপ্তভাবে সে কাজ করে; তার বেলিফ আর ম্যানেজার—তারাই সমস্ত দেখে। কারখানার কাজ সহজভাবেই চলে। পীয়ারকে যদি প্রশ্ন করা যায়—সারাদিন সে কি করে—তবে সে হয়ত কোন উত্তর খুঁজে পাবে না। না-জানা কোন এক জিনিসের সন্ধানে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার জীবনের কোনও অভাব আজ পূর্ণ করে তোলবার সময় এসেছে। জ্ঞানের পিপাসা এখন আর নয়—নিজের দেশে পরিপূর্ণ জীবন, যৌবনের হারিয়ে যাওয়া ঐশ্বর্য্যের সন্ধান আজ তাকে করতে হবে। যৌবনের উচ্ছলতা তার মনে সুপ্তিমগ্ন ছিল এতদিন—আজ সে বাহির হবার পথ চাইছে।

লোরেঞ্জে মাঝে মাঝে ভোজ ও উৎসব হয়। শহর থেকে দীর্ঘ সারি বেঁধে শ্লেজ আসে আর শীতের দীর্ঘতর রাত্রিতে তারা ফিরে যায়। বড় বড় টেবিলে আহার্য্য আর ফুলের সমাবেশ—সমস্ত বাড়ী উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করে। কখনও কখনও চাঁদিনী রাতে শহরবাসিগণ উচ্চ আনন্দ কোলাহলের শব্দে জেগে ওঠে—তারপর জানালার বাইরে চেয়ে দেখে অনেক শ্লেজ আসছে—প্রত্যেকটির মধ্যে আনন্দ আর গান—হয়ত তারা ফিরে আসছে কোন 'বনভোজন' করে—নৃত্য ও ভোজের সমারোহ থেকে। একজন সদ্যবিবাহিত তরুণ উকিল—আর একজনের স্ত্রীর কোলে বসে 'কন্‌সার্টিনা' বাজায় আর উচ্চকণ্ঠে গান গায়—অনেকটা বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত ভাঁড়ের মত সকলেই তাকে ভালবাসে। "লোরেঞ্জের লোক," সবাই বলাবলি করে,—"জায়গাটার রূপ বদলে যাচ্ছে দিন দিন!" তারপর তারা

গম্ভীর মুখে পরস্পরের দিকে মাথা নাড়ে—পৃথিবী কোন দিকে যাচ্ছে—যেন তাই ভেবে তাদের ঘুম হয় না।

সময় সময় পীয়ার যায় কোন সদাশয় ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে; সেখানে সারারাত্রি শ্যাম্পেন আর আনন্দ উৎসবের কোন ত্রুটিও হয় না। গণিত আর ধর্ম্ম আলোচনার ক্ষুধা তার মিটে গেছে—সে চায় তার স্বাদেশিক জীবনকে পূর্ণ করে তুলতে। নিজের গৃহে আর সে প্রবাসীর মত বাস করবে না। সে এখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়; সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে তার যে নিজের দেশ আছে, সমাজ আছে—এতদিন সে ভুলে গিয়েছিল।

তারপর জুন মাসের সূর্য্যকরোজ্জ্বল দিনগুলি আসে। মার্লের শয্যার পাশে সে এসে দাঁড়ায়—স্ত্রীর পাশে একটি সদ্যপ্রসূত শিশু—মার্লের মুখে সেই একদিকে টানা হাসি।

—"এর নাম কি রাখা হবে?"

—"কেন, সে ত অনেক আগেই হয়ে গেছে—তোমার মার দেওয়া সেই নাম।"

—"বেশ, তাই হোক—ওকে আমরা লুইস্ বলে ডাকব"—মার্লে তার মেয়ের টুক্‌টুকে রাঙা মুখখানি তার বুকের কাছে টেনে নিলে।

এ এক নূতন বিস্ময়। হয়ত কতদিন ধরে মার্লে এই স্বপ্ন দেখে এসেছে। কিন্তু এই আদর—এ স্বামীর প্রতি হঠাৎ কোন মুহূর্ত্তের উত্তেজনা নয়—এ যেন তার অন্তরস্থল হতে স্বতঃই উৎসারিত হচ্ছে।

পীয়ার একটু কৌতুক করতে চেষ্টা করে—"এই সংসারে আমার কোনও শক্তি কোন দিনও ছিল না, আজও নেই। তুমি একে তোমার মনের মত করেই মানুষ করে তোল"—স্বামী স্ত্রীর কপালে চুম্বন করলে।

স্ত্রী দেখলে স্বামী তার বিচলিত হয়েছে মনে মনে—স্বামীর পানে চেয়ে, মার্লে তার সেই সৌন্দর্য্য উজ্জ্বল হাসি হাসতে লাগল।

ধান কাটার প্রথম দিনে পীয়ার তার মাঠের এক কোণে বসে ছিল—সামনের প্রান্তর সূর্য্যের আলোক স্রোতে স্নান করছে—চাষীরা মাঠে কাজ করে চলে। মোয়িং মেশিনটা লেকের ধারে কাজ করছে—আর ঘোড়া আর মানুষ আনন্দে কঠিন পরিশ্রম করছে। চারিদিকের বাতাস যেন ফলফুলের গন্ধে সুরভিত। মনে তার গভীর শান্তি।

একটি স্ত্রীলোক হাল্‌কা সাজে, মাথায় খড়ের টুপি দিয়ে মাঠের পথে এগিয়ে আসছে—একটা ছেলেদের গাড়ী ঠেলে। মার্লে চারিপাশে তাকায়—গুন্ গুন্ করে সে একটা গান গাইছে। এই মেয়েটি হবার পর মার্লের মন যেন বদলে গেছে। আজ আর সে সঙ্গীতের সুরে বিশ্ববিজয়িনী হ'তে চায় না—তার জীবনের স্বপ্ন রূপ ধরেছে ওই ছোট্ট মেয়েটির সারা দেহে। তার হাসির উজ্জ্বলতা, তার বর্ণশ্রী এত চমৎকার কোনদিনই দেখায়নি—তার সারা দেহে যেন যৌবনের প্রথম হিল্লোল। অপরিচিত সৌন্দর্য্যের প্রভাবে তার দৃষ্টি—যেন স্বপ্ন আতুর।

কিছুক্ষণ পরে পীয়ার যায় নিজে মোয়িং মেশিন্ চালাতে। তার মনে হয়—কাজ তাকে করতে হবে—সংসার চালান চাই—স্ত্রী কন্যার জন্য তাকে পরিশ্রম করে উপার্জ্জন করতে হবে।

কিন্তু হঠাৎ সে নেমে পড়ে তারপর সমস্ত যন্ত্রটা পর্য্যবেক্ষণ করতে থাকে। সমস্ত শরীরে তার তৎপরতা—তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ—বুদ্ধি-প্রতিভায় উজ্জ্বল। সে ব্লেড দুটোর দিকে দেখে, তারপর রাজ্যের ভাবনা তার মাথায় ভিড় করে।

একি অদ্ভুত ভাব? তার মনে আনন্দের সাড়া; অস্পষ্ট তার চিন্তার সূত্র, কিন্তু এখনও সময় আছে?—সে কি চেষ্টা করে দেখবে?

অত্যন্ত লঘু দিন আর চন্দ্রালোকিত রজনী। মাঝে মাঝে সে ঘুমায় না—রাত্রির কালো অন্ধকার ভেদ করে সূর্য্যোদয় দেখতে তার ভাল লাগে।

এমনি এক রাতে সে উঠে পড়ে—সাজগোজ করে। কয়েক মিনিট পরে আস্তাবলের সহিস ঘোড়াটা বের করে আনে সে ঘোড়ার পিঠে চড়ে চাবুক চালায়—তারপর তার শাদা সাজ রাত্রির অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

তার লক্ষ্য কোথায়—সে জানে না। এ এক প্রকার আনন্দ—রাত্রির অসময়ে উঠে—জুলাই প্রভাতের প্রতীক্ষা করা।

ঘোড়াটা ধীর-পদে এগিয়ে যায়—আর পীয়ার চালকের সমস্ত আনন্দটুকু উপভোগ করে। সব নিস্তব্ধ, শহরের সমস্ত প্রাণীই গভীর সুপ্তিমগ্ন। রূপালী আকাশে এখানে ওখানে ছড়ান সোনার মেঘ—বাতাসে ভেসে ভেসে আসে গন্ধ—নিঃশ্বাস নিতে আরাম বোধ হয়। অন্তরে বাহিরে গানের সুর ভেসে বেড়ায়।

পথের বাঁকে বাঁকে সে নামে, তারপর গেট খুলে দেয়।

কুটীরের পর কুটীর পার হয়ে সে ক্রমশ ওপর দিকে উঠছে—অবশেষে সবচেয়ে উঁচু ঢালুতে সে থামে। ঘোড়াটা মাথায় একটু ঝাঁকুনি দেয়—তারপর হ্রেষারব করে। তাদের মুখে গাছের শিশির পড়ছে—অনাগত সূর্য্যের আলোয় চিক্‌চিক্ করছে। অনেক নীচে ঐ লেক—ওর বুকে আকাশ, পাহাড়, তরুশ্রেণী আর কুটীরের ছবি। ওর ঐ পূবদিকে উঠছে সূর্য্য—আসছে দিন—জ্যোতির সমুদ্রে জাগছে ঢেউ।

ঘোড়াটা যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে, কিন্তু পীয়ার তাকে আটকে রাখে। তার হেলমেটের ধার দিয়ে সে সূর্য্যকে দেখছে—তার মনে এক অদ্ভুত ধরণের চিন্তার জাগরণ। জীবনের পরিপূর্ণ রস ও আনন্দের

সন্ধানে সে হয়ত ব্যর্থকাম হবে। যৌবনের শক্তি এখনও তার দুর্ব্বল হয়নি। দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ আজও কর্ম্মনিপুণ। জীবনের কোনও তিক্ত অভিজ্ঞতা তার নেই—কোনও দায়িত্ব তার পক্ষে দুর্ভর হয়ে ওঠেনি। তার ভবিষ্যৎ ওই প্রসন্ন দিনের আলোর মতই গৌরব-মণ্ডিত। জ্ঞানের পিপাসা তার মিটে গেছে। তার মনে হয়—এতদিনের সব সঞ্চয়, সব অভিজ্ঞতা, সব আনন্দ তার মনের মধ্যে শরীরী রূপ নিয়েছে।

কিন্তু তারপর—তারপর কি?

যে বিরাট মানবতার পরিকল্পনা তুমি করেছিলে—সে স্বপ্ন কি তোমার সার্থক হয়েছে? মানুষের উন্নতির মূলমন্ত্র তোমার কোনও দিনই অজানা ছিল না। উন্নততর রূপের প্রতি লক্ষ্যের মধ্যে—অনন্ত দেবতার সন্ধানে এর নানামুখী প্রতিভার বিকাশে যে বন্দনা গান মানুষ গায়—তার সুর ত তোমার জানা!

উদ্ভিদের জীবনযাত্রার প্রণালী তুমি ত জান। পাখীর নীড়ের মধ্যে যে রহস্য, তার সামনে উদ্ধত মন আনত হয়ে আসে। বহু হাজার বৎসর আগে যে গ্লেসিয়ার ছুটেছিল পাহাড়ের বুকে, তার পায়ের চিহ্ন সূর্য্যমণ্ডলের বিরাটত্বের আভাস দেয়। কোনও শরতের নির্মেঘ আকাশে—তুমি চেয়ে দেখ—অসংখ্য নক্ষত্র! তাদের আলো—তাদের নির্ব্বাণ—আর ঐ বিরাট ব্যোম—এ সমস্ত তোমার আত্মাকে এক অদ্ভুত সুরে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। এই বিশ্বপ্রকৃতির ছায়া তোমার জীবনে। এই বিশ্বের যতটুকু সম্ভব বোঝবার চেষ্টা কর—সে-ই তোমার আনন্দ। তোমার চিন্তা ও ইন্দ্রিয় যেন তার দ্বারাই চালিত হয়।

কিন্তু তারপর? এই কি পরিণতি? নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রেখে তোমার স্বপ্ন কি সফল হবে?

তুমি কি মানুষের যাত্রাপথে একখানি শিলাও তুলতে পেরেছ—যার

পরে দাঁড়িয়ে মানুষ বলতে পারে বিশ্বরহস্যের আরও একটু আমার জানা হল।

তোমার অন্তরের কি মূল্য আছে—কর্ম্মের মধ্যে যদি না তার বিকাশ হবে?

মৃত্যুর দ্বারে ভিখারী সেজে অতিমানুষের দল যদি এই পৃথিবীতে বাস করত, তবে গোষ্ঠী হিসেবে তাদের মূল্য কতটুকু বাড়তো?

তোমার আত্মার চরম বিশ্বাস কিসে?

এই নির্ব্বাসিতের বেদনা, ধর্ম্মের নিরাশ্রয়তা—কতবার তুমি আর মার্লে পরস্পরের হাত ধরে একই চিন্তায় বিভোর হয়ে থাক, তোমাদের মন খুঁজে বেড়ায় আকাশে ও পৃথিবীতে এমন একজনকে যার কাছে তোমাদের প্রার্থনা ব্যর্থ হবে না। সে প্রার্থনা ক্রীতদাসের ক্ষমা ভিক্ষা নয়, এই যে জীবন-প্রদীপের আলোকে উজ্জ্বল মানুষের মন—তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

কিন্তু তিনি কোথায়?

তিনি নেই। কিন্তু তবু তিনি আছেন।

ঐযে ক্রুশের ওপর সন্ন্যাসী—ও আর্ত্ত ও আতুরের দেবতা! আর আমাদের? কবে আসবে সেই দিন—যবে এই আধুনিক মানুষ দৃঢ়গঠিত ও যন্ত্রসভ্যতায় শিক্ষিত—খুঁজে পাবে এক ভজনের সুর, এক বিরাট বিশ্ব-দেউল—যেখানে ভেসে আসবে অমর আত্মার আনন্দের স্রোত।

ওই সূর্য্য উঠছে দূরে গিরিশৃঙ্গের চূড়া দিয়ে, চারিদিকে তার সোনালী আভা, পাইন শীর্ষ স্বর্ণমণ্ডিত। পীয়ার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে—হাত ও শিরস্ত্রাণে রাতের শিশির ঝলমল করছে—সে ঘোড়াটাকে পিঠে হাত দিয়ে আদর করে। রাত দু'টো, প্রভাতের আলো মেঘে মেঘে

লুকোচুরি খেলে—পৃথিবীর জলে তার ছায়া। মাঠের শিশিরে রোদ—প্রজাপতির ডানায় রূপের লীলা।

"এইবার বিজু বাড়ী ফিরে চল"—

তার পর সে ছুটে চলে নীচের ঢালু পথে—অশ্বের হ্রেষারবে নির্জ্জনতা কেঁপে ওঠে।

৭

"শুনেছ মার্লে, আমাদের বাড়ীতে অতিথি আসছে—কোন ঘরে বসে আছ তুমি?"—পীয়ার হাতে টেলিগ্রাম নিয়ে দ্রুত ছুটল নার্সারীর দিকে—"তুমি এইখানে বুঝি"?

"তুমি এত জোরে চেঁচাচ্ছ যে সমস্ত বাড়ীময় শোনা যাচ্ছে। কারা আসছে?"—

"ফার্ডিন্যাণ্ড হলম আর ক্লস ব্রক—লোরেঞ্জের জন্মোৎসবে তারা দু'জনে আসছে—ওঃ কি বল তুমি?"

মার্লের মুখ রক্তহীন, তার কপোলের সৌন্দর্য্য আজ লুপ্তপ্রায়। আরও দুই বৎসর কেটে গেছে—তার একটি ছেলে হয়েছে—অদ্ভুত বড় বড় চোখ মেলে ছেলেটি তাকিয়ে থাকে মার কোলে বসে।

"চমৎকার"—মার্লে তার ছেলের জামা খুলতে লাগল। অন্তত সব আয়োজন ঠিক রাখতে হবে আর বাড়ীটা একটু চক্‌চকে করে তুলতে হবে।

দু'তিনদিনের মধ্যে বাড়ীটার রূপ বদলে গেল—গাড়ী গাড়ী বালি আসছে প্রাঙ্গন ও বাগানের জন্য, আর রূপশিল্পীরা দারুণ পরিশ্রম করছে বাড়ীটা নূতন করে পেণ্ট করতে। মার্লে জানত আয়োজনের কোন ত্রুটি হলে তার স্বামী ভীষণ অসন্তুষ্ট হবে।

অবশেষে অগাষ্টের সেই আতপ্ত দিনগুলি ঘনিয়ে এল—সমস্ত বাতায়নে পতাকা উড়তে লাগল—নবাগতদের অভিনন্দন জানাবার জন্যে। পাহাড়ী জমি থেকে শোনা যাচ্ছে 'মোয়িং মেশিন' আর 'হে রেক'এর শব্দ। বাতাস এত শান্ত যে, চিমনীর ধোঁয়া সোজা উঠে যাচ্ছে ওপরে। পীয়ার খুব ভোরে উঠে সমস্ত শেষবারের জন্যে নিরীক্ষণ করছে—মার্লের নিদাঘ সজ্জা থেকে প্রত্যেক খুঁটিনাটি ব্যাপার। ঘোড়াগুলোর কলস আবার চক্‌চক্ করছে মাজার ফলে। মার্লে সবই বুঝতে পারে: স্বামী তার ভদ্র ডাক্তারের ছেলের পাশে জেলের পোষাক পরে শৈশব কাটিয়েছে, আর হলম-এর পরিবারের সঙ্গে কোনদিনই তার সদ্ভাব নেই। ছেলেবেলার মন এখনও তাঁর যায় নি, তাই নিজেকে পরিপূর্ণ গৌরবে দেখাবার লোভ কিছুতেই তিনি সম্বরণ করতে পারছেন না।

কতকগুলি বাজে অলস লোক ষ্টীমবোট ঘাটে ভিড় করছিল। এমন সময় নৌকাটা কূলে এসে ভিড়ল। লোরেঞ্জের ঘোড়া দুটো কেবলই মাথা ও লেজ নাড়ছে—কতকগুলি মাছি তাদের বিরক্ত করছে বিষম। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আরোহী পেয়ে ছুটতে লাগল আহ্লাদে—ভিড় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, কিন্তু তারা দেখতে পেলে গাড়ীর মধ্যে তিন বন্ধু প্রচুর হাস্য কৌতুকে মত্ত! কয়েক মিনিটের মধ্যেই পিছনে বিরাট ধূলির জগৎ ফেলে রেখে গাড়ী ছুটে চলল নদীর বাঁক দিয়ে উল্কা গতিতে।

তার কিছু পশ্চাতে একখানা ঠেলাগাড়ীতে জিনিষপত্র যাচ্ছে—তাতে একটা মস্তবড় পেতলের ট্রাঙ্ক আর কাঠের সিন্দুক ভয়ানক ভারী।

মার্লে তার সাজ শেষ করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাল্কা সাজে তাকে বড় চমৎকার দেখাচ্ছিল—বিশেষ করে কাঁধের কাছে আর কোমরে যে লাল পটি দেওয়া রয়েছে—তার এত ভাল লাগছে তা। বাইরে গাড়ীর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—সে ছুটল নবাগতদের অভ্যর্থনা করতে।

"এই যে তারা"—পীয়ার গাড়ীথেকে লাফিয়ে পড়ল—"এই হচ্ছে ফার্ডিন্যাণ্ড পাশা, সাহারার নূতন রাজ্যের গভর্ণর; আর এই হচ্ছে মহামান্য খেদিবের 'চীফ পাইপ ক্লিনার এণ্ড বডিইউনাক।'

দীর্ঘকায়, একটু কুঁজো ব্যক্তি মার্লের দিকে এগিয়ে এল—কেশে তার পাক ধরেছে—দাড়ি গোঁফ কামান। এই হচ্ছে ফার্ডিন্যাণ্ড— "কেমন আছেন?" তারপর একটু ঘুরে পীয়ারকে বললে—"বাঃ, তুমি ত এখানে বেশ আরামে বাস করছ?"

তার বন্ধু একটু পুষ্ট—তার একটু ছাগল দাড়ি আছে। আর তার কালো চোখ অনবরত পিট পিট করে। কিন্তু তার হাসির মধ্যে সত্যি-কারের আনন্দ পাওয়া যায়—তার হাতের মুষ্টি ভীষণ দৃঢ়। এ ক্লস ব্রক।

পীয়ার তাদের প্রত্যেকখানি ঘরের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে লাগল— মাঝে মাঝে জানলার দিকে বাহিরের প্রকৃতিকে দেখাতে দেখাতে। অবশেষে ক্লস আর হাস্য সম্বরণ করতে পারলে না—ফিরে মার্লেকে বললে—"ও এখনও তেমনি রয়েছে—কেবলমাত্র একটু মোটাসোটা যা দেখতে হয়েছে। আপনি ওকে বেশ আরামে রেখেছেন—কি বলেন?" নীচু হয়ে সে মার্লের হাতে চুম্বন করলে।

তাদের জন্যে উৎকৃষ্ট পানীয় তৈরী ছিল—এটা মার্লের আবিষ্কার। তারপর আগন্তুক দু'জন যখন প্রত্যেক দু'গ্লাস পান করে বলে উঠলো— "চমৎকার", তখন পীয়ার তার স্ত্রীর হাত ধরে বললে—"চমৎকার, চমৎকার, মার্লে কি বলে যে তোমায় আদর করব।"

"হ্যাঁ আমাকে একটা টেলিগ্রাম করতে হবে"—হঠাৎ ফার্ডিন্যাণ্ড বলে উঠল—"তোমাদের টেলিফোনটা আমাকে একবার"—

"ওই দেখ এতটুকু ধৈর্য্য ওর নেই"—ক্লস হাসতে হাসতে বলে—"সমগ্র ইউরোপে ওর টেলিগ্রামের লোক রয়েছে—যা'হোক, তোমাদের আসবার আগে আমাদের একটু ভেতরে বস্‌বার হুকুম দাও।"

পীয়ার বললে—"এদিকে—এদিকে টেলিফোন"—

দু'জনে ঘর ছেড়ে চলে গেল—ক্লস হাসিমুখে মার্লের দিকে ফিরল—"বেশ, বেশ,—তাহলে আমি নিতান্তই পীয়ারের স্ত্রী'র সামনে বসে রয়েছি—উঃ, তার স্ত্রী। একেবারে রক্ত-মাংসের গড়া—তাকে বুঝি এই রকম দেখতে। ও লোকটার বরাতই অমনি সর্ব্বত্র।" সে মার্লের হাতে আবার চুম্বন করল। মার্লে লজ্জিত হয়ে ওঠে।

"মিঃ ব্রক, আপনি বিয়ে করেন নি?"

"আমি? ও দুইই বলা চলে—হাঁ-ও না-ও। আমি একবার একটি গ্রীক্ মেয়ে বিয়ে করেছিলাম কিন্তু বরাত মন্দ,—সে কোথায় পালিয়ে গেল।" বলে ক্লস চোখ পিট্‌পিট্ করতে লাগল—তারপর মুখের ভঙ্গি এমন করলে যে মার্লে কলহাস্য করে উঠল।

—"আর আপনার বন্ধু, ফার্ডিন্যাণ্ড—তিনি বিয়ে করেন নি?"—

"ও তার কথা বলছেন—অবশ্য কিছু মনে করবেন না, সেখানে ওর প্রাসাদের ভেতর একটা ছোট অন্তঃপুর যোগ করা আছে।"—

মার্লে হাসিমুখে জানলার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল।

ঘণ্টাখানেক পরে নবাগত বন্ধুরা স্নান শেষ করে পরিবর্ত্তিত সাজে নীচে নেমে এল; তারপর কিছু আহারের পর পীয়ার তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেল তার সমস্ত দেখাতে। নূতন জমি কিনে কতকগুলি বাড়ী তৈরী করেছে—তার গোলা-বাড়ীতে এখন যাটটা গরু, আগে ছিল মাত্র

চল্লিশ। "অবশ্য তোমাদের মত লোকদের লক্ষ্যে এসব হাস্যকর তা জানি, কারণ তোমাদের যা-কিছু সব যন্ত্র জগতের কল্যাণে। কিন্তু এই আমার সংসার—এতেই আমি সুখী।" পীয়ার হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলে, তার বাড়ী—তার গোলা।

কিছু পরে তারা গাড়ী করে' ছুটলে পীয়ারের কারখানা দেখতে ছোট্ট তার কারখানা দেখাতে পীয়ার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ করলে না। তার নিজের কারখানার সমস্ত বিভাগ সে এমন গম্ভীর ভাবে দেখাতে লাগল যেন এ এক প্রসিদ্ধ ব্যবসার ক্ষেত্র—যদিও তার বন্ধু দু'জন আড়চোখে তার পানে চেয়ে অতি কষ্টে হাসি চাপতে চেষ্টা করছিল।

কর্ম্মচারীরা তাদের টুপি খুলে এদের অভিবাদন করলে—এই আগন্তুকদের তারা বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখছিল।

ফার্ডিন্যাণ্ড অবশেষে বলে ফেললে—"নরওয়ের আদিম ভঙ্গিমায় আবার সব দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে"—

—"সত্যই কি চমৎকার নয়?" পীয়ার আনন্দের সঙ্গে বলতে লাগল "ঠিক এই রকমই কারখানা হওয়া প্রয়োজন—এর মালিকের জীবনের সুখ ও আত্মার শান্তি তাতে অটুট থাকে।" ফার্ডিন্যাণ্ড ও ক্লস দৃষ্টিবিনিময় করে। কিন্তু পরক্ষণেই পীয়ার তাদের নিয়ে গেল পাশের ঘরে,—যন্ত্রপাতি সমস্ত সেখানে ছিল—কারখানার সঙ্গে কোন সম্পর্কই এদের নেই।

ক্লস বললে - "এইবার দেখ—এই গুলি পীয়ারের নিজস্ব। নিশ্চয়ই নূতন কিছু একটা তোমার মাথায় ঘুরছে?"

পীয়ার দুটো তেরপল সরিয়ে ফেললে, তারপর একটা সাধারণ ধরণের 'মোয়িং মেশিন' বার করলে, তার পাশেই আর একটা নূতন ধরণের মেশিন, তার নিজের তৈরী।

"এখনও শেষ হয়নি'—কিন্তু আসল সমস্যা শেষ হয়ে গেছে"—পীয়ার বললে। পুরান একখানা ছুরী দেওয়া প্রথা-বড় বিশ্রী। কিন্তু দু'খানা ব্লেড, এক জোড়া সীয়ার—এতে কাজ হবে কত সহজ। তারপর নিজের প্রণালী সম্বন্ধে সে ছোট্ট একটু লেকচার দিলে—তার নবনির্ম্মিত মেশিনের কাজের সরলতার বিষয়—আর বিশেষ করে—কত হাল্কা হবে এ মেশিন। "এই ত আসল পীয়ার"—ক্লস বললে।

"এটার দাম হবে—আমার যা' মনে হয়—এক কোটি টাকা"—জানলার দিকে চেয়ে ফার্ডিন্যাণ্ড ধীরে ধীরে মন্তব্য করল।

—"নিশ্চয়ই, আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে চাষীদের কাজ সহজ করে দেওয়া আর খরচ কমান"—পীয়ার ফার্ডিন্যাণ্ডের দিকে চকিতে আবার চেয়ে নিলে।

সেদিন সন্ধ্যায় আহারের সময় একটু উৎসব হল। যখন পানীয় এল, ক্লস আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠল। "পুরানো বন্ধু আমরা—আসল লাইসোলমার। তুমি এখনো বেঁচে আছ তা হলে? মনে আছে,—আমাদের সেই ছেলেবেলাকার কথা?" ক্লস তার পাত্র তুলে ধরলে—এই তরলতার মধ্যে আলোর ঝলকানি তার চমৎকার লাগে। তারা তিন বৃদ্ধতে গান গাইতে গাইতে পান করতে লাগল—সুরার পাত্রে প্রথম চুমুক দিয়ে—আবার ফিরে আলোর দিকে চেয়ে—তাদের যৌবনের সমস্ত হারিয়ে যাওয়া দিবসে তারা যেমন ভঙ্গিমায় আনন্দ করত, আজও তারা তাই করলে।

তারপর তারা গল্প করতে লাগল—একটা কাহিনী আর একটা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু মার্লে লক্ষ্য করে ফার্ডিন্যাণ্ডের চোখের নিষ্ঠুর চাহনি—হাসলেও তার কঠিনতা লঘু হয় না।

গল্প চলতে লাগল—ইজিপ্টের সমস্ত নূতন কাজের বিষয়। পীয়ার

যতই এসব শুনতে লাগল, মার্লের মনে হল যেন স্বামীর দৃষ্টির রূপ বদলে যাচ্ছে। তার চোখের দৃষ্টিতে সে রূঢ়তা দেখছে—এতদিনের অপরিচিত এক নূতন ভঙ্গিমা তার মুখে ছায়া ফেলে। তার কি এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যে, স্ত্রী-পুত্র তার পক্ষে মিথ্যে বোঝা? জরাজীর্ণ অশ্ব আজ কি আবার ভুলে যাওয়া যুদ্ধ রবে জেগে উঠছে?

—"একটা চমৎকার কাজ ওখানে রয়েছে তোমার জন্যে" —ফ্যার্ডিন্যাণ্ড পীয়ারের দিকে চেয়ে গ্লাস তুলল।

"অশেষ ধন্যবাদ, তোমার অধীনে কাজ ত?"

—"কারও অধীনতা তোমার জন্যে নয়! তুমি সবার ওপরে।"

ফার্ডিন্যাণ্ড আঙ্গুল উঁচু নীচু করে বুঝিয়ে দিলে। "টাইগ্রিস্ আর ইউফ্রেটিস্-এর 'বাঁধ' করতে হবে। অবশ্য সময় সাপেক্ষ কাজ।"

"অশেষ ধন্যবাদ"—বিস্ফারিত চোখে পীয়ার বললে।

"উপযুক্ত লোকের জন্যে কাজটা প্রতীক্ষা করে আছে। যোগ্যতম লোক না হলে একাজ হবে না। আমি যদি তোমার মত শক্তিশালী হতাম : তাহলে কাজটা হাতে নিতাম।

সকলের দৃষ্টি পড়ল পীয়ারের ওপর। মার্লে দেখতে চায় তার স্বামীর অন্তর। কিন্তু পীয়ার হাসতে লাগল—"বহুদিনের পুরাতন ও সম্মানিত একটি নদীকে বেঁধে ফেলে আমার কি আছে আনন্দ করবার?".

"প্রথম, পৃথিবীর শস্যসম্ভার অসাধারণ রকম বেড়ে যাবে—সেটা কি সুখের হবে না?"—

"না"—পীয়ার একটু বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলল।

"কিংবা ধর এই পৃথিবীর সবচেয়ে উর্ব্বর ভূমির ওপর হাজার হাজার মাইলব্যাপী রেল চলাচলের সুযোগ।"

"তাতেও আমার উৎসাহ নেই"—

"ও", ফার্ডিন্যাণ্ড মার্লের দিকে চাইলে—"আচ্ছা আপনিই বলুন ত, এই রকম একজন মধ্যযুগের লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়ে আপনার কি মনের অবস্থা!"

"কি, কি বললেন"—মার্লের কথা আটকে যাচ্ছে।

"ঠিক তাই। আপনার স্বামী সময়ের প্রভাবের বাইরে। ও যদি ইচ্ছে করত ত সম্রাট হতে পারত—সভ্যতার সংগ্রামে ও নিতে পারত সেনাধ্যক্ষের স্থান। নিজের শক্তিকে ও অবহেলা করছে—দেখবেন এমন একদিন আসবে যেদিন ওর মনে জ্বলবে বিদ্রোহের আগুন। আমার কথাটা মনে রাখবেন।"

মার্লে হাসল তারপর দ্বিধার সঙ্গে পাত্র তুলল—পীয়ারের দিকে সে বাঁকা চাহনিতে চাইলে।

"আপনার স্বামী প্রকাণ্ড স্বার্থপর—আত্মাভিমানী। শুধু সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে ও।"

"আপনার কি মনে হয় খুব দোষের কাজ করছেন?"

"ও নিজের জীবনকে মিথ্যা সোনার সুতা বলে ভুল করছে।" ফার্ডিন্যাণ্ড বিনীতভাবে মার্লের দিকে চাইলে—কিন্তু চোখের দৃষ্টি তার ইস্পাতের মত শাণিত।

"কিন্তু তাতে দোষ কি?" তরুণী স্ত্রী দৃঢ়তার সহিত বলল।

"এ অত্যন্ত অন্যায়। তার অমর আত্মার অবমাননা হচ্ছে এতে। নিজের জীবনকে নষ্ট করবার অধিকার মানুষের নেই। একজনের ব্যক্তিগত সুখের দিন কেউ মনে রাখবে, কিন্তু তার কীর্তি অমরতা লাভ করবে। বিশেষ করে আপনার স্বামী—কি অধিকারে ও সুখে থাকতে পারে। জগৎ সকলকে এক রকম চোখে দেখে—হয় ইন্ধন নয়, জ্যোতি

মানুষ তাকে কাজে লাগায়। আর পীয়ার—আপনার স্বামী—ও শুধু ইন্ধনের জন্য তৈরী হয় নি।"

মার্লে তার স্বামীর দিকে চাইলে। পীয়ার হাসছে, কিন্তু হঠাৎ তার দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠল। ঠোঁটে ঠোঁটে চেপে সে খাবারের পাত্রের দিকে চাইলে।

এমন সময় নার্স এল ছোট্ট লুইসকে কোলে করে—প্রত্যেকের কোলে সে একবার গেল। কিন্তু তাকে যখন ফার্ডিন্যাণ্ডের কাছে নিয়ে যাওয়া হল, সে তাকে স্পর্শ করলে না—মার্লে তার চোখে স্পষ্ট অনুভব করতে লাগল পীয়ারের প্রতি তার তিরস্কারের দৃষ্টি—"এই রকম বন্ধনে নিজেকে দিন দিন তুমি জড়িয়ে ফেলছ?"

"মাপ করবেন"—হঠাৎ সে উঠে হাতঘড়ির দিকে তাকাল—"আমাকে একবার টেলিফোনটা ব্যবহার করতে হবে।" তারপর সে চলে গেল। ক্লস অন্য সকলের পানে চেয়ে মাথা নেড়ে বললে—"ও যেখানেই থাকুক না কেন, ঘণ্টায় একটা টেলিফোন না করলে ও মরে যাবে।"

বেলকনিতে কফি দেওয়া হল। তারা বসে বসে ধূমপান করতে লাগল। প্রমথ শরতের ধূসর গোধূলি। গিরিশ্রেণী যেন বহু দূরে বলে বোধ হয়—গাঢ় নীল তাদের অঙ্গের আভা। বনফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত। অল্পপরেই মার্লে উঠে শুভরাত্রি জানাল। তারপর তার শোবার ঘরে একলা তার কাছে বড় কঠিন হয়ে উঠল এই প্রশ্ন—আজকের ব্যবহারে গল্পে সে সত্য সুখী হয়েছে কি না! সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে—এই দু'জন আগন্তুক তার স্বামীকে এতদিনের আনন্দবিলাস থেকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু বড় অদ্ভুত তার স্বামীর ব্যবহার। ক্লস ব্রকের সঙ্গে প্রাণ খুলে সে গল্প করে, কৌতুক-পরিহাস করে, কিন্তু যখনই ফার্ডিন্যাণ্ড তার সঙ্গে কথা কয়—নিজেকে যথাসম্ভব সাবধানে রেখে সে

উত্তর দেয়—আর যখনই তিনি প্রতিবাদ করেন, তার চোখে যেন অবহেলা ফুটে ওঠে। বিরাট হলদে থালার মত চাঁদ পাহাড়ের পূব দিয়ে ধীরে ধীরে উঠছে—কালো জলে যেন সোনার ঝিকিমিকি তিন বন্ধু বারান্দায় বসে নিস্তব্ধ রাত্রে চেয়ে দেখছে বিশ্বপ্রকৃতির এই রূপ।

"তাহলে নিতান্তই তুমি এখানে আলস্যে দিন কাটাতে চাও"—ফার্ডিন্যাণ্ড তার পানীয়ের পাত্রে চুমুক দিলে।

"তুমি আমায় বলেছ"—পীয়ার সামনের দিকে একটু ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করে।

"আমি শুনলাম যে, তুমি দিনে আর রাত্রে শুধু এখানে সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছ ওরকম জীবনকে আমি অলসতা ছাড়া আর কিছু বলি না।"—

"ধন্যবাদ"—

"নিশ্চয়ই—কিন্তু মনে মনে তুমি অসুখী। প্রত্যেকেরই তাই হয়—নিজের শক্তি ও সামর্থ্যকে যে না কাজে লাগায় তারই ওই দশা।"

"অশেষ ধন্যবাদ"—পীয়ার হাসিমুখে উত্তর দিলে। ক্লস চেয়ারে সোজা হয়ে বসল, ঘটনা কোন দিকে ঘুরছে তার বড় সন্দেহ হয়।

ফার্ডিন্যাণ্ড সামনের ওই হ্রদের জলে দৃষ্টি স্থির করে বসে আছে। "তুমি তোমার নিজের ব্যবসা মাটি করছ—তোমার ইঞ্জিনীয়রীং।"

"সত্যিই তাই।"—পীয়ার বলে।

"তার কারণ।"

"কারণ নূতন কিছুর সন্ধানের মধ্যে সুন্দরতার অপমান হতে দেখেছি। প্রচুর সোনা, দ্রুততর গতি, খাদ্যের প্রাচুর্য্য—বল এই আমাদের লক্ষ্য নয় ?"

"শোন বন্ধু, অর্থ মানেই স্বাধীনতা। আর আহারই জীবন। গতি

আমাদের অলস মুহূর্তেই সজীব করে রাখে। মানুষের জীবনের সম্ভাবনা দ্বিগুণ বাড়ছে জান—আর তুমি তাতে সাহায্য করতে বাধ্য।"

"কিন্তু সংখ্যা তাদের বাড়িয়ে লাভ কি? কোটি কোটি কলের মানুষ —সেই কি তোমার লক্ষ্য?"

"ওসব কথা ছেড়ে দাও"—ক্লস অধীর হ'য়ে ওঠে—"আমাদের প্রিয় নরওয়ের কথাই ভাব, মনে কর, নরওয়েবাসীর সংখ্যা যদি এত বাড়ত যে, পৃথিবীর লোক তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হ'ত—সেটা কি সমাজের সৌভাগ্য হ'ত না?"

"নিশ্চয়ই হ'ত"—পীয়ার ধীরে ধীরে বল্‌ল।

"কি করে যে তুমি এত অল্পতায় সুখী হতে পার—আশ্চর্য্য"—

"আমি চাই না সমস্ত নরওয়ে শুধু কলকারখানা আর দুর্গের আবাস হোক। আমাদের এখানে শান্তি—তাই থাক না কেন!"

"কিন্তু যন্ত্রদানব তা হতে দেবে না"—ফার্ডিন্যাণ্ড বললে—যেন এই চন্দ্রালোকে ও জলের মধ্যে কাকে দেখতে পেয়েছে।

"কি? কি বললে তুমি?"—পীয়ার বিস্ফারিত চোখে চেয়ারে সোজা হয়ে বসল।

কিন্তু ফার্ডিন্যাণ্ড তার কথায় কান দিলে না—"যন্ত্রদানব ছুটে চলেছে সামনে, শান্তি কিছুতেই নেই। অগ্নি—সে ত চুপ করে থাকবে না। আর প্রোমেথিয়াস তারও লক্ষ্য অনন্ত। এখনও অনেক শিলা অতিক্রম করে মানুষকে চরম সত্যে উপনীত হতে হবে; শান্তি? তা হয় না বন্ধু, আমাদের মানুষের ইন্দ্রিয়াতীত সমস্ত শক্তি আমাদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"

পীয়ার মৃদু মৃদু হাসছে। সে একটা সীগার ধরাল। ফার্ডিন্যাণ্ড চেয়ারে হেলান দিয়ে তার বক্তব্য বলে যাচ্ছে—ওই সোনার বরণ চাঁদের

দিকে চেয়ে—"টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস, সিন্ধু আর গঙ্গা—যা কিছু বাকি আছে আমাদের এই পৃথিবীর—সমস্ত পৃথিবীকে উন্নত ও পরিণত করে তুলতে হবে—এর পরিণাম কি ? মাত্র কয়েক বৎসরের চেষ্টার ফল এই ? এ ত অতি তুচ্ছ সূচনা মাত্র। দেখ, আর দুই শতাব্দী পরে এই গ্রহে আর কিছুই থাকবে না—যেখানে মানুষের আকাঙ্ক্ষার অবসান হয়নি। তারপর আমরা যাব গ্রহ হতে গ্রহান্তরে সাম্রাজ্য বিস্তারে।'

এক মুহূর্ত্ত সব চুপচাপ—তারপর পীয়ার আরম্ভ করলে।

"তাতে আমাদের সমূহ লাভ কি হ'ল ?"

"তুমি কি মনে কর, মানুষকে শুধু চিরদিন ভুলিয়ে রাখা যাবে এই কথা বলে যে, এই শেষ আর নয়। অর্দ্ধশতাব্দী পরে সমস্ত সূর্য্যমণ্ডল চালিত হবে মানুষের বুদ্ধির দ্বারা। বাধা-বিপত্তি দুরূহ হয়ে উঠবে, তা' জানি। গ্রহে গ্রহে সংগ্রাম চলবে—কতকগুলি গ্রহ আর কতকগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে—তা জানি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ বৃহত্তর গ্রহের দ্বারা শাসিত হবে এই সব ভেবে ভবে পিছিয়ে যাবার কি আছে ? মানুষ যে অনাগত শাশ্বত কাল ব্যেপে শুধু প্রকৃতিকে পরাজিত করবে পদে পদে—এতে সন্দেহ কি ! বিশ্বমানবতার বাসনার অন্ত নেই। আমাদের বাধা দেবার ক্ষমতা কোথায় ? মানুষ যখন প্রশ্ন করতেই ভুলে যাচ্ছে—সুখ কোথায় ? বিশ্বব্যাপী লালসা অনন্তের আকাঙ্ক্ষিত, সে ত পরীক্ষা করছে—এই বিশ্বসংগ্রামে কে যোগ্যতর, কে অসহায় এবং এই ঠিক।"

"তারপর মৃত্যু যখন আসবে তখন কি ভাবব"—পীয়ার জিজ্ঞাসা করলে।

"তুমি ? নিজের প্রতি চিরদিনের দরদ আজও তোমার আছে ? অনন্তকাল বাঁচবার আশা তুমি রাখ ? শোন বন্ধু—তোমার নিজের কোন অস্তিত্ব নেই। সমগ্র বিশ্বে শুধু একজন আছেন, তিনি আমাদের

সকলকে ভরে রেখেছেন। তারপর এমন দিন আসবে, যখন বিশ্ববিধাতা আমাদের সম্মান করে চলবেন। মানুষ একদিন বসবে বিচারকের আসনে। সেদিন হবে দেবতাদের বিচার—এ বিশ্ব রহস্যের সমাধান হবে শুধু সেইদিন—অনাদি শক্তি যেদিন পঙ্গু হয়ে যাবে। মানুষের সঙ্গে সেদিন বোঝাপাড়া হবে দেবতাদের। আমার কথাগুলো লক্ষ্য কর—আমাদের প্রত্যেক মানুষের অন্তরে একটি মাত্র ধর্ম্মভাব জাগছে—সেই আমাদের মাথা তোলবার শক্তি দিয়েছে, চলতে শিখিয়েছে—আমরা ভুলে গিয়েছি সেই বিরাট আনন্দে— আমরা ক্রীতদাস, আমরা মরণশীল মানুষ মাত্র।"

হঠাৎ যেন সে চমকে উঠল—তারপর হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বললে—"মাপ কর, টেলিগ্রাফ অফিস যদি খোলা থাকে"—বলেই সে বেরিয়ে গেল।

তারপর যখন সে ফিরে এল—তখন ক্লস আর পীয়ার তাদের শৈশবের সেই চঞ্চল দিনগুলির কথা স্মরণ করে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে।

"মনে পড়ে, আমরা সেই হাঙ্গর শিকারে গিয়েছিলাম?"—ক্লস জিজ্ঞাসা করলে।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই হাঙ্গরটা—হ্যাঁ মনে পড়ছে—তুমি বীরের মত শুধু একটা ঘুসির জোরে সেটাকে পঞ্চত্ব পাঠিয়েছিলে। আর সেই—ভাই দড়িটা কেটে দাও—দড়িটা কেটে দাও ভাই—বাড়ী ফিরে চল"—ছেলে-মানুষী ভঙ্গিতে বলে পীয়ার হেসে লুটিয়ে পড়ল।

"আঃ তোর সব তাতেই শুধু রসিকতা। সে কথা যাক্—আচ্ছা তার পর আর কখনও সেখানে গিয়েছিলি?"—

পীয়ার বললে—"হ্যাঁ।" এই ত গত বছর সেখানে সে গিয়েছিল। তার পালক পিতামাতা সবাই মারা গেছে—এমন কি পীটার রনিঞ্জেন

—সেও মারা গেছে। কিন্তু সেই যে মার্টিন ক্রভোল্ড—সে আজও তার সেই ছোট কুড়েতে আটটি ছেলেমেয়ে নিয়ে রাজত্ব করছে।"

"অভাগা"—ক্রস সহানুভূতির স্বরে বললে।

ফার্ডিন্যাণ্ড ততক্ষণে আবার বসে পড়েছে—এবার সে চাঁদের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে বললে, "আচ্ছা সেই বুড়োটাকে হাজার ক্রাউন পাঠিয়ে দিলে হয় না ?"

খানিকক্ষণ চুপচাপের পর ফার্ডিন্যাণ্ড বললে—"আমি যদি তোমাদের সঙ্গে যোগ দি তবে দোষ হবে কি ?" সে তার ওয়েষ্টকোটের পকেট থেকে ৫০০ ক্রাউনের একখানা নোট বার করলে—"কিছু যদি মনে না কর।"

পীয়ার তার দিকে একবার চেয়ে নোটটা হাতে করে নিলে—"গরীব মার্টিনের কথা ভেবে আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে। এই ত সব সমেত তার বরাতে হল দেড় হাজার ক্রাউন।"

ক্রস দু'জনের পানে চাইলে—তারপর হাসতে লাগল। তারা কিছুক্ষণ বাজে কথায় সময় কাটালে—তারপর হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করলে—"পীয়ার ব্রিটিশ কারবাইড কোম্পানীর বিজ্ঞাপনটা তুমি দেখেছ ?"

"না—কিসের বিষয়।"

"তারা বেসনার প্রপাতের বাঁধ দেওয়ার যন্ত্র খুঁজছে, তোমার মত লোক তারা চায়।"

—"না না,"—ফার্ডিন্যাণ্ড ঝপ করে বলল—"অত ছোট কাজ ও নেবে না। পীয়ার আমাদের সঙ্গে ইউফ্রেটিসে যাচ্ছে।"

—"কত টাকার কাজ হবে আন্দাজ" ?—পীয়ার জিজ্ঞাসা করলে।

—"আমাদের যা মনে হয়, দু কোটি ক্রাউন বা সেই রকম কিছু হবে" —ক্রস জবাব দিলে।

"ও কাজ পীয়ারের হওয়া উচিত নয়"—ফাডিন্যাণ্ড চেয়ার থেকে উঠল—তার হাই উঠেছিল—বাঁ হাতে সেটা গোপন করে সে বললে—"ওসব কথাবার্ত্তা এখন থাক। গুডনাইট, গুড নাইট।"

তার ঘণ্টা দুই পরে সমস্ত বাড়ী যখন নিঝুম হয়ে পড়েছে পীয়ার তখনও জেগে—প্রকাণ্ড হলটায় হাল্কা শ্লিপার পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে জানলার বাইরে সে তাকায়। ঘুম তার আসছে না কেন? আকাশে চাঁদ পাণ্ডুর হতে পাণ্ডুরতর হচ্ছে—উষার আলো আসি আসি করছে।

(৮)

পরদিন সকালে মার্লে তার ভাঁড়ারে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ পদশব্দ শুনে সে পেছনে তাকাল। ক্লস ব্রক আসছে।

"সুপ্রভাত—ও আপনাকে প্রাতঃসাজে বুঝি এমনি দেখায়? শুধু আপনার জন্যেই এসব সাজ সৃষ্টি হয়েছে—আপনি যেন 'ঘীরল্যাণ্ডাজো—না—স্বয়ং এম্পাসিয়া।"

"আপনি এত সকালে উঠেছেন"—মার্লে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে।

"তাই নাকি? তাহলে ফাডিন্যাণ্ড হলম—সে ত সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠেই চিঠি লিখতে বসে গেছে। আপনাকে কিছু সাহায্য—এই চর্ব্বির বাক্সটা সরিয়ে দেব? বেশ, বেশ—আপনার ত বেশ গায়ে জোর আছে? কিন্তু দেখুন, মেয়েদের ব্যাপারে আমি চিরদিনই একটু বেসামাল।"

"সত্যি"—মার্লে তার দীর্ঘ আঁখিপাতার মধ্য দিয়ে ক্লসকে একবার দেখে নিলে।

"জানেন, আমার প্রথমা প্রিয়তমা কে ?"

—"না, কেমন করে জানব বলুন"—

—"তবে শুনুন, সে হচ্ছে লুইস—পীয়ারের বোন। আপনার যদি তার সঙ্গে পরিচয় থাক্‌ত।"

—"আর তারপর"—মার্লে এই ধনী লোকটির দিকে তাকাল —একে দেখলে মনে হয় জগতের কোন দুঃখই একে স্পর্শ করতে পারবে না।

—"তারপর—তারপর ? মনে করতে দিন। হ্যাঁ, তারপর আমি আর কোন মেয়েকে ভালবাসিনি' শুধু"—

—"শুধু ?"—

"শুধু একজন ছাড়া। সে হচ্ছেন আপনি।"

—"ধন্যবাদ।"

—"সুতরাং একজন সহৃদয়া গৃহস্থ-বধুর মত আপনার কি উচিত নয় আমাকে একটা"—

—"একটু চর্ব্বি দেওয়া ?"

—"না, না, চর্ব্বি নয়। তার চেয়ে ভাল কিছু।"

—"কি, বলুন।"

"একটি চুমো। আমি এখুনি তা নিতে পারি, দেখবেন ?" ক্লস ব্রক এক পা এগিয়ে গেল আর মার্লে হাসিমুখে পালাবার পথ খুঁজতে যেয়ে দেখে, তার ও দ্বারের মধ্যে ক্লস দাঁড়িয়ে আছে।

"বেশ, আমার জন্য একটু কাজ করে দিতে হবে। ওই মইটা দিয়ে ওপরে উঠে যান।"

"এ ত ভারী মজা"—তার বলিষ্ঠ দেহের ভারে কাঠের মইটা মড় মড় করতে লাগল।

"কত দূর উঠতে হবে?"

"সবচেয়ে উচু সেলফে—ওই যে মস্ত ব্রাউন জার, ওতে আছে ক্র্যানবেরী—কিন্তু খুব সাবধান"—

"চমৎকার। নিশ্চয় প্রাত-রাশের সময় 'ক্র্যানবেরীর' আচার পাতে পড়বে।" তারপর বুড়ো আঙ্গুলে ভর দিয়ে কোন প্রকারে ভারী জারটা ধরে সে দাঁড়িয়ে রইল—তার মুখ রাঙা হয়ে গেছে।

"তারপর?"

"ওটা সাবধানে ধরে একটু অপেক্ষা করুন, আমি একটা কিছু নিয়ে আসি"—মার্লে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

ক্লস মইএর আগায় দাঁড়িয়ে রইল, শূন্যে সেই ভারী জারটা ধরে। সে নীচে তাকাল। এরকম করে দাঁড়িয়ে থাকা? কিন্তু পাশের ঘরে কে যেন 'পিয়ানো' বাজাচ্ছে। ওকে কি ক্লস ডাকবে নাকি? মুখ তার ক্রমশ রক্তবর্ণ ধারণ করছে—তবুও মার্লের দেখা নেই।

তারপর খুব জোরে সে জারটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে নেমে এল—এবং পাশের ঘরে যখন গিয়ে সে দাঁড়াল, তখন নিঃশ্বাস তার জোরে জোরে বইছে।

"বেশ বেশ—আমি কিনা···আর আপনি এঘরে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছেন"—

"সে কি? আপনার গান ভাল লাগে না, হের ব্রক?"

—"এর প্রতিশোধ আপনি পাবেন, দেখুন সুদে আসলে আমি কি করি"—ব্রক ওপরে চলে গেল গজর গজর করতে করতে।

ক্লস যখন এল তখন পীয়ার তার নিজের ঘরে লেখার টেবিলে—

"আমি এই চিঠিটা পাঠিয়ে দিচ্ছি মার্টিন ব্রুভোল্ডকে—এর মধ্যে নোটগুলো আছে। তলায় কি সই আছে, জান! হাঙ্গর-শিকারীদের কাছ থেকে।"

"হ্যাঁ, ফার্ডিন্যাণ্ড চমৎকার মতলব করেছে। আচ্ছা বল দেখি, চিঠি খুলতেই যখন নোটগুলা বেরিয়ে আসবে তখন বুড়োর কি মনে হবে?"

খামের উপর ঠিকানা লিখতে লিখতে পীয়ার বল্‌ল,—"আমার বড় দেখতে ইচ্ছা করছে।"

ক্লস একটা চামড়ার আর্মচেয়ারে বসে পড়ল—"বুঝলে পীয়ার, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে এতক্ষণ রসিকতা করছিলাম। অদ্ভুত মেয়ে বটে।"

পীয়ার একবার তার এই বন্ধুটির দিকে চাইলে। সেই তরুণ যৌবনে এই মোটাসোটা ডাক্তারের ছেলে শহরের প্রত্যেক মেয়ের পেছনে ঘুরত। আজও তার সেই প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু নানা দেশের আচার ব্যবহার দেখে একটু ভদ্র হয়েছে যেন—বাহিরের আচরণ সহজ সুন্দর হয়েছে।

—"আমি কি করছিলাম জান—হ্যাঁ, ফার্ডিন্যাণ্ড কি-রকম লোক—চমৎকার! না?"

—'হ্যাঁ', পীয়ার অপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিলে।

—"কালকে আমার মনে হচ্ছিল, আমরা তিন বন্ধুতে যেন আবার সেই ফেলে-আসা দিনগুলিতে ফিরে যাচ্ছি। আমি যখন তার কথা শুনি, মনে হয় ও ঠিক বল্‌ছে—আবার তুমি যখন তর্ক কর, তখনও মন আমার কোথায় সায় দেয়—আচ্ছা আমার জ্ঞানের গভীরতা খুব কম—না?"

—"আচ্ছা, তোমার ষ্টীমপ্লাউ—তারা নিজেরাই কাজ করে, আর

তোমার মনের নারীরা আর ত তোমায় বিরক্ত করে না—তবে একটু পড় না কেন?"

—"ওকথা বল না ভাই"—ক্লস দীর্ঘশ্বাস ফেললে। আজ এই মুহূর্ত্তে পীয়ারের মনে হ'ল—ক্লসের মুখে এর মধ্যেই বার্দ্ধক্যের ছাপ পড়েছে।

—"ওকথা থাক। যত কম আলোচনা করা যায় ততই ভাল। কিন্তু একটা কথা—কিছু মনে ক'রোনা। তাহলে—আচ্ছা, ফার্ডিন্যাণ্ড কোনদিন তোমায় ভাই বলে সম্বোধন করে নি?"

ক্রোধ-রক্তিম মুখে পীয়ার উত্তর দিলে—"না—কখনই না"।

—"না, কখনো না"!

—"এই পৃথিবীতে আমি সবচেয়ে ঋণী ওর কাছে। কিন্তু সে আমাকে আত্মীয়ের মত দেখে না, দয়ার পাত্র ভাবে—সে বিষয়ে কোনদিনই সে কিছু প্রকাশ করে নি।"

—"ওই ওর ধরণ। অদ্ভুত স্বভাব। কিন্তু আর একটা কথা"—

—"কি, বল"?

—"কথাটা আমার বলা উচিত নয়। আমি জানি না যে, তোমার সমস্ত সম্পত্তি পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল যৌথ কারবারে খাটছে কি না।"

—"হ্যাঁ, আর তোমারও ত"—

—"ও আমার! তোমার তুলনায় সে ত অতি তুচ্ছ। আচ্ছা, আজও কি ফার্ডিন্যাণ্ডের কোম্পানীতে তোমার সমস্ত টাকা খাটছে"?

—"হ্যাঁ আমি ভাবছি যে, আমার কতকগুলো শেয়ার বিক্রী করব। আয়ের চেয়ে খরচটা আমার কিছুদিন বেশী হচ্ছে।"—

—"এখন বিক্রী ক'র না যেন। কিছুদিন হ'ল কেনাদামের চেয়েও দাম পড়ে গেছে"।

—"সত্যি—কেনা দামের চেয়েও কম। কই আমি ত সে খবর পাই নি" !

—"অবশ্য বেশী দিন এ রকম থাক্‌বে না। আবার কিছুদিনের মধ্যেই এর চাহিদা বাড়বে—তখনই এর দাম হু হু করে বাড়বে। কিন্তু খেদিবের ক্ষমতা যথেষ্ট রয়েছে, আর ওর মত বদখেয়ালী খরিদ্দার আর নেই। ফার্ডিন্যাণ্ড, ওর কেবল চাই প্রসার—নিত্য নূতন, আজকে ও কিন্‌বে একটা প্রকাণ্ড জমি, কাল একটা মরুভূমি,—এমনি ওর আকাঙ্ক্ষা। আর জল সেচনের ব্যবস্থার জন্য ও কেবল চায় প্রকাণ্ড ভাবে কাজটা করতে ; কারবার, কাজের বৃহত্ত্ব যত বাড়বে, খরচের দিকটা সেই অনুপাতে কমবে। কিন্তু খেদিব এতে পিছিয়ে পড়েছেন। ওর খেয়াল আজকে এমনই, কালই হয়ত মত দিতে পারেন—কিন্তু তুমি ত কিছুই জান্‌তে পারবে না। বিশেষ করে তোমার যদি মনে হয়ে থাকে যে, ফার্ডিন্যাণ্ড ওই বদখেয়ালীর কাছে আত্মসমর্পণ করবে—তাহলে তোমার মস্ত ভুল হবে। তার ইচ্ছা যে সমস্ত প্রসিদ্ধ রাজধানী সব সে কিনে নেবে। তাতে তোমার কি মত ? খেদিবকে এসব দিক থেকে সরিয়ে ফেলতেই হবে। একটা মস্ত বড় ব্যাপার, তা জানি—কিন্তু আমার অবস্থা যদি তোমার মত হ'ত তাহলে দাম একটু 'বাড়লেই সমস্ত শেয়ার বিক্রী করে আমি দেশে ফিরে আসতাম। তারপর এইখানে স্বদেশে একটা কিছু কাজে হাত দিতাম। এখানেও ত অনেক রকম প্রয়োজন আছে—এখানেও ত কাজ করা চলে।"

পীয়ার একটু ভ্রূকুটি করলে—কিছুক্ষণ সে চুপচাপ বসে রইল। তারপর কথা কইলে —"তা হতেই পারে না—আমাদের দু'জনের মধ্যে কেউ যদি পিছিয়ে আসে—সে কখনই আমি হব না—তাতে যা হবার হোক্‌"।

"তাহলে আমার আর কোন কথাই বলা চলে না। আচ্ছা এখন আসি।"—ক্লস চলে গেল।

পীয়ারের সদ্যজাত একটি পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে লোরেঞ্জে বিরাট ভোজ ও উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। পীয়ার পরিপূর্ণ আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর ভোজ টেবিলে ঠিক হ'ল যে, পুত্রের জন্মোৎসব ইথিয়োপিয়ান ষ্টাইলে অনুষ্ঠিত হবে—বনভোজন ও নৌকাবিহার তার অঙ্গস্বরূপ থাকবে।

সেদিন সন্ধ্যায় কালো মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়ে, কিন্তু কলহাস্যমুখরিত তরুণীগুলি গভীর কালো জলের ওপর নাচতে থাকে। একটি তরুণ উকীল—তার মাথায় একটু ছিট আছে—সে আর একজন স্ত্রী'র কোলে বসে কণর্সাটিনা বাজাচ্ছে—আর শহরের অন্যান্য বাসিন্দারা বাতায়নে বাতায়নে দাঁড়িয়ে এ আনন্দ-উৎসব গান বাজনা উপভোগ করছে।

তারপর রাত্রির অন্ধকারে দীঘির তটে প্রজ্বলিত অগ্নির পাশে—অভ্যাগত সজ্জনেরা ঘাসের ওপর ছোট ছোট দলে বসে গল্পে মেতে ওঠে—কোথাও-বা দু' একটি তরুণ-তরুণী অতি ধীরে ধীরে গুঞ্জরন্ করে।

মার্লে ও পীয়ার এমনি একটি আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে—মুখে তাদের রক্তিমাভা; পরস্পরের মুখের পানে চেয়ে তারা হাসে—তারপর পীয়ার স্ত্রীর হাত ধরে তাকায় দূরে তাদের প্রাসাদের দিকে—অন্ধকারে আকাশের সামনে বাতায়নে বাতায়নে আলো যেন জোনাকি-পোকার মত স্থিরভাবে জ্বলছে।

—"আচ্ছা এই যদি আমাদের শেষ-উৎসব করা হয়—তাহলে?"—

—"পীয়ার, এসব কি তুমি বলছ?"

—"কিছু না—মনের মধ্যে একটা নূতন অনুভূতি এসেছিল। মনে হচ্ছে মার্লে, যেন পুরানো জীবন ফেলে দিয়ে আমরা আবার একটা নূতন

কিছুর জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, কিন্তু কি আনন্দ মার্লে—আজকের সমস্ত দিনে পরিপূর্ণ উৎসব”—

“কিন্তু পীয়ার তুমি কেন”—আর বলা হ'ল না, তৎক্ষণে পীয়ার চলে গেছে ছোট একটা দলের কাছে—তারপর মুহূর্ত্তের মধ্যে সে হাসি-আনন্দে মেতে যায়।

বন্ধু দু'জনের বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এল। পীয়ারের ছেলে লোরঞ্জকে যে উপহার দিয়েছে, হল-ঘরের মেঝেতে সেটা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। মানুষ-প্রমাণ “সান গড় রী হরমাচিস” এর একটা মূর্ত্তি—লাল গ্রেনাইটের তৈরী—আলেকজেন্দ্রিয়া থেকে তাদের ‘গডফাদারের’ আনা—তার দু'পাশে দুটো ‘পামের’ টব। মূর্ত্তির নিষ্প্রভ চোখ দূরদিগন্তের পানে নিবদ্ধ হয়ে আছে।

পীয়ার ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে তার বন্ধুদের বিদায় দিল। ষ্টীমার চলে যায়—পেছনে অসীম জল—বুদ্বুদের ঢেউ তুলে যায়।

পীয়ার ফিরে এসে তার বাড়ীর দিকে তাকাল—তার গোলাবাড়ী প্রাসাদ-বন, ছেলে-মেয়ে, মার্লে—সবই আজ তার কাছে নূতন ঠেকছে—রহস্যময় তার দৃষ্টি বড় করুণ দেখাল মার্লের চোখে।

পরদিন সারারাত বসবার ঘরে সে একা পায়চারী করেছে—বাতায়নের বাহিরে ঘন অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে।

নিজের জীবনে সে কি শুধু মিথ্যা স্বর্ণসূত্রে গাঁথবার চেষ্টা করেছে? মিথ্যা—মায়ার মধ্যে, বিস্মৃতির ঘন যবনিকার অন্তরালে?

সে কি আগুনের দীপ্তি? না, সে কেবল মাত্র ইন্ধন? ..

কি তার আকাঙ্ক্ষা—কিসে তার সুখ? তার শেষ কোথায়? শৈশবে মনে হ'ত এ একটা বিরাট ধর্ম্মসঙ্গীত, এ ভজন। আর আজ? হায় ভগবান! কিন্তু ভগবান ত অলসতার মধ্যে ধরা দেন না।

তোমার বিবাহ, তোমার গৃহস্থালী, তোমার পিতৃত্ব, আত্মীয় পরিজন, পল্লীশ্রী—সবার মধ্য হতে তুমি শুধু আনন্দ আহরণ করেছ, কিন্তু তোমার ক্ষুধিত অন্তরাত্মা আজও কর্ম্মপ্রেরণায় চঞ্চল—সে কি জীবন-সংগ্রামে পেছনে পড়ে থাকবে ?

কাজ—'বের্ণা' প্রপাতের বাঁধ করবার কাজ—তোমার নেওয়া উচিত। কিন্তু সে কি তুমি পারবে ? যদি তুমি দেহ মন দিয়ে চেষ্টা কর—নিশ্চয়ই পারবে ? কিন্তু কি প্রয়োজন আছে তার ?

এতদূরে এসে আজও কি তুমি মোয়িং মেসিন নিয়ে কাজ করছ না ? স্পষ্ট অনুভব করতে পারছ যে, নিজের কাজ তুমি কিছুতেই ছাড়তে পারছ না—ইস্পাতের সঙ্গ তোমার পক্ষে অপরিত্যাজ্য হয়ে পড়েছে—তুমি একান্ত অসহায়।

এতদিন তুমি যে আলস্য বিলাসে দিন কাটালে, সে শুধু মিথ্যা মরীচিকাকে উদ্দেশ্য করে! ইস্পাতের নিজের ইচ্ছাশক্তি আছে। তোমার অন্তরে সে গাইছে ইস্পাতের সঙ্গীত—অন্তরে বাহিরে তোমার মুক্তি নেই।

বিশ্বের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে শেখ।—না পার—তোমার জীবন ভিত্তিহীন।

সারারাত্রি পীয়ার খালি পায়চারী করতে লাগল অবিশ্রান্তভাবে। পরদিন সকালে সে ছুটল রাজধানীর দিকে। তার গাড়ী চলে গেলে, মার্লে নিজের মনেই বললে—"ওর কথাই ঠিক, নূতন কিছু আসছে আমাদের জীবনে।"

(৯)

পীয়ারের কাছ থেকে একখানা ছোট্ট চিঠি এল—"জমির তদারকে এসেছি। শীঘ্রই ফিরছি।" তার এক পক্ষ পরে পীয়ার ফিরল, বগলে তার ম্যাপ, প্ল্যান ইত্যাদি। "চিরদিনের মত এবারও দেরী হয়ে গেল"—পীয়ার বল্‌লে—"একটু অপেক্ষা কর।" নিজের বসবার ঘরে সে খিল এঁটে দিল। তখনই মার্লে জানতে পারলে এই মানুষটির কর্ম্মরত রূপ কি? সকালে মার্লে শুনতে পেল স্বামী তার নিজের ঘরে পায়চারী করছে শীষ দিতে দিতে। তারপর চুপচাপ—হয়ত সে তার টেবিলের পাশে দাড়িয়ে ছবি আর অঙ্ক নিয়ে মত্ত। তারপর আবার পায়চারী। তার এই শীষ দিয়ে গান করা একটা নূতন আবিষ্কার। তার মনের কোন আনন্দের এ উচ্ছাস যেন, হয়ত কোন প্রেমের স্বপ্ন, অথবা সৌন্দর্য্য কিংবা বিলাসে অতিবাহিত অলস মনের সাময়িক মত্ততা। একটা প্রকাণ্ড প্রপাতের প্ল্যান করতে করতে গাইতে কি দোষ? গণিত নীরস, তা ঠিক, কিন্তু তার মধ্যে এমন জিনিষ আছে যা আনন্দ দিতে পারে। পীয়ার গলা ছেড়ে গান গায়। তারপর আবার চুপচাপ। মার্লে জানতেই পারে না কখন স্বামী তার বিশ্রাম করে, কখন তার কাজের বিরতি। তার নিজের ঘরে স্বামী গান গায় আর মার্লে ঘুমে অচৈতন্য—আবার সকালে যখন সে জাগে তখন তার স্বামী গান গাইতে আর পায়চারী করছে। মার্লের মনে হয়, এ যেন কোন সেনাধ্যক্ষের আদেশসূচক পদশব্দ ক্ষণে। ক্ষণে তার মাথায়

নূতন চিন্তা, নূতন যুক্তি, তাই স্বরের প্রাচুর্য্য তার বাড়ত। মার্লে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে স্বামীর পানে তাকায়। এ এক নূতন মানুষ—একান্ত অপরিচিত রূপ তার।

অবশেষে কাজ শেষ হলে পীয়ার একজন ভদ্রলোকের কাছে সব পাঠিয়ে দিল। তারপর তার অস্থিরতা আরও বাড়ল। এক সপ্তাহ ধরে সে অপেক্ষা করে বসে রইল উত্তরের প্রতীক্ষায়। মাঝে মাঝে সে বিজুকে নিয়ে বেরিয়ে যায়—ফিরে আসে স্বেদসিক্ত তনুতে। অস্থিরমনা মানুষ যখন ঘোড়ায় চড়ে যায়, তখন কদমে কদমে না ছুটলে তার শান্তি হয় না। দিন কেটে যায়। পীয়ারের আহারে রুচি নেই, চোখে ঘুম আসে না। অবশেষে একদিন সে ছুটল নার্সারীতে—"বিছানা পত্র বাক্স—মার্লে—কোম্পানীর ডিরেক্টরদের মিটিং-এ যেতে হবে। এক্ষুণি রওনা হওয়া দরকার—তাড়াতাড়ি গুছিয়ে দাও—"তারপর নিমেষের মধ্যে সে ছুটে গল শহরের দিকে।

এখন মার্লের পালা পড়ল অস্থির মনে দিন যাপন করার। স্বামী তার এ কাজ পায় কি না পায়—এতে তার কিছু এসে যায় না, কিন্তু স্বামীর ভাগ্যে পরাজয়—এ অসম্ভব। তাই অস্থিরতায় তার দিন কাটে।

দু'দিন পরে একখানা টেলিগ্রাম এল—"আমারই জয় প্রিয়তমে।" মার্লে সেই টেলিগ্রাম হাতে করে ঘরময় নাচতে লাগল।

তারপর দিন পীয়ার ফিরে এল—তারপর পায়চারী করতে করতে বল্‌লে—"আচ্ছা মার্লে, তোমার বাবার এ বিষয়ে কি মত হতে পারে?"

—"বাবা? তিনি কি বল্‌লেন?

—"আমি তাঁকে দু'লাখ ক্রাউনের জামীন থাক্‌তে বল্‌ব।"—

—"বাবাকে এর মধ্যে জড়াবে নাকি?" মার্লে বিস্ফারিত চোখে জিজ্ঞাসা করে।

—"তিনি যদি ভাল না মনে করেন, আমি তাঁকে ছেড়ে দেব। কিন্তু তাঁকে জানাতেই হবে। আচ্ছা, আসি এখন।" পীয়ার ছুটল শহরে।

লোরেঞ্জ এ ইউথোর প্রকাণ্ড বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করতে হলে প্রথমেই লোহা-তামার বাসনাদির দোকান পড়ে—তারপর তাঁর নিজের অফিস। পীয়ারের হাতে পোর্টফলিও—সে কড়া নাড়তে লাগল। ইউথো সেই সবে গ্যাস জ্বালিয়ে তাঁর রোলটপ ডেস্কের ওপর বসেছেন—এমন সময় পীয়ার ঘরে ঢুকল। লোকটির ধূসর দাড়ি, তার মুখে বার্নারের আগুনের ছায়া পড়েছে।

—"তুমি? ও বস, শুনলাম তুমি ক্রিশ্চিয়ানিতে গিয়েছিলে? সেখানে কিসের দরকার?"

তারা মুখোমুখী বসল—পীয়ার সমস্ত ব্যাপার ধীর অথচ দৃঢ়ভাবে বলে গেল।

—"আচ্ছা কাজটার দাম কত হবে?"—ইউথো পীয়ারের দিকে মুখ ফেরাল—উজ্জ্বল আলোকে ভরে গেল তার মুখ।

—"দু'কোটি চা'র লক্ষ ক্রাউন"—

বৃদ্ধ লোকটি তার বলিষ্ঠ হাত দিয়ে ডেস্কটা ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন—পীয়ারের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে বৃদ্ধ হাঁপাতে লাগলেন। এই বিরাট সংখ্যায় তাঁর মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছিল। এর পাশে তাঁর নিজের ব্যবসা অতি তুচ্ছ মনে হল। তাঁর সমস্ত মর্য্যাদা, তাঁর আসন—তাঁর সমস্ত কর্ম্ম-প্রণালী এর কাছে ধূলীবৎ মনে হয়। তাঁর নিজের গচ্ছিত টাকা এর কাছে অতি ক্ষুদ্র!

"—আঃ আমি কথাটা ঠিক—তুমি কি বলছ—দু কোটি?"

—"হ্যাঁ, আমার মনে হয় এ আপনার কাছে তুচ্ছ বোধ হচ্ছে। কিন্তু আমি নিজের হাতে পঞ্চাশ মিলিয়ন ফ্র্যাঙ্কের কাজ করেছি।"

—"কত বললে ? কত কোটি ?"—বৃদ্ধ সমস্ত ঘরময় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তারপর নিজের চুল দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে তিনি ভাবতে লাগলেন. এ লোকটার মস্তিস্কের স্থিরতার বিষয়।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল এত সহজে ধৈর্য্য হারান উচিত নয়—তিনি নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করলেন।

—"এর থেকে কত লাভ তুমি পাবে, আশা কর—?"

—"দু'লক্ষ টাকা নিশ্চয়"—

—"ও"। এতবড় লাভজনক ব্যবসা নিয়ে তিনি নিজে কখনও কারবার করেন নি। আজ তাঁর নিজের ক্ষুদ্রত্ব তাঁর কাছে ধরা পড়ল।

—"কিসে তোমার মনে হল যে—এতে তোমার লাভ হবে ?"

—"আমি কষে দেখেছি।"

—"কিন্তু ভুল ত হতে পারে। ধর তোমার অঙ্কে ভুল রয়ে গেছে" —আবার তিনি উৎসুক নয়নে পীয়ারের দিকে তাকালেন।

—"সাধারণত অঙ্ক আমার ভুল হয় না।"—পীয়ার উত্তর দিল।

তারপর পীয়ার যখন জামিন হওয়ার কথাটা পাড়লে, তিনি আবার অস্থির হয়ে উঠলেন। হঠাৎ থেমে পেছন তাকিয়ে তিনি বললেন—"কি জামিন ? লক্ষ টাকার জামিন তুমি আমায় হতে বলছ ?"

—"না—কোম্পানী চার লক্ষ টাকার জামিন খুঁজছে।"

খানিকক্ষণ চুপচাপ—তারপর বৃদ্ধ বললেন—"তাই বল। কিন্তু আমি—আমার তত ক্ষমতা নেই—"

—"আমি নিজে তিন লক্ষ টাকার ভার নিচ্ছি আর তাছাড়া বাড়ীটা—কারখানা—সে সব ত আছেই—আপনি কি এক লাখের জামিন হবেন ?"

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ ঘরের এক প্রান্তে চলে গেছেন—সেখান থেকে জবাব দিলেন—"তাও আমার পক্ষে অসম্ভব।"

—"বেশ! আপনার যদি ইচ্ছে না হয়—আমাকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। আমার যে দুই বন্ধু এখানে এসেছিল তারা"—পীয়ার দাঁড়িয়ে কাগজপত্র গুটাতে লাগল।

—"না না—এ তাড়াতাড়ির কাজ নয়। তুমি যে ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছ দেখছি। আমাকে একটু ভাববার সময় দিতে হবে। ভাল, আর কাগজপত্রগুলো আমার একটু দেখা দরকার"—

অশান্তি ও অনিদ্রায় বৃদ্ধের রাত কাটল। মাথার মধ্যে এক দুর্ভর ভার। নিজেকে তাঁর শক্তিহীন মনে হয়—তাঁর জামাই নিশ্চয়ই গুণী লোক—কোন সন্দেহ তাতে নেই. কিন্তু এক লাখ টাকা, কোনও ব্যবসা নয়—কিম্বা জমি জায়গা নয়—একটা সেতু তৈরীতে দেওয়া—এ এক নূতন অভিজ্ঞতা। এ এক রহস্যময় বস্তু—বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে অথবা ভবিষ্যতের সঙ্গে এর যেন যোগ আছে। এত সাহস তাঁর আছে? না—একাজ সে করবে না—সে করতে পারে না। কিন্তু বড় লোভ হয়। সে ত চিরকালই বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা হয়ে কাটিয়েছে। একবার পরীক্ষা করতে দোষ কি? এ করা তার কি উচিত? এর মানে সমস্ত ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা—তাঁর মর্য্যাদা, তাঁর নাম—নেহাৎ একটা কাজের ওপর সমস্ত নির্ভর করা—তার কোন জ্ঞান এতে নেই। এ একটা মস্ত আন্দাজ। এ ত জুয়া। সে স্পষ্ট বলে দেবে—'না হবে না'। তবে কি শেয়াল রাজা থাকাই তাঁর ভবিতব্য? না—সে বলবে, 'হাঁ তাই দেব'। সেই ভাল—আঃ ভগবান…তিনি দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টিতে দাঁড়িয়ে রইলেন. সমস্ত দেহ স্বেদসিক্ত, মনে ঘূর্ণি হাওয়ার কলরোল। এ একটা মস্ত জুয়া—কিন্তু লোভনীয়। ভগবানের কাছে সে কি প্রার্থনা করবে? সে প্রার্থনার কি মূল্য—ভগবানের ওপর তাঁর কোন আস্থাই ত নাই।

পরের দিন সকালেই ফোনে শ্বশুরবাড়ীতে নিমন্ত্রণ হল তাদের।

কিন্তু খাবার টেবিলে—কথাটা তুলতে আর কেউ পারছে না। একই চিন্তা তাদের মাথায়, কিন্তু প্রকাশ করতে সকলেরই কেমন একপ্রকার ভীরুতা আসছে মনে মনে। বৃদ্ধের মুখে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তির ছায়া—আর মার্লের মা তাঁর চশমার মধ্য দিয়ে এক এক করে তাদের নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। পীয়ার ধীরভাবে বসে আছে, মুখে তার অফোটা হাসি।

শেষে যখন মদ এল মার্লের মা গ্লাস নিয়ে জামাতার দিকে চাইলেন—"সুখী হও বৎস। আমরা তোমার পথের বন্ধক হব না। তুমি যখন বুঝছ যে···তোমার কাজ ভালভাবে উদ্ধার হোক পীয়ার।" মার্লে তার মা বাবার দিকে চাইলে—এতক্ষণ সে উৎকণ্ঠিত ব্যথাতুর চিত্তে বসে ছিল, এবার তার চোখ বাষ্পকুল হয়ে উঠল!

—"ধন্যবাদ"—পীয়ার তার শ্বশুর শাশুড়ীর স্বাস্থ্য পান করলে। সমস্ত ব্যবস্থাই করা ছিল। এই দুই বৃদ্ধ নরনারীর মধ্যে বহু আলোচনা হয়েছে। ব্যবস্থা সমস্তই হল, কিন্তু এই চারটি প্রাণী নীরবে অনুভব করতে লাগল—তাদের পায়ের তলায় মাটিতে কাঁপন ধরেছে। তাদের ভবিষ্যৎ—তাদের ভাগ্য সমস্তই এই পাশার চালের ওপর নির্ভর করছে!

তার দু'দিন পরে, শান্ত সূর্য্যকরোজ্জ্বল এক প্রভাতে পীয়ার শহরে গেল।—সেখানে মার্লের মাকে জানালায় দেখে তাঁর কাছে গেল—হাতে সদ্যক্রীত ফুল!

তিনি বসেছিলেন পশ্চিমের ঐ হলদে আকাশের দিকে চেয়ে—যখন হাতে করে ফুল নিলেন দৃষ্টি তাঁর এতটুকু সরেনি। "ধন্যবাদ পীয়ার"—চোখ না সরিয়ে তিনি বললেন।

—"আপনি কি ভাবছেন মা" ?

—"জান, সব সময় মনের কথা বলা উচিত নয়"—তারপর তিনি সামনের ঐ দীঘির কালো জলের দিকে তাকালেন।

—"নিশ্চয়ই কোন সুখের চিন্তা করছিলেন—না মা?"

—"আমি তোমাদের কথাই ভাবছি পীয়ার। তোমার ও মার্লের"—

"আমাদের সৌভাগ্য যে আপনি আমাদের কথা ভাবেন"—

"দেখ পীয়ার, তোমাদের দুঃখের দিন আসছে—দারুণ দুঃখ।" চিন্তাগ্রস্ত মনে তিনি মাথা নাড়লেন যেন কারও পানে চেয়ে।

—"দুঃখ? কেন? দুঃখ কেন আসবে মা?"

—"তোমরা বড় সুখী, তাই"—

—"কি বললেন? আমরা—?"

—"হ্যাঁ—তোমাদের জীবনে শুধু আনন্দ আর হাসি। কিন্তু জান ত অলক্ষ্যে যে সমস্ত শক্তি কাজ করে, তারা সুখী সংসার সহ্য করতে পারে না—তাই তারা তোমাদের সুখে বিষ দৃষ্টি দেয়।"

পীয়ার হাসলে—"আপনার কি তাই মনে হয় মা?"

—"না আমি জানি"—দূর আকাশের দিকে চেয়ে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—"এই সমস্ত অদৃশ্য ছায়া—যারা তোমাদের হিংসে করে তারা তোমার চারিপাশেই ঘুরছে অদৃশ্যভাবে। তাদের আমি দেখতে পাই, কত বৎসর ধরে তাদের পরিচয় আমি পাচ্ছি। তাদের সঙ্গে আমার শত্রুতা। আর মার্লে—সে ভালই করেছে গান শিখে, কারণ শুধু সঙ্গীত ও কলহাস্য এদের দূর করতে পারে—আর কেউ না। ভগবান করুন—হাসির রোলে তারা তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করুক।"

যখন পীয়ার সেখান থেকে বাড়ী ফিরল—সমস্ত দেহ তার শিথিল হয়ে গেছে। ভয়ে যেন গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। পথে নেমে তবু সে

আপন মনে বললে—"বাজে, ওঁর মাথাটা খারাপ হয়েছে দেখছি"—তারপর গাড়ীতে করে ছুটল বাড়ীর দিকে।

—"যাই হোক বুড়ো রোড় এইবার খুশী হবে। জীবনের স্বপ্ন তার কারখানার সর্ব্বময় কর্ত্তা হওয়া—এখন সে-ই হবে। যে যার তালে ঘুরছে। আর বছর দুই—লোরেঞ্জে বেলিফ শুধু রাজত্ব করবে। আচ্ছা, আচ্ছা—দেখা যাবে—এখন ছুটে চল ব্রাউনি।"

(১০)

"পীয়ার—তুমি নিশ্চয়ই এক্ষুণি চলে যাবে না? না, না, পীয়ার যেও না! আমায় একলা ফেলে রেখে তোমায় যেতে দেব না!—"

"মার্লে, কথা শোন, অত অধীর হয়ো না—না—না—আমাকে যেতে দাও"—পীয়ার বন্ধনমুক্ত হ'তে চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু মার্লে তার স্বামীর কণ্ঠ আরও জোরে জড়িয়ে ধরে রইল।

—"পীয়ার কখনও ত' তুমি এমন ছিলে না। আমার জন্য আর কি তোমার কোন দরদ নেই?—আর ছেলেমেয়ে—তাদের জন্যে"—

—"মার্লে—আমি কি চলে যেতে চাই—কিন্তু তুমিই বল, এবছরও কি একটা মস্ত লোকসান খাব। আমি তোমায় বলছি—তাতে একেবারে আমরা ভিখারী হয়ে যাব। হ্যাঁ- ছাড়, আমাকে যেতে দাও"—

কিন্তু মার্লে তার বন্ধন শিথিল করলে না—"আচ্ছা—ওই যে ওখানে কি সব কাজ হচ্ছে—সে সব কি তোমার কাছে আমার চেয়েও প্রিয়তর হয়ে উঠেছে?"

—"তোমার কোন ভাবনা নেই মার্লে, দরকার হলেই নার্স আর ডাক্তার এসে পড়বে। আর গতবারে তুমি ত' বেশী কষ্ট পাও নি। আমার পক্ষে এখন থাকা অসম্ভব। অনেক কিছু আমার ওপর নির্ভর করছে—তবে এখন আসি। আর যা খবর হয়, টেলিগ্রাফে—"স্ত্রীর আঁখি পাতার ওপর স্বামী চুম্বন করলে—তারপর তাকে একটা চেয়ারে ধীরে ধীরে বসিয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল—তার মনে হতে লাগল মার্লের সেই ভয়াতুর ব্যাকুল দৃষ্টি তাকে যেন অনুসরণ করছে।

এপ্রিল মাসের সূর্য্য—নিম্নভূমির সমস্ত বরফ গলিয়ে দিয়েছে, কিন্তু পীয়ার যখন এস্পাডেলে ট্রেন থেকে নামল তখন সে যেন আবার বরফের দেশে ফিরে গেছে—মাঠ কুটীর সাঁকো সব শুভ্র তুষারাচ্ছন্ন। তার একটু পরেই সমস্ত শরীর আবৃত করে সে একখানা ভাঙ্গা একঘোড়ার গাড়ী চালাচ্ছে—পার্ব্বত্য পথ ধরে, উচ্চ মালভূমির দিকে লক্ষ্য রেখে।

এ সঙ্কীর্ণ পথও তুষারাবৃত। মাঝে মাঝে ঘোড়ার নাদ পড়ে হলদে হয়ে গেছে আর তারই কাজের জন্য যে সমস্ত ভারী সিমেণ্টের গাড়ী এই পথ বেয়ে গেছে—তারা বরফে বড় বড় গর্ত্ত করে গেছে। এই পথ চলে গিয়েছে বহুদূরে—'বেসনা'তে হিমশীতল জলের হ্রদের পাশ দিয়ে।

যন্ত্র-সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। মানুষের মন নিয়ে তার কোন প্রয়োজন নেই। মার্লেকে এই পথ ধরে ছুটে আসতে হবে একা—নিঃসম্বল।

যদি একজন সুস্থ সুখী মানুষ একটা বিরাট কাজ হাতে নিয়ে বরাবর ধ্বংস ও বিপদ ঘটতে দেখে, তখন তার ব্যবহারটা অনেকটা অশ্বের মত হয়ে ওঠে। প্রথমে সে পাহাড়ময় চঞ্চল চরণে বেড়ায়, তারপর যত তার দম ও শক্তি ফুরিয়ে আসে ততই তার দ্রুততা বাড়ে—অবশেষে যখন তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় তখনই তার চলার গতিতে আসে স্থৈর্য্য—শ্রান্ত অবসাদ।

এই ধরণের কাজ সে স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। কর্ত্তব্যের মুখে দাঁড়িয়ে আজও তার অনন্ত জিগীষা প্রশ্ন করছে চিরন্তন রীতিতে— "কোথায়? কেন? তারপর?"

ধীরে ধীরে অসুবিধা যখন বাড়ছে, তার সমস্ত মন জুড়ে কেবল এক চিন্তা—কর্ত্তব্য সমাপনের। যেমন করে হোক—সাফল্য তার পাওয়া চাই-ই। যখন সে হাতে তুলে নিয়েছে কাজ—শেষ তাকে করতেই হবে —জীবন সংগ্রামে পরাজয়ের গ্লানি অসম্ভব।

এমনি করেই সে লড়াই করেছে। এ যেন শক্তির পরীক্ষা—এ সংগ্রাম বাস্তবতার বিরুদ্ধে। কিন্তু তাই কি সব? তার কি মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে না, কোন বিরাট শক্তির বিপক্ষে সে লড়ছে—এ শক্তির উদ্দেশ্য কি অশুভ তা সে জানে না। এ এক নূতন অভিজ্ঞতা—জীবনে তার ব্যর্থতার নিষ্ঠুর অট্টহাস। তার নিজের শক্তির বিরুদ্ধে কে যেন তার সঙ্গে খেলা সুরু করেছে।

তোমার অঙ্ক ঠিক হোক না, তোমার প্রত্যেক কাজ নিখুঁত হোক না—কিন্তু ঘটনা ঘুরে যেতে কতক্ষণ?

তোমার হিসাবের মধ্যে কি ধরা ছিল যে, একজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার একদিন মাতাল হয়ে এমন সব আদেশ দেবে—যার জন্যে দেশ নষ্ট হবে। কে জানত বল—যে, সমস্ত সতর্কতা সত্ত্বেও একটা জলের মস্ত ট্যাঙ্ক হঠাৎ ফেটে গিয়ে—শ্রমিকদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে—আর পরদিন তাদের অদ্ভুত মৃতদেহ ভেসে বেড়াবে শীতল জলের ওপর নানা ভাবে?

কতবার পত্রিকায় পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে—"বেসনা জলপ্রপাতে আবার নূতন দুর্ঘটনা। দোষী কে! এর কারণ এই যে, সে নিজে কার্য্যান্তরে দূরে গিয়েছিল আর মজুরেরা ছোটখাট সতর্কতা না নেওয়াতে মস্ত একটা পাথর ধ্বসে চারজন লোক মারা গেল আর নূতন বেলজিয়ান

রক্‌ড্রিলার চুরমার হয়ে গেল ; এত হিসেবের ভুল নয়—এ ঈর্ষ্যান্বিত ভাগ্যের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়।

"ছুটে চল। আজ রাত্রের মধ্যেই সেখানে পৌঁছাতে হবে। এ বছরের তুষার-বন্যা যেন আমার অনুপস্থিতির অভিযোগ না করতে পারে।"

দুর্ভাগ্যের চরম হল যখন তার কাঁচা-মালের কনট্রাক্টার দেউলিয়া হয়ে গেল। আর ঠিক-করা দামের চেয়েও এখন দাম বেড়ে গেছে, সুতরাং খরচের অঙ্কও বেড়ে যায়।

কিন্তু টাকার পরিবর্তেও কাজ সে শেষ করবেই। তার সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীরা পত্রিকায় তার প্ল্যান প্রকাশ করেছে—তাদের সে বোকা বানিয়ে দেবেই।

কিন্তু তারপর! হয়ত ঐ অসীম শূন্যের কোথাও প্রোমেথিয়াসের সত্তা মানুষের শেষ বিচারের অপেক্ষা করছে। কিন্তু তাতে আমার কি যায় আসে। আমার ক্ষুধিত অমর যাতনার এই কি সমাপ্তি ?

'চুপ—কাজ কর—ছুটে চল। যে কোন মুহূর্তে শিলাবৃষ্টি হতে পারে। ছুটে চল—পাজী জানোয়ার।'

নিদারুণ কষ্টের মধ্য দিয়ে টানাগাড়ী একটানা বার মাইল ছুটে যায়—তারপর উপত্যকা শেষ হয় এবং উন্মুক্ত মালভূমির ঝড়ের ঝাপটা এসে তাদের অভ্যর্থনা করে। এইখানেই উপত্যকা শেষের শেষে ফার্ম। পীয়ারের গাড়ী ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাঙ্গণে—তার কিছু পরেই দেখা যায় গনগনে আগুনের পাশে বসে কফি পান করছে সে।

মার্লে—তার কি হচ্ছে কে জানে!

আঃ তার নিজের ঘোড়ায়—গুডব্রাউণ্ডসেল থেকে আনা সেই কালো ঘোড়াটা। এর চলার সঙ্গে টানা গাড়ীর বেগের কত প্রভেদ। তার একটু পরেই আবার পীয়ার সারা অঙ্গে ফার জড়িয়ে শ্লেজে বসে ছুটছে।

নূতন একটা ঘোড়া ছুটে চলেছে বন্ধুর পথ ধরে—জীবনের বোঝা কত যেন হাল্কা বোধ হয়। চঞ্চল পায়ে সে চলেছে—গলার ঘণ্টা বাজছে। মাঝে মাঝে পাহাড়ের ঢালুর ওপর দু' একটা কুড়ে অথবা Saeter হয়ত দু'হাজার বর্ষ ধরে নির্ব্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে আছে। অনাগত-কালে নবীনের জয়ভেরী—Saeter হর্নের শব্দ শোনা যায় না আজ, তার পরিবর্ত্তে—কলের বিকট শব্দ আকাশ-বাতাসকে কাঁপিয়ে তুলছে।

তুহিন শীতল বাতাস বইছে। ঘোড়াটা মাঝে মাঝে মাথা নাড়ে আর হ্রেষা রব করে। বড় বড় বরফের রাত হাওয়ার সঙ্গে ছুটে আসছে—তার অল্প পরেই রীতিমত শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। পথিকের মুখে যেন চাবুক পড়ছে। প্রথমে ঘোড়ার জিন্ তারপর লেজ, অবশেষে তার সমস্ত দেহ বরফে ঢাকা পড়ে যায়—শিলাগুলো ক্রমশঃ বড় হচ্ছে। সামনের ছেলেটা বহুকষ্টে সেগুলো পরিষ্কার করেছে। সাবাস! সন্ধ্যার আগেই আমাদের পৌঁছতে হবে। পথে পড়ে থাকা ব্রাসউড আমাদের পথ দেখাবে—কিন্তু এই তুষারপাতে তাদের অস্তিত্ব ক্ষণে ক্ষণে মুছে যাচ্ছে। পীয়ারের মুখে কে যেন শাদা আস্তরণ পরিয়ে দিয়েছে—চোখের পাতায় বরফ জমে দৃষ্টি তার অন্ধ হয়ে গেছে।

ইজিপ্টের প্রচণ্ড রৌদ্রে সে কাজ করেছে—কিন্তু এখন! ইস্পাতের বাসনার শেষ নেই। সমুদ্রের বিপুল তরঙ্গ—পৃথিবীকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

এই তুষারপাত যদি বৃষ্টিতে পরিণত হয়! তার সমস্ত লোককে আবার ছুটতে হবে বাঁধ বাঁচাতে।

আর একটা বিপদপাতে তার সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ তার কিছুতেই শেষ হবে না। প্রতিটি অতিরিক্ত দিনের জন্যে তাকে দিতে হবে এক হাজার ক্রাউন।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

একটু পরে—চারিদিকে আর কিছুই দেখা যায় না—কেবল প্রবল তুষারপাত ও ঝড়ের মধ্য দিয়ে বরফের চাপ ছুট্‌ছে—মাঝে মাঝে তার মাথা নড়ছে, তার পথ এলোমেলো। তার পেছনে একটি ছেলে ছুটছে– সামনে তার একটা তুষারাবৃত বস্তা—অত্যন্ত সন্তর্পণে সে এগিয়ে যাচ্ছে। শেষ-বিলিতে বেরিয়েছে পিয়নের ছেলে।

অবশেষে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে দেখতে পেলে—অদূরে তীরের বৈদ্যুতিক আলো। পীয়ার গাড়ী থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ঝড় বর্ষণ সব বন্ধ হয়ে গেল– আর সেই উজ্জ্বল আলোকে পীয়ারের চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়ে উঠল—তার কারখানা, শ্রমিকের ঘর, সহকারীদের থাক্‌বার জায়গা, অফিস তার নিজের বাস করবার কাঠের বাড়ী। দু'জন ইঞ্জিনীয়র এসে তাকে অভিবাদন করল।

—"সব কেমন চলছে—ভাল ত ?"—

ধূসর শ্মশ্রুবিশিষ্ট লোকটি উত্তর দিলে—"কুলিরা সব ধর্ম্মঘট করেছে।"

—"ধর্ম্মঘট! কেন ?"—

—"কালকে যে লোকটাকে মাতলামীর জন্য তাড়ান হয়েছিল—তাকে আবার কাজে বহাল করতে বল্‌ছে ওরা"—

পীয়ার তার কোট থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলে দিল—নিজের ব্যাগ নিয়ে সে বাসার দিকে এগিয়ে চলল—অন্য দু'জনে তাকে অনুসরণ করতে লাগল। "তাকে আবার ফিরিয়ে নিতে হবে। ধর্ম্মঘট করলে ত চলবে না"—

তার দু'দিন পরে পীয়ার তার বিছানায় শুয়ে—বেয়ারা তাকে

সদ্য আসা চিঠিগুলো দিয়ে গেল। তার মধ্যে ক্রুস রকের চিঠিটা প্রথম তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। কিন্তু একি? হাত তার কাঁপছে কেন? অতি পরিচিত সহৃদয় বন্ধুর কাছ থেকে আসা পত্র!

"প্রিয় বন্ধু,

বড় কঠিন কথা তোমায় লিখছি। আশা করি তুমি আমার কথামত কিছু টাকা দেশে নিয়ে গেছ। অল্প কথায় তোমায় জানাচ্ছি—ফাডিন্যাণ্ড হলম নিরুদ্দেশ—হয়ত জেলে, হয়ত আরও ভীষণ শাস্তি সে পেয়েছে। এরকম দেশে কোন বড়লোক হঠাৎ অদৃশ্য হলে তার সন্ধান করা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। সারা দেশ জুড়ে তার বহু শত্রু হয়েছিল—বিশেষত ভীষণ কাজে সে হাত দিয়েছিল—তার পরিণাম হল এই।

তুমি ত জান, হঠাৎ একটা ব্যবসা এমনি এক জায়গায় যদি দেউলিয়া হয়ে যায়—তবে অবস্থা কি রকম দাঁড়ায়—এমন কোন ধনীলোক নেই যে তাকে সাহায্য করবে! আমরা ইউরোপীয়ানরা অবশ্য দমে যাবার পাত্র নই।

তুমি হয়ত এর গুরুত্ব বোঝবার চেষ্টাই করবে না। আমি এখন পথের ভিখারী, কিন্তু তোমার দেশে বাড়ী-ঘর আছে—কারখানা আছে তোমার যা' আছে তার দু'চার গুণ করা তোমার পক্ষে খুবই সহজ। অথবা তোমায় আমি হয়ত চিন্‌তেই পারিনি। আশা করি তোমার বেসনা প্রপাতের কাজ ভালই চলেছে। ধন্যবাদ।

পুনশ্চ। অবশ্য ফার্ডিন্যাণ্ডের সত্যই যদি পতন হয়ে থাকে—তবে আমারও দিন ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু আমি এখন যেতে পারব না—কারণ সে চেষ্টা করলেই ওদের তাতে সন্দেহ হবে। বিদেশী আমরা—আমাদের সব কাজে সমতা রেখে চলা বড়ই দুষ্কর। আর একটা শেষ-

কথা—যদি আর কোনও পত্র আমার কাছ থেকে না পাও, তবে বুঝবে তোমার বন্ধুর ভাগ্যেও নিদারুণ কিছু ঘটেছে।”

বাইরে প্রপাত থেকে জল পড়ছে খালের মধ্যে। পীয়ার শুয়ে আছে নিথর মূর্ত্তির মত—মাঝে মাঝে তার পা অজ্ঞাতসারেই নড়ছে। তার দুই প্রিয়তম বন্ধু—তাদের কথাই আজ বেশী করে মনে পড়ে। আজ তার মনে হচ্ছে যে বন্ধুদের মত সেও অসহায়—কিন্তু দুঃখের ভার সবচেয়ে দুর্ভর হয়ে উঠবে তার শ্বশুরের—লোরেঞ্জের।

বস্তুত পীয়ারের পথ নিষ্কণ্টক করা ছাড়া ভাগ্যদেবতার হাতে আরও অন্যকাজ আছে। তোমার নিজের পথ নিজের হাতেই রচনা করতে হবে—পীয়ার, সেই তোমার অদৃষ্ট।

(১১)

শরত শেষের এক সন্ধ্যায় মার্লে তার স্বামীর প্রতীক্ষা করছিল। কয়েক সপ্তাহ পরে স্বামী তার ফিরে আসছে, তাই সে একটু আলো, উৎসবের আয়োজন করেছে। প্রত্যেক কক্ষে আলো, আগুন গন গন করে জ্বলছে, রান্নাঘরে সুখাদ্য সমস্ত তৈরী হচ্ছে আর ছোট্ট লুইস ব্লু ফ্রক পরে তার মার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ তার মেয়ে দুটিকে দেখে লুইস সোফার ওপর বসে পড়ল, তারপর শাসনের স্বরে বললে—“তোমার খুব ভাল মেয়ে হয়ে থাকা দরকার, জসেফিন—তোমাদের ঠাকুর্দা এখনই আস্‌ব।” মার্লে রান্না ঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, “ক্ল্যারেট এনেছ বার্থা? বেশ করেছ—ওটা বরং আগুনের কাছে রেখে দাও গরম থাকবে।”

তারপর মার্লে সব ঘর ঘুরে দেখল, ছোট ছেলেমেয়ে দুটি ঘুমুচ্ছে—কাজও আর কিছু বাকী নেই।

স্বামীর ফিরতে এখনও একঘণ্টা দেরী আছে। তবু সে উৎকর্ণ হয়ে বসে রইল গাড়ীর শব্দ শোনবার জন্য। কিন্তু এখনও তার সাজ কিছু হয়নি। তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়ে সে সমস্ত শরীর পরিষ্কার করতে লাগল কিন্তু সাবধানে—চুল যাতে না ভিজে যায়। সে ত জানে দুঃখের ছায়া ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু স্বামীর কাছে সুসজ্জিত হয়ে যেতে কী?

মাথার মধ্যে তার কথার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। একজনের দেহ আর একজনের কাছে এত লোভনীয়, আশ্চর্য্য! তিনি তোমাকে আদর করেছেন, অধর স্পর্শ করেছেন, আর নিজেই উত্তেজনায় কেঁপেছেন! মনে আছে তোমার সেইদিন। তুমি তাকে ঠেলে দিয়েছিলে উদাসীন ভাবে—একবার নয়, অনেকবার। প্রায়শ্চিত্তের দিন কি ফুরিয়ে গেছে! এখন তাঁর মাথায় অন্য চিন্তা। বিপদের দিনে তুমি তাঁকে সান্ত্বনা দিতে পারতে; কিন্তু চরম দিন কি আমাদের ঘনিয়ে এসেছে? নিশ্চয়ই। দেখছ না গতবার যখন তিনি বাড়ী এলেন, তখন সদ্যপ্রসূত মেয়েটির কোন প্রশ্নই তিনি করলেন না, ঝড় আসন্ন। তাই তাঁর মন অভিযোগ করতে ভুলে গেছে। ধীর শান্তভাবে শত চিন্তার বোঝা তিনি তুলে নিয়েছেন, তাঁর এই নবতম জগতে স্ত্রীপুত্রের কোন দাবীই নেই। আজ রাত্রেও কি তাঁর তেমনি উদাস দৃষ্টি থাকবে। আজকার এই প্রসাধন কি তিনি চেয়েও দেখবেন না? তাকে আলিঙ্গন করে চঞ্চল আনন্দের শিহরণে আর কি তার বুক দুলিয়ে দেবে না? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মার্লে একবার নিজেকে পরীক্ষা করতে লাগল। যৌবন তার জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে—গালের রক্তিমাভা সরে গিয়েছে—মুখের ওপর

দু'একটা কুঞ্চন আর ঢেকে রাখা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু ভ্রুর সৌন্দর্য্য আজও তার অক্ষুণ্ণ রয়েছে—আজও অধর স্পর্শে তাতে মত্ততা আসে। নিজের অজ্ঞাতসারেই মার্লে আয়নার দিকে ঝোঁকে—তার সেই ভ্রু দুটির ওপর হাত রাখে—মনে হয় তাদের যেন সে আদর করছে।

মার্লে নীচে নেমে এল ব্লু গাউনে, কলারে চওড়া ফিতে আর জামার হাতে সূচের কাজ করা। অতিরিক্ত সজ্জিত না দেখায় সেজন্য সে পড়েছে লাল ফুলকাটা এ্যাপরন—তাকে ঠিক গৃহকর্ত্রী বলেই মনে হচ্ছে।

সাতটা বেজে গিয়েছে। লুইস তার কাছে ছুটে এল—মার্লে তাকে কোলে করে জানালার কাছে একটা চেয়ারে অপেক্ষা করতে লাগল।

রাতের অন্ধকারে চাকার আওয়াজ করে আসতে পারে স্বয়ং ভাগ্য-দেবতা। সম্পদের আনন্দ থেকে এক মুহূর্ত্তে দৈন্যের অন্ধকারে হয়ত হবে পতন—অন্ধ নিয়তির গতি কোন পথ নিলে কে জানে? পীয়ার গেছে ইংলণ্ডে কোম্পানীর সঙ্গে কিছু ব্যবস্থা করতে। গাড়ীর শব্দ না? হ্যাঁ—মার্লে উঠে পড়ল। দেহলতা তার কাঁপছে—উৎকর্ণ হয়ে সে অপেক্ষা করে! না—বেরিয়ে গেল। আটটা বাজল, লুইসের ঘুমোবার সময়। লুইসের জামা কাপড় খুলে দিলে, তার একটু পরেই লুইস শুভ্রশয্যায় শুয়ে আছে—দু পাশে দুটী পুতুল। ঘুম জড়ান চোখে সে বলল—"বাবাকে আমার চুমু দিও মা, হ্যাঁ আর ত-কালে একবার আততে বল।"

—"নিশ্চয়, এবার তুমি ঘুমিয়ে পড় লক্ষ্মীমেয়ে"—

মার্লে আবার এসে অপেক্ষা করছে—ধীরে ধীরে রাত্রি এগিয়ে আসে। অবশেষে সে একটা জামা চাপিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল।

অক্টোবরের আকাশ—দুগ্ধশুভ্র এক কুয়াসার আবরণে সমস্ত সহর

সুপ্তিমগ্ন। আর ঐ কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতশ্রেণীর মাথার ওপরে নীহারপুরী। হয়ত এতক্ষণে পীয়ার আসছে কোন গ্রাম্যপথ ধরে—রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে—তার ঘোড়া যথেচ্ছা বিচরণ করছে, আর সে অবসন্ন দেহে জিনের ওপর বসে।

—"ওগো, নীল আকাশের দেবতা—সাহায্য কর। স্বামীর জীবন-পথ সহজ করে দাও ঠাকুর। জীবনের সন্ধ্যায় এত বড় বিপদে তুমি তাকে অসহায় হ'তে দিও না, দিও না দেবতা"—

কিন্তু ঐ তারা-ভরা আকাশ চিরদিনের নিরপেক্ষ—কোটি কোটি লোকের প্রার্থনা তারা শুনছে, কিন্তু মানুষের জীবন তাদের কাছে মূল্যহীন।

মার্লে মাথা নত করে আবার বাড়ী ফিরে যায়।

মধ্যরাতে পীয়ার পার্ব্বত্য পথ দিয়ে বাড়ীর দিকে আসছিল।—উজ্জ্বলালোকিত গৃহের দৃশ্য তার কাছে নির্ম্মম বোধ হ'তে লাগল—তাই সে ঘোড়ার পিঠে আরো কঠিন কশাঘাত করে। আস্তাবলের চাকরটার হাতে চাবুক দিয়ে দ্রুতপদক্ষেপে বাড়ীর দিকে ছুটে চলে। সমস্ত মন তার সংশয়াকুল—এ বাড়ী অন্য কোন লোকের, তার আর নয়।

বসবার ঘরের দরজা সে খুলে ফেলল—কিন্তু সেখানে কেউ নেই, শুধু আলো আর বিলাস। তার পাশের ঘরে সে মার্লেকে দেখতে পেলে একা একটা আরাম কেদারায় শুয়ে আছে। হাত তার ঝুলে পড়েছে—প্রতীক্ষমানা নারী সুপ্তিরতা।

তারই জন্য মার্লে এতক্ষণ অপেক্ষা করেছিল।

সমস্ত শরীরে তার আনন্দ লীলাচঞ্চল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল প্রিয়তমার দিকে। ঘুমন্ত অবস্থায় মার্লে—তাকে একটু আরামে বসাল; তার পাণ্ডুর মুখে ফুটে উঠল হাসি। তাকে না জাগিয়ে পীয়ার

গেল মন্থর পায়ে নার্সারীতে—সেখানে তিনটি ছেলেমেয়ে তাদের রাত্রির সাজে ঘুমিয়ে আছে।

আবার সে ফিরে গেল খাবার ঘরে। ছোট্ট টেবিলে ধবধবে শাদা কাপড় পাতা, দুখানা তোয়ালে, ফুল আর তার তোয়ালেতে একটা সূচে তোলা ফুল—বোধ হয় লুইসের করা—ছোট্ট লুইস।

অবশেষে বাহুমূলে করস্পর্শ পেয়ে মার্লে চমকে উঠে।

"তুমি এসেছ এতক্ষণে।" "মার্লে"—তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে, স্বামী স্ত্রীর ললাট চুম্বন করে। কিন্তু স্ত্রী দেখতে পায় স্বামীর ললাট চিন্তা-কুটিল।

তারা খেতে বসে। স্ত্রী দেখতে পায় স্বামীর মুখে, তার কণ্ঠস্বরে তার শান্তি ভঙ্গিমায় আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা।

কিন্তু প্রশ্ন সে করতে পারে না। স্বামীর চোখে সে বড় করে তোলে এই কথা যে, ভালবাসা তাদের অটুট থাকলে তারা দৈন্যকেও মানবে না।

গত দিবসের জন্য আক্ষেপ করে আর লাভ নেই—তার এক-একটি সোহাগ স্বামীকে পাগল করে তোলে। কিন্তু আজ সে কম্পিত বুকে বসে থাকে, যদি স্বামী তার এতটুকু আনন্দ পায় তার স্ত্রীর সঙ্গসুখে—আজও সে তরুণী, তনুলতার সৌন্দর্য্য আজও তার চিরবিদায় নেয় নি।

পীয়ার স্ত্রীর দিকে চাইলে, মুখে তার কৃত্রিম হাসি।

"মার্লে, তোমার বাবার সম্পত্তির কত দাম হবে আন্দাজ?" কথাগুলো যেন মগ্নপ্রায় জাহাজের ক্যাপটেনের আদেশের মত শোনাল।

"পীয়ার, আজ রাত্রে ওসব চিন্তা কেন? সুস্থ হও।" মার্লে তার হাতের ওপর স্বামীর হাত তুলে নিল। "ধন্যবাদ"—পীয়ার

হাসিমুখে বললে—কিন্তু মন তার অন্য কাজে পড়ে রয়েছে। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে আহার করতে লাগল।

—"আর তোমার কী মনে হয়—লুইসের ভায়োলিন শেখার বিষয়। স এরই মধ্যে বেশ আয়ত্ত করেছে"—

—"বেশ"—

—"আর এষ্টার নূতন একটা দাঁত হয়েছে—বড় কষ্ট পেয়েছে তাই নিয়ে"—

মনে হচ্ছে যেন বিস্মৃতপ্রায় এই সংসারকে সে স্বামীর সামনে তুলে ধরছে। এক মুহূর্ত্ত তার চোখের দিকে চেয়ে পীয়ার বললে—"আমাকে বিয়ে করা তোমার উচিত হয় নি। তোমার নিজের ও তোমার আত্মীয়দের তাতে ভালই হ'ত।"

"কেন বাজে কথা বলছ পীয়ার—তুমি ত জান আবার সব গুছিয়ে নেবার শক্তি তোমার আছে"—

তারপর শয্যাপার্শ্বে গিয়ে জামাকাপড় খুলতে লাগল।

—"এখনো আমাকে ভাল করে দেখেনি"—মার্লে মনে মনে ভাবলে। একটু হেসে মার্লে বললে "তোমার অপেক্ষায় বসে আমি ভাবছিলাম যে আজই প্রথম আমাদের মিলন হবে। তোমার এসব চিন্তা করবার সময়ই নেই, না পীয়ার—"

পীয়ার ঘুরে দাঁড়াল—মার্লের সজীব কণ্ঠস্বর তার কানে বড় অদ্ভুত ঠেকল। কই মার্লে ত কখনও জিজ্ঞাসা করে না, আমার দিন কেমন কাটছে অথবা আজকের খবর কি হল। কিন্তু স্ত্রীর চোখের দিকে চেয়ে সে স্পষ্ট দেখতে পেলে উদ্বিগ্ন অন্তর সংশয়-দোলায় দুলছে।

আর সেই সঙ্গে তার মনে পড়ে কতদিনের পুরান এক গ্রীষ্মের কথা—পাহাড় ঘুরে যখন জীবন কেটে যেত তার। তারপর একদিন আগুনের

পাশে কফি পান করতে করতে প্রথম মানসী নারী তার পানে চেয়ে হেসেছিল। আর মনে পড়ে দীঘির ওপর নৌকা ভাসিয়ে তাদের সেই প্রথম প্রণয়ালাপ, আকাশ ও পৃথিবীর মিলনের বাঁশী তার বুকে বেজে উঠেছিল—নবনব ছন্দে সুরের হিল্লোল তুলে।

তেমনি ভঙ্গিতে আজও মার্সে দাঁড়িয়ে আছে। আজও সে তার, কিন্তু আজ স্ত্রী প্রথম স্বামীর কাছে এসে ভিখারিণীর মত দাঁড়িয়েছে তার রূপের ডালি নিয়ে।

পীয়ারের সারা বুকে আনন্দ। কিন্তু আজ আর সে ছুটে গিয়ে তাকে বুকে তুলে নিয়ে সোহাগে আদরে ব্যস্ত করে তুললে না, সে চাপা বুকে দাঁড়িয়ে রইল, দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিজ্ঞা করলে মনে মনে জীবনের দুর্ভর বোঝা সে নামিয়ে ফেলবে—দুজনের ভালবাসার বাঁধন সে কিছুতেই শিথিল হতে দেবে না।

আলো নিভিয়ে তারা শুয়ে পড়ল পরস্পরের শয্যায়—তাদের নিঃশ্বাসে অন্ধকার মুখর হয়ে উঠেছে। চোখ বন্ধ করে শুয়ে সে ভাবতে লাগল—কোনও সাহায্যের কথা—স্ত্রীপুত্রকে বাঁচাবার উপায়। আর মার্সে সমস্ত তনুমন দিয়ে অপেক্ষা করে রইল স্বামীর একটুখানি সোহাগ, একটু মুখের কথার আশায়। কিন্তু না, অবশেষে মুখে রুমাল চেপে সে অবরুদ্ধ কান্নাকে দমন করতে লাগল।

পীয়ারের শ্বশুর লোরেঞ্জ ডি ইউথো ক্বচিৎ কখনো ব্রুসেথে তার ধনী ভগ্নীর কাছে যেতেন, কিন্তু আজ তিনি দীর্ঘ পথ ক্লান্ত পায়ে অতিক্রম করে সেখানে উপস্থিত হলেন। তারপর এই দুই ভ্রাতাভগ্নী গম্ভীর মুখে টেবিলের সামনে বসলেন।

তার বিরাট বপু দুলিয়ে আণ্ট ম্যারিট বললে—"তাই তুমি বুঝি এতদূর কষ্ট করে এসেছ।"

"কেন, হ্যাঁ, আমি ভাবলাম তোমার খোঁজটা একবার নেওয়া উচিত তাই"—ভাই একটু সন্তর্পণে কথাটা বলে।

—"তা বেশ ভালই। কিন্তু আমার ত জামাই নেই, তাই দেউলে হবার ভয়ও নেই—

"আমি ত এখনই দেউলে হইনি"—ভাই রক্তচক্ষুতে তাঁর বোনের দিকে তাকালে।

"হয়ত না। কিন্তু তোমার জামাই—তার কি?—"

"সে আবার কি? কিছুদিনের মধ্যেই ত সে প্রকাণ্ড বড়লোক হয়ে উঠবে।"

"কি বড়লোক? সে, তোমার জামাই?"—

"এক বৎসরের মধ্যে"—ভাই ধীরভাবে উত্তর দিলে—"কিন্তু এখন তার কিছু সাহায্যের প্রয়োজন। আর তোমাকেই সাহায্য করতে হবে।"

"আমাকে? আমি?"—আণ্ট ম্যারিট চেয়ারের হাতলটা চেপে ধরলেন উত্তেজনার মাথায়।

"হাঃ হাঃ হাঃ। ঠিক করে বল দেখি ওই যে ডিচ ড্রেন না কি—চুলোর ছাই ওর জন্য ও কত হাজার টাকা নষ্ট করেছে"—

"কাজ শেষ করার জন্য সে ছ'মাস বেশী সময় নিয়েছিল। কিন্তু কোম্পানী তার পাওনা অর্দ্ধেক করে দিয়েছে—কারণ কাজ দেখে তারা পরম সন্তোষলাভ করেছিল।" "আর কনট্রাক্টর যাদের এক পয়সা মাইনে দিতে পারে নি—"

"সে সব দিয়ে দেওয়া হবে—ব্যাঙ্ক সে সমস্ত ঠিক করে ফেলেছে—"

"বুঝেছি। সমস্ত নষ্ট করে—এখন কিনা—তোমাদের দুজনকে রীতিমত চাবকান উচিত তা জান"—

"টাকা পয়সার দিক থেকে অবশ্য কাজটা তেমন লাভের হয়নি, কিন্তু কাজ হিসেবে এ একটা সৃষ্টি, দেখ সমস্ত পত্রিকায় পত্রিকায় কি ভীষণ প্রশংসা।"—ভাই একখানা সাময়িকী বোনের দিকে এগিয়ে দিলে।

—"ও তোমার জন্য রেখে দাও"—বৃদ্ধা উপেক্ষার ভরে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন।

—"ও আবার দাঁড়াবে"—ইউথো জোর দিয়ে কথাটা বললেন। দুঃখের মধ্যে দমে যাবার পাত্র তিনি নন—এইটে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেন। কারণ নিজের বুদ্ধিমত্তার ওপর তাঁর নির্ভর ভয়ানক।

"আবার উঠবে! ও কি আবার কোনও নূতন হুজুগে তোমায় জড়িয়েছে?"

"পীয়ার একটা নূতন ধরণের মোয়িং মেশিন আবিষ্কার করেছে। তা' প্রায় শেষ হয়ে এল। ওস্তাদেরা বলে যে, তার দাম হবে কোটি কোটি টাকা'—

—"ওঃ তাই বুঝি তুমি আমাকে বোঝাতে এসেছ!"—পা দিয়ে ঠেলে তিনি চেয়ারটা একটু পেছনে সরিয়ে দিলেন।

"তুমি আমাদের একবছরের জন্য সাহায্য কর—তুমি যদি ত্রিশ হাজার টাকা সিকিউরিটি দাঁড়াও, তা হলে ব্যাঙ্ক"—

হাতে হাত চাপিয়ে ম্যারিট বললেন—"আমার দ্বারা ওসব কিছু হবে না।"

"কুড়ি হাজার টাকা ?"

"একটা আধলাও না"—লোরেঞ্জ তার বোনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল—চোখ তার জ্বলছে।

"তোমাকে এটা করতেই হবে ম্যারিট"—তিনি পকেট থেকে একটা পাইপ বের করে তাতে মশলা ভরলেন—তারপর ধীরে ধীরে আগুন জ্বালালেন।

তারা পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে রইল, কার মনের জোর বেশী তারই পরীক্ষা হচ্ছে যেন। তারপর মৃদু হাসি দুজনেরই ঠোঁটের কোণে দেখা দিল।

"আজকাল তুমি বৌদিকে নিয়ে গীর্জ্জায় যাচ্ছ বুঝি।"

"আমার যদি ভগবানে বিশ্বাস থাকত, আমি তাহলে ঘরে বসেই প্রার্থনা করতাম ; ভাগ্যের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকতাম।"

এই কথাতে বৃদ্ধার মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। বৃদ্ধা নিজে গীর্জ্জায় যান না। তিনি ভগবানকে অভিশাপ দেন, কেন তিনি তাকে সন্তানের জননী করেন নি।

চেয়ার থেকে উঠে বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন,—"একটু কফি খাবে লোরেঞ্জ ?"

"এতক্ষণ কি সব বাজে বকছিলে"—ভাই তার বোনের প্রকৃতি ভাল রকমেই জানে। তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন—মনে গভীর শান্তি।

আবার পীয়ার ফিরে গেছে তার কারখানায়—আগুন আর ইস্পাতের সঙ্গে লড়াই করতে। কাজ করবার মত ছবি ত আঁকতে হবে; মাথায় মতলবটা থাকলে ত আর হয় না, কিন্তু যাকে সে কাজের ভার দিয়েছে সে বড় ধীরে ধীরে কাজ করছে। সে নিজেও ত সাহায্য করলে পারে!

যখন কর্ম্মচারীরা আফিসে আসত, তারা শুনতে পেত হাতুড়ী পেটার শব্দ। আর সন্ধ্যায় যখন তারা গৃহে ফিরে যায়, তখনও পীয়ার কাজ করে চলে অবিশ্রান্তভাবে। যখন রীংবি শহরের লোকেরা ঘুমুতে যায় তখনও তারা দেখতে পায় কারখানার ঘরে আলো জ্বলছে।

কাজ করার সময় মাথায় তার কত আজগুবি চিন্তা আসে। তার প্রথম জীবনে যখন সে কারখানায় কাজ করত, তখন কেউ কি তাকে জিজ্ঞেস করেছে, সে এই জিনিষটা করতে পারবে কি না? আর এখন সেই আগের দিনের মতই কাজ করে ফল তাকে পেতেই হবে—সারা জীবনে এত বড় বিপদের মুখে সে কোনদিন দাঁড়ায়নি! এ জীবন-মরণের সমস্যা!

মেশিনটার কাঠের নকল তৈরী হয়ে গেছে—সমস্যা কত সরল দেখাচ্ছে। চিন্তা আজ রূপ পেয়েছে, মনে হয় যেন যন্ত্রটার জীবনী-শক্তি আছে। এই ইস্পাতের চাকা, পাত এদের কি ইতিহাস নেই—এরা কি বংশগৌরব বিলুপ্ত? আজকের এই ইস্পাত যুগ হ'তে যুগান্তর শুধু নূতনত্বকে রূপ দিয়েছে, সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতরর দিকে ছুটেছে—সমস্যা সমাধানের সুযোগ করে দিচ্ছে। আজ পর্য্যন্ত মানুষের চিন্তাধারা

যতদূর এগিয়েছে, আমি তার চেয়ে বেশীদূর পথ দেখেছি—টাকা—সৃষ্টিকর্ত্তার আজ টাকার প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী প্রচার করে আজ শুধু অর্থের ভাণ্ডার পূর্ণ করতে হবে। নিদ্রা? শান্তি? আহারের সুখ? এত বড় বিপদের মুখে—এই প্রাত্যহিক জীবনের দাম কতটুকু?

আজ আর সে প্রশ্ন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে না। সেই চিরন্তর প্রশ্ন কোথায়? কেন? কতদূর? আজ আর ওসব ভাববার সময় নেই। জীবনের আকাশ আজ মেঘে ভরা—চিন্তাজাল বোনবার আজ আর সময় নেই। একদিন সে স্বপন দেখত মানুষের সঙ্গে দেবতার ভালবাসার রাখী উৎসবের স্বপ্ন! আজ সে সব কোথায় মিলিয়ে গেছে। মানবাত্মার কি উপকার হতে পারে একটা যন্ত্র নিয়ে? আত্মজ্ঞানের কোনো সাহায্য সে কি করতে পেরেছে?

কিন্তু তবু এই তাকে করতে হাব। জীবনের পরম মুক্তি আজ এই যন্ত্র। ইস্পাতের হাতে আজ সে খেলার পুতুল।

আধ-আবছায়া জানালার দিকে চাইলে অদৃশ্য মুখ যেন অস্পষ্ট আলোকে দৃশ্যমান হয়ে কথা কয়—তারা বলে এখনো তোমার কাজ শেষ হল না। শেষ না করতে পারলে ফল কি হবে জান? তারপর আসে মার্লে আর তার মেয়ে—তারা যেন বলে—"আমাদের কি হবে? বাহিরে হিমের রাত্রিতে বরফ পড়বে, তার মধ্যে আমরা ঘুরব, বল।"

ইউথো আর তার স্ত্রী তাকে বলে—"এই জন্যেই কি তুমি এই বনিয়াদ বংশে প্রবেশ করেছিলে, শুধু ধ্বংস সাধন করতে।" আর সমগ্র মানব সমাজ তাকে ধিক্কার দেয়। সবাই জানে, কত বড় বিপদের সম্ভাবনা এ বিফলতায়—তাই সে পরিশ্রম করছে অতিরিক্ত। তার পথ চেয়ে বসে আছে কত লোক, কত মর্য্যাদা, কত আত্মসম্মান, কত ক্ষুধিত

সন্তানের জননী। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার তার মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে—তার টাকা কি উঠবে না?

এরা তার ঘাড় ধরে লোহার মুকুট পরিয়ে দিয়ে বলতে পারে—"তোমাকে করতেই হবে! শ্রান্তি? কষ্ট? সময়ের স্বল্পতা? সে সব হয় না। তোমাকে করতেই হবে! অসম্ভব? সব কিছুকে সম্ভব করতে হবে। এই ত তোমার কাজ—বুঝলে?"

বাড়ীতে সে এখন থাকেই না। কারখানার একটা সোফায় সে ঘুমায়। প্রায়ই মার্লে আসে খাবার নিয়ে—কিন্তু তার ব্যথাতুর শীর্ণমুখের দিকে চেয়ে সে কিছু প্রশ্ন করে না, তার বড় ভয় হয়। বরং সে কৌতুক করবার চেষ্টা করে। বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে যে বাড়ীতে বিপদের ছায়া ঘনিয়ে আসে সে বাড়ী কলহাস্যে মুখরিত রাখতে হয়—তবে ছায়া সরে যায়।

কিন্তু একদিন যখন মার্লে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে, পীয়ার তাকে ধরল—তার পর অদ্ভুত হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে রইল।

"কি বলছ?"—অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মার্লে তার দিকে চাইল।

কিন্তু পীয়ার তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে দেখছে তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মার্লের ছোট্ট সংসারকে—তার মত ভবঘুরে লোক এই মার্লের মধ্য দিয়েই গৃহসংসারের সুখ অনুভব করছে। আছন্ন ঝড়ে সংসার কি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে?

মার্লের নিকষকালো ভুরুর ওপর পীয়ার তার অধর স্পর্শ করে। মার্লের পদধ্বনি মিলিয়ে গেল, তার ইচ্ছা হয় একবার সেই সমস্ত শক্তির সমীপে প্রার্থনা জানায়—তার কাজের সাফল্য হেতু। কিন্তু দেবালয় আজ পরিত্যক্ত। তার পরিত্যক্ত সিংহাসনে বসেছে আগুন আর ইস্পাত—তার নিজ হাতে গড়া যন্ত্র সব, তাদের দিকে চেয়ে

অন্তর তার প্রার্থনা করতে লাগল—"সাহায্য কর, আমায় সাহায্য কর—আমার স্ত্রীপুত্রকে কেড়ে নিও না"—

ঘুম? বিশ্রাম? অবসাদ? আর মাত্র এক বৎসর সময় আছে, তারপর ব্যাঙ্ক তার কাছ থেকে শেষ সম্পদটুকু ছিনিয়ে নেবে।

শীত চলে যায়, তারসঙ্গে বসন্ত—একদিন গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় পীয়ার ছুটে মার্লের ঘরে গেল—"কালকে মার্লে, কালকে তারা আসবে!"

—"কারা আসবে?"

—"যারা মেশিন পরীক্ষা করবে তারা। কাল পরীক্ষা হবে।"

"পীয়ার"—নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে মার্লের—আনন্দ আবার।

"ভালই হয়েছিল যে বাইরে আমি ঘুরেছিলাম। একজন আসছেন একটা ইংলিশ ফার্মের হয়ে আর একজন আমেরিকা থেকে—খুব বড় ব্যবসা চালান হবে—"

তারপর দিন মার্লে দাঁড়িয়ে রইল—তার স্বামী গাড়ী করে ছুটে যাচ্ছে—গত রাত্রের বর্ষার শেষ কুয়াসার মাঝ দিয়ে।

দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় কাঁপলে কোন লাভ নেই—আগন্তুকদের খাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

মাঠে মেশিনটা রয়েছে—সদ্য রং দেওয়া হয়েছে, তাতে একটা ছেলে ঘোড়া দুটোকে জুড়ে দিচ্ছে।

দু'জন লোক হাল্কা ওভারকোট পরে, নরম হ্যাট হাতে এগিয়ে এল। একজন বুড়ো ইউথো আর একজন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। তারা এসে অপেক্ষা করতে লাগল ছড়ির ওপর ভর দিয়ে। আজকের পরীক্ষার ফলাফলের ওপর তাদের অনেক কিছু নির্ভর করছে। পীয়ার নিজে হোটেল থেকে আগন্তুকদের এখানে নিয়ে এল।

পীয়ার রক্তহীন মুখে নিজে মেশিনটার ওপর উঠে বসল, সামনে

জমি—তাতে বড় বড় নানা জাতীয় ঘাস ও আগাছা। ঘোড়াগুলো এক ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে আরম্ভ করলে, হঠাৎ মেশিনটার অদ্ভুত আর্ত্তনাদ শুনে লাফিয়ে উঠল—কিন্তু একটু পরেই সামলে নিলে। তারপর মস্ত চওড়া মাঠের ওপর দিয়ে বৃষ্টিস্নাত ঘাসগুলোকে ছেঁটে সমান করতে করতে চলল।

আগন্তুক দুজন পেছনে অগ্রসর হতে লাগলেন ধীরে ধীরে—মাঝে মাঝে নিচু হয়ে যন্ত্রটার নানা কলকব্জা পরীক্ষা করতে করতে। চাপাদাড়ি শুষ্ক লোকটি ভীডস এর জোন ফাউলার কোম্পানীর এজেণ্ট আর বেঁটে দাড়ি গোঁফ কামান ভদ্রলোকটি ফিলাডেলফিয়ার হ্যারো এণ্ড কোংএর লোক।

মাঝে মাঝে তারা পীয়ারকে আসতে বলে ঘাস কাটা দেখতে লাগলেন। তারপর নানা রকম জমিতে পরীক্ষা চলতে লাগল। ফাউলার কোম্পানীর লোকটি বললেন পাথুরে জমির ওপর চেষ্টা করতে। কিন্তু তাতে ধারটা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তারা জানতে চায় যে, পাথরে দাঁতগুলোর কি হবে?

পরীক্ষা শেষ হলে আগন্তুক দুজন চিন্তান্বিত মনে পরস্পরের দিকে চাইলেন। নতুন কিছু তাঁরা এখানে পেয়েছেন এবং এই বিশ্বব্যাপী বিরাট ব্যবসা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবার মত সম্ভাবনা যথেষ্ট তাঁরা দেখতে পেলেন।

পীয়ার এদের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলে, এরা কি ভাবছে। অর্থ, সোনার খনি এরা দেখতে পেয়েছে এই মৃত যন্ত্রটার মধ্যে।

ভোজের পর আগন্তুকেরা বিদায় নিলে, মার্লে পীয়ারকে জিজ্ঞাসা করলে—"সব ঠিক হয়েছিল ত?"

"হ্যাঁ, কিন্তু একটা জিনিষ ঠিক করতে হবে।"

"এতদিনের কঠিন শ্রমের পরও আবার খুঁত কি ?" হতাশায় মার্লে চেয়ারে বসে পড়লে।

"একটুখানি ব্যাপার। ঘাসগুলো যখন ভিজে থাকে তখন কলটার দাঁতগুলোর মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে তারা জমে যায়। এটা আমার মাথায় আসেনি আর আমিও ভিজে মাটিতে পরীক্ষা করিনি। কিন্তু এই খুঁতটা ঠিক করতে পারলে আমরা বিশ্ববিজয়ী হব, মার্লে—আমরা আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারব।"

আর একবার যন্ত্রটাকে কারখানায় নিয়ে যাওয়া হল। পীয়ার তার চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি করলে ঐটুকু দোষ নষ্ট করা যায়। সব শেষ শুধু একটুখানি, একটা সুযোগ, হঠাৎ সমস্ত যন্ত্রটা প্রাণশক্তিতে স্পন্দিত হয়ে উঠবে, দিকে দিকে ঘোষিত হবে তার জয়বার্ত্তা।

যে কোনও মুহূর্ত্তে আসতে পারে সেই সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু এত ধীরে ধীরে হলে কি করে হবে, হতাশায় দুর্ব্বলতায় পীয়ার হাত কামড়াচ্ছে।

একটু পরিবর্ত্তন, কোনটার আঙ্গুলগুলোর স্থান, না দাঁতটার দৈর্ঘ্য—কি করে যন্ত্রটা নিখুত হবে ? কেমন করে সে রাত্রে ঘুমুবে ?

সে যেন একটা মস্ত বিপদের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে। এ কোনও নূতন অভিজ্ঞতা হলে সে স্থিরমস্তিষ্কে কাজ করতে পারত, কিন্তু তার শতবিচ্ছিন্ন চিন্তাজালকে আবার এক করবার শক্তি আর তার নেই।

প্রদীপ নিভে যাবার আগে একবার দপ করে জ্বলে উঠে।

অপেক্ষা করবার সময় নেই। আবার বাতায়নে সেই পুরান স্মৃতি সব, মার্লে, তার মেয়ে, ইউথো, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার সবাই উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষা করছে। সমগ্র জগৎব্যাপী যত প্রতিযোগী তারা। আজ

রাত্রে সে অগ্রগামী, কিন্তু কাল প্রভাতে হয়ত সে পিছিয়ে পড়বে। ধৈর্য্য? বিশ্রাম? অসম্ভব!

শরৎ এসে পড়ল—শতবিনিদ্ররজনীর অত্যাচারে সে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হল। তিনি বললেন, শীতল জলে স্নান, বিশ্রাম, নির্জ্জনতা আর আয়রণ এবং আর্সেনিক। হায় পীয়ার, পীয়ার সব করতে পারে কিন্তু বিশ্রাম, ঘুম—সে যে অসম্ভব।

রাত্রির দীর্ঘতায় সে অপেক্ষা করে অবসন্ন দেহ মন নিয়ে, চেয়ে চেয়ে দেখে নির্ব্বাপিত আগুন, ইস্পাতের বোঝা আর যত যন্ত্রপাতি—তার চোখের সামনে অজস্র স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছে—আর গলিত লৌহ ক্ষুদিত শ্বাপদের মত তার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ওই আগুনের পাশে আবছা ও কারমূর্ত্তি ক্রমবিবর্দ্ধমান, সুস্পষ্ট, অল্প দাড়ি তার; নগ্ন এক অপদেবতা। এক হাতে তার অগ্নি আর এক হাতে হাতুড়ী।

"কে,—তুমি কে?"

"তুমি আমায় চেন না, মানুষ?"

"তুমি কি তাই বল আমাকে?"

"তোমাকে আমার একটা কথা বলবার আছে—পৃথিবীর ছন্দে অন্য কোনও সুর যোগান তোমার পক্ষে বোকামি। প্রার্থনায় তোমার কি হবে? তুমি হয়ত স্বপ্ন দেখবে যে বাস্তব থেকে দূরে সরে গিয়েছ তুমি, কিন্তু প্রচণ্ড বাস্তবের আঘাতে তোমার স্বপ্ন মিলিয়ে যাবে শূন্যে। তোমার মুক্তি নেই। বাস্তবকে পরিত্যাগ করে তোমার আত্মা অর্থ-হীন। বিশ্বদেবতা? সুখ? আত্মা? জীবনের অনন্ত আনন্দ? মিছে সব—সব ছায়া। বিশ্বের আত্মা ছুটে চলেছে তার শেষ পথে আর মানুষের আত্মা সেই অগ্নির ইন্ধন শুধু।"

পীয়ার চমকে ওঠে, এ বাস্তব না স্বপ্ন—তার সংশয় হয়। কিন্তু সব ফাঁকা, শূন্যতায় বাতাস শুধু হু হু করে।

মাঝে মাঝে লোরেঞ্জে সে যায়। কিন্তু সব কিছু তার কাছে কুহেলী বলে মনে হয়। সে অস্পষ্ট ভাবে দেখতে পায় মার্লের চোখ লাল, হয়ত কেঁদে কেঁদে, কিন্তু তবু মার্লে গান গাইছে—মুখে তার উজ্জ্বল হাসি। সে যখন শয্যায় শুয়ে রয়েছে তার মনে হচ্ছিল মার্লে যেন তাকে ঘুমোবার জন্য অনুরোধ করছে। প্রশান্ত নিদ্রায় কি আনন্দ। মাঝে মাঝে রাত্রির অন্ধকারে তার মনে হয় কলটার দাঁতগুলোর উপর সব নির্ভর করছে। তখনি সে উঠে পড়ে—তারপর ছুটে যায় কারখানার দিকে—কেউ তাকে রোধ করতে পারে না। শীত আবার এসে পড়েছে—বরফের ঝড়ের মধ্য দিয়ে সে ছুটে যায় তার কারখানার দিকে,—কেউ তাকে রোধ করতে পারে না। তারপর সেই থমথমে নিস্তব্ধ রাত্রে সে কারখানার আলো জ্বালে—তারপর আগুনের লেলিহান শিখা। শীয়ারগুলোর স্ক্রু খুলে আবার সে লাগায়। কিন্তু তখন সে বুঝতে পারে কতবড় ভুল তার হচ্ছে—শীয়ারগুলোর দোষ কিছু নেই!

কফি খেলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে। কারখানায় বসে তাই সে কফি তৈরী করে পান করে আর বিশেষ করে রাত্রে কয়েক পাত্র কফি তার উপকার করে। তার আর অন্য কিছু খাবারে লালসা থাকে না। হঠাৎ মাথায় তার একটা খেয়াল আসে যে আবার যন্ত্রের অংশগুলো নূতন করে তৈরী করবে এই সব রাত্রে—কফি দীর্ঘ পরিশ্রমে ক্লান্ত তার দেহকে চাঙ্গা রাখে।

তার মধ্যে মাঝে মনে হয় যেন মার্লে, তার শ্বশুর, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সকলে একসঙ্গে কারখানার চার পাশে সতর্কিত ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর লক্ষ্য করছে কতদূর কাজ শেষ হ'ল, তারা তাকে

একটু শান্তিতে থাকতে দেয় না কেন? অন্তত এক সপ্তাহের জন্যে। আসছে বছরের গ্রীষ্মের আগে ত আর এ যন্ত্রটার পরীক্ষা হতে পারে না। কখনও আবার পীয়ার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে—"কেউ এখানে আসতে পারবে না, আমার এখানে শান্তি চাই।" কর্ম্মচারীর চমকে ওঠে এই উত্তেজনায়, তারা পরস্পরে মাথা নাড়ায়।

একদিন সকালে মার্লে এসে কারখানার ঘরের কড়া নাড়তে থাকে। কিন্তু কোন উত্তর না পেয়ে ভেতরে প্রবেশ করলে। তার এক মুহূর্ত্ত পরে কর্ম্মচারীরা ছুটে আসে একটি স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদে। তারা দেখে মার্লে পীয়ারের পাশে বসে আর স্বামী তার মুখের দিকে চেয়ে আছে উদ্দেশ্যহীন অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়ে—"পীয়ার"—মার্লে তার স্বামীর সমস্ত শরীরে নাড়া দেয়—"পীয়ার শুনচ। কি হয়েছে তোমার বল, পীয়ার।"

এপ্রিল মাসে এক বুধবারে ছোট রীংবি শহরের অনেক লোক ভাল জামাকাপড়ে সজ্জিত হয়ে নদীর রাস্তা ধরে লোরেঞ্জের দিকে যায়। দলের মধ্যে দু'জন পত্রিকার সম্পাদক—তারা এইমাত্র একটি তর্ক করছিল...হঠাৎ উঠে এসেছে। দু'জন উকিল পরস্পরের হাত থেকে অতি ছোট কাজটুকু কেড়ে নিতে উদ্যত অবস্থায় চলেছে—আর এই দলের মধ্যে আছে ব্যবসায়ী, লেখক আর সব রকমের লোক। প্রত্যেকেই লম্বা ওভারকোট আর ফেল্ট হ্যাট পরেছে—তাতে তাদের একটু দীর্ঘ দেখায়।

পথের মোড় বেঁকে প্রত্যেকই ওই শাদা বাড়ীটার দিকে চাইল। দূরদিগন্তে পাহাড়ের শ্রেণী তারই সামনে ছবির মত এই বাড়ী—সামনে উদার প্রশস্ত নদী আর পল্লীশ্রী এর প্রতি অঙ্গে। লোকেরা বলাবলি করছিল বিরাট ভোজ আর মহাকীর্ত্তির কথা নিয়ে—যা সেই গভর্ণরের

সময় থেকে সেদিন অবধি চলেছে সগৌরবে—ইঞ্জিনীয়র' এর যশ যখন অটুট ছিল—অর্থ ছিল অজস্র।

আর আজ সেই বাড়ীর সমস্ত জিনিষপত্র নীলাম হবে- তাই দূর থেকে লোকেরা এসেছে। কারণ ব্যাঙ্কের পরিচালক মণ্ডলী বিবেচনা করেছিল যে. পীয়ারকে আর সময় দেওয়া চলতে পারে না, বিশেষ করে সে এখন হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায়। কোনও ডাক্তারই জোর করে বলতে পারছে না—স্বাস্থ্য আর তার ফিরে আসবে কি না!

প্রাঙ্গন লোকে লোকারণ্য। ভেতরে নীলামকারী সমস্ত জিনিষ এক করছে, কিন্তু সকলেই বাড়ীর মধ্যে যেতে দ্বিধাবোধ করছে। বাড়ীর ভেতরে বাতাস আজও আতিথেয়তা ও গৌরবের ভারে মন্থর হয়ে আছে, দেশের বড় বড় যোদ্ধা ও সেনাপতিগণ তাদের প্রিয়তমাদের আলিঙ্গন করত-বড় বড় ভোজের টেবিলে সম্মান জানাত দেশের সম্রাটকে—সেই সব পুরাতন দিন--আর ইজিপ্ট প্রত্যাগত ইঞ্জিনীয়র তার সম্পদের সময় নিমন্ত্রণলিপি পাঠাত দেশের ভদ্রলোকদের—সে আর কত দিনের কথা—আজও তার স্মৃতি থামে থামে জড়ান আছে।

সকলেই প্রায় সিঁড়ির ওপর কিংবা হলঘরটায় দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে কালো সাজে একটি মেয়ে—মসীকৃষ্ণ তার ভুরুদুটি চিন্তাক্রান্ত ভাবে প্রাঙ্গনে যাওয়া আসা করছিল এবং চাকরদের সব জিনিয বার করতে হুকুম দিচ্ছিল। এই মেয়েটীই মার্লে—কিন্তু আজ আর সে গৃহকর্ত্রী নয়।

সিড়ির ধারেই ইউথো তার বোনকে দেখতে পেলে। ব্রুসেথবাসী তার ভ্রু'দুটি কুঞ্চিত করে ভাইয়ের দিকে সংশয় মাখন চোখে তাকাল-- কিন্তু ভাই তার পাশ দিয়ে যাবার সময় বললে—"তোমার কোনও ভয়ের কারণ নেই। আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করেছি যাতে এখনও দেউলে হতে হয় নি

আমাকে। আর তোমার প্রাপ্য সে ত ন্যায্যমতেই ফিরে পাবে'—তারপর ভারী পা ফেলে তিনি ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে গেলেন, এমন তার গতি-ভঙ্গিমা যাতে ভুল হয় এ লোকটি সমস্ত বিপদের মুখেও সরলভাবে হাসতে পারে।

তারপর দিন গড়িয়ে গেল, বিজুকে বিক্রী করবার জন্য নিয়ে আসা হ'ল। তাকে প্রাঙ্গন পেরিয়ে এক জায়গায় দাঁড় করান হল। কিন্তু পথিমধ্যে সে একবার থেমে মাথা উঁচু করে চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আস্তাবলের ঘোড়াগুলো হ্রেষারব করতে লাগল—তারা যেন একে বিদায় অভিনন্দন জানাচ্ছে। বহু বৎসর পূর্ব্বে সে যখন এখানে এসেছিল তখন যৌবনের শক্তিতে দেহ তার দৃপ্ত, আনন্দে তার যৌবন কাঁপছিল—আর আজ?

কিন্তু কাঠের গোলায় একজন লোক আপনমনে কাঠ কেটে চলেছে, কোন খবরই সে রাখে না। একজন গৃহকর্ত্তা চলে যায় আর একজন আবার আসে, প্রত্যেকরই আগুনের কাঠ চাই—তার এ কাজের অভাব নেই। আর কেউ যদি তাকে বলে চলে যেতে সে শুনতে পাবে না—সে ত একেবারে বধির। ঠক ঠক ঠক কুঠার তার কাজ করে চলে।

নীলচক্ষু একজন তরুণ যুবক একটা গাড়ীতে করে আসছে। তারপর প্রাঙ্গনে এসে ওভারকোটটা খুলে হাতে নেয়। এ হচ্ছে ইউথো। জেয়ার ইংলিশ টুইডসের এজেণ্ট—সে তার জামাইবাবুর সঙ্গে যোগ দেয় নি। তাই সে তার পিতাকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করতে পেরেছে।

এ সত্ত্বেও লোরেঞ্জের নীলাম বেশ কয়েকদিন ধরে চলল।

তৃতীয় খণ্ড

(১)

আবার সেই গভীর উপত্যকা আর সূর্য্যকরোজ্জ্বল গোলাবাড়ী—সামনে তাদের নদী, পিছনে পাহাড়ের সারি। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি একদিন বুড়ো রোষ্টাড' নিজে এল ষ্টেশনে—সঙ্গে তার একটা গাড়ী আর তার পেছনে মাল গাড়ী। বুড়ো কি কোনও নবাগতের প্রত্যাশা করছে? ষ্টেশনের লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল। "হয়ত তাই"—রোষ্টাড তার সেই ঘন চাপ দাড়ীতে চাপ দিলে, তারপর ঘোড়াগুলোর দিকে মনোনিবেশ করলে। "যারা কোর্ট হাউস ভাড়া নিয়েছে তারাই আসছে নাকি?" "হ্যাঁ তারাই"—বুড়ো লোকটি উত্তরে বললে।

ট্রেণ এল; একজন লোক, মুখ তার রক্তহীন, চুলে আর দাড়ীতে পাক ধরেছে, চোখে তার নীল চশমা, আর তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে নামল। "পল্ রোষ্টাড"—আগন্তুক খোঁজ করলেন। "আমিই সেই।" আগন্তুক একবার উত্তরদিকের সেই বিরাট পাহাড়ের দিকে তাকালেন—খাড়া পাহাড়, আকাশের গা-ছোঁয়া। "এখানকার বাতাস ত ভাল হওয়ার কথা।" "হ্যাঁ, এখানকার হাওয়া সব রকমেই স্বাস্থ্যপ্রদ।"—বলে বুড়ো রোষ্টাড মাল গাড়ীটা ভর্ত্তি করতে লাগল।

পর্ব্বতমুখী পথটা ধরে তারা এগিয়ে চল্‌ল। স্বামী এবং স্ত্রী সাম্‌নের গাড়ীটাতে বস্‌ল—স্ত্রীলোকটির কোলে একটি শিশু। আর ছেলেটি ও মেয়েটি মাল গাড়ীতে বসল বুড়ো রোষ্টাডের পেছনে। "গোলাবাড়ীটা

এখান থেকে দেখা যায় না ?"—স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করলে। আঙ্গুল তুলে বুড়ো দেখিয়ে দিলে—"ওই যে দেখা যাচ্ছে।" তারা দেখলেন একটা বড় রকমের গোলাবাড়ী—রৌদ্রস্নাত পাহাড়ের ঢালুর ওপর প্রায় পাহাড়ের মাথার কাছেই। পাশে তার একটা লম্বা বাড়ী, নীচু নীচু ঘর আর খাড়াই—ছাদগুলো স্লেটের। এই সমস্ত বাড়ীতে পুরানো দিনে ডিষ্ট্রিক্ট অফিসার বাস করতেন। "ওই বাড়ীতেই বুঝি আমাদের থাকতে হবে ?" "ঠিক বলেছেন।"—উত্তরে বুড়ো বললে—তারপর ঘোড়ার পিঠে লাগালে এক চাবুক।

দীর্ঘ আঁখিপক্ষ মেলে মেয়েটি চেয়ে রইল—তারপর ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে। এই তাদের নূতন ঘর-সংসার। এইখানে তাদের বাস করতে হ'বে—দূরে পড়ে রইল পুরানো বন্ধু যত। ডাক্তারের ওষুধ যাতে ব্যর্থ হয়েছে, এই জল-মাটি বাতাস তাই কি ফিরিয়ে দিতে পারবে ?

একটা লেপল্যাণ্ড কুকুর দরজার কাছে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল ; একজোড়া শূয়োর পথ থেকে ছুটে এল—চুপ করে গভীর মনোযোগের সঙ্গে এই আগন্তুকদের পরীক্ষা করল—তারপর একপাক ঘুরে বাড়ীর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চাষার স্ত্রী বাড়ীর বাহিরে অপেক্ষা করছিল—মাথায় তার কালো টুপি, লম্বা ধরণের চেহারা, মুখশ্রী কুঞ্চিত। খস্‌খসে অস্থিবহুল হাত বাড়িয়ে দিয়ে এদের অভ্যর্থনা করলে।

নীচু ছাদের কয়েকখানি ঘর, মস্ত বড় বড় চিম্‌নি—শীতে কাঠ দিতে হবে প্রচুর। সব রকম আসবাব এখানে জড় করা হয়েছে। একটি মেহেগনি কাঠের সোফা......ছবি আঁকা কাবার্ড, পুরানো নর্স ভঙ্গিতে খোদাই করা চেয়ার আর দেওয়ালে বিদেশী রাজপরিবারের

আর ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ছবি। "হায় ভগবান"—ঘরগুলোতে ঘুরতে ঘুরতে মার্লে ভাবলে—"কতদিনে এইসব আবার অভ্যস্ত হয়ে যাবে!" কিন্তু তৎক্ষণাৎ লুইস হাঁপাতে হাঁপাতে এল—"এখানে কত ছাগল রয়েছে মা।" তারপর পেছনে ছুটে এল লোরেঞ্জ—"মা কত ছাগল"—উত্তেজনার বশে সে চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে পড়্‌ল।

জনশূন্য এই পুরাতন বাড়ীটা বহু বর্ষ ধ'রে মৃতের মত পড়েছিল। এতদিনে মনে হচ্ছে যে, আবার তার জীবনীশক্তি ফিরে এসেছে। আসা-যাওয়ার পদচিহ্ন ঘরে বাহিরে আঁকা হতে লাগল—সিঁড়িগুলো ছোট ছোট চঞ্চল, অভিসারী পায়ের চাপে কোঁক কোঁক করতে লাগল। বাড়ীর আনাচে-কানাচে আবার সাড়া জেগেছে। রান্না ঘরে কড়া-বাসনের আওয়াজ। আগুন জ্বল্‌ছে আর চিম্‌নিগুলো ধূমোদ্গার করছে। প্রতিবেশীরা বাড়ীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখল—মৃতের দেহে আবার চেতনা জেগেছে।

অসুখের পর পীয়ার এখনও দারুণ দুর্ব্বল। কিন্তু তবু বাঁধাছাঁদা-গুলোর ব্যবস্থায় সে সাহায্য করবে। কিন্তু একটু পরেই হাঁপ ধরতে লাগল। শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে, আর মাথার ঠিক পেছনটায় কে যেন অবিশ্রাম হাতুড়ী পেটায়।' মনে কর এখানকার হাওয়ায় কোন উপকার হ'ল না! জীবনের শেষ-স্তরে এসে হয়ত দাঁড়িয়েছ। এক বৎসর এখানে থাকবার মত ধার তুমি করেছ। স্ত্রী-পুত্র পরিবার—চুপ ক'রে ওসব ভেব না—ওসব চিন্তা সরিয়ে রাখ—অন্য কিছু ভাব।

জামা কাপড়গুলো ওপরে নিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ, মনে করতে পার, নিজে কোন দিন ভেবেছিলে যে পরের দয়ায় জীবনের শেষ তোমার কাটবে। তাও ত চিরদিন চল্‌তে পারে না। আস্‌ছে গরমের মধ্যে ভাল না হ'তে পার যদি—যদি বছর দুই এমনি করেই কেটে

যায়—তারপর—তোমার নিজের ব্যবস্থা হয়ত হ'তে পারে কিন্তু মার্লে —তার ছেলেমেয়ে—চুপ কর—আবার ঐ চিন্তা। একদিন তুমি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারতে—এখনকার কর্ত্তব্য হচ্ছে আস্‌ছে বছরের মধ্যে শরীর খুব ভাল করা। এই তোমার কর্ত্তব্য। কিন্তু মাথার পেছনে হাতুড়ী পেটান যদি একবার বন্ধ হয়—ওরে ঐ শয়তানটাকে থামতে বল—থাম্‌তে বল—উঃ!

ঘরের মধ্যে যাতায়াত করার সময় মার্লেও ঠিক তাই ভাবছিল কিন্তু তার চেয়েও বড় ভাবনা তার মাথার মধ্যে ছিল—সমস্ত জিনিষ-পত্র সাজান আর সংসারটাকে ঠিকভাবে চালান। খাবার সমস্ত স্থানীয় দোকান থেকে কিনে আন্‌তে হবে। সকালবেলা তার কত লিটার দুধ দরকার হবে? ডিম কোথায় পাওয়া যায়? তাকে এক্ষুণি রোষ্টাডের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে। সুতরাং এই স্ত্রীলোকটি রক্তহীন মুখে কালো পোষাকে সজ্জিত হয়ে অবনত মুখে প্রাঙ্গন দিয়ে ধীরে ধীরে যায়। যখন কোনও লোকের সঙ্গে এই গ্রামের বিষয়ে কথা হয়, তারা অভদ্রের মত মুখের পানে চেয়ে থাকে—এ কেমন অদ্ভুত ধরণের হাসি মেয়েটির ঠোঁটের কোণে।

—"বাবা, দেয়ালে একটা ষ্টারলিং-এর বাসা রয়েছে"—ছোট লুইস তার বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বল্‌ল—সে তার বাবার কাছে শুভরাত্রি জানাতে এসেছে—"আবার কড়ি কাঠের তলায় একটা চড়াই পাখীর বাসা।"—

—"ও, হ্যাঁ দেখনা এখানে কত রকমের মজা হবে।"—তারপর মার্লে আর পীয়ার তাদের সেই অদ্ভুত বিছানায় আশ্রয় নিল,—দৃষ্টি তাদের ঐ স্নিগ্ধালোকিত নিদাঘের রাত্রির পানে।

জাহাজডুবির যাত্রী তারা ঢেউয়ের দোলায় পৌঁছেছে এসে তীরে। কিন্তু এখনো বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।

অস্থিরভাবে পীয়ার পাশ ফিরছে বার বার। শরীরে তার মাংসাভাব—মনে হয় অস্থি আর শিরাগুলো শূন্যতায় ভরে উঠেছে—কোন অবস্থায় তার শান্তি নাই। শত শত চাকা ঘুরে চলেছে তার মস্তিষ্কের মধ্যে আর তার থেকে স্ফুলিঙ্গ ঠিক্‌রে পড়ছে—তারা স্বপন দেখাচ্ছে তাকে।

শান্তি! দিন যখন সহজে ছুটে চলেছিল তখন কেন শান্তিতে থাক্‌বার বাসনা কর নি'।

প্রথম প্রপাতে সে ত অবিমিশ্র যশ পেয়েছে। নূতন ধরণের পাম্প তাকে অজস্র অর্থ এনে দিয়েছে। কিন্তু চিরদিনই ত তার মনে এই প্রশ্ন জাগত। কেন? কতদূর তোমার লক্ষ্য? কোথায় এর শেষ? সেত একজন বড় ইঞ্জিনীয়র, সে ত বিরাট রেলওয়ে তৈরী করেছে এবং আরো রেলপথ তৈরী করবার সুযোগ তার ছিল। কিন্তু তবু সেই একই প্রশ্ন তার মনে আসত—কোথায়? কতদূর? নিজের ঘর-সংসারে সে ফিরে যাবে স্বদেশে—কিন্তু সংসার, গৃহ তাকে কি শান্তি দিতে পেরেছে? কি সে শক্তি যা আবার তাকে মত্ত করে তুলেছিল? ইস্পাত আগুন, আগুন ইস্পাত?

হায়, সেই দিন—যেদিন সে সেই মোয়িং মেশিন থেকে নেমে যন্ত্রটাকে উন্নত করবার চিন্তাজালে বাঁধা পড়েছিল। এ করবার তার কি প্রয়োজন ছিল? অর্থের অভাব সে ত ভাবতে পারত না। না—না কাজ ত বন্ধ ছিল না—তাও না। কিন্তু হায়, ইস্পাতে চাকা গড়িয়ে যাচ্ছে। একটা মানুষের দরকার—পাথর আমার জিহ্বা ধরে আদেশ করলে—"তোমাকে করতে হবে।" কিন্তু উপায় কই?

সুখ? শান্তি? হায়, নেই, নেই। কতদিনের জমান জ্ঞান অভিজ্ঞতা একদিন হঠাৎ শয়তানের রূপ ধরে আসে, তারপর তোমার

পিঠে চাবুক চালায়—অবিরামভাবে চলে তার নির্য্যাতন। তুমি মরতে পার—তোমার যাই হোক—তার কি যায় আসে? ইস্পাত একজনকে ধরে, তার দেহের রক্ত নিঙড়ে বার করে—তারপর দ্বিতীয় খাদ্যের দিকে হাত বাড়ায়। বিশ্বের অগ্নির ইন্ধন চাই—মানুষ অবনত শিরে ঝাঁপিয়ে পড়ে—আগুন জ্বলে, জ্বলে, জ্বলে।

আজ তুমি উন্নতি করছ, কাল তোমায় মর্ত্তের পাতাল পুরীতে ফেলে দেবে। তাতে কার কি যায় আসে? আগুনের ইন্ধন বই ত আর কিছু নও তুমি, মানুষ?

কিন্তু না, আমিও বিরাট আগুনের খাদ্য যোগাব না—ও আগুন আমার জন্য নয়—হোক না—নিখিল প্রকৃতির দেবতার হাতে জ্বালা এ অগ্নিশিখা। আমাকে ছাড়া পেতে হবে—অন্তরে বাহিরে আমাকে বাঁচতে হবে। পৃথিবী তার গতিপথে ছুটে যাক্ হাজার হাজার বৎসর ধরে—তাতে আমার কি?

তোমার আত্মা! তোমার সৎ ভাই-এর দিকে তোমার মনোবৃত্তির কথা একবার ভাব—হাঃ, হাঃ, হাঃ—সেক্সপীয়রের ভুল হয়েছিল—বোকারাই শুধু ঠকে এ পৃথিবীতে। হ্যাঃ হাঃ হাঃ—

"পীয়ার ভগবানের নাম করে বলছি—একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।"

"হ্যাঁ ঘুমোব ঠিক—কিন্তু কি গরম!" সমস্ত অঙ্গ থেকে পীয়ার ছুঁড়ে দিলে রাত্রির সাজ। নিশ্বাস তার দ্রুত আর ভারী।

"তুমি নিশ্চয়ই শুয়ে শুয়ে ভাব্ছ? তুমি আর ভাব্তে চেষ্টা ক'রনা পীয়ার—সুইডিশ্ ডক্টর যা তোমাকে বলেছিল—মনে কর তোমার চারিদিকে শুধু অন্ধকার""—

পীয়ার একবার চারিদিক তাকিয়ে দেখ্লে—শুধু অন্ধকার। কিন্তু এই অন্ধকারের বুকে জাগ্ছে ঢেউ, সুরের তরঙ্গ, কাছে, কাছে, আরো

কাছে। এ-এক ভজনের সুর—লুইস। আর শান্তি, সুখ—হা ভগবান—শান্তি কি, সুখ কোথায়?

লুইস অদৃশ্য হয়ে গেল—যেমন করে নির্ব্বাপিত আলোর অস্তিত্ব মুছে যায়। তারপর ফিরে আসে বিরাট ধ্বনি—নানা প্রকারের বিরাট ও বিকট আওয়াজ। আজ আর তার চেয়ে এ-ধ্বনির পরিচয় কে ভাল করে জানে—এ সেই ইস্পাতের সঙ্গীত।

জাহাজ থেকে—রেলগাড়ী থেকে আস্‌ছে এই চীৎকার—তাদের—সেই নিষ্করুণ হলদে চোখে মানুষের তৃষ্ণা ফুটে উঠেছে। দ্রুত, দ্রুত তার গতি—ছুটে চলেছে ইস্পাতের দানব মানুষ শিকারে—আর পৃথিবীর আত্মা কাঁপছে জ্বর বিকার আর পাগলামীর অত্যাচারে।

ইস্পাতের রেলিংগুলো পড়ছে—চাকা ঘোরার ঘটাং ঘটাং শব্দ, শিকলে, ক্রেনে ধাক্কার বিরাট আওয়াজ আর হাতুড়ীর আর্ত্তনাদ—সেই বিকট ধ্বনিতে সুর যোগাচ্ছে। আগুনের শিখা জ্বল্‌ছে আর শয়তানের অনুচরের মত মানুষ সেই আগুনের পাশে ঘুরছে। ওরাই ইস্পাতের ক্রীতদাস—চিরদিনের নির্য্যাতিত—বিশ্রাম-বিহীন ওদের কাজ।

প্রোমেথিয়াসের আত্মার এই কি পরিণতি। চেয়ে দেখ, ইস্পাতের ইচ্ছায় মানুষকে হাওয়ায় ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা স্বর্গ বিজয়ে গেছে। কেন? কারণ, গতি আরো দ্রুততর করতে হবে। শুধু দ্রুততা আরো, আরো, আরো জোরে—কিন্তু কেন? কোথায়? তা কি তারা জানে?

মাটির মানুষ কি নিরাশ্রয় হয়ে গেছে? এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নিতে তাদের এত ভয় কেন? নিজের অন্তরের শূন্যতা চেয়ে দেখতে কি তাদের ভয় হচ্ছে মনে মনে? হারিয়ে যাওয়া তাদের কোন বস্তু—

কোন স্তোত্র, কোন সুরলহরী, কোন হারানো দেবতার অনুসন্ধান কি তারা করছে।

ভগবান! তারা দেখতে পাচ্ছে এক রক্ত পিপাসু জীহোভা আর ক্রসের ওপর একজন ঋষি। আধুনিক এই যন্ত্র-জগতের দেবতা কারা? ধর্ম্মের ইতিহাস ধর্ম্ম নয়।

মার্লে পুনরায় বললে—"ভগবানের নাম করে বলছি—পীয়ার একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।"

"মার্লে, তোমার কি মনে হয় আমি এখানে থাকলে সেরে উঠব?"

"কেন? তুমি কি এখনো বুঝতে পারনি এখানকার বাতাস কি চমৎকার? নিশ্চয়ই সেরে উঠবে তুমি।"

নিজের আঙুলের মধ্যে মার্লের আঙ্গুলগুলো জড়িয়ে নিলে—অবশেষে আবার জাগল তরঙ্গ, ভজনের ধ্বনিতে ভরে উঠল অন্ধকার দোলা দেয়, —ধীরে ধীরে দোলা দেয়—ঘুম—চোখ তার বন্ধ হয়ে গেল।

(২)

বনের মধ্যে একটা সরু পথ, দুটো বাঁক তার, আর পায়ের তলায় ব্রাউন পাইনের কারপেট পাতা; বনস্পতি আর আকাশ, স্তব্ধতা আর শান্তি—এখানে বেড়ালে আনন্দ হয় মনে। পথটি মাঝে মাঝে উঁচু নীচু কিন্তু তার জন্যে কোনও কষ্ট হয় না। এই পথ বন্ধুহীন পথিকের একামাত্র সাথী—সে কানে কানে নীরব ভাষায় বলে—"মনটা সহজ করে তোল। সময় কাটিয়ে যাও। একটু বিশ্রাম কর।" গাছের গুঁড়ির পাশ দিয়ে এপথের মোড়, দেখলে মনে জাগে একটি তন্বী, পরিপূর্ণা কুমারীর মূর্ত্তি।

এইখানে পীয়ার রোজ বেড়ায়। মাঝে মাঝে থেমে সার গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর আবার চলা; মাঝে হয়ত একটা শ্যাওলা-পিচ্ছিল পাথরের ওপর একটু বিশ্রাম করা। কিন্তু সে অল্পক্ষণ—সর্ব্বদাই তার মন গতিশীল। কিন্তু লক্ষ্য তার কোথায় কে জানে? আর যা' কিছু হোক এখানে একটু শান্তি পাওয়া যায়—। হয়ত একটা পোকা ফার-শাখা দিয়ে চলে যাচ্ছে তাই সে দেখ্‌ছে বহুক্ষন ধরে কিংবা হয়ত নীচে উপত্যকার ওপর নদীর কলধ্বনি কান পেতে শুনছে কিংবা রেজিন গাছের গন্ধ যা' হাওয়াকে ভারী করে তুল্‌ছে তাই নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিচ্ছে।

এই যে তার বর্ত্তমান জীবন ধারা এও একরকম বাঁচবার প্রণালী। মাঝে মাঝে কোনও বিনিদ্র রজনীতে বাতায়নে ঊষার আলো ফুটে ওঠা

দেখে সে চিন্তা করত—আবার আর একটা নূতন দিন—কিন্তু আমার কাছে এ ব্যর্থ! কিন্তু তবু তাকে উঠতে হবে, সাজতে হবে—নীচে গিয়ে আহার করতে হবে। খাবার তার কাছে বিস্বাদ লাগত—সে বেশ অনুভব করতে পারে কত বড় পরাধীনতা কত বড় দয়ার উপর সে বেঁচে আছে—এসেথের খুড়ীমা আর 'ইংলিশ্ টুইড'এর এজেন্টের দয়ার উপর। তাকে ধীরে ধীরে খেতে হবে, প্রত্যেকটি খাবার ভাল করে চিবিয়ে তবে গিল্‌তে হবে—আহারের পর বিশ্রাম করতে হবে আর সর্ব্বোপরি বিরাট বিশ্বের কোনও চিন্তায় তার অধিকার নেই। পরে তাকে কতবার আস্‌তে যেতে হবে কিন্তু তার এই আসা-যাওয়া একান্ত অকারণে। এসব সে করতে বাধ্য—স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়া চাই-ই, চিন্তা বিসর্জ্জন দিতে হবে আর সময় কাটিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু কেমন করে এ-অবস্থা হ'ল!—এটা সে কিছুতেই বুঝতে পারে না যে এমন খাপছাড়া কাজ সংসারে কি করে হয় অথচ কোন দৈব তার প্রতিরোধ করে না, তাকে সোজা পথ দেখিয়ে দেয় না। কেন তাকে এমন অকস্মাৎ এত বড় ধ্বংসের মধ্যে ঠেলে দিলে? তার পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের যত দিন মাস ও বৎসর কেবল শূন্যতায় ভরে উঠছে। কেন? রাত্রি জাগরণ, স্নায়ুর দুর্ব্বলতা তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করায়। মাঝে মাঝে সে হয়ত স্ত্রীকে কিংবা ছেলেমেয়েদের দারুণ তিরস্কার করবে অকারণে কিন্তু তারপর আস্‌বে অনুশোচনা, শিশুর মত সে কেঁদে উঠবে, কিন্তু সেইখানেই কি তার শেষ? একই ঘটনা বারে বারে ঘটে। জীবনের এই বোঝা তাকে বয়ে বেড়াতে হবে। এই ধরণের জীবনযাত্রায় সে অভিশপ্ত।

কিন্তু এই সরু বনপথের মধ্যে কেউ তাকে বিরক্ত করে না। এখানে কোনও কর্কশ আওয়াজ তার শিরায় শিরায় ছুরি চালিয়ে দেয় না।

এখানে গভীর শান্তি—এ-শান্তি মানুষকে আনন্দ দেয়। নীচে ঐ যে শ্যামল জমি—ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা উল্টেপড়া গোলাঘর; এটা দেখলে তার স্মরণ হয় একটা ঘোড়াকে, সে যেন মাঠে ঘাস খেতে খেতে হঠাৎ মুখ তুলে তোমার দিকে চাইছে—একান্ত নিরালায় পরিত্যক্ত মৃত্যুমুখী এই জন্তুটি আপনার অদৃষ্টকে ধীরভাবে, শান্তভাবে গ্রহণ করেছে। উঃ কতদূর এগিয়ে এসেছি। শীতল স্বেদে তার শরীর ভিজে যায়—ভয় হয় যদি আবার ফিরে যাবার ক্ষমতা না থাকে! না-না, নিজকে ঠিক ক'রে রাখ। একটু বিশ্রাম করে নাও। তারপর চিৎ হ'য়ে সে শুয়ে পড়ে ঘাস-জমির উপর—আকাশের দিকে তার চোখ।

উপত্যকার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে শান্ত ধীর বাতাস। মনে হয় যেন 'জটুনহেম' পাহাড় তার আকাশ-ছোঁয়া গৃহে বসে ধীরে ধীরে নিশ্বাস নিচ্ছে। পীয়ার আবার হৃৎপিণ্ডের অস্তিত্ব বুঝতে পারে—সে বাতাস টেনে নেয় মূল্যবান ওষুধের মত—"ওগো বাতাস, ওগো আলোক, নির্জ্জনতা—তোমরা আমায় সাহায্য কর—আবার আমার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দাও, আবার কাজের যোগ্য করে তোল—কারণ জগতে কাজই আমার একমাত্র ধর্ম্ম—আমায় সেই কাজের যোগ্য হবার সুযোগ দাও।"—

অনেক ওপরে ওই যে দুই পাহাড়ের মাঝখানে নীল স্থির সমুদ্র রয়েছে—ওরই গভীরতায় অনন্ত শান্তি। সেখানে এমন একজন শক্তিধর আছেন—পৃথিবী ও মানুষ যার আয়ত্তাধীনে। তুমি হয়ত অবিশ্বাস করছ কিন্তু একটু ভজনা করলে তুমি তাকে জানতে পারবে। ওগো, অসীম শূন্যের সীমাহীন দেবতা আমায় সাহায্য কর! কে তুমি? তুমি ত শুনতে পাও। যদি এই মাটির বুকের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব, যাদের মানুষ বলে—তাদের প্রতি কোনও সহানুভূতি তোমার যদি থাকে—তবে তুমি আমায় সাহায্য কর। যদি আমি কোনদিন এমন কোন কাজ করবার প্রার্থনা

করে থাকি, যা আমার অনন্তের তৃষ্ণা মিটিয়ে দিতে পারত—তার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি—অনুশোচনা করছি—আমার সকল অহঙ্কার তোমার চরণতলে লুটিয়ে পড়ুক। আমাকে তোমার দাস করে দাও—মার্লে আর আমার ছেলে মেয়েরা আমার কাছ থেকে দূরে না সরে যায়—শুন্‌তে কি পাও তুমি বধির দেবতা ?

অন্ধভাগ্যের দ্বারা নিপীড়িত মানুষের দুঃখ দেখে আনন্দ কি তারা পায় ? খামখেয়ালী আকস্মিকতার দাস কি আমার স্ত্রী, আমার সন্তান-সন্ততি ? তবু তারা হাসে—তারা চীৎকার করে। উত্তর দাও ওগো আকাশের দেবতা—শুন্‌তে কি পাও তুমি—শতনামে মানুষ তোমায় বন্দনা করে।

তার চারিপাশে ঘাসের উপর একটা ফড়িং শীব দিচ্ছে। হঠাৎ সে চম্‌কে উঠে বসে। নীচের উপত্যকার উপর দিয়ে একটা রেল যাচ্ছে বিকট আওয়াজ করে।

এমনি করে দিন কেটে যায়।

প্রতিদিন সকালে মার্লে গোপনে একবার স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে দেখে, রাত্রে তার ঘুম হয়েছিল, কিনা। চোখ তাঁর ধোঁয়াটে না জলন্ত অথবা শান্ত। নিশ্চয়ই এখানে তিনি সেরে উঠবেন। এখানকার বাতাসে তার শরীরের উপকার হ'বে। তার নিজেরও ওষুধে বিশ্বাস হারিয়ে গিয়েছিল—কিন্তু এখানকার এই বাতাস—এই পল্লীশ্রী—এই নির্জ্জনতা আর শান্তি, বিশ্রাম,—শীঘ্রই সে দেখ্‌তে পাবে স্বাস্থ্যের নিখুঁত চিহ্ন তার স্বামীর দেহে।

কত রাত তারও বিনিদ্র কেটে যেত। ভোরেই তাকে উঠতে হয়—ছেলেমেয়েদের দেখ্‌তে হবে—ঘর সংসার গুছোতে হবে—আর তারও যথাসাধ্য সে করত কারণ দাসদাসী রাখার অর্থ কোথায় ?

—"গোলাবাড়ীতে বসে তুমি কি করছিলে এতক্ষণ? তোমায় অনেকক্ষণ ধরে এখানে বসে থাকৃতে দেখ্‌ছি"—মার্লে প্রশ্ন করে।

—"আমি একটু আনন্দ করতে চাই—মনটা প্রফুল্ল থাকে তাতে।"

"তোমরা কি রাজনীতি নিয়ে তর্ক কর?"—

—"না' আমরা তাস খেলি। আমার দিকে অমন করে চাইছ যে"?

—"কই এর আগে ত তাসের দিকে তোমার কোনও ঝোঁক ছিল না"—

—"না, কিন্তু আমার ত একটা কাজ চাই। আমার এই ছুটো পোড়া চোখের জন্মে বই পড়াও বন্ধ—আর সেই মাথার দপ্‌দপানি। উপত্যকার উপরে নীচে যতগুলো গোলাবাড়ী আমার প্রায় মুখস্থ। সবশুদ্ধ এখানে পঞ্চাশটা আছে। এখানে একুশটা ছোট বড় বাড়ী আছে। তুমিই বল কি করে আমার সময় কাটবে।"

মার্লে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেল। "গুরুতর ব্যাপার। তুমি ত সন্ধ্যে অবধি অপেক্ষা করতে পার—তারপর ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়লে আমি তোমার সঙ্গে তাস খেল্‌ব।"

"সে কথা ভাল। কিন্তু সমস্ত দিনটা কি করব আমি? তুমি কি বুঝতে পার যখন সমস্ত দিনটা সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি বিনা কাজে নষ্ট হয়, তখন কি মনে হয়! তুমি কেমন করে জানবে বল। এই সমস্ত দীর্ঘ দিনভর একা একা কি করতে পারি আমি। নিজের বিষয় চিন্তা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি।"

—"আচ্ছা, মাঝে মাঝে উনুনে দেবার কাঠ কাট্‌তে ত পার"—

"রান্নার কাঠ"—আনন্দ তার মুখে ফুটে উঠল—"হ্যাঁ ওটাও একটা ভাল মতলব। সেই ভাল, কাঠই কাটা যাক্—নূতন রকম তবু একটু—।"

ঠক—ঠক—ঠক

একটু নিঃশ্বাস নেবার জন্য যখন সে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল তখন হঠাৎ কানে ভেসে এল রোষ্ঠাডের মোয়িং মেশিনের আওয়াজ—সে নীচে তার বাগানে কাজ করছে—পীয়ার দাঁতে দাঁত চেপে রইল—অসহ্য যন্ত্রণায় সে কাতর হয়ে পড়ল। সে নিজে একটা মোয়িং মেশিন চালাচ্ছে—তার নিজের আবিষ্কার, কিন্তু ঘাসগুলো শুধু লেগে থাকছে—আঃ কি করে এটুকু এড়ানো যায়—কেমন করে। মাথায় তার কে যেন ঘুসি মারছে—সমস্ত শিরায় শিরায় রক্ত রুদ্রতালে নাচ্ছে। কোনরকমে ঐ যন্ত্রদানবের চীৎকারটা থামিয়ে দেওয়া চাই। ঠক—ঠকাস্—ঠক—ঠক।

একজন মানুষ একটা কাস্তে নিয়ে কাজ করছে কিন্তু তার মাথায় রাজ্যের আজগুবি চিন্তা। এই সমস্ত চিন্তা এড়াবার মত মনের শক্তি তার হারিয়ে গেছে। চারিদিক থেকে পোকামাকড়ের মত তার মাথায় কে যেন সুড়সুড়ি দিচ্ছে—শিকারী পাখীর মত তাকে আক্রমণ করছে আর বল্ছে—আমরা আবার এসেছি। বারে বারে আমাদের এড়াবার চেষ্টা, এ তারই প্রতিশোধ। সে আবার ফিরে গেছে তার কারখানায়—'কম্প্রেষ্ট এয়ার টিউব' দিয়ে বিরাট একটা বয়লার'এর পাতগুলোকে জোরা দিচ্ছে। বয়লারের বিকট শব্দ সমস্ত শহরের কানে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। ঘটাং—ঘটাং—ঘটাং—উঃ। সমস্ত শরীরে তার কালঘাম ছুটছে। কাস্তেটা ফেলে দিয়ে সে পালাতে পারলে বাঁচে। কোন জায়গায় তাকে ছুটে যেতে হবে। চারিদিক থেকে মুখ বের করে তারা যাদের সে ঘৃণা করে, বলছে—"হেঃ আমাদের বক্তব্য কি জান? আজকে তুমি ভিখারী—কাল তুমি থাকবে পাগলা গারদে।"

কিন্তু রাত্রির ঐ নিকষকালো অন্ধকারে সাহায্য হয়ত আসতে পরে। ভাল স্মৃতিগুলি মাঝে মনকে দোলা দেয়। সেই দিন—সেই রাত্রি—

একটি কুমারী—এমনি এক জায়গায় তার সঙ্গে দেখা। তাদের ঘরে একটা ভিনিসিয়ান ছবি আছে—একটি মেয়ে প্রাসাদের মর্ম্মর সোপানে একটি ছেলের হাত ধরে নামছে—ছেলেটির সোনালী চুল—মেয়েটির অঙ্গে কালো ভেলভেটের সাজ—যৌবনের আগুন তার চোখ দিয়ে ঠিকরে পড়ছে। বাগানের মধ্যে প্রিয়তমের সাক্ষাৎ! যৌবনের প্রথম চুম্বন—প্রথম পুরুষ স্পর্শ—চাঁদিনী রাত—আর ম্যাণ্ডোলিন।

ক্লান্ত শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা পুলকের শিহরণ হয়। আলোর দূতের মত উজ্জ্বল স্বপ্নে ভেসে আসে গত দিবসের স্মৃতি—সেই অতীন্দ্রিয় দেবতাদের পক্ষপুটের ধ্বনি তার কানে ভেসে আসছে—সে তাদের সাহায্য প্রর্থনা করে—তারা তাকে ঘিরে দাঁড়ায়। অন্ধকারের শয়তানের সঙ্গে তারা যুদ্ধ করে তার আত্মার মুক্তির জন্য। জীবনে উজ্জ্বলতা, সৌন্দর্য্য সে অনেক দেখেছে—ওই আলোকের দূত যারা তারাই শক্তিশালী। কেন সে রাজভোগে থাকেনি—নারী, ফুল আর সুরা হ'ত তার সাথী।

একদির সকাল বেলা বিছানা থেকে উঠেই পীয়ার বললে, "দেখ মার্লে, আমি এমন একটা কাজ সারাদিন করব যা রাত্রে আমাকে গভীর অবসাদের মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে দেবে।"

স্ত্রী বললে—"তাই চেষ্টা করে দেখ।"

"আমি পথের পাথর কুড়িয়ে ছুড়ব। সারাদিন খালি পাথর ছুড়লে ঘুম হয় কি না হয় দেখব।"

তার পরের দিন থেকে সে শুধু পাথর ছুঁড়তে আরম্ভ করলে। দীর্ঘ দিনভ'র পাহাড়ের পাদদেশ থেকে সে পথের দিকে পাথর ছুঁড়তে লাগল।

স্তব্ধ, সোনালী শরতের দিনগুলি। গোলাবাড়ীর পর গোলাবাড়ী ধীরে ধীরে পর্ব্বত-শীর্ষের দিকে উঠে গিয়েছে। সবগুলিই হরিৎ

ধান্যের শোভায় শোভান্বিত। একখানি ছোট্ট কুটীর একা আকাশের দিকে চেয়ে পাহাড়ের দক্ষিণে দাঁড়িয়ে রয়েছে—তার আশেপাশে হলুদ ধানের ক্ষেত। একটি ঈগল পাখী ধীরে ধীরে উড়ে যাচ্ছে পর্ব্বতের এক শিখর থেকে আর এক শিখরের দিকে।

খালি মাথায়, শার্ট গায়ে পীয়ারের পাশ দিয়ে প্রতিবেশীরা বলাবলি করতে করতে যেত—"আর দেখ্‌ছ ভদ্রলোকদের কতরকম বদ্‌খেয়াল।"

"এই তার হোক"—পীয়ারের মাথায় আস্তে আস্তে কে যেন বলে—"জানি এ দুর্ব্বুদ্ধি, কিন্তু এই তোমার করতে হবে। অস্থিবহুল তোমার পা' দুটোকে ক্লান্ত করে তোল। কত স্তর দিয়ে তোমায় আসতে হয়েছে, এই স্তরে নেমে আস্‌তে। আজ্‌কে রাত্রে ঘুম তোমার চাই-ই। আর মাত্র দশ মাস আছে—তারপরই আস্‌বে শয়তান ঐ পথের মোড় বেঁকে। হতভাগিনী মার্লে—দুঃখ সন্তর্পণে তার চুলে পাক ধরিয়ে দিভেছে আর ঐ হতভাগা ছেলেগুলো—পিতা তাদের শুধু তিরস্কার করে—প্রহার করে—হয়ত স্বপ্নেও তারা শান্তি পায় না। নাও—কাজ করে যাও—একটার পর একটা পাথর লক্ষ্য কর।"

"একদিন যে তুমি আত্মাকে মাননি যখন আহারের জন্য পরিশ্রম করতে—আজ সেই কত নিম্নে নেমে এসেছ। আজ তুমি শুধু বয়ে বেড়াচ্ছ বোকামির বোঝা। তোমাকে মনে হয় যেন ক্রীতদাস—এই তোমার পরিণতি।"

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কপালের স্বেদ সে মুছে নেয়—তারপর আবার পথের দিকে পাথর ছোড়া।

দুর্দ্দশার মধ্যে এই যে জীবন, এর পরিধি কত বড়! জবের কথা তোমার মনে আছে? জব? হয়ত স্মৃতিহীন জীয়োভা, একদিন তার বিরাট আমোদ-প্রমোদের মধ্যে, মাতালের কল্পনাহীন মস্তিষ্কে শয়তানকে

ছেড়ে দিয়েছিল—এক সুখী পরিবারের সর্ব্বনাশ করতে! জব? তার সাতটি পুত্র, একটি কন্যা—গাভী ও বাছুর, সবই তাকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছিল, কিন্তু সেই যে কৌতুক-বিলাস তাকে নিয়ে করা হয়েছিল, তার সমাপ্তি হ'ল কই? রাজদরবারে ভাঁড়ের অভিনয় করতে হয়েছিল, কিন্তু তার বুকে ব্যথা—দারিদ্র্য, বেদনা, কিন্তু দেবতার কাছে এ নিছক আমোদ। জব ফিরে পেল তার সব, কিন্তু তাতেই কি শেষ হ'ল সব? হাঃ হাঃ-হাঃ—

প্রোমেথিয়াস—ক্রূরবিলাসী ঐ দেবতাদের দরবারে একমাত্র বন্ধু তুমি মানুষের। আমাদের মুক্তি দেবার ক্ষমতা কি তোমার আছে? কবে তুমি আস্‌বে—সেই বিরাট বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে?

ও সমস্ত চিন্তা বিসর্জ্জন দাও—যা' করছ তাই কর—পাথরের পর পাথর ছোড়।

"বাবা খাবারের সময় হয়েছে—বাড়ী চল"—লুইস চেঁচিয়ে বল্‌তে বল্‌তে ঢালু পথ দিয়ে নেমে আস্‌ছে—কানের কাছে তার জামার হলদে 'প্লেট' দুটো উড়ছে। কিন্তু সন্তর্পণে ভয়ে ভয়ে সে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে রইল—বাবার মেজাজ কেমন আছে না জেনে কাছে সে যাবে কি করে?

"বেশ চল—ছোট্ট আমার মেয়ে। আজকে খাবার নূতন কিছু আছে নাকি?"

"সে এখন বল্‌ব না বাবা"—মেয়েটি গম্ভীর মুখে বল্‌লে। বাবার মনের অবস্থা দেখে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। "আমাকে ধরতে পারবে বাবা—আমি তোমার চেয়েও জোরে ছুটতে পারি।"

"আমি যে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, লুইস—ছুটতে আমি পারব না"—

"বাবা তুমি হাঁপিয়ে পড়েছ?" তারপর লুইস এগিয়ে এসে বাবার

হাতের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে—"এ ভারী মজার, বাবার হাত ধরে পাহাড়ের পথে বেড়ান একটি পূর্ণাঙ্গী কুমারী কন্যার মত।"

তারপর এল শীত। একদিন প্রাতে দেখা গেল—গিরিশিখর সমস্ত ধূসর শাদায় ভরে গেছে—আর বরফ গলে পড়ছে। মার্লে বাতায়নে এসে দাঁড়াল—ধোঁয়াটে দিনের স্বল্পালোকে মুখ তার গম্ভীর দেখাচ্ছে, সে তাকিয়ে আছে দূরের দিকে—সেখানে পাহাড়ের সীমানায় বদ্ধ হয়ে গেছে উপত্যকার সীমা। তাদের দুয়ের ব্যবধান আরো সঙ্কীর্ণ হয়ে গিয়েছে। একজনের বুক থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে দীর্ঘনিঃশ্বাস আর একজনের মন শীতল স্যাঁৎসেঁতে চাদরের মত হীনবল হয়ে পড়ে।

আবার ফিরে যায় সে রান্নাঘরে—কাজ, কাজ—কাজ—কাজের মধ্যে সব সে ভুলে যায় আবার।

তারপর একদিন তার কাছে এক পত্র আসে—মায়ের মৃত্যু-সংবাদ তাতে লেখা।

(৩)

প্রিয় ক্লস ব্রক—অদ্ভুত তোমার জীবন কাহিনী—

রূপকথার রাজ্যের বাসিন্দা তুমি। খেদিভে'র পদমর্য্যাদা থেকে একদিন তোমার পতন হল—আজকের এই অভিশপ্ত জীবনে। কিন্তু সুদানে কি করতে গেছ তুমি? ওমডুরমানে নিজের সমস্ত বাজী রাখতে গিয়েছিলে, কেন বলত? চিরদিনের সেই অনন্ত তৃষ্ণা—যার জন্য তুমি কতবার অভিযোগ করেছ, তারই আবেদনে নিশ্চয়! কিন্তু এত রকমের মধ্যে সোপেন-হায়ারের অরণ্যে বাস তুমি পছন্দ করে নিয়েছ কেন, বলত? শুধু দীর্ঘরাত্রি ধরে আত্মহত্যার চিন্তা করবার জন্যে নাকি? তুমি ত লিখেছ যে, তোমার জীবনের কোন নির্দ্দিষ্ট ধারা ছিল না। তোমার যৌবনকে তুমি ব্যর্থ করেছ। আজ তুমি গৃহহারাদের একজন—যাদের কোন নীতি নেই, কোন দেশ নেই, কোন জাতি নেই! কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা আরও শোচনীয় করে তুলে তোমার কি উপকার হবে বল?

আমার এই পল্লী জীবনকে হিংসা করবার কিছুই নেই। আরও এক কথা—তুমি ফিরে যেতে চাইছ তোমার কৈশোরের সেই গীর্জ্জায়—যেখানে রয়েছে মোজেস আর ভগবান, অনন্ত স্তোত্রের রাগিনী বাজছে যেখানে। তবে বলছি শোন—প্রত্যাশা করায় কোন দোষ নেই, কিন্তু কখনও আশা কর না। বন্ধু আমার সত্যিকথা বলছি শোন—তোমার এই প্রত্যাশার বস্তু আজকের জগতে খুঁজলে আর মিলবে না।

আমি ধরে নিচ্ছি যে, শৈশবের ধর্ম্ম তোমার আমার দু'জনের মনেই সমান প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমরা ছিলাম দুর্দ্দান্ত তরুণ দল—কিন্তু আমরাও গীর্জ্জায় যেতাম—আমার মনে হয় আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না বাণী শোনবার—আমরা যেতাম স্তোত্র গানের সুর মিলিয়ে অবনত মস্তকে বসে থাকতে। যখন অর্গানের সুর তরঙ্গাকারে ভেসে বেড়াত বাতাসে—আমার নিজের মনে হ'ত যেন সেই সুর আমার অন্তরে অন্তরে দুলে উঠছে—আর আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যেত সেই অজানা রাজ্যে যেখানে মানুষের শেষ পরিণতি। তারপর আমরা যখন এই বিরাট বিশ্বে পা দিলাম তখনও আমার মনে এই স্তোত্র গানের সুর। জীয়োভাকে হয়ত আমরা অভিশাপ দি' কিন্তু আমাদের মনের এক গোপন কোণে গুপ্ত ছিল এক সুর যা' এই বিশ্বের গতির ছন্দে কেঁপে উঠত—এক পরম আকাঙ্ক্ষা—জীবনের অ-মেটা কোন্ তৃষ্ণা। সারাদিন আমরা ইস্পাতের সঙ্গীতে যোগ দিতাম কিন্তু সন্ধ্যায় নির্জ্জন কোঁচে বসে অনুভব করতাম এক অদৃশ্য শক্তি—অনন্তের প্রতি এক আকুল তিয়াসা—সীমাহীন সঙ্গীতের এক গোপন রাগিণী—অ-দেখা এক পথ—চিরদিনিই যা অনাবিস্কৃত রয়ে যায়—তারই আহ্বান।

মনে কখনও বিশ্বাস কর'না তারুণ্যের সেই গীর্জ্জা আবার তুমি ফিরে পাবে। আমাদের চারিপাশে এখানে বৈদ্যুতিক আলো, টেলিফোন, সেপারেটার, শ্রমিক সঙ্ঘ, রাজনৈতিক সমিতি কিন্তু দেবালয় আজ জনশূন্য। আমি সেখানে গিয়েছিলাম—অরগানের স্বর ভেঙ্গে পড়েছে—ধর্ম্মযাজক যেন কোনও রকমে স্তোত্র বলে দিয়ে যায়—আর সমবেত জনতা তাদের ঐক্যসুরে আর দেওয়ালে দেওয়ালে কাঁপন জাগাতে পারে না—এর আসল কারণ কি জান?—মানুষের

আদিম মন আর বেঁচে নেই। আর হতভাগ্য ধর্ম্মযাজক—তার কালো গোঁফ ও নাকের উপর স্প্রীংযুক্ত চশমা নিয়ে বেদীর উপর দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি একজন রিজার্ভ আর্ম্মির অফিসার—তাই তিনি নিজের পুঁথি থেকে কতকগুলো বড় বড় ব্যাখ্যা পড়ে শোনান। কিন্তু মন আর সব সময় বলে—"ওহে তোমরা দুটি অভাগা যারা আজকে গীর্জ্জায় এসেছ—এসব তোমরা কিছুই বিশ্বাস কর না—আর বেশী কথা কি আমারও এ সমস্ত বিশ্বাসের বাইরে।" এর চেয়ে বড় বেদনা আর কি হ'তে পারে—যে মানুষে তার নিজ হাতে গড়া এই দেবতার অবমাননা করতে সুরু করেছে। কিন্তু নিশ্চয়ই জীয়োভার চেয়ে মানুষ উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। দেবতার নিজের করা পাপ—তারই প্রায়শ্চিত্তের শাস্ত্রীয় বিধি আমাদের মনে বিদ্রোহ জাগায়। আমরা মুখ ঘুরিয়ে চলে যাই—উপেক্ষার হাসিমুখে, কখনও বিরক্তির সঙ্গে। দেবদূত হবার দেরী থাকতে পারে, কিন্তু মানুষ আর এ জীয়োভাকে প্রণাম করতে পারছে না।

ধর্ম্মযাজকের একটা ক্ষমা আছে—কারণ তাকে একজন দেবতার পূজা করতে হবে, আর তার ঐ এক দেবতা।

আশ্চর্য্য কথা এই যে শিক্ষিত চাষীরাও আজ গীর্জ্জাকে তফাতে সরিয়ে রেখেছে। তারা রবিবারে কি করে জান? আসলে রবিবারের মানে তাদের জানা নেই। তারা লম্বা টেবিলে বসে গল্প করে আর ভাবে দিনটে কেটে গেলে হয়। তারা একজন আর একজনকে ঘোড়াগুলোর কথা জিজ্ঞাসা করে—পশুগুলো উদর পূরে খেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাক ডাকে—কাজ তাদের যে কিছু নেই।

এই নূতন জীবনধারা—ইস্পাতের আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের যাদুতে উন্মত্ত বিজয়ী বীরের মত এগিয়ে চলেছে—পৃথিবীর রূপ তারা

পরিবর্ত্তন করে দিচ্ছে, আর জগতের চেতনায় বয়ে এনেছে দ্রুততা। কিন্তু ধর্ম্মহীন, পবিত্রতাহীন চাষাকে তার হুইলব্যারোর উপর দিয়ে আকাশে ঘুরিয়ে আনার কি প্রয়োজন? ঐ মেঘের মধ্যে তার জন্য কি বাণী লুকিয়ে থাকতে পারে—অন্তরাত্মার বিরাট ভুবন যখন শূন্যতায় ভরে যায়!

আজকের দিনে এই হচ্ছে জলন্ত প্রশ্ন। সেতুর নীচে, আমার মনে জাগছে এই প্রশ্ন আর বিরাট মরুভূমির মাঝে তুমিও বসে তাই ভাবছ। আমার মনে হয় আজকের দিনে সবচেয়ে প্রয়োজন একজনের—যে নূতন করে ধর্ম্ম আবার গড়ে তুলবে—কোন ধর্ম্মযাজক নয়—কোনও ষড়ৈশ্বর্য্যবান দেবতা।

শরীরের গতিক খুব ভাল নয়। কোন দিন দুঃখে, ব্যথায় যখন অন্তর তিক্ততায় ভরে উঠবে তখন এই কথাগুলো ভেবে দেখ—।

—তোমার পীয়ার ডেলস্‌ম্যান।

৪

ক্রীষ্টমাস আগত প্রায়—দিনগুলি কেবল ধূসর গোধূলিতে ভরা—দেওয়ালের কাঠগুলো শব্দ করতে থাকে, যখন বরফ তাতে জমে উঠে। শীতে নীল হয়ে যায়—তবু ছেলেদের ছুটোছুটির বিরাম নেই। তারপর মার্লে মেঝে জল দিয়ে পরিষ্কার করার পর—ছেলেরা মেঝের ওপর যখন স্কেট করতে থাকে হয়ত তখন চিম্‌নিতে গনগনে আগুন। আর পীয়ার শীতে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে—দূর কূয়া থেকে সে জল আনতে যায়, বিপুল দাড়ি তার মুখে যেন মালা পরিয়ে দেয়।

এই শীত! বুড়ো রোষ্টাড'এর দুই মেয়ে—তারা ডাইরাতে whoycheese তৈরী করছিল। দরজাটা খুলে গেল, শীতের হাওয়া ঘরের মধ্যে মাতামাতি সুরু করেছিল, আর পীয়ার তার চোখ দুটো পিট্‌ পিট্‌ করতে লাগল।—"আঃ ঝড়ো মেয়ে দুটো কেরে?"

—"আমরা"—দুটো মেয়েই হেসে উঠল—একজনের চুল ঘন লাল, আর একজন বেশ সুশ্রী। তারা জানে যে, এই অদ্ভুত শহুরে লোকটি তাদের দেখলেই রসিকতা করে।

—"হ্যাঁ, এখন কাজের কথা বলা যাক্—কাল রাত্রে আমি স্বপন দেখলাম যে, তোমাদের বিয়ে হচ্ছে।"—আনন্দে মেয়ে দুটি ভেঙ্গে পড়ল।

"হ্যাঁ, মেরি তোমার বিয়ে হচ্ছে ওই বেলিফটার সঙ্গে।"

"আমার? ওই বুড়োটার সঙ্গে—"

"হ্যাঁ, কিন্তু দেখলাম সে আরও বুড়ো হ'য়ে গেছে। বয়স তার নব্বুই পেরিয়ে গেছে!"

"আপনার যত সব বাজে কথা"—প্রথম মেয়েটি বললে—তারপর তার মাথার বরফ ঝাড়তে লাগল।

পীয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মেয়ে দুটির বয়স আঠার উনিশ, কিন্তু মুখে তাদের এর মধ্যেই দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে। যে অসাবধান মুহুর্ত্তেই পীয়ার কোনও এক কথা নিয়ে কৌতুক করবার চেষ্টা করত—তারা প্রথমে শুধু কাষ্ঠ হাসি হাসত, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাদের মুখ পাণ্ডুর হয়ে যেত—কোনও এক গোপন অন্যায় ইঙ্গিত করার ভয়ে।

কান অবধি ফারের টুপিটা টেনে দিয়ে পীয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই বরফের ওপর দিয়ে। ওই উত্তর দিকের জটুনহেম পাহাড় থেকে আসে হিম-শীতল বাতাস। আর সে? এই ভাবে সারাজীবন ধ'রে বোঝা বয়ে সে কুব্জ ও পঙ্গু হ'য়ে যাবে? তার এই বেদনার শৃঙ্খল সে কি চূর্ণ ক'রে দিতে পারবে না? ভাগ্যের এই জবরদস্তির হাত এড়ান কি অসম্ভব?

মার্লে রান্নাঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বললে—"আচ্ছা ছেলেমেয়েদের বড়দিনে কিছু উপহার দিলে কি রকম হয় বলত।"

—"বেশ ত, ছেলেমেয়েদের প্রত্যেককে একটা ক'রে রাজপ্রাসাদ আর একটা ক'রে আরবী ঘোড়া। যখন অর্থ আসবে প্রচুর, তখন ভাববে টাকা জমাবার কথা। হ্যাঁ, তোমার কি হ'লে চলবে—দু'হাজার ক্রাউন মূল্যের ফারের জামা কয়েকটা, কি বল?"

"হাসির কথা নয়—দেবনা ছেলেদের স্ত্রী,—কি একটা হ্যাণ্ড স্লেজ পর্য্যন্ত নেই।"

"স্কী, হ্যাণ্ড শ্লেজ—তা ক'রে দেওয়া যেতে পারে"—পীয়ার শীষ দিতে লাগল—মুখে তার আনন্দের জ্যোতি—"কিন্তু এ্যাষ্টা তার জন্য কি হবে? ওসব ত আর তার জন্য নয়।"

"তার পুতুলের একটাও বিছানা নেই—"

পীয়ার আবার শীষ দিতে লাগল—"ও—একটা মতলব ক'রেছি বটে? এখনও অতটা অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়িনি যে ঐগুলো করতে পারব না।"

পীয়ার কাজ আরম্ভ ক'রে দিলে। একটা বাড়ীতে যন্ত্রপাতি সব ছিল—সেইখানেই সে কাজ করত। কিন্তু অবসাদে—পা তার ভারী হ'য়ে উঠত—তবু সে বিশ্রাম করত না। ভালভাবে মনে করলে হয় না কি? আমি করব—নিশ্চয়ই। ছেলেদের জন্য এই তার অবসাদ মাথার সেই হাতুড়ী পেটানকে ভুলিয়ে দিত।

ছেলেদের উপহারের জিনিষ—পিতা নিজ হাতে তাই গড়ছে—মনের মধ্যে সে আলো দেখতে পায়—অন্তর সুধায় ভ'রে ওঠে। কাজ ক'রে যাও তবে।

শ্লেজ রানারের লোহার পাতগুলোর জন্য তাকে কামারের দোকানে ছুটতে হ'ল। লোকটা তখন ঘোড়ার পায়ের জন্য লোহার জুতা তৈরী করছিল। আবার ইস্পাত আর গনগনে লাল লোহা। হাতুড়ীর ঘা লোহার ওপর মাথার শির তার ছিঁড়ে দেবার চেষ্টা ক'রেছিল, কিন্তু তবু তাকে যেতে হবে। কতদিনের বিস্মৃত ঐ ধ্বনি! ঠিক যেন স্বপনের মত মনে হয়।"

"জেন্‌স—এই পাতগুলো জোড়া দেব? সোহাগা কোথায়? দেখ এই রকম করে করতে হবে।"

জেন্‌স ভাবে—"এরও বোধ হয় সেই নেশা আছে—নইলে এমন ধীর ও সহজভাবে কাজ করে।"

ক্রীষ্টমাসের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ধূসর রঙের একটি ঘোড়া—একটা কাঠের বাক্স, তাদের দরজায় টেনে নিয়ে এল। পীয়ার বাক্স খুললে—তারপর সমস্ত জিনিব ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হ'ল—রীংবির আত্মীয়দের কাছ থেকে ক্রীষ্টমাসের উপহার।

যখন রান্নাঘরের টেবিলে সমস্ত উপহার জমা হ'ল, তাই দেখে পীয়ার ঠোঁট কাম্‌ড়াতে লাগল। সে বেশী দিনের কথা নয়—সে আর মার্লে গ্রামের সমস্ত দরিদ্র লোকদের বাড়ীতে ক্রীষ্টমাসের উপহার পাঠাত। সমগ্র বৎসরের এ তাদের আনন্দ কৌতুক ছিল। আর এখন—পরের দেওয়া উপহারে সন্তুষ্ট থাকতে হবে তাদের।

"মার্লে—এ বছর দেবার মত ঘরে কি কিছুই নেই। এতে ক্রীষ্টমাসের অপমান হবে যদি শুধু আমরা গ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকি—কিছু দিতে না পারি।" মার্লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে—"যে দিন গিয়েছে, সে হয়ত আর ফিরে আসবে না।"

"এ আমি কিছুতেই হ'তে দেব না।" ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে পীয়ার বললে—"গ্রামের শেষে থাকে ওই কামার—অনশনে তার দিন কেটে যায়। আমি ওর দরজায় ছোট্ট একটা পার্সেল রেখে আসব—তার জন্য তোমার সায়া কিংবা আমার সার্ট দিতে হয়, তাতেও কার্পণ্য করব না। যদি এমন কাজ কিছু না করি তবে ক্রীষ্টমাসের আনন্দ আসবে কোথা থেকে।"

"আচ্ছা, তাই কর। আমি দেখি ছেলেদের এমন কিছু আছে কিনা, যা দিয়ে দেওয়া যেতে পারে?"

এর ফল হ'ল এই যে, মার্লে ছোট ছোট প্যাকেটে ধান,

রেজিন আর কেক ভর্তি করলে আর পীয়ার তাই দিয়ে আসতে ছুটল। মার্লের ধরণই এই রকম। তাকে একলা থাকতে দাও, সে একটা কিছু মতলব করবেই।

পীয়ার ছুটে চল্‌ল—বরফ তার পায়ের চাপে ফেটে যেতে লাগল। নক্ষত্রখচিত নীল আকাশ আর শাণিত ছুরীর মত ধারাল বাতাস। অন্ধকার গিরি পার্শ্বে গোলাবাড়ীর বাতায়নের আলো এসে পড়েছে। আর উর্দ্ধে আকাশে একটা ছোট্ট বস্তু—হয়ত একটা কুটীর হয়ত বা একটা নক্ষত্র।

পীয়ার সমস্ত মনে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছে, দেহ তার গরম হ'য়ে উঠেছে—সে বাড়ী ফিরে আসে। "তোমাদের বাবা আজ তোমাদের স্নান করিয়ে দেবেন।"—মার্লে ছেলেমেয়েদের জানিয়ে দেয়—তারা চেঁচিয়ে আনন্দ প্রকাশ করলে।

একটা পিপের ধার কেটে—স্নানের টব তৈরী করা হয়েছে আর পীয়ার রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে হাত গুটিয়ে দেখছে—ছেলেমেয়েদের নগ্নতনু, গরম জলের মধ্যে ঘুরছে।

তাদের মা খাবার ঘরে কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল। একটা দারুণ গোপনীয় ব্যাপার—গভীর রহস্যের মত মনে হয়। ছোট্ট এ্যাষ্টা যখন মা'র কাছে যাবার বায়না ধরলে, তখন তারা তাকে আটকে রাখলে, বললে—"না, যেতে দেব না।"

তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হ'য়ে উঠল—ক্রীষ্টমাস ট্রী জ্বালান হবার পর যখন বাতায়নে শাদা বরফ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে ঘরের আলোয়—বসবার ঘরের মেঝেতে তখন প্রচণ্ড কোলাহল। লুইস তার স্কী চালাতে গিয়েই প্রথমে আছাড় খেলে আর লোরেঞ্জ তার নূতন শ্লেজেতে চ'ড়ে চেঁচাতে চেঁচাতে চলেছে—"পথ ছাড়, পথ

ছাড়—গাড়ী যাচ্ছে"—আর এক কোণে ছোট্ট এ্যাষ্টা তার নব শয্যায় তার মেয়েকে শুইয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মুখের দিকে চাইলে—উজ্জ্বল হাসিতে ভ'রে যায় তাদের মুখ। মার্লে ধীরে ধীরে বললে—"দেখছ ত।"

অত্যন্ত শান্ত পদে—গভীর অলস মনে—ধূসর শীত বিদায় নেয়। দিবসের দুঘণ্টা মাত্র শুধু গোধূলি—তারপর নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার। দীর্ঘ শীতের রজনী—উত্তুরে বাতাস হু হু গর্জ্জন করে—আর পথে বরফের স্তূপ জমে ওঠে—গভীর বরফের চাপ তৈরী হয় শ্লেজ-গাড়ীর চলার সুবিধার জন্য। দিন আসে, রাত্রি আসে—আবার চলে যায়—অভিনবত্ব হীন, মন্থরতায় ভরা। একই সেই ধূসর গোধূলি—মানুষের দেখা পাওয়া যায় না। ওই যে উপত্যকার শেষে একটা বিরাট পাহাড়—ওর দিকে চেয়ে চেয়ে মনে মত্ততা আসে। কোন রকমে ওর বুকের ভিতর দিয়ে একটা গর্ত্ত ক'রে যদি বাহিরের পৃথিবীর দিকে চাওয়া যায়—অথবা একবার গিরিশেখরে উঠে বাহিরের জগতটাকে দেখা যায় কিংবা বাহিরের বাতাস গ্রহণ করা যায়।

অবশেষে একদিন ওই ধূসর যবনিকা ওঠে—আকাশের নীল রূপ একটুখানি দেখা যায়—মনের ভার লঘু হ'য়ে আসে। গিরিশৃঙ্গের বরফে একটা সোনালী আলো। এ কি সত্য? সূর্য্য! দিনের পর দিন সোনালী রোদের মেখলা বৃদ্ধি পায়। অবশেষে একদিন কোর্ট-হাউসের মাথায় রৌদ্রছায়া লুকাচুরি খেলে—মার্লের ঘরের মেঝেতে রোদ এসে পড়ল।

রৌদ্র আর আলো ব'য়ে এনেছে নূতন জীবন—অনন্ত শান্তি।

"মা আবার সূর্য্য উঠেছে"—লুইস আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে।

"হ্যাঁ"।—কিন্তু লুইস এসেছে তার নিজের জন্য আর ভায়ের জন্য

দু'একখানা কেক চাইতে—সে তাই নিয়ে চলে গেল পাহাড়ের ঢালুতে—স্বার্থের প্রাচুর্য্যে তার মুখ উদ্ভাসিত।

আবার যদি স্বামীর স্বাস্থ্য ফিরে আসে! হয়ত আজকে জীবনের একটা মোড় তার বেঁকেছে, কিন্তু কে বলতে পারে কালকে আবার দুঃখ আসবে না। আবার তিনি ওষুধ খেতে আরম্ভ করেছেন—আয়রন আর আর্সেনিক। উপরন্তু এখানকার জল-বাতাসের প্রাচুর্য্য তাকে কি এতটুকু সাহায্য করবে না? আর ত এক বছরের বেশী দিন বাকী নেই।

তারপর? আর একটা শীত? তারপর পরের দয়ায় জীবিকানির্ব্বাহ! উঃ—মার্লের দু'চোখ দিয়ে জল ছুটে আসে।

লুইস বড় হ'য়েছে, তাকে স্কুলে দিতে হবে।

ব্রুসেথ্ থেকে আন্ট ম্যারিট চিঠি দিয়েছে—তোমার তিনটি ছেলেমেয়েকে এখানে পাঠিয়ে দাও—আমি মানুষ করব।" তার উত্তর গেছে—"ধন্যবাদ, তা হয় না।" মার্লে ত জানে এ চাওয়ার অর্থ কি? আন্ট ম্যারিট তাদের জন্মের মত কেড়ে নিতে চায়।

ছেলেমেয়েদের জন্মের মত হারান—পরের হাতে তাদের সমর্পণ করা—হায় ভগবান—সে দুর্ভাগ্যের বোঝাও কি তাদের স্কন্ধে চাপান হবে।

কিন্তু শিক্ষা তাদের ত চাই। যখন তারা বড় হ'য়ে উঠবে—জীবিকানির্ব্বাহের মত কিছু সাধারণ জ্ঞান তাদের থাকা প্রয়োজন। আর পিতামাতা যদি তাদের শিক্ষা দিতে না পারে তবে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবার কি অধিকার তার আছে!

মার্লে তার স্থঁচ নিয়েই ব্যস্ত থাকে—হঠাৎ সে মুখ তুলে চায়।—সূর্য্যের আলো তার মুখে আশীর্ব্বাদের মত ঝ'রে পড়ে।

রবিকরের রক্তিম আভা বরফের মধ্যে 'পার্পল' রূপ দান করেছে। এই সূর্য্যালোকিত দিবসে জীবনের ভার হাল্‌কা মনে হয়। হৃৎপিণ্ডের কাছে এত দিনের জমান ব্যথা যেন নূতন আলোর উত্তাপে গ'লে পড়েছে—কি শান্তি!

ভায়োলিন লুইসের হাতে চমৎকার বাজছে। তার মায়ের সেই দূর স্বপ্ন একদিন হয়ত সফল হবে কন্যার জীবনে।

বাইরে সিঁড়িতে দ্রুত পদধ্বনি। মার্লে চম্‌কে ওঠে। হয়ত স্বামী তার দুঃখে-বিরক্তিতে কিংবা আনন্দিত মনে আসছে? কি, কে জানে? দরজা খুলে গেল।

"মার্লে আমি পেয়েছি। এতদিনে একটা চমৎকার সুযোগ।" মার্লে চেয়ার থেকে অর্দ্ধোত্থিত অবস্থায় আবার পড়ে গেল—মাথা তার ঘুরেছে। "মার্লে এবার আমি ঠিক পেয়েছি—এত সহজ আর মাথায় এতদিন কিছুতেই আসেনি। আশ্চর্য্য।" জামার পকেটের মধ্যে হাত দিয়ে সমস্ত ঘরের মধ্যে পায়চারী করছে পীয়ার।

"সে কি? পীয়ার।"

"দেখ মার্লে আমি ওইখানে দাঁড়িয়ে কাঠ কাটছিলাম। হঠাৎ আমার কানে ভেসে এল এক লক্ষ মোয়িং মেশিন-এর কর্কশ আওয়াজ আর ঘাসগুলো প্রত্যেকবারই লেগে থাকছে। আমার গা দিয়ে ঘাম ছুটতে লাগল—মনে হ'ল যেন জীবন্ত নরক আমার মাথায় তাণ্ডব লীলা সুরু করবে—তারপর হঠাৎ যেন মুক্তি, নূতন জীবনের সুরু।"

"তুমি কি বলছ পীয়ার, একটু স্পষ্ট করে বল—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"কেন এত খুব সহজ—Sheerগুলোর কাছে একটা ছোট ইস্পাতের পাত—নিজেই ঘাসগুলো সরিয়ে দেবে—এ ত একটা ছোট্ট ছেলেও

বলতে পারে। মার্লে, এতদিনে হয়ত ভগবান মুখ তুলে চাইলেন।"

মার্লের কাছে এ এক স্বপ্ন কাহিনী। কিন্তু এ যদি সত্যি হয়।

"মার্লে—আমি আমার মেশিনটাকে এখানে নিয়ে আসব। আর একটা ব্রাশ তৈরী করতে কিছুই কষ্ট নেই—একদিনের কাজ।"

"তুমি কি আবার কাজ করবে নাকি? পীয়ার তোমার পায়ে পড়ছি ওসব আর নয়—তোমার শরীর একটু ভালর দিকে যাচ্ছিল—আবার কেন তা নষ্ট করবে।"

"মার্লে, যত দিন না ওই যন্ত্রদানবটা আমাকে মুক্তি দেবে ততদিন আমার নিষ্কৃতি নেই—সুস্থ আমি হ'তে পারব না। হয় মৃত্যু নয় জয়। এ থেকে আমার ছাড়া পেতে হবে—তবে রাত্রে আমার ঘুম আসবে। ভগবানের দয়ায় এদিনের যদি কখনও অবসান হয়, তবে কি আমি ভাল হয়ে উঠতে পারব না, মার্লে?"

মার্লে পীয়ারের বাহু বেষ্টনের মধ্যে বাধা পড়ল কিন্তু পীয়ার চলে গেলে মার্লে তবু বসে রইল অস্তমান সূর্য্যের দিকে চেয়ে—অবশেষে গোধূলির আবছায় চোখের আলো তার নিস্তেজ হয়ে এল—তারপর কান্না!

এর এক সপ্তাহ পরে একদিন একটা বিরাট বাক্স টেনে নিয়ে এল একটা ঘোড়া—রোষ্টাডের বাড়ীর দরজায়। সূর্য্য তখন তার জ্যোতিসমুদ্রে পৃথিবীকে স্নান করিয়ে দিচ্ছেন। তার পর দিন রাত্রি ধরে কামারের দোকানে কাজ।

এখন আর কয়েকটা বিনিদ্র রজনীকে কি করতে পারে? এখন আর ভাবনা, চিন্তা উত্তেজনা নয়—এখন দীর্ঘ দিনমান কেটে যায় স্বপ্নের ঘোরে। দু'জনেই তারা স্বপ্ন দেখে। আবার লোরেঞ্জের বাড়ীটা

কেনা হয়েছে—প্রকাণ্ড বড় বড় হল ঘরে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে—দিন কেটে যায় আনন্দে। আবার যৌবন ফিরে এসেছে—তারা স্নান করেছে—এক সঙ্গে আহারে পরস্পরের স্বাস্থ্য পান করছে—চোখে তাদের আবার ফুটেছে তারুণ্য, ভালবাসা—কতদিনের এ ঘটনা—আবার কতবার হবে? "শুভ রাত্রি মার্লে।" "শুভ রাত্রি পীয়ার—ভাল করে ঘুমাও।" দিনের পর দিন পীয়ার কাজ করে চলে অবিশ্রান্ত ভাবে।

কয়েক বছর পূর্ব্বে এটুকু কাজ সে দু'দিনেই সেরে ফেলতে পারত! কিন্তু আজ আধ ঘণ্টার কাজ তাকে অবসন্ন করে তোলে।

অলস চিন্তাযুক্ত তোমার মনকে আনন্দ দিতে পারে একমাত্র কাজ। আগে যা মনে হ'ত ঠিক আছে—এখন তাতে গলদ বেরিয়ে পড়ে। নিজের তা সারতে হয়—কোন সহকারী নেই—নিজের কাজের যন্ত্র নিজেই তৈরী করে নিতে হয়। কারখানার দুষ্প্রাপ্য যন্ত্র আজ আর সাহায্য করে না। তাতে কি যায় আসে।

অলস বাজে চিন্তা আর নয়—মনকে সে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বেঁধে ফেলে। মনের প্রত্যেক বাতায়ন রুদ্ধ করে দাও—মন পড়ে থাক শুধু যন্ত্রটার মধ্যে। কিছুক্ষণ কাজের পর সে শয্যায় শরীর এলিয়ে দেয়—একটু বিশ্রাম! মনের চারিপাশে শুধু অন্ধকার—পরদিনের শক্তি সঞ্চয় করতে হ'বে!

মার্লের মনে কি সন্দেহ জাগে? তার কাজের বিষয় কিন্তু সে তাকে বেশী জানায় নি। মন তার উত্তেজিত হয়ে থাকে। এখন ছেলেদের তিরস্কার করলে, সে আর কোন কথা কয় না—কারণ ভগবান মুখ তুলে চাইলে, এ দুঃখের রজনী পোহাতে পারে।

কোন কোন দিন চাঁদনী রাতে ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়লে তারা

দু'জনে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। পরস্পরের হাতে হাত জড়িয়ে তারা গান গায়—কথা বলে উচ্চহাস্যে—আনন্দে তাদের ব্যথার অবসান হয়। প্রতিবেশীরা শুয়ে শুয়ে ভাবে—এ নিশ্চয় কোন মাতালের কাণ্ড কিংবা ওই কোর্ট হাউসের স্বামী-স্ত্রী ওরা।

বসন্ত পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে—দিনের লঘুতা বাড়ে। কিন্তু হ্যামার এগরিকালচারাল একজিবিশনে যেখানে এই যন্ত্রটি পরীক্ষার জন্য দেওয়া হয়েছিল—সেখানে একজন আমরিকান এর চেয়ে একটু ভাল যন্ত্র দিলে। সকলেই ভাবলে এ একটা ব্যবসায়ী চাল। কারও যদিও মতলবটা চুরি করা নয় কিন্তু যন্ত্রপাতির সমস্তই তার থেকে নেওয়া। কিন্তু আমেরিকান মেশিনে এমন একটু ভাল কিছু আছে যা নিয়ে কোর্টে গিয়ে জয়ের আশা অনিশ্চিত, তাছাড়া একজন গরীব গ্রামবাসী একটা ফার্মের বিরুদ্ধে কি করে দাঁড়াবে—তার সে সামর্থ্য কই ?

সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এই যে বিরাট প্রতিযোগিতা তাতে পীয়ারের জয় নিশ্চিত জয়। কিন্তু তার বিজয়-রথে আর একজন উঠে পড়ল—আর শেষ পর্য্যন্ত তার থেকে একটু উর্দ্ধে আসন নিলে—ভাগ্যলক্ষ্মী তার কণ্ঠে জয়মাল্য দুলিয়ে দিলেন।

এ জয় উত্তম, কিন্তু পৃথিবী একবার পরীক্ষা করলে না—এ জয়ে সততার বিচার কতটা হল।

ভাল মেশিন যখন রয়েছে তখন জয়েন্টষ্টক কোম্পানী খোলার প্রয়োজন কি আছে! ইস্পাতের লৌহ-মুষ্টিতে পীয়ার বাঁধা পড়েছিল, কিন্তু জয় হল অন্য জনের।

৫

ইংলিস টুইডের এজেন্ট হের ইউথো জুনিয়র জুলাই মাসের এক আতপ্ত দিনে ট্রেন থেকে নামল—তারপর প্লাটফর্ম্মে নেমে চারিদিক একবার দেখে নিলে। চমৎকার দৃশ্য—এই সুন্দর উপত্যকায় তার ভগ্নী বাস করছে অনেকদিন ধরে—এক বৎসরেরও বেশী। নির্ম্মল বাতাস, কিন্তু এতে কি তার বোনের স্বামীর কিছু উপকার হচ্ছে? দেখা যাক'—বলে নিখুঁত সজ্জায় এই যুবকটি রোষ্টাডের বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলল মাঝে মাঝে পথ জেনে নিয়ে—সে তাদের আশ্চর্য্য করে দিতে চায়। রীংবির বাড়ীতে একটা সাংসারিক বিতর্কে এই হতভাগা স্বামী-স্ত্রীর বিষয় আলোচনা হয়েছিল—তাতে কোনও একটা বন্দোবস্ত করার কথা ঠিক হয়েছে।

এই ভদ্রলোক গোলাবাড়ীর মোড় বেঁকে হঠাৎ একটা লোককে দেখতে পেল—লোকটার গায়ে একটা সার্ট—সে একটা বাক্সে অনেক পাথর জমা করে একটা একটা করে ছুড়ছে। কে? তার কি ভুল হচ্ছে? না এই ত সেই পীয়ার হোলম—পাথর ভর্ত্তি করছে আর ছুড়ে দিচ্ছে—এর ভাব দেখে মনে হয় যেন প্রতিপদক্ষেপের জন্য সে পুরস্কৃত হবে।

এই যুবকটি সেই ধরণের নয় যে সে এই অবস্থা দেখে দুঃখ প্রকাশ করবে কিংবা সমবেদনা জানাবে—"হ্যালো—খুব যে জোর খাটছ হে--চাষবাস করতে আরম্ভ করেছ নাকি?"

পীয়ার সোজা হয়ে দাঁড়াল—তারপর ট্রাউজারে হাতের ঘাম মুছে নিলে।

"হায় ভগবান! এর একি স্বাস্থ্য!" নিজে নিজে ভাবলে—তারপর পীয়ারকে লক্ষ্য করে বলল—"তোমাকে ত বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে—আজকাল চেনাই যায় না।"

মার্লে রান্নাঘরের জানালা থেকে এদের দেখতে পেল। "আমারও বোধ হয়"— বলতে বলতে সে ছুটে বেরিয়ে এল—কতদিন আত্মীয়-স্বজনের মুখ সে দেখেনি—সাধারণ ভদ্রতা করা পর্য্যন্ত সে ভুলে গেছে—নিজের পদ মর্য্যাদা তার দরকার সেই—ভায়ের গলা সে জড়িয়ে ধরল।

ইউথো এদের দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন করতে আসেনি। তার বাক্সে এক বোতল ভাল মদ ছিল—তাই সে খাবার সময় বিতরণ করলে—আর সিনেমা থিয়েটারের গল্প ও তাদের অঙ্গভঙ্গী নকল করতে লাগল—আর এই দু'টি দারিদ্র্য-যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। এখন এদের আসল দরকার হাসি আর আনন্দের—ইউথো এটা খুব ভালরকমই জানত।

কিন্তু যে সমস্ত পরিবার তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবার ভার নিয়েছে—তারা কোন পথে তাদের চালাবে এ বিষয়ে স্বামী স্ত্রী কি রকম উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে, এ কথা সেই জানে। এখনকার দিন তাদের দারিদ্র্য ও বেদনার মধ্য দিয়ে কেটে যায় কিন্তু যে সাহায্য তারা পায় তা য়েন বন্ধ না হয়—এই তারা আশা করে। তাদের সাহায্যের পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে তারা না পারবে এখানে থাকতে, না তাদের সামর্থ্য থাকবে অন্য কোথায় যাবার। তারা কি করবে তখন? সুতরাং তারা যে উৎকণ্ঠায় দিন কাটাবে এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

সাপারের পর ইউথো পীয়ারের সঙ্গে একটু বেড়াতে গেল আর মার্লে বাড়ীতে বসে রইল উৎকণ্ঠীত মনে। সে বুঝতে পেরেছে যে, এই এতক্ষণ তাদের ভাগ্যের মীমাংসা হচ্ছে।

অবশেষে তারা ফিরে এল এবং আশ্চর্য্য হাসিমুখে।

তার ভাই তাকে 'শুভরাত্রি' জানিয়ে কপালে চুমু খেলে—বাহুতে দুটো টোকা দিয়ে। তারপর ঘুমাতে গেল—মার্লে ভাইকে তার শয়নঘর দেখিয়ে দিলে এল—তার ইচ্ছে ছিল, সেখানে বসে ভায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে। কিন্তু সে জানে পীয়ার তার জন্য অপেক্ষা করছে একা এ বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যে—"গুড নাইট, কারষ্টেন"—বলে সে নেমে এল।

তারপর রাত্রি গভীর হলে তারা দু'জনে জানালার ধারে টেবিলে বসল পাশাপাশি।

"কি বললে?"—মার্লে জিজ্ঞেস করে।

"কথাটা কি জান মার্লে—যদি সত্যই তুমি দিন কাটাতে চাও তবে জীবনটাকে আমাদের মুখোমুখী দেখে নিতে হবে।"

"পীয়ার, আমারা কি এখানে থাকতে পারব না?"

"আমার মত অকর্ম্মণ্যের সঙ্গে কি তুমি দিন কাটাতে পারবে? আগে এ কথার জবাব দাও।"

"বেশ, তার আগে আমার কথার জবাব দাও—এখানে কি থাকা চলবে?"

"চলবে। কিন্তু হয়ত বৎসরের পর বৎসর কেটে যাবে আমার সেরে উঠতে—এই আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। আর পরের দয়ার ওপর বেঁচে থাকা—সে আমি পারব না, সে আমারঅসহ্য।"

"তা হলে আমাদের কি করতে হবে পীয়ার? আমার পক্ষে টাকা উপায়ের ত কোনও পথ দেখছি না।"

"চেষ্টা আমাকেই করতে হবে"—পীয়ার জানালার বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

"তুমি,—না, না, পীয়ার—তা হ'তে পারে না—ড্রাফটস্‌ম্যানের কাজ পর্য্যন্ত তোমায় আমি করতে দেব না—তোমার চোখের তাতে অনিষ্ট হ'বে জান।"

"কেন, আমি কামারের কাজ করতে পারি।"—

কিছুক্ষণ চুপচাপ। মার্লে স্বামীর দিকে চেয়ে রইল, সে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সত্যিই কি স্বামী তার কামার হবে। দীর্ঘশ্বাস ফেললে সে। কিন্তু স্বামীকে দুর্ব্বল করে তুললে চলবে না। জোর করে সে কথাটা প্রকাশ করলে—"হ্যাঁ, তাতে তোমার সময় কাটবে ভাল। আর দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম রাত্রে তোমার ঘুমের সাহায্য করবে।" ঠোঁট দু'টো চেপে সে কান্নার বেগ রুদ্ধ করতে চেষ্টা করে।

"আর আমি যদি তাই করি, মার্লে—তবে এখানে ত আমাদের থাকা চলবে না—কারণ এত বড় বাড়ীর আমাদের কোনও দরকার নেই। আর তা'ছাড়া এখানে ত' তোমাকে কেউ সাহায্য করবার নেই ?"—

"কিন্তু এ গ্রামে কি আর ছোট বাড়ী আছে ?"

"আছে। ওপাড়ায় একটা ছোট্ট বাড়ী বিক্রী আছে—সামনে একটু জমি সমেত। যদি আমরা একটা শুয়োর, একটা গাভী ও কয়েকটা মুরগী রাখি—আর জমিতে যদি কিছু ধান হয়—তাহলে আমাদের একেবারে সেবাসদনে গিয়ে উঠতে হবে না। ওসব কাজ আমি কিছু কিছু করতে পারব—আর মুরগীর চাষে লাভ আছে। আবার এতে আমার স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে সেটা অনুকূল। তোমার কি মত ?"

মার্লে কোন কথা বললে না। স্বামীর দিক থেকে সে চোখ ফিরিয়ে দিল। বাহিরে জ্যোস্নাপ্লাবিত ধরণী।

"আর একটা কথা, মার্লে—তুমি কি আমার সঙ্গে এই দারিদ্র্যের মধ্যে যেতে পারবে ? আমার কোন অসুবিধা হবে না—কারণ

ছেলেবেলায় জীবন আমার এমনি দুঃখেই কেটেছে। কিন্তু তোমার? আমি তোমাকে সত্যি সত্যি ভেবে দেখতে বলছি।” স্বর তার কেঁপে যাচ্ছে। দৃষ্টি তার অশ্রুর অন্তরালে ঝাপসা হয়ে ওঠে—মুখ সে নামিয়ে নেয়।

তারপর আবার নিঃস্তব্ধতা। “আর টাকা কোথায় যে বাড়ীটা কিনবে?”—মার্লে জিজ্ঞাসা করলে।

—“সে তোমার ভাই আমায় ধার দেবে বলেছে। কিন্তু আমি আবার তোমায় ভেবে দেখতে বলছি, মার্লে—যদি তুমি ভায়ের সঙ্গে ক্রসেথে গিয়ে বাস কর আমি দোষ দেব না। আর খুড়িমা ত' তোমাকে আর ছেলে-মেয়েদের পেলে খুব খুশীই হবেন।”

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বললে না। এ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে মার্লে—“যদি সেই কুঁড়েতে ছোট দু'খানা ঘর থাকে তা'হলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আর তা'ছাড়া ঘর-সংসার গোছানও খুব সহজ হ'বে, কি বল।”

পীয়ার কোন কথা বলতে পারলে না গলার স্বর তার ভেঙ্গে গেছে। সে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে দারিদ্র্য মার্লেকে তার কাছ ছাড়া করতে পারবে না। এ যেন তার এক পরম আবিষ্কার—কিছুক্ষণ সে আনমনে চিন্তা করতে লাগল—এ বিষয় নিয়ে।

মার্লে স্বামীর দিকে মুখ করে বসে ছিল কিন্তু দৃষ্টি তার উদাস। তার চমৎকার ভুরু আজও তেমনি মসীকৃষ্ণ কিন্তু মুখে তার যৌবনের জ্যোতি নেই—চুলে কে যেন ধূসর রং বুলিয়ে দিচ্ছে ধীরে ধীরে। পীয়ার এবার বললে—“কিন্তু ছেলেদের বিষয়।”

মার্লে চমকে উঠল। এতদিনের ভয় আজ বুঝি রূপ নিয়েছে। —“ছেলেদের—ছেলেদের কি পীয়ার?”

"আণ্ট ম্যারিট লিখেছে—তোমার ভায়ের সঙ্গে যদি লুসিকে তার কাছে পাঠাও।"

"না, না, পীয়ার—তুমি অমন কথা বল না। আমি জানি, দিয়েছ। তুমি তাকে যেতে দিও না পীয়ার—তাকে দিয়ে দিও না। এর মানে কি জান, সে চিরদিনের জন্য পর হয়ে যাবে।"

"তা জানি—কিন্তু এতে ভাববার কথা আছে। লুইসের নিজের এ অধিকার—তুমি কি করে বলবে, না।"

মার্লে চমকে উঠল, সে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে লাগল—"না, না, পীয়ার—তুমি অমন কথা ব'ল না। আমি জানি, তুমিও ও চাও না। এখনও আমাদের সে অবস্থা হয়নি যে, নিজেদের—না, না পীয়ার দিয়ে দিও না, বিলিয়ে দেওয়ার অবস্থা ত আমাদের আজো আসেনি"—কান্নায় সে ভেঙ্গে পড়ল—"পীয়ার আমি তা কিছুতেই হ'তে দেব না, দেব না"—

"তোমার যা ইচ্ছে মার্লে।"—নিজেকে যথাসম্ভব শান্ত ও সংযত করে পীয়ার বল্লে—"এবিষয়ে আমরা কাল অবধি ভাবতে পারব। প্রত্যেক জিনিষের দু'টো বিভিন্ন দিক আছে। আমাদের হয়ত একদিক —কিন্তু ঐ নিরীহ লুইসের জীবন—সে কথাটা একবার ভাব দেখি মার্লে। —

পরদিন সকালে, ছেলেদের জাগবার সময় স্বামী-স্ত্রী নার্সারীতে গেল, সেখানে লুইসের শয্যার পাশে তারা দাঁড়াল। এখানে আসার পর মেয়েটি অনেক বেড়ে উঠেছে। বিছানায় নাক গুঁজে সে ঘুমোচ্ছে—তার কালো চুলে সুন্দর মুখখানা ঢাকা পড়েছে। আজো অবধি সে এখানে পিতামাতার কোলের কাছে—জগতের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গায়।

"লুইস ওঠ।"—মার্লে তাকে নাড়িয়ে দিলে।

লুইস উঠে বসল—তখন ঘুমে তার হু'চোখ জড়িয়ে রয়েছে—সে আশ্চর্য্য হয়ে বাপ-মার মুখের দিকে চাইলে। কি ব্যাপার ?

"তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরে নাও। কারষ্টেন কাকার সঙ্গে ব্রুসেথে খুড়ীমার কাছে যাবে না ? কি ?"—

মেয়েটি এত তাড়াতাড়ি করতে লাগল যেন এক্ষুনি বেরিয়ে পড়লেই হয়। কিন্তু মা বাবার মুখের দিকে চেয়ে আনন্দের অতিশয়তা তার আর রইল না। আর ছোট ভাইবোন হু'টি পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল। তাদের দিদি বেড়াতে যাচ্ছে অনেক দূরে। লোরেঞ্জ দিদিকে তার ঘোড়াটা দিয়ে দিলে আর ছোট্ট এষ্টা তার ডল পুতুলটা। আর মা এমনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল যেন মেয়ে ভাবে, সে বেড়াতে যাচ্ছে আবার ফিরে আসবে কিছুদিনের মধ্যেই।

হুপুরের আগেই একটা ছোট ট্রাঙ্কে লুইসের যাবতীয় জিনিষপত্র ভর্ত্তি করা হল—লুইস সবচেয়ে ভাল জামা পরে বাড়ী বাড়ী বিদায় নিতে লাগল—আদর কুড়িয়ে কুড়িয়ে। কামার বাড়ীর পেছনে যে ঘোড়াটা থাকে তার কাছে সে সবশেষে বিদায় নিতে গেল। মুজিন তখন খাচ্ছিল, একবার মুখ তুলে চাইলে, লুইস তাকে হাতে করে হুটি ঘাস দিলে—তারপর তার গলা জড়িয়ে ধরলে।

"আমি সব্বাইকে চিঠি লিখব"—সে জনান্তিকে বলে চল্‌লে।

তারপর ট্রেন প্লাটফরম ছেড়ে দিল ধীরে ধীরে। লুইস আর ইউথো তাদের রুমাল ওড়াতে লাগল। বিদায়—বিদায়।

আর পীয়ার ও মার্লে দাঁড়িয়ে রইল ছোট হু'টি ছেলেমেয়ের হাত ধরে। তখনও দূরে একখানি শাদা ধব-ধবে হাতের রুমাল-

নাড়া দেখা যাচ্ছিল—তারপর ট্রেনটা ঘুরে গেল—শুধু পেছনে পড়ে রইল ধূলি ধূমাচ্ছন্ন ষ্টেশনে রেলের বিরাট শব্দের প্রতিধ্বনি আর সবচেয়ে বড় দু'টি ব্যথাতুর প্রাণ

পেছনের এই চারিটি পথ-চাওয়া প্রাণ স্থিরভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল—তারপর অজ্ঞাতসারে তারা পরস্পরের কাছে সরে এল।

৬

বড় রাস্তা থেকে একটু দূরে একখানা একতলা বাড়ী—সামনে তিনটে জানালা—বাড়ীটার একদিকে একখানা গোয়াল ঘর আর একদিকে একটা কামারশালা। যখন কামারশালা থেকে ধোঁয়া ওঠে প্রতিবেশীরা বলে,—"আজকে বোধ হয় ইঞ্জিনীয়ার একটু ভাল আছে —আজকে আবার কাজে লেগেছে। আর আমাদের যদি কিছু করিয়ে নেবার থাকে ত ওকেই দিও—লিয়ার জেনো'র চেয়েও সস্তায় ও করে দেয়।"

মালে আর পীয়ার বছর দুই এখানে বাস করছে। তারা একসঙ্গে জীবন কাটাচ্ছে কিন্তু একটু পার্থক্য তাদের জীবনে এসে গেছে। মালে এখনও স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে—হয়ত

স্বামী তার সেরে উঠবে। কিন্তু পীয়ার নিজে আর কোন আস্থা রাখে না। হয়ত কখন মাথার যন্ত্রণাটা একটু কম থাকে কিন্তু শরীরের অন্য কোন একটা যন্ত্রণা তাকে কাতর করে তোলে—কিন্তু পীয়ার তা প্রকাশ করে না। সেও তার স্ত্রীর মুখের পানে চায় আর ভাবে—"মার্লের দিন দিন কত না পরিবর্ত্তন হচ্ছে। আমারই ত দোষ। আমিই তাকে নামিয়ে নিয়ে এসেছি এই অবস্থায়—আমাকেই আবার তাকে সুখী করতে হবে।" তাই নিজে সহ্য করবার শক্তি সে বাড়িয়েছে—এমন কি যখন যন্ত্রণায় কান্না পায় তখনও মুখে সে হাসতে চেষ্টা করে। প্রথম প্রথম এতে তার দারুণ কষ্ট হ'ত কিন্তু প্রত্যেকবার ভান করার পর পরের বারের জন্য সে প্রস্তুত হ'ত রীতিমত।

এমনি করে সে ভাগ্যকে শান্তমনে গ্রহণ করতে শিখেছে। হাস্যরস তার আরও সহজ হয়ে উঠেছে। এখন সে নিজেকে সংযত করে নিয়েছে, আর দুর্ভাগ্যের মুখের পানে চেয়ে বলতে পারে—"যদিও আমি অসহায়, তুমি আমায় অশান্তি থেকে অশান্তির মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পার কিন্তু আমার এই 'অদৃষ্টকে উপহাস করবার শক্তি কেড়ে নেবার ক্ষমতা তোমার নেই।"

এখন দিন কত সহজে কেটে যায়—কোন আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, আর ভগবানের কাছে' মানুষের কাছে তার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু যখন হাপর নিয়ে কাজ করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে—তখন মুখে সন্তোষের হাসি নিয়ে সে মার্লেকে বলে—"না মার্লে, আমি ত তোমাকে বলেছি যে জল তোলার ভার আমার। বালতিটা আমাক দাও।" "তুমি, তুমি পারবে জল তুলতে"? "আমি পুরুষ মানুষ না অন্য কিছু—স্ত্রীলোকের জন্য রান্নাঘর—সেইখানে

তুমি ফিরে যাও " এতে তার মনে শান্তি আসে—যদিও মাঝে মাঝে শিরদাঁড়া ভেঙ্গে পড়তে চায়। আর কখনও কখনও সে বলে—"আজ বড় ক্লান্ত বোধ করছি মার্লে—আমি একটু বেশীক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকব।" তখনই স্ত্রী বোঝে—তার আবার সেই মাথার যন্ত্রনাটা সুরু হয়েছে। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাই তাকে এ বুঝতে সাহায্য করত; আর স্বামী তার সেই মাথার যন্ত্রণা আলস্যের দোহাই দিয়ে চেপে যেতে চায়।

তাদের একটা গাভী, একটা শুকর আর কতকগুলো মুরগী আছে। এদের সংখ্যাধিক্য লোরেঞ্জের বাড়ীর মত অত বেশী নয় কিন্তু পীয়ার নিজেই এদের তত্ত্বাবধান করে। গত বৎসর তাদের জমিতে এত আলু হয়েছিল যে তারা কয়েক কুড়ি বিক্রীও করেছিল। তারা এখন আর ডিম কেনে না—বিক্রী করে। পীয়ার নিজে মাথায় করে বাজারে নিয়ে যায়, সেগুলি বিক্রী করে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনে আনে। তাতে আর হয়েছে কি? মার্লে ত ঘর মুছতে বা রান্না করতে দ্বিধা বোধ করে না। একথা সত্য যে, একদিন তাদের দিন অন্যভাবে কেটেছে, কিন্তু সে সব গত-দিবসের কথা স্মরণ করে আজ আর লাভ নেই। কিন্তু মার্লে—সে আজও অনাগত-দিনের সুখের স্বপ্ন দেখে। তাছাড়া তারা দু'জনে নৌকা-ডুবির যাত্রী—তীরের ধারে বাসা বেঁধে দিন কাটাচ্ছে—প্রকৃতির রূঢ় আঘাত যত কঠিন হোক না কেন সেখানে।

কখন কখন এমন হ'ত যে, নূতন আমেরিকান টাইপের মোয়িং মেশিন-এর কোন দোষ তার কাছে সারাতে এসেছে, তখন সে ঠোঁট দুটো চেপে ধরে এক অদ্ভুত চাউনিতে চেয়ে থাকত—তারপর একটা ঢোক গিলত। যে লোকটা এক চুলের

সূক্ষ্মতায় তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে—সে হয়ত আজ ক্রোরপতি!

এ দোষ সারাতে তার ইচ্ছা করত না, কিন্তু তবু সে ঘাড় গুঁজে কাজ করে চলে—মার্লের একজোড়া জুতার দরকার।

মাঝে মাঝে সে হাতুড়ীটা ফেলে দিয়ে অন্ধকার কামারশালা থেকে বাইরে আসত মুক্ত বাতাসের লোভে; তখন সে শুধু এই বিরাট শূন্যতায় ভরা আকাশের পানে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে। একজন লোক, তার হাতে একটা হাতুড়ী—তাকিয়ে আছে দূর আকাশের পানে। এই যে তার প্রবৃত্তি, এটা সে পেয়েছে তার পিতামহদের কাছ হ'তে—যারা মানুষের জন্য এনেছে আগুন আর চিন্তা, তাদের অন্তর জ্বালিয়ে দিয়েছে বিদ্রোহের অগ্নি শিখায়।

পীয়ার আকাশের দিকে চায়। মেঘের দল ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে অকারন অন্যমনস্কতায়। ওরই অন্তর দেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ? কিন্তু আকাশের বক্ষ আজ দেবতাহীন। কার বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ?

কিন্তু মানুষের প্রতি এই যে অন্যায় অবিচার? এই যে যথেচ্ছাচারিতা—সেই শেষ বিচারের দিনে কে হবে তার বিচারক? কে সে? কেউ নয়।

কি? কেউ নয়? মনে করে দেখ সেই সমস্ত মার্টারদের কথা যারা অন্তরে শিশুর মত সরল হয়েও অসহ্য অমানুষিক যন্ত্রণার মধ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে তাদের কি ক্ষতিপূরণ হবে, দুরাশা?

কিন্তু তারা বিশ্বমানবের এক বিরাট গোষ্ঠী যারা সমগ্র ব্যথার ভার নিয়েছে নিজেদের মাথায় তুলে, যাদের আত্মা চঞ্চলভাবে ঘুরে বেড়ায় মিথ্যা লজ্জার কলঙ্কে—যারা সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে জীবন বলি দিয়েছে—কারণ পৃথিবীতে মিথ্যাচারের প্রলোভনও বেশী,

তার শক্তিও অধিক। সত্যতা? বিচার? কেউ কি নেই যে একদিন মৃত আত্মাকে শান্ত করবে, বিশ্বের এই গরমিল আবার শুধরে দেবে? কেউ কি নেই? না কেউ নেই।

পৃথিবী ছুটে চলেছে তার গতিপথে। ভাগ্য অন্ধ আর দেবতার মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরে যায় যখন শয়তান 'জবে'র উপর অত্যাচার করে।

মূর্খ, চুপ কর, হাতুড়ী দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে থাক। যদি কোন দিন তোমার চেতনা এই বিশ্ব প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করতে পারে, সেই দিন বিশ্বের ভীষণতা তোমায় আঘাত করবে। মনে করে রাখ—তুমি কেবলমাত্র মেরুদণ্ডী প্রাণী আর ভুলবশত একটা আত্মার অধিকার তুমি পেয়েছ। ঘটাং ঘটাং—হাতুড়ীর মধ্য থেকে স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছে। জীবনটা কোন রকমে কাটিয়ে দাও। কিন্তু ধীরে ধীরে তার মনে জাগছে এক আশ্চর্য্য ক্ষুধা, পৃথিবীর এই যত ভাগ্যনিপীড়িত নর-নারী—তাদের সঙ্গ লাভের বাসনা—এইসব ক্ষুব্ধ অন্তরকে এক করে এক পরম বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করতে—দুঃখ বা বিদ্রোহ করতে নয়। তারা করবে নিখিল প্রকৃতির বন্দনা। চেয়ে দেখ ওগো অসীম পৃথিবীর নিষ্ঠুর দেবতা—আমরা তোমার নিষ্ঠুরতাকে পূজা করছি। অনুভব কর আমাদের মনের মহত্বকে।

একটি মন্দির, মানুষের ক্ষুধিত আত্মার এক বিরাট বিশ্বদেউল। সেখানে মৃতমন্ত্র আবৃত্তি হবে না, গীত হবে শাশ্বত মানব মনের চিরন্তন এক ভজনার সুর—যা দেবতার অন্তর-আত্মাকে কাঁপিয়ে তুলবে। সে দিন কবে আসবে—এ মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন আর কত দেরী!

এক সন্ধ্যায় পীয়ার পোষ্ট অফিস থেকে একটু যেন উল্লসিত মনেই ফিরে এল—"দেখ মার্লে, এসেথ থেকে চিঠি এসেছে।"

মার্লে লোরেঞ্জের দিকে তাকাল, সে ততক্ষণ তার মার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। "ব্রুসেথ থেকে? লুইস কেমন আছে?"

"এই যে চিঠি, পড়েই দেখ না।"

মার্লে এক নিশ্বাসে চিঠিটা পড়ল—তারপর লোরেঞ্জের দিকে তাকাল। সেই দিন রাত্রে ছেলেরা ঘুমোতে গেলে তাদের মা আর বাবা আলোচনা করতে লাগল। মার্লে স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল তার স্বামীর কথাই ঠিক। ছেলেটিকে এখানে রাখা পরম স্বার্থপরের মত কাজ হবে—কারণ একদিন সে তার পিতার খুড়ীমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হ'তে পারে।

সে যদি এখানে থাকে সে বড় জোর কামার হবে। কিন্তু কামারের ত আর প্রয়োজন নেই—যন্ত্রদানব মানুষের সমস্ত ক্ষুধা মিটিয়ে দিচ্ছে। আর এই পল্লীতে কি শিক্ষাই বা সে পেতে পারে? আণ্ট ম্যারিট লিখেছে, তিনি ওকে ভাল স্কুলে দেবেন।

অতএব লোরেঞ্জকেও যেতে হবে।

তারপর যখন তারা লোরেঞ্জকেও ট্রেনে তুলে দিয়ে এল, তখন মায়ের চোখের জলে রুমাল সিক্ত হচ্ছে—দৃষ্টি তার ঝাপসা হয়ে গেছে। বাড়ীতে ফিরে এসে মার্লে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল—আর পীয়ার গুন্ গুন্ করতে করতে স্ত্রীর জন্য সন্ধ্যের খাবার ঠিক করতে লাগল।

"আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না তুমি কি করে হাসছ"—মার্লে ভাঙ্গা গলায় বললে, অদ্ভুত ধরণের হাসি তার ওষ্ঠে। পীয়ার উত্তর দিলে—"ওবিষয়ে যত কম ভাববে ততই ভাল।" কিন্তু পরদিন পীয়ার শুয়ে রইল বিছানায় বহুক্ষণ। মার্লে স্বামীর কপালে হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করলে।

এমনি করেই দিন কেটে যায়। পরের কাছে হাত না পেতে দারুণ

কষ্টে তারা সংসার চালায়—দু'জনেই পরিশ্রম করে অসাধারণ। যখন বড় রাস্তার ওপরে ওই মস্ত ডেইরীটা তৈরী হল, তখন পীয়ার প্ল্যান করে দিয়ে কিছু টাকা পেলে। মাঝে মাঝে হাত কাটা ওয়েষ্ট কোট পরে পীয়ার মুদির দোকানে যায়—পিঠে তার একটা বস্তা। মাথা নীচু করে সে হাঁটে। দাড়ীতে তার রীতিমত পাক ধরেছে—সে পথ চলে—চোখ হয়ত অনিদ্রায় রক্তজবা, কিন্তু তার পদক্ষেপ লঘু আর কৌতুকপ্রিয়।

গ্রীষ্মের সময় প্রতিবেশীরা মাঝে মাঝে দেখত—তারা বাড়ীতে চাবী দিয়ে ছোট্ট এষ্টাকে নিয়ে পাহাড়ের ধারে বনভোজনে যাচ্ছে। তাদের মনে হয়ত গত দিনের কোন স্মৃতি, ছোট্ট আগুনের কুণ্ডের পাশে বসে গরম গরম কাফি পান করা।

শরৎকালে যখন প্রকাণ্ড প্রান্তর সব হলদে রঙে মাখান হয়ে গেছে—মার্লের ও পীয়ারের বাগানেও তখন ধান। ছোট্ট তাদের জমি দু'জনের পক্ষে স্বচ্ছল। যদি কখনও আন্দাজ মত আলু না হ'ত হয়ত তাদের অসুবিধা হ'ত কিন্তু তবু তারা থাকে ছোট্ট ঝকঝকে বাড়ীতে—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংসারে—সুখী তাদের গৃহস্থালীতে। মার্লে সারাদিন পরিশ্রম করে আবার প্রতিবেশী মেয়েদের রান্না, সেলাই-এর বিষয় শিক্ষা দেয়। কিন্তু তার একটা স্বভাব হয়েছে—বাতায়নের বাহিরে যেখানে পাহাড়ের সীমানায় উপত্যকার সীমা মিশে গিয়েছে, তার পানে চেয়ে থাকা দীর্ঘ দিন ধরে। তার কি মনে হয় আবার সুখের দিন ফিরে আসবে, তাদের এই ব্যথার রজনীর অবসান হবে—এসব কল্পনা আজ তার কাছে বিলাসে দাঁড়িয়েছে।

এমনি করেই চিরন্তন কালের স্রোত বয়ে যায়।

৭

প্রিয় ব্রুস ব্রক --

সম্প্রতি এখানে একটা ঘটনা ঘটেছে—সেই বিষয় জানবার জন্য তোমায় এই পত্র লিখছি—হয়ত শুনে কিছু শান্তি পাবে। ভেবে দেখ্‌লাম যে এই দুঃখ দারিদ্র্য ভরা পৃথিবীতে মানুষ ইচ্ছা করলেই সুখ পেতে পারে, যদি সে নিজের চোখ দিয়ে পৃথিবীর দিকে চায়—অপরের অভিজ্ঞতায় একমাত্র বিশ্বাস না করে।

একথা সবাই জানে যে আমাদের জীবনে দুঃখ চরম হ'তে চরমের দিকে যাচ্ছে,—বিশেষ করে আমিই দুঃখ প্রীতির ভান করতে চাই না। বরং ঠিক তার উল্টো, দুঃখ আমাকে পীড়িত করে তুলেছে। দারিদ্র্য মানুষকে হীন করে। এর প্রভাব অত্যন্ত খারাপ—অবশ্য আমি এমন প্রভাবের কথা বলছি না—যা সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে আলিঙ্গন করতে পারে। একদিন আমি ছিলাম প্রথম প্রপাতের ইঞ্জিনীয়ার আর আজ আমি ছোট গ্রামের আরও ছোট কামার মাত্র। এঅভিজ্ঞতা আমাকে আঘাত করে। চোখ দুটোর জন্য আমার বই পড়া বন্ধ—ভাবতেও আমার দুঃখ হয়। তবু আজ আমি এ সবে অভ্যস্ত—এ সবের মধ্যে আমি কোন সৎ বা শুভ উদ্দেশ্য দেখ্‌তে পাচ্ছি না। কতবার আমার মনে হয়েছে দৈন্যের শেষ সীমায় আমরা এসে পৌঁচেছি কিন্তু প্রত্যেক বারই দেখ্‌ছি, এ একটা স্তর মাত্র। চরম দৈন্য আজও অনাগত। মাথার শিরা তোমার ছিঁড়ে যেতে চায়, তবু কাজ তোমায় করতেই হবে, প্রত্যেক খুঁটিনাটি জিনিষ তুমি

বাঁচাচ্ছ তবু অন্নের গ্রাসে পরের দয়ার স্বাদ। এসব আমার ভাল লাগে না। ভবিষ্যতের যত আলোকোজ্জ্বল দিন আজ অন্ধকারে হারিয়ে গেছে—সব স্বপ্ন, সব আকাঙ্ক্ষা, সব অভিমান জীবন থেকে মুছে গেছে। মনে হয় এসবের শেষে তুমি এসে দাঁড়িয়েছ। কিন্তু তা নয়। মানুষের অন্তরের আসল সত্য আজও সমুজ্জ্বল। জীবনের চরম দৈন্যের মধ্যেও কি সে মূল্যবান জিনিষ যা' হারায়নি'—তারই কথা জিজ্ঞেসা করছ না ?

সেই কথাই তোমায় বলব !

আমাদের এই অন্ধকার জীবনে যখন একটু আলো আসছিল ঠিক সেই সময় অতিথি এল। কিছু দিন হ'ল মাথার মধ্যে যেন শান্তি পাচ্ছি, আবার আমি লাঙ্গল নিয়ে কাজ করছি- আবার ইস্পাত — এ কাউকে মুক্তি দেবেনা—তুমি ত জান এর মধ্যে মানুষ কতরকমের সম্ভাবনা দেখতে পায়। মার্লে আবার যেন বাহুতে বল পেয়েছে। আমার এই স্ত্রীকে তুমি কি মনে কর ? নিজেকে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে, একজন দুঃখাবনত মানুষের দৈন্যের ভার হাতে যে তুলে নেয় ? আজও আমি আশা করি তোমার জীবনে এমন কোন নারীর পরিচয় তুমি পাবে। একথা সত্যি যে তার চুলে পাক ধরেছে, তার মুখে বার্দ্ধক্যের ছাপ। তার দেহলতা যেন ভারাতুরা, তার হাত আর আলোকের মত রক্তাভ নেই। কিন্তু এই তার দেহের দিকে চেয়ে আমার মনে হয় যেন আমি নূতন এক সৌন্দর্য্য দেখতে পাই—ওর ঐ মুখের প্রত্যেকটি রেখা যেন কালের ফেলে রাখা নিদর্শন—দুঃখ এসেছে কিন্তু আমাদের বন্ধন শিথিল হয়নি। আজও যখন সে হাসে করুণভাবে, রক্তহীন মুখে, তখন আমার মনে পড়ে পুরানো কথা যখন স্বর্গ ও পৃথিবী আমাদের উপর নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল, আর

মার্লের উষ্ণ নিশ্বাস আমার বুকের পাশে জোরে জোরে পড়েছিল। জীবনের সুখ ও আনন্দ তাকে আজকের রূপে রূপান্তরিত করেছে। পৃথিবীর চোখে সে আজ পুরাতন, কিন্তু আমার কাছে এ আর এক আবিষ্কার।

আসল কথা এইবার বলব। দুটি ছেলে মেয়েকে পরের হাতে বিলিয়ে দিয়ে মায়ের মন কেমন হয় তা হয়ত তুমি বুঝতেও পারবে না, বিশেষ করে ছেলে মেয়ে দুটি প্রায়ই পত্র লেখে তাদের নিয়ে আসতে, মাকে তাদের মনে পড়ে—মন কেমন করে মার জন্য। কিন্তু তবু আমাদের একটি মেয়ে তখনও কাছে ছিল। এষ্টা—পাঁচ বছরের এষ্টা, তুমি যদি একবার তাকে দেখতে? তুমি যদি পিতা হ'তে এবং তোমার অশান্ত মস্তিষ্কে বড় দুটির ওপর তোমার স্নেহ সফল না হত, তুমি ত চেষ্টা করে ছোট মেয়েটাকে স্নেহ প্রেমে অভিষিক্ত করে রাখতে? নয় কি? এষ্টা চমৎকার ছোট্ট নাম, মনে করতে পার একটি মেয়ে মাথায় কালো কোঁকড়ান চুল, মুখ তার রোদে ঘুরে ঘুরে একটু কটা, তার মায়ের একজোড়া চমৎকার ভুরু টানা টানা চোখের ওপর—সর্ব্বদাই কাজে ব্যস্ত; হয়ত সে পুতুল নিয়ে খেলছে কিংবা কাঠের টুকরা খুঁজছে অথবা তার মা যখন রুটি সেঁকছে, তখন নিজের তৈরী ছোট্ট ছোট্ট কেক সে ভাজছে মা বাবার জন্যে, হয়ত বা পাখীর সাথে কথা কইছে কিংবা নাচছে, কখনও বা আপন মনে গান গাইছে—মাথায় তার কবে শোনা একটা গানের রেশ। যখন তার মা মেঝে পরিষ্কার করে, ছোট্ট এষ্টা তখন একটা নেকড়া নিয়ে চেয়ার পরিষ্কার করবে, তারপর হঠাৎ উল্টে গিয়ে কাঁদে পড়ে যায় তারপর কান্না, যখন তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হ'ল হঠাৎ কান্না ভুলে গিয়ে সে নাচতে নাচতে ছুটল বাহিরের দিকে, মুখে হাসি।

যখন কাজ করছ কামারশালায়, দুটি ছোট পায়ের শব্দ শোনা যায়—"বাবা খাবে এস।" একটি ছোট কোমল হাত তোমায় দরজা অবধি টেনে আনবে। "আজ তুমি আমায় চান করিয়ে দেবে বাবা"—"এই যে তোমার তোয়ালে।" হয়ত যখন আলু আর দুধ আমাদের খাবার, ছোট্ট এইটা এমন করে বসবে যেন সে রাজার বিয়েতে নেমন্তন্ন খাচ্ছে—তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বাবাকে বলবে—"আলু আর দুধ কি চমৎকার খেতে বাবা।"

রাত্রে সে আমাদের বিছানার পাশে ছোট্ট একটা বাক্সে ঘুমুবে। কতদিন বিনিদ্র রজনীতে তার হাসিমাখা মুখের দিকে চেয়ে আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে হয় যেন তার সেই ছোট্ট হাত দিয়ে সে আমাকে দোলাচ্ছে—আর ঘুম জড়িয়ে আসছে আমার চোখে।

এইবার যে কথা লিখব তাই ভেবে আমার হাত কেঁপে যাচ্ছে। কিন্তু তবু আমি লিখব কেননা এই ঘটনাই মার্লে আর আমার মনে এনেছে স্বর্গীয় শান্তি, হয়ত তুমিও তাই পাবে। আমাদের পাশের বাড়ীতে থাকে একজন কাঁসারী আর তার স্ত্রী—আমাদেরই মত গরীব তারা। নূতন বাড়ীতে আসার পরই একদিন আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। লোকটা বেঁটে আর রোগা, কেটলী প্যান ঝালাই ক'রে জীবিকা অর্জ্জন করে।

"কি চাও তুমি?"—আমার দিকে আড় চোখে চেয়ে বললে। তারপর বেরিয়ে আসবার সময় শুনলাম সে আমার পিছনে দরজাটা বন্ধ করে দিলে। হয়ত সে ভাবলে আমি তার রোজকার খাবার কেড়ে নিতে এসেছি। তার স্ত্রী হৃষ্টপুষ্ট, মোটা মেয়েমানুষ, স্বভাব চরিত্র তার অত্যন্ত খারাপ। এই ত সেদিন সে জেল থেকে এল।

এক রবিবারে আমি আমার বাগানে দাঁড়িয়ে তার একটা আপেল

গাছের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছিলাম। একটা গাছ ঠিক আমার বেড়ার পাশে জন্মেছে, এমন কি তার একটা ডাল আমার জমির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আমি সেইটা ধরে ফুলগুলোর গন্ধ শুঁকছিলাম। হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বরে আমার চমক ভাঙ্গল—"এই টাইগার ওর টুটিটা চেপে ধর ত।" সঙ্গে সঙ্গে কাঁসারীর উলফ ডগটা আমার দিকে ছুটে এল, আমার গলাটা কামড়ে ধরতে। খুব বরাত ভাল যে কুকুরটা কিছু করবার আগে আমি তার কলারটা ধরে ফেল্‌লাম—তাকে টান্‌তে টান্‌তে তার মনিবের কাছে নিয়ে গেলাম।

"ফের যদি এরকম ঘটনা ঘটে তবে সেরিফকে ডাকতে বাধ্য হব।" তারপরই পৃথিবীর সেই পুরাতন সঙ্গীতের সুরু হ'ল। লোকটি না জেনে আমার সম্বন্ধে তার যা ধারণা বলে গেল—"মুখ সামলে কথা বল ছোট লোক—এখানে এসেছ আমাদের এই মজুরদের অন্ন কেড়ে নিতে।" এরকম আরও কত কি? সে বাহু আন্দোলিত করে গর্জ্জন করতে করতে চলে গেল, আমার মনে হল সে যেন ছুরিটুরি ঐ রকম কিছু খুঁজছে আমার দিকে ছুড়ে মারবার জন্য। আমি না হেসে পারলাম না। এ বিশ্বের সমরাঙ্গনে দুটি বিপুল শক্তি আজ মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে।

দু'দিন পরের ঘটনা—আমি হাপরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম এমন সময় স্ত্রীর ভয়ার্ত্ত চীৎকার ভেসে এল। ছুটে বেরিয়ে এলাম—ব্যাপার কি? মার্লে ইতিমধ্যে বেড়া ডিঙ্গিয়ে ওধারে নেমে পড়েছে—হঠাৎ দেখতে পেলুম চোখের সামনে—এষ্টা মাটিতে পড়ে আছে—তার বুকের ওপর সেই বৃহৎ জানোয়ারটা।

তারপর—? মার্লে বলেছে, আমিই নাকি সেই কাপড়ের স্তূপ হ'তে আমার মেয়েকে ছিনিয়ে এনেছিলাম।

বিপদের সময় ডাক্তারেরাই নাকি শেষ আশা—যদিও তারা একটি

ছোট্ট মেয়ের গলার ক্ষত খুব পরিচ্ছন্নতার সহিত ড্রেস করে দিতে পারে —কিন্তু সব সময়ই কি তাতে সুফল ফলে !

মার্লে কিছুতেই ডাক্তারকে যেতে দেবে না—অনুনয় বিনয় করে কেঁদে তাকে জড়িয়ে ধরে আর একবার শেষ চেষ্টা করতে বল্‌লে—যদিও কিছুই আর করবার ছিল না। অবশেষে ডাক্তার চলে গেলেন—কিন্তু তাকে কিছুতেই সান্ত্বনা দেওয়া গেল না। মেঝেতে মাথা খুঁড়ে নিজের চুল ছিঁড়ে সে ব্যথায় আত্মাহারা হয়ে গেল—না কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না—বিশ্বাস সে করবে না, কিছুতেই না—এ রূঢ় সত্য মেনে নেওয়া অসম্ভব।

সেদিন রাত্রে দু'টি ব্যথাতুর হৃদয় পরস্পরের পানে চেয়ে বসে রইল —অদ্ভুত তাদের চাহনি। মা এখন অনেকটা শান্ত হয়েছে। শিশুটিকে সাজিয়ে কবর দেবার জন্য প্রস্তুত করে বাহিরে নিয়ে আসা হ'ল। পিতা জানালার ধারে বসে—নিষ্পলক নেত্রে চেয়ে দেখতে লাগল। তখন মে মাসের ধূসর রাত্রি।

এখন আমরা বুঝতে পারছি যে প্রত্যেক বিরাট দুঃখ আমাদের নিরত অস্তিত্বের উচ্চ সোপানে নিয়ে চলে। আমি এখন শেষ সীমায় উপস্থিত —এরপর আর কিছু নেই।

এখন আমি আবিষ্কার করেছি, হে প্রিয়তম বন্ধু—দুঃখের এই দীর্ঘ দিনগুলি আমাকে একরূপে নয়—নানাভাবে পরিবর্তিত করেছে—আমার মধ্যে এক সময় বহু লোকের উৎস ছিল কিন্তু আমার কাজ শেষ হ'য়ে গেছে—তাই তারা সে উৎস ভেদ করে বিভিন্ন মুখে ছুটে বেরিয়ে যেতে পারে।

আমি দেখলাম রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে একটি পাগল ছুটে যাচ্ছে—স্বর্গ ও পৃথিবীর দিকে মুষ্ট্যাঘাত করতে করতে—জীবনের

প্রহসন নাট্যে সে আর অভিনয় করতে চায় না—নদীর দিকে সে ছুটে গেল।

তখনও সেখানে আমি নিশ্চলভাবে বসে রইলাম।

আবার দেখলাম ছাড়া পাওয়া বেঁটে ধূসর এক সন্ন্যাসী।—চাবুকের তাড়নায় মাথা নত করে বলছে—"তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে দেবতা। ঈশ্বর দাতা—ঈশ্বরই তা ফিরিয়ে নেবেন।" ভারী করুণ দেখতে লোকটিকে—হঠাৎ রাত্রির অন্ধকারে সন্ন্যাসী হারিয়ে গেল কোথায় কে জানে!

তখনও আমি তেমনিভাবে বসে রইলাম—নিশ্চল পাথরের মত।

অস্তিত্বের উচ্চস্তরে আমি একাকী বসে রয়েছি—সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র সব একে একে নিভে গেছে—আশেপাশে চারিদিকে একটা হিম শীতল নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

কিন্তু তারপর আমার নিকট সব প্রভাতী আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল, এখনও আমার কিছু করবার আছে। এখনও আমার মধ্যে একটা অপরাজেয় জ্যোতির কণা রয়েছে—যা জ্বলছে স্বতই নিজের শক্তিতে। আবার যেন আমি অস্তিত্বের প্রথম দিনে উপস্থিত হয়েছি—একটা অবিনশ্বর আত্মা আমার মধ্যে বলছে—"আসুক আলোর আশীর্ব্বাদ।"

এই আত্মাই ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করতে করতে আমাকে বলীয়ান করে তুলেছে। পৃথিবীর সকল সৃষ্টির প্রতি একটা অনির্ব্বচনীয় মমতা জাগছে—তাদেরই একজন বলে আমি গর্ব্ব অনুভব করছি।

এখন আমি বুঝতে পারছি অন্ধ নিয়তি কেমন করে আমাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, কিন্তু তবুও এখন মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু অবশিষ্ট আছে—যাকে জয় করবার ক্ষমতা—স্বর্গে মর্ত্ত্যে কারুর নেই।

আমাদের এদেহ বিলীন হয়ে যাবে—আত্মার প্রদীপ নিভে যাবে সত্য, কিন্তু আমাদের অন্তরের যে জ্যোতি-শিখা আছে সে অবিনশ্বর—সে অসীম ও সসীমের মিলনের রাখী সে আলোকের কন্যা।

এখন আমি জানতে পেরেছি যে আমার আত্মার যা চিরদিনের না-মেটা ক্ষুধা—সে জ্ঞান নয়, যশ নয়, ধন নয়—পুরোহিত হবার বাসনাও নেই—যন্ত্রযুগের প্রকাণ্ড মহাপুরুষও আমি হতে চাইনি—আমাদের চিরদিনের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মহিমার মন্দির—তাই আমি গড়ব—সেই আমার শেষ লক্ষ্য। মানুষের রোজকার জীবনে সঞ্চিত পাপ পুণ্যের বিচার সে মন্দিরে নয়—সে মন্দির বিশ্বের যা কিছু সৌন্দর্য্য, যা কিছু ঈশ্বরের দান তারই বন্দনার নিকেতন।

আজ আমি অক্ষম। নূতন কিছু করবার ক্ষমতা আমার আজ হারিয়ে গেছে। কিন্তু তবু সেই এক জায়গায় বসে আমার মনে হ'লো যে জয় আমারই হয়েছে—লক্ষ্যে এসে একা আমিই পৌঁচেছি।

তারপর—তারপর কি ঘটল? সেবার বসন্তে ভীষণ অনাবৃষ্টি দেখা দিল—এই উপত্যকায় এরকম প্রায়ই ঘটে। চিরদিনের সেই উত্তুরে বাতাস গ্রামের চারিধারে শুষ্ক ধূলা ছড়িয়ে দিলে। একটা বৃষ্টিহীন দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি গ্রামবাসিগণের মনে শঙ্কা জাগিয়ে তুললে।

অবশেষে লোকেরা সাহসে ভর করে বীজ বপন করলে—কিন্তু তারপর আরম্ভ হ'ল কুয়াসার দুর্য্যোগ—বরফ পড়তে লাগল—বীজগুলো মাটির তলে জমে পচে গেল। আমার বন্ধু কাঁসারী একফালি জমিতে বার্লি বুনেছিল—এখন সে সব আবার নূতন করে বুনতে হবে—কিন্তু বীজ কোথায় পাওয়া যায়? দ্বারে দ্বারে সে ভিক্ষা করে ফিরলে কিন্তু সবাই তাকে বিমুখ করে তাড়িয়ে দিলে—অন্তত এটার যা ঘটেছে তারপর থেকে সবাই তাকে ঘৃণা করে—তাকে কেউই

কিছু ধার দেবে না—তারও কেনবার টাকা নেই। রাস্তায় বের হ'লে ছেলেরা তাকে বিদ্রূপ করে—এমন কি গ্রামের কতকগুলো লোক তাকে গ্রামছাড়া করবার কথা ভাবতে লাগল।

পরের দিন রাত্রে আমি একটুও ঘুমোতে পারিনি—দু'টো বাজলে শয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়লাম। "কোথায় যাচ্ছ?"—মার্লে জিজ্ঞাসা করলে। "দেখছি আমাদের আর আধ বুসেল বার্লি আছে কিনা।" আমি উত্তর দিলাম।

"বার্লি—এত রাত্রে বার্লি দিয়ে কি হবে?

"কাঁসারীর জমিটায় বুনতে—এখনই এ কাজ করবার প্রশস্ত সময়—তাহলে কেউ জান্‌তে পারবে না যে কাজটা আমিই করেছি"—

সে উঠে বস্‌ল—আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল "কি বল্‌লে—কাঁসারীর ক্ষেতে বুন্‌বে?" "হ্যাঁ"—আমি উত্তর দিলাম।—"তার মাঠ সারা গ্রীষ্মে অনাবাদিত থাকবে এতে কি কিছু উপকার হবে?"

"পীয়ার কোথায় যাচ্ছ?"

"বল্‌লাম ত তোমাকে"—আমি বেরিয়ে গেলাম। কিন্তু স্পষ্টই বুঝতে পারলুম সেও পোষাক পরছে—আমার সঙ্গে নিশ্চই আস্‌বে।

রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গেছে—বাতাস, আর্দ্র। প্রভাত এখনও তরল অন্ধকারের কোলে নিদ্রিত—উত্তরের হাল্কা মেঘে সোনালী ঝালর দেওয়া। বিকশিত বার্চ্চের গন্ধে বাতাস আমোদিত—ম্যাগপাই ষ্টারলিং এর ঘুম ভেঙ্গেছে. কিন্তু কোন মানব মূর্ত্তি চোখে পড়ে না। গোলাবাড়ী—গ্রামখানি সব এখনও সুপ্তি-মগ্ন।

আমি একটা বাস্কেটে বার্লির বীজ চাপিয়ে প্রতিবেশীর বেড়া ডিঙ্গিয়ে তার ক্ষেতে বুনতে লেগে গেলাম। বাড়ীতে জীবনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সেরিফের অফিসার এসে আগের দিন কুকুরটাকে গুলি করে

মেরেছে। কাঁসারী ও তার স্ত্রী সম্ভবত এখনও ঘুমোচ্ছে—হয়ত তার চারিদিকের শত্রুদের স্বপ্ন দেখছে, তাদের অনিষ্ট করবার ফন্দি আঁটছে।

প্রিয় বন্ধু—এর পরও কি শেষটা বলবার দরকার আছে? একবার ভেবে দেখ একজন রাজ্য বিলিয়ে দিচ্ছে—তবু তার কিছু এসে যায় না। আর—আর একজনের এক মুষ্টি শস্য দিয়ে দিলে তার অনেক কিছু এসে যায়। এ যে তার অবশিষ্ট শেষ সম্পত্তি, এইটুকু অর্জ্জন করতে তাকে জীবন-মরণ সংগ্রাম করতে হবে। এ কি কিছু নয়? আর আমার কথা জিজ্ঞাসা করছ—ক্রাইষ্টের কথা স্মরণ করে এ কাজ আমি করিনি—অথবা আমি আমার শত্রুকে ভালবাসি বলেও নয়—আমি এ কাজ করেছি—কারণ আজ জীবনের ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে—আমি এক মহা দায়িত্ব অনুভব করতে পারছি। মানুষকে জাগতে হবে—অন্ধ বিচার বিবেচনাহীন নিয়তির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার শক্তি অর্জ্জন করতে হবে তাকে। দুঃখের কণ্টকিত পথে সব সময় মনে রাখতে হবে—মানুষের দৈবী শক্তির মরণ নেই। অনন্তের আলো আজ আর একবার আমার মধ্যে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে, বলেছে—আসুক আলোর আশীর্ব্বাদ।

দিনে দিনে এখন আমার নিকট পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে—মানুষ, একমাত্র মানুষই স্বর্গে মর্ত্ত্যে দেবতার সৃষ্টি করবে—বিশ্বের নিষ্প্রাণ একচ্ছত্র আধিপত্যের উপর এইখানেই তার বিজয় অভিযান। সেই জন্যই আমি আমার পরম শত্রুর ক্ষেত্রে শস্যের বীজ বপন করলাম —যাতে সেই দেবতারই আবির্ভাব হয়।

আঃ—সেই মুহূর্ত্তের কথা যদি জানতে! আমার চারিদিকের বাতাস যেন মুখর হয়ে উঠল—যে সমস্ত হতভাগ্যকে আমি জানি, নাম শুনেছি—তাদের সঙ্গসুখ আমি যেন উপভোগ করতে

লাগলাম, ক্রমশ তাদের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল—এমন কি মৃতেরাও এসে যোগ দিল—যুগ যুগান্তর হ'তে দলের পর দল আসতে লাগল। মুসিও তার মধ্যে আছে—সে তার সুর বাজাচ্ছে—সকলকে নিয়ে এক মহান সঙ্গীতের সৃষ্টি করছে—জীবিত এবং মৃত—অনন্ত মানবের এই সঙ্গীত। এইত আমরা এখানে—তুমি আমি তোমার ভাই বোন। তোমার আর আমার ভাগ্য একই। আমরা পৃথিবীর অন্নদার অসীম শক্তির নিয়মে এখানে এসেছি—আমাদের ইচ্ছামত জীবনকে চালিত করবার ক্ষমতা নেই। অন্যায়, অত্যাচার, দুঃখ, রোগ, অগ্নি, রক্ত—নানাভাবে আমরা উৎপীড়িত হচ্ছি।" সব চেয়ে সুখী যে তাকেও একদিন মরতে হবে। তার বাড়ীতে সে যেন অতিথি। সে একথা জানেনা কিন্তু কালকেই তাকে হয়ত চলে যেতে হতে পারে। তবুও মানব নির্ম্মম নিয়তির সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে, আনন্দ করছে। প্রকৃতির দাসত্ব করেও সে সুন্দরের সৃষ্টি করে—যন্ত্রনার মধ্যেও তার এত উদ্বৃত্ত শক্তি সঞ্চিত থাকে যে অনন্ত শূন্যে সে তার আলোক ছড়িয়ে দিচ্ছে—দৈবী মহিমায় আতপ্ত করে তুলছে দেবতাদের দেহ।

ওগো মানুষের অন্তরের দেবতা, আশ্চর্য্য তোমার মহিমা—স্বর্গের দেবতার মত তোমার মহত্ত্ব। তুমি মানুষকে গ্রাস করছ সত্য কিন্তু তার পরিবর্ত্তে অনন্ত জীবনের আশায় উদ্বোধিত করছ। অন্ধ ভাগ্যের প্রতিহিংসা চরিতার্থে তুমি এ বিশ্ব দৈবী মহিমায় মহিমান্বিত করে তুলছ।

যারা আজ ধূলায় মিশে গেছে—নির্ব্বাপিত প্রদীপের শিখার মত—তারাও একদিন এই নাট্যের অভিনয় করেছে—যারা জীবনের অন্ধকারে ব্যর্থ হয়েছে আলোর সন্ধানে—তারাও। আমরা কেঁদেছি,

আনন্দ করেছি, দুঃখ ও আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করেছি কিন্তু প্রত্যেকেই আমরা জ্যোতি সমুদ্রে কণা কণা জ্যোতি সংযোজিত করেছি—প্রত্যেকেই, কালো নিগ্রো যে কবরের অন্ধকারে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে শেষ স্মৃতি রেখে গেছে মানুষের মনে—সে হ'তে জীনিয়সেরা—যাঁরা স্বর্ণচুমা ন্দিরের স্তম্ভ উত্তোলন করেছেন—তাঁরাও—সবাই আমরা আমাদের পার্ট অভিনয় করেছি যথাসম্ভব—দোলনার ধারে প্রার্থনারত হতভাগিনী মা আর মহাত্মারা যাদের প্রশংসাবাণী অসীম শূন্যে ঝঙ্কার তুলছে—সবাই।

ওগো মানুষের অন্তর দেবতা, তোমায় প্রণাম করি, তুমিই বিশ্বে চেতনা সঞ্চার করছ—কেন্দ্রাতিগের দিকে যাত্রায় উদ্বোধিত করছ। তুমিই সেই বন্দনা গান—যা এ বিশ্বকে মহাসঙ্গীতের সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছে—একবার নিজের দিকে তাকাও, শিরোত্তলন করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সগর্ব্বে দাঁড়াও। দুঃখ-দৈন্য তোমায় পরাভূত করতে পারে—মৃত্যু তোমায় মুছে দিতে পারে—তবুও তুমি অজেয় শাশ্বত।

হে প্রিয়তম বন্ধু—তখন আমার মনের ধারণা ঠিক এই রকম হয়েছিল। তারপর বীজ বোনা হয়ে গেলে ঘরে ফিরে এলাম—পাহাড়ের কাঁধের ওপর দিয়ে সূর্য্য তখন উঁকি মারছে। বেড়ার ধারে মার্লে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছিল। কপালের ওপর সে একটা রুমাল টেনে দিয়েছিল ঠিক কৃষক রমণীর মত। কাজেই তার মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না—কিন্তু সে হাসছিল—যেন তার উৎপীড়িত মাতৃহৃদয় শোকের সাগর হ'তে মাথা টেনে তুলতে পেরেছে, আজ দিনের আলোর সঙ্গে সেও ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যে সহায়তা করতে লেগে যাবে।

(শেষ)